وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى - (سورة النجم ৩-৪)

"আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তির তাড়নায় কিছু বলেন না, এ সবই ওহী, যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।" -(সূরা নজম ৩-৪)

انى تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ابدا كتاب الله و سنتى

"আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। এই দুইটি বস্তুকে অনুসরণ করিতে থাকিলে তোমরা কখনো গোমরাহ হইবে না। উহা হইতেছে আল্লাহ তা'আলার কিতাব (আল-কুরআন) আর আমার সুন্নাত (আল-হাদীছ)

সহীহ মুসলিম শরীফ

মূল ঃ ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম বিন আল-হাজ্জাজ আল-কুশায়রী (রহঃ)

(প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

হাদিয়ে মিল্লাত, প্রখ্যাত মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিছ আল্লামা আলহাজ্জ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর রহ.)

সাবেক শায়খুল হাদীছ ও অধ্যক্ষ, জামিআ ইসলামিয়া ইউনুছিয়া বি,বাড়ীয়া-এর

নেক দু'আয়

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল ফাতাহ্ ভূঞা

ফাযিলে দারুল উলূম হাটহাজারী (প্রথম) এম. এম. (হাদীছ, তফসীর), ঢাকা আলিয়া।

বি.এ. (অনার্স) এম.এ. (প্রথম শ্রেণীতে প্রথম), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সিনিয়র পেশ ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সাবেক মুহাদ্দিছ, শরীআতিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, বাহাদুরপুর।

কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশনায়

আল–হাদীছ প্রকাশনী

২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুন্সিহাটী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সূচীপত্র

প্রকাশক ঃ
মুহাম্মদ ফয়জুল্লাহ

আল-হাদীছ প্রকাশনী
২, ওয়ায়েছ কারণী রোড, মুহাম্মদনগর, মুন্সীহাটী,
আশ্রাফাবাদ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১।
মোবাইল ঃ ০১৯১৪৮৭৫৮৩০

প্রথম সংস্করণঃ
যুলহিজ্জাহ, ১৪৩৫ হিজরী, ২০১৪ ইং, ১৪২১ বঙ্গাব্দ।

বিনিময় ঃ ২৪০.০০ টাকা

পরিবেশনায় ঃ

* **মোহাম্মদী লাইব্রেরী**
  চকবাজার ও ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

* **নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী**
  ৫৯, চকবাজার, ঢাকা-১২১১
  ও
  ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ঝঅঐওঐ গটঝখওগ ঝঐঅজওঋ : ১৪ঃয াড়ষঁসব ঃৎধহংষধঃবফ রিঃয বংংবহঃরধষ বীঢ়ষধহধঃরড়হ রহঃড় ইধহমষধ নু গড়ষিধহধ গঁযধসসধফ অনঁষ ঋধঃধয ইযঁৎুধহ ধহফ ঢ়ঁনষরংযবফ নু অষ-ঐধফরঃয চৎড়শধংযড়হু, ২ ডধরংব ছঁধৎহর জড়ধফ, গড়যধসসধফ ঘধমধৎ, গঁহংযরযধঃর, অংযৎধভধনধফ, কধসৎধহমরৎপযধৎ, উযধশধ-১২১১, ইধহমষধফবংয. চৎরপব: ঞশ. ২৪০.০০. টঝ৳- ৫.০০.

بسم الله الرحمن الرحيم

১৪তম খণ্ড সমাপ্ত

১৫তম খণ্ডে কিতাবুল বুয়ূ'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرِّضَاعِ

অধ্যায় ঃ দুধ পান

كِتَابُ الرِّضَاعِ এর সহিত كِتَابُ النِّكَاحِ এর সম্পর্ক। আল্লামা ইবন হুমাম (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে বলেন, নিকাহ-এর উদ্দেশ্য হইতেছে সন্তান। আর সন্তানকে সাধারণতঃ প্রাথমিক পর্যায়ে দুগ্ধপান করানো ব্যতীত লালন-পালন করা যায় না।

মুফতী আযম আল্লামা মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, 'কিতাবুর রিযা'-এর সহিত 'কিতাবুন নিকাহ-এর প্রকাশ্য সম্পর্ক হইতেছে যে, দুগ্ধ পানের আহকাম হইতেছে বিবাহ হারাম হওয়া। ফলে এই অধ্যায়টি বস্তুত:ভাবে মুহাররমাতের অধ্যায়ের অংশ। যেমন অধিকাংশ গ্রন্থ রচনাকারীগণ দুগ্ধপানের বিষয়টিকে মুহাররমাতের অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। তবে এই প্রকারের মুহাররমাতের মধ্যে যেহেতু বিশদ বিবরণ রহিয়াছে সেহেতু দুগ্ধপান অধ্যায়কে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইহাকে কিতাবুন নিকাহ-এর শেষে সংযোজন করা হইয়াছে।

اَلرِّضَاعُ শব্দের আভিধানিক অর্থ :

الرِّضَاع এবং الرِّضَاعَةُ উভয় শব্দের ر বর্ণে যবর কিংবা যের দ্বারা পঠিত। তিহামার অভিধানে ইহাদের ক্রিয়ামূল سمع এর ওযনে رضع (স্তন্যপান করা, মাতৃদুগ্ধ পান করা)। আর নজদবাসীরা ইহাকে باب ضرب -এর মধ্য হইতে গণ্য করেন। যেমন বাচ্চা যখন নারীর স্তন্য চোষণ করে তখন বলা হয় رضع الصبى (বাচ্চা দুগ্ধপান করে)। ফলে সে راضع (দুগ্ধপায়ী) এবং رضيع (দুগ্ধপায়ী শিশু, দুধভাই)।

আবার কৃপন দুধপানকারীকেও الراضع للئيم বলা হয়। কেননা, কৃপন লোকেরা তাহাদের উট কিংবা বকরী দোহন না করিয়া স্তন্য চোষণ করতঃ দুধ পান করে। যাহাতে দোহনের শব্দ শ্রবণ করিয়া কেহ যেন তাহার কাছে দুধ চাহিতে না পারে। ইহার বহুবচন رضّع (স্তন্য পান করানো)। ইহা হইতেই সালামা বিন আকওয়া (রাযিঃ)-এর কথা واليوم يوم الرضع يعنى اليوم يوم هلاك اللئام (আজকের দিন স্তন্য পান করানোর দিন অর্থাৎ আজকের দিন কৃপনের ধংসের দিন)। (ইহা আল্লামা যুবায়দী (রহ.)-এর 'তাজুল উরুস' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত)-(তাকমিলা ১:৯)

الرضاع এর পারিভাষিক অর্থ:

مص الرضيع اللبن من ثدى الادمية فى وقت مخصوص اى مدة الرضاع (নির্দিষ্ট একটি সময় কালে অর্থাৎ 'মদ্দাতুর রিযা' (দুই বছরকালে) কোন মহিলার বুকের দুধ চুষিয়া পান করাকে الرضاع বলে। আল্লামা ইবনুল হুমাম (রহ.) ফতহুল কাদীর গ্রন্থে অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। আল্লামা ইবন নজীম (রহ.) উপর্যুক্ত সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দিয়া বলেন, অর্থাৎ وهو اللبن من ثدى المرأة الى جوف الصغير من فمه و انفه فى مدة الرضاع ('মদ্দাতুর রিযা' তথা শিশু দুই বৎসর বয়সের মধ্যে কোন মহিলার স্তন হইতে কোন শিশুর মুখ কিংবা নাক দিয়া দুধ পেটে

পৌঁছিলেই رضاع প্রতিষ্ঠিত হইবে)। ফলে ইহাতে নিম্নোক্ত পদ্ধতিটিও অন্তর্ভুক্ত হয় যে, কোন মহিলার দুধ কাঁচের বোতলে দোহন করিয়া উক্ত দুধ দুই বৎসর বয়সের শিশুকে ইজারার ভিত্তিতেও যদি পান করানো হয় তাহা হইলেও হুরমত প্রতিষ্ঠা হইবে। যদিও চুষিয়া পান করা পাওয়া না যায়। কেননা, হারাম প্রতিষ্ঠা হওয়ার কারণ হইতেছে শিশুর পেটে দুধ পৌঁছা। এই স্থানে سبب (কারণ, হেতু)কে উল্লেখ করিয়া مسبب (ঘটিত, সংঘটিত, পরিণতি) মর্ম নেওয়া হইয়াছে। কাজেই المص (চুষিয়া পান করা), الصب (ঢালিয়া দেওয়া) এবং السعوط (নস্য তথা নি:শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা) এই সকল পদ্ধতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যেইভাবেই দুই বছর বয়সী শিশুর পেটে কোন মহিলার দুধ পৌঁছিবে তাহার সহিত তাহার হারাম হওয়াসহ যাবতীয় আহকাম প্রতিষ্ঠা হইয়া যাইবে। -(আল-খানিয়া)। আর الآدمية (মহিলা মানুষ) শর্ত লাগানোর দ্বারা পুরুষ ও চতুস্পদ প্রাণী বাহির হইয়া গেল। আর ব্যাপকভাবে الآدمية (মানুষ স্ত্রীজাতি তথা মহিলা) বলার কারণে ইহার মধ্যে কুমারী, অকুমারী, জীবিত ও মৃত সকলই অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আর আমরা 'মুখ' এবং 'নাক' বন্দিত্ব লাগাইয়াছি এই জন্য যাহাতে কান, মূত্রনালি, দুগ্ধনালিতে ফোঁটায় ফোঁটায় দেওয়া এবং পেটের ভিতরে পৌঁছে এমন আঘাতের মাধ্যমে পৌঁছানোর পদ্ধতি বাহির হইয়া যায় এবং প্রকাশ্য রিওয়ায়ত হিসাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে পৌঁছানোর পদ্ধতিটিও বাহির হইয়া যায়। -(আল খানিযা)

'بالوصول' (দুধ পেটে পৌঁছার) বন্দীত্বের কারণে নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি বাহির হইয়া গেল যে, যদি কোন মহিলা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে নিজ স্তনের বোটা প্রবেশ করাইয়া দেয় কিন্তু সে দৃঢ়ভাবে জানিতে পারে নাই যে, দুধ শিশুর পেটে পৌঁছিয়াছে কি না? এমতাবস্থায় তাহার সহিত বিবাহ হারাম হইবে না। কেননা, ইহাতে সন্দেহ রহিয়াছে। সন্দেহের মাধ্যমে হারাম প্রতিষ্ঠিত হয় না। -(বাহরুর রায়িক গ্রন্থকার আল্লামা ইবন নাজীস (রহ.)-এর বক্তব্য শেষ) (তাকমিলা ১:৯-১০)

الرضاع (দুধ পানের সম্পর্ক)-এর আহকাম :

দুধ পান করানোর দ্বারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হইয়া যায় এবং উহার অনুসাঙ্গিক বিধান যেমনঃ পর্দা, দৃষ্টি, নির্জনে সাক্ষাৎ এবং সফর করা প্রভৃতি হালাল। কাজেই যাহাদের মধ্যে রেযায়ী তথা দুগ্ধপান আত্মীয়তা সম্পর্ক স্থাপিত হইবে তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম হইয়া যাইবে। তাহারা পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবে। নির্জন স্থানে অবস্থান করিতে পারিবে এবং সফরও করিতে পারিবে (যাদি ফিতনার আশংকা না থাকে)। কিন্তু ইহার উপর النسب (রক্ত সম্পর্ক)-এর সকল আহকাম প্রযোজ্য হইবে না। যেমন, ওয়ারিছ হওয়া, ব্যয়ভার বহন ওয়াজিব হওয়া, মালিকানা দ্বারা আযাদ হওয়া, সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান হওয়া, রক্ত মূল্য পরিশোধ করা এবং কিসাস সাকিত হওয়া। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের (৯-১২০)-এ ইহার উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১০)

(৩৪৫৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

(৩৪৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আমরা (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জানাইয়াছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কাছে তাশরীফ রাখিয়াছিল। এমতাবস্থায় তিনি জনৈক ব্যক্তি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার শব্দ শ্রবণ করিলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চায়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমার ধারণা যে, অমুক হাফসা (রাযিঃ)-এর দুধ পান সম্পর্কীয় চাচা। তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাহার (আমার) অমুক দুধ পান সম্পর্কীয় চাচা জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তিনি আমার নিকট প্রবেশ করিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় দুধ পান সম্পর্ক সেই সকল লোকদের হারাম করিয়া দেয়, যাহাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করিয়া দেয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.))। এই হাদীছ ইমাম মালিক 'মুয়াত্তা গ্রন্থে, ইমাম বুখারী (রহ.) 'সহীহ' গ্রন্থে এবং ইমাম আহমদ (রহ.) নিজ 'মুসনাদ' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৫)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) হইতে)। অর্থাৎ ইবন মুহাম্মদ বিন আমর বিন হাযম আল-আনসারী। -(ফতহুলবারী) -(তাকমিলা ১:১৫)

صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ (জনৈক ব্যক্তি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার শব্দ শ্রবণ করিলেন)। কেননা, এতদুভয়ের ঘর পাশাপাশি লাগানো ছিল। হাফিয (রহ.) স্বীয় 'আল ফাতহ' গ্রন্থে বলেন, এই লোকটির নাম সংরক্ষিত নাই। -(তাকমিলা ১:১৫)

أُرَاهُ শব্দটি همزه বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ اظنه (আমি ধারণা করি)। -(তাকমিলা ১:১৫)

فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ (অমুক হাফসা (রাযিঃ)-এর দুধ পান সম্পর্কীয় চাচা)। এই স্থানে ل বর্ণটি 'عن' অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ قال ذلك عن عم حفصة الخ (তিনি ইরশাদ করিলেন, ইনি হাফসা (রাযি.)-এর দুগ্ধ সম্পর্কীয় চাচাদের একজন)। ইহা দ্বারা জমহুরে উলামা দলীল পেশ করিয়া বলেন, দুগ্ধ সম্পর্ক পুরুষদেরও হারাম করে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত ইনশাআল্লাহু তা'আলা আগত হাদীছে আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:১৫)

إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ (নিশ্চয় দুগ্ধ সম্পর্ক সেই সকল লোকদের হারাম করিয়া দেয়, যাহাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই বিষয়ে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, দুধ পান সম্পর্ক সেইরূপ হারাম করিয়া দেয় যেইরূপ জন্ম সম্পর্ক হারাম করিয়া দেয়। অর্থাৎ দুগ্ধদানকারিণী দুগ্ধপায়ী সন্তানের মা হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক করা চিরকালের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। দুগ্ধদানকারিণীর সহিত সর্বদার জন্য দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং নির্জনে একত্রিত হওয়া এবং সফর করা হালাল হইয়া যায়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য শরয়ী বিধি-বিধানে জন্মসম্পর্কের মা-এর ন্যায় জারী হইবে না। অর্থাৎ মা-এর মত উক্ত সন্তান ওয়ারিছ হইবে না এবং সন্তানও দুধ মা-এর ওয়ারিছ হইবে না। একে অপরকে খরচ দেওয়াও ওয়াজিব হইবে না যেমন জন্মসম্পর্ক মা-কে খরচ দেওয়া ওয়াজিব হয়। ক্রীতদাসীর দুধপায়ী সন্তান যদি তাহার দুধ মা-এর মালিক হয় তাহা হইলে সে আযাদ হইবে না। তাহার পক্ষে রক্ত মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে না। দুধ মা হইতে কিসাস সাকিত হইবে না যদি দুধ মা সন্তানকে হত্যা করে। মোটকথা, এই সকল বিধি-বিধানে অপরিচিত লোকদের ন্যায় প্রযোজ্য হইবে।

অধিকন্তু নিম্নোক্ত বিষয়সমূহেও উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, দুধ মা এবং দুধসন্তানের সন্তান-সন্ততির মধ্যে, দুধ সন্তান ও দুধ মা-এর সন্তান-সন্ততির মধ্যে নিকাহ্ চিরদিনের জন্য হারাম হইয়া যাইবে। আর হুকুমের মধ্যে যেন দুগ্ধপায়ী দুগ্ধ দানকারিণীর সন্তান হইয়া যায়। তাহা ছাড়া দুধ মা-এর স্বামী যাহার সহবাসের দ্বারা দুধ সৃষ্টি হইয়াছে। চাই স্বামী নিকাহের মাধ্যম হউক কিংবা ক্রীতদাসীর মালিকের মাধ্যমে হউক সে দুগ্ধপায়ী সন্তানের পিতা হইয়া যাইবে। ইহা ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলিমের মাযহাব। আর দুধ মা-এর সন্তানাদি দুগ্ধপায়ীর ভাইবোন হইয়া যাইবে। দুধ মা-এর স্বামীর ভাই দুধ সন্তানের চাচা হইবে এবং তাহার বোন দুধ সন্তানের ফুফু হইয়া যাইবে। আর দুগ্ধপায়ীর সন্তান-সন্ততি দুধ মা-এর স্বামীর ও সন্তান-সন্ততি হইয়া যাইবে। এই বিষয়ে কেবল মাত্র আহলে যাহির ও ইবন উলাইয়্যা (রহ.) দ্বিমত পোষণ করেন। তাহারা বলেন, দুধ সন্তান এবং দুধ মা-এর স্বামীর মধ্যে দুধ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইবে না। আল্লামা মাযরী (রহ.) নকল করিয়াছেন যে, ইহা ইবন উমর ও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর অভিমতও। তাহাদের দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ: وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ (আর তোমাদের সেই মাতাগণকেও যাহারা তোমাদেরকে দুগ্ধপান করাইয়াছেন এবং তোমাদের সেই ভগ্নিদেরকে যাহারা (একই স্তন্য) দুগ্ধ পানের কারণে (ভগ্নি) হয়– সূরা নিসা-২৩)। এই আয়াতে কন্যা এবং ফুফু-এর কথা উল্লেখ করা হয় নাই যেমন জন্ম সম্পর্ক-এ এতদুভয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে।

জমহুরে উলামার দলীল অনুচ্ছেদের সহীহ হাদীছসমূহ যাহাতে স্পষ্টভাবে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুধ চাচা এবং হাফসা (রাযিঃ)-এর দুধ চাচাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতির ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন তাহাকে অনুমতি দাও এবং ইরশাদ করেন يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (দুগ্ধ সম্পর্কে সেই সকল লোকদের (বিবাহ বন্ধন) হারাম করিয়া দেয়, যাহাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে)

আহলে যাহির প্রমুখের দলীলের জবাব এই যে, তাহাদের উল্লিখিত আয়াতে দুধ কন্যা এবং দুধ ফুফু-এর সহিত বিবাহ বৈধ হওয়ার বিষয়ে নস নহে; কেননা, কোন বস্তুকে উল্লেখ করার দ্বারা ইহা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর হুকুম পতিত হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে না, যদি উহা বিপরীত না হয়। আর ইহা কিরূপে হইবে। অথচ অনেক হাদীছে (বিবাহ বন্ধন) জায়িয না হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(শরহে নওয়াভী- ১:৪৬৬)

(৩৪৫৮) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

(৩৪৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ মা'মার ইসমাঈল বিন ইবরাহীম হুযালী (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, দুগ্ধ সম্পর্ক সেই সকল লোকদের (বিবাহ বন্ধন) হারাম করিয়া দেয়, যাহাদের জন্মগত সম্পর্ক হারাম করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৫৭ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৪৫৯) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ

(৩৪৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রাযিঃ) হইতে এই সনদে হিশাম বিন উরওয়া (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৪৬০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ قَالَتْ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ

(৩৪৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... উরওয়া বিন যুবায়র (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন, আবূ কু'আয়স-এর ভাই আফলাহ একবার তাহার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন, তিনি ছিলেন তাহার দুধ চাচা। এই ঘটনাটি ছিল পর্দার হুকুম নাযিলের পরবর্তী সময়ের। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন তখন আমি যাহা করিয়াছি সেই সম্পর্কে তাঁহাকে জানাইলাম। তখন তিনি আমাকে হুকুম দিলেন যে, আমি যেন তাহাকে (দুধ চাচাকে) আমার নিকট আসার অনুমতি প্রদান করি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا (একদা তাহার (আয়িশা (রাযি.)-এর) নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন)। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে হিশাম (রহ.)-এর সূত্রে উরওয়া (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত আছে: قالت دخل على افلح بن ابى القعيس- فاستترت منه قال تستترين منى وانا عمك قالت قلت من اين؟ قال ارضعتك امرأة اخى قالت: انما ارضعنى المرأة ولم ترضعنى الرجل - فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال انه عمك فليلج عليك (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, একবার আফলাহ বিন আবূ কু'আয়স আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন (অর্থাৎ সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলেন)। আমি তাহার হইতে পর্দা করিলাম (অর্থাৎ অনুমতি দিলাম না)। তিনি বলিলেন, আপনি আমার হইতে পর্দা করেন অথচ আমি আপনার দুধ চাচা। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, কোন্ দিক হইতে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আপনাকে আমার ভাইয়ের স্ত্রী দুগ্ধ পান করাইয়াছেন। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিলেন, আমাকে তো মহিলা দুধ পান করাইয়াছে, কোন পুরুষ লোকে আমাকে দুধ পান করান নাই। এমতাবস্থায় আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন, তখন তাঁহার কাছে বিষয়টি উপস্থাপন করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, নিশ্চয় তিনি তোমার চাচা। সুতরাং তিনি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে)। এই রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আফলাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন এবং এতদুভয়ের মাধ্যে আলোচনাও হইয়াছিল। কিন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের আলোচ্য রিওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আফলাহকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, 'সুনানু আবী দাউদ' গ্রন্থের রিওয়ায়তে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথা دَخَلَ عَلَيَّ (আমার নিকট প্রবেশ করিলেন)-এর মর্ম হইতেছে انه استاذن فى الدخول (তিনি (আফলাহ) প্রবেশের জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন) আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথা فاستترت منه (তাহার হইতে আমি পর্দা

করিলাম)-এর মর্ম হইতেছে انى لم آذن لـه فى الـدخول (আমি তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করি নাই)। শায়খ সাহারানপুরী (রহ.) 'বযলুল মজহুদ' গ্রন্থে (৩:৭)-এইভাবে সমন্বয় করিয়াছেন। আর ইহাই উত্তম। কেননা হাদীছ এক এবং বাচনভঙ্গিও অভিন্ন। মতানৈক্য কেবল রাবী হিশাম (রহ.) ও ইবন শিহাব (রহ.)-এর মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২০)

وَهُـوَعَـمُّـهَا مِـنَ الـرَّضَاعَةِ (আর তিনি ছিলেন তাঁহার দুধ চাচা)। ইহাতে التفات রহিয়াছে। বাচনভঙ্গির চাহিদায় তাঁহার এইরূপ وهو عمى الخ (আর তিনি ছিলেন আমার দুধ চাচা) বলা সমীচীন ছিল। অতঃপর এই স্থলে দুইটি বিষয় লক্ষণীয় :

(প্রথম): আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুধ চাচা জীবিত ছিলেন, এমন কি তিনি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অথচ পূর্ববর্তী ৩৪৫৭নং হাদীছে ইহার বিপরীত বর্ণিত হইয়াছে। কেননা সেই হাদীছে তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিয়াছেন, لوكان فلانا حيا لعمها من الـرضاعة (যদি তাহার (আমার) অমুক দুধ চাচা জীবিত থাকিতেন)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রশ্নের সময় তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। এই বৈপরীত্যের সমন্বয় এইভাবে হইবে যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুইজন দুধ চাচা ছিলেন। পূর্ববর্তী হাদীছে এতদুভয়ের একজন যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তাহার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা ছিল। (তাহার নাম জানা নাই) আর আলোচ্য হাদীছে অপরজন তথা জীবিত দুধ চাচা আসিয়াছিলেন। (এই চাচার নাম আফলাহ্)

(দ্বিতীয়) : হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জানান যে, হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, দুধ চাচার সহিত বিবাহ বন্ধন হারাম। তাই তিনি পর্দাবিহীন ঘরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে এই হাদীছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) নিজ দুধ চাচা তাহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলে তিনি অস্বীকার করিলেন কেন? বিভিন্নভাবে ইহার জবাব দেওয়া হইয়াছে। সর্বাধিক উত্তম জবাব আল্লামা ইবনুল মারাবিত ও আবুল হাসান কাবেসী (রহ.) প্রদান করিয়াছেন। উহার সার সংক্ষেপ এই যে, দুই দুধ চাচা সম্ভবতঃ বিভিন্ন দিক দিয়া ছিলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর প্রথম দুধ চাচা হইতেছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর দুধভাই। জন্ম সম্পর্কে পিতার দুধভাই-দুধ চাচা। যাহার নাম হাদীছে উল্লেখ নাই। যেমন হযরত উমর (রাযিঃ)-এর দুধভাই হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর দুধ চাচা ছিলেন।

আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দ্বিতীয় দুধ চাচা হইতেছেন আফলাহ্ যিনি আবুল কুআয়স-এর জন্ম সম্পর্ক ভাই ছিলেন। আর এই আবুল কুআয়স-এর স্ত্রীর দুধই হযরত আয়িশা (রাযিঃ) পান করেন। ফলে দুধ পিতা আবুল কুআয়স-এর ভাই আফলাহ হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুধ চাচা হইলেন। এতদকারণেই হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে ধারণা করিয়াছিলেন যে, হারাম কেবল প্রথম পদ্ধতি তথা জন্ম সম্পর্ক পিতার দুধভাই দুধ চাচার সহিত সীমাবদ্ধ। ফলে তিনি দ্বিতীয় পদ্ধতি তথা নিজ দুধ মাতার স্বামীর ভাই দুধ চাচাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে জানাইয়া দিলেন দুধ মাতার স্বামীও জন্ম সম্পর্ক পিতার অনুরূপ পিতা। ফলে তাহার ভাই দুধ চাচাও জন্ম সম্পর্ক চাচার হুকুম। কাজেই দুধ চাচার সহিত পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করা জায়িয এবং এতদুভয়ের মধ্যে বিবাহ হারাম। (আল-ফাতহ ৯:১২০, আল-উমদা ৯:৩৮২) -(তাকমিলা ১:২০-২১)

فَأَمَرَنِى أَنْ آذَنَ لَـهُ عَلَـىَّ (তখন তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন তাহাকে (দুধ চাচাকে) আমার নিকট আসার অনুমতি দেই)। এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুধ মাতার স্বামীর সহিতও হারাম প্রতিষ্ঠা হইবে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, (বিবাহ বন্ধন) হারাম হওয়ার বিষয় শুধু দুধমাতার সহিত সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহার হুকুম দুধ দানকারিনীর স্বামীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। ফলে স্বামীর উপরস্থ বংশ এবং অধঃস্থ বংশ এবং ভাই

বোন সকলই হারামের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বর্তমানে এই মাসয়ালায় আহলে সুন্নতের চারি ইমাম ও সকল ফকীহগণের মধ্যে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ফলে জমহুরে সাহাবা, তাবেঈন, যুগের ফকীহগণ, শামবাসীগণের মধ্যে ইমাম আওযায়ী, ইমাম ছাওরী, ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন, আহলে মক্কার ইবন জুরায়জ, আহলে মদীনার ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, আবূ ছাওর এবং তাহাদের অনুসারীগণ বলেন, দুধ মাতার স্বামীও হারাম হইবে। তাহাদের দলীল আলোচ্য এই সহীহ হাদীছ এবং হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত ৩৪৫৭নং হাদীছ।

তবে এই মাসয়ালায় মুতাকাদ্দিমীনের যুগে কিছু মতপার্থক্য ছিল। তখন কতক সাহাবী ও তাবেয়ী এবং কিছু সংখ্যক ফকীহ বলেন, দুগ্ধ পানের মাধ্যমে পুরুষদের দিকে (দুধ মাতার স্বামীর দিকে) কোন বস্তু হারাম করিবে না। ইহা ইবন উমর, ইবন যুবায়র, রাফি' বিন খাদীজ, যয়নব বিন্‌ত উম্মে সালামা, সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, আবূ সালামা, কাসিম বিন মুহাম্মদ, সালিম বিন আবদুল্লাহ, সুলায়মান বিন ইয়াসার, শা'বী। ইবরাহীম নাখয়ী, আবূ কালাবা ও ইয়াস বিন মুআরিফ হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন ইবন আবী শায়বা, আবদুর রাজ্জাক, সাঈদ বিন মানসূর, ইবনুল মুনযির (রহ.)। আর ইহা রবীআতুর রায়, ইবরাহীম বিন উলাইয়্যা, দাউদ যাহরী ও তাহার অনুসারীগণের মত। -(ফতহুল বারী)

তাহাদের দলীল হইতেছে যে, (১) পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত: وَاُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ (আর তোমাদের মাতাদেরকেও যাহারা তোমাদেরকে দুগ্ধ পান করাইয়াছেন এবং তোমাদের সেই ভগ্নিদেরকে যাহারা (একই স্তন্য) দুগ্ধ পানের কারণে (ভগ্নি) হয়– সূরা নিসা- ২৩)-এর মধ্যে দুধ মাতা ও দুধভগ্নির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। আর البنت (কন্যা) এবং العمة (ফুফু)-এর কথা উল্লেখ করা হয় নাই যেমন জন্ম সম্পর্কের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকন্তু দুধ মহিলার, পুরুষের নহে। কাজেই পুরুষের সহিত হারাম কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

জমহুরে উলামা : তাহাদের প্রদত্ত আয়াতে কারীমার জবাব দিয়াছেন যে, কোন বস্তু উল্লেখ না করার দ্বারা উক্ত বস্তু অস্তিত্বহীন হওয়া অত্যাবশ্যক হয় না। আর দুধ মাতার স্বামীও হারামের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে বহু স্পষ্ট সহীহ হাদীছ প্রমাণ বহণ করে। সুতরাং কুরআন মজীদ এই বিষয়ে নীরব থাকিলেও সহীহ হাদীছসমূহে ইহার বিধান বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই সহীহ হাদীসমূহের উপর আমল করা জরুরী।

তাহাদের যুক্তিভিত্তিক দলীলের জবাব : দুধ শুধু মহিলার দ্বারা সৃষ্টি হয় না; বরং পুরুষ-মহিলা উভয়ের বীর্য দ্বারা তৈরী হয়। স্বামীরও ইহাতে ভাগ রহিয়াছে। কাজেই দুধ সম্পর্ক দুধ মাতার ন্যায় দুধ পিতার তথা উভয়ের সহিত হারাম প্রতিষ্ঠিত হইবে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২১, তানযিমুল আশতাত ২:১৬)

(৩৪৬১) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيْسٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ وَزَادَ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ

(৩৪৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একবার আমার দুধ চাচা আফলাহ বিন কুআয়স আমার সাক্ষাতে আগমন করেন। অতঃপর রাবী পূর্ববর্তী হাদীছের রাবী মালিক (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মাথের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছের এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি (আয়িশা) আরয করিলাম, আমাকে একজন মহিলা দুধ পান করাইয়াছেন। কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করান নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার দুই হাতে মাটি মিশ্রিত হউক কিংবা তোমার ডান হাত মাটি মিশ্রিত হউক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَرِبَتْ يَدَاكِ (তোমার দুই হাতে মাটি মিশ্রিত হউক)। অর্থাৎ তোমার উপর দরিদ্রতা আসুক এবং মাটির মত হইয়া যাও। মূলতঃ এই বাক্যটি বদ-দু'আর জন্য ব্যবহৃত হওয়ার কথা কিন্তু আরবীগণ ইহাকে অস্বীকার, ধমক, বিস্ময়, সম্মান কিংবা কোন বস্তুর প্রতি অনুপ্রাণিত করা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। (এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ৩৬১৪নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। বিস্তারিতের জন্য ফতহুল বারী باب الاكفاء فى الدين (৯:১১৬) দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ১:২৪)

তাকমিলা গ্রন্থকার (মা: যি:) বলেন, 'আফলাহ' ঘটনা বর্ণিত আলোচ্য হাদীছের আদাব ও আহকাম সম্পর্কিত আলোচনা যাহা পূর্বে করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত কিছু আদাব ও আহকাম রহিয়াছে যাহা আলোচনা করা জরুরী তাহা এই :

(১) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা পথনির্দেশনা পাওয়া যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তির যদি কোন মাসয়ালার হুকুম জানা না থাকে কিংবা সন্দেহ থাকে তাহা হইলে তাহার জন্য বাঞ্ছনীয় যে, সে উক্ত মাসয়ালা কোন বিজ্ঞ আলিমকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হওয়ার পূর্বে ইহার উপর আমল করা হইতে বিরত থাকিবে। যেমন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পাওয়ার পূর্বে নিজ দুধ চাচাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হইতে বিরত ছিলেন।

(২) আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, অপরিচিত লোকদের হইতে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। আর সে কাহাকেও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্বামীর ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিবে না।

(৩) ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মুহরিম লোকদের জন্যও অনুমতি নেওয়া শরীআত সম্মত।

(৪) এই হাদীছে আরও উপদেশ রহিয়াছে যে, ফতোয়া তলবকারী যদি ফতোয়া শ্রবণের পূর্বে তড়িঘড়ি করিয়া কোন তা'ভীল তথা ব্যাখ্যা প্রদান করে তাহা হইলে তাহাকে বারণ করা চাই। কেননা, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ফতোয়া তলব করা অবস্থায় বলিলেন ارضعتنى المرأة ولم يرضعنى الرجل (আমাকে তো দুধ পান করাইয়াছে মহিলা, কোন পুরুষ তো আমাকে দুধ পান করায় নাই) জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, تربت يداك (তোমার দুই হাত ধূলি মলিন হউক)। -(তাকমিলা ১:২৪-২৫)

(৩৪৬২) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا نَزَلَ الْحِجَابُ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا آذَنُ لِأَفْلَحَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ قَالَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنِي لَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَبِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ

(৩৪৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, (তাহার খালাআম্মা) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহাকে জানান, একদা আবুল কুআয়স-এর ভাই আফলাহ আগমন করিয়া তাঁহার সাক্ষাতে অনুমতির আবেদন করিলেন। আর ইহা পর্দার আয়াত অবতরণের পরের ঘটনা। আবুল কুআয়স ছিলেন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর দুধ পিতা। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলার শপথ। আমি

আফলাহকে সাক্ষাতের অনুমতি দিব না যেই পর্যন্ত না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া নেই। কেননা, আবুল কুআয়স তো আমাকে দুধ পান করান নাই; বরং তাহার স্ত্রী আমাকে দুধ পান করাইয়াছেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় আবুল কুআয়স-এর ভাই আফলাহ আমার কাছে আসিয়া আমার সাক্ষাতের অনুমতি চহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আপনার অনুমতি ব্যতীত তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অপছন্দ করিয়াছি। (রাবী বলেন) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে অনুমতি দাও। রাবী উরওয়া (রহ.) বলেন, এই কারণেই তো হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিতেনঃ তোমরা দুধ পান সম্পর্ক দ্বারা সেই সকল লোকদের হারাম গণ্য কর যাহাদেরকে তোমরা জন্ম সম্পর্ক দ্বারা হারাম গণ্য কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ পূর্ববর্তী হাদীসমূহের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৪৬৩) وحَدَّثَنَاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ وَفِيهِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ

(৩৪৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন যে, আবুল কুআয়স-এর ভাই আফলাহ হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলেন। অতঃপর তাহাদের বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে, সে তো তোমার (দুধ) চাচা! তোমার ডান হাত মাটি মিশ্রিত হউক। আর আবুল কুআয়স ছিলেন হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে যেই মহিলা দুধ পান করাইয়াছিলেন তাহার স্বামী।

(৩৪৬৪) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ

(৩৪৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমার দুধ চাচা আমার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করিলেন এবং ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ ব্যতীত তাহাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন তখন আমি আরয করিলাম, আমার দুধ চাচা আমার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। আমি তাহাকে ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার চাচা তোমার সাক্ষাতের জন্য ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। আমি আরয করিলাম, নিশ্চিত যে, আমাকে একজন মহিলা দুধ পান করাইয়াছেন। কোন পুরুষ আমাকে দুধ পান করান নাই। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই সে তোমার চাচা। সুতরাং সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ (আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন)। সহীহ মুসলিম শরীফের হিন্দুস্থানী নুসখায় এবং ইবন আবী শায়বা গ্রন্থে আবূ কুরায়ব (রহ.) হইতে, তিনি ইবন নুমায়র (রহ.) হইতে, তিনি হিশাম (রহ.) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। কিন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের মিসরী নুসখায় রহিয়াছে يستاذن علىّ (আমার সাক্ষাতের অনুমতি চাহিতেছেন)। ইহাই সহীহ। -(তাকমিলা ১:২৬)

(৩৪৬৫) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(৩৪৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন যে, নিশ্চয়ই আবুল কুআয়স-এর ভাই (আফলাহ) হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন– অতঃপর তিনি অনুরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩৪৬৬) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا أَبُو الْقُعَيْسِ

(৩৪৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। কিন্তু এই হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত রহিয়াছে যে, অবশ্য তিনি বলিয়াছেন আবুল কুআয়স হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)-এর কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

(৩৪৬৭) وحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ قَالَ لِي هِشَامٌ إِنَّمَا هُوَ أَبُو الْقُعَيْسِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ بِذٰلِكَ قَالَ فَهَلَّا أَذِنْتِ لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ يَدُكِ

(৩৪৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়িশা তাহাকে জানাইয়াছেন, তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, একবার আমার দুধ চাচা আবুল জা'দ (আফলাহ-এর কুনিয়াত) আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য অনুমতি চাহিয়াছিলেন, আমি তাঁহার সাক্ষাতের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিলাম। আমাকে হিশাম বলিয়াছেন। তিনি (আবুল জা'দ) তো আবুল কু'আয়স। অতঃপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন তখন আমি তাহাকে বিষয়টি অবহিত করিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে কেন সাক্ষাতের অনুমতি দিলে না? তোমার ডান হাত ধূলি মলিন হউক কিংবা (বলিয়াছেন) তোমার হাত ধূলি মলিন হউক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ (হযরত আয়িশা রাযিঃ) বলেন, একবার আমার দুধ চাচা আবুল জা'দ আমার কাছে সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, আবুল জা'দ হইল (আবুল কুআয়স-এর ভাই) আফলাহ-এর কুনিয়াত। কেননা, ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর সংকলিত অধিকাংশ

হাদীছসমূহে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুধ চাচা আবুল কুআয়স-এর ভাই আফলাহ বলিয়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর ইহাই সহীহ এবং হাদীছের কিতাবসমূহে ইহাই প্রসিদ্ধ। -(শরহে নওয়াভী ১:৪৬৭)

(৩৪৬৮) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ يُسَمَّى أَفْلَحَ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَحَجَبَتْهُ فَأَخْبَرَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

(৩৪৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি জানান যে, একদা আফলাহ নামক তাঁহার এক দুধ চাচা তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তখন তিনি নিজেকে তাহার হইতে পর্দায় রাখিলেন। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাইলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি তাহার হইতে পর্দা করিবে না, কেননা দুধ পান সম্পর্ক দ্বারা সেই সকল লোক হারাম হইয়া যায় যেই সকল লোক জন্ম সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়।

(৩৪৬৯) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ بْنُ قُعَيْسٍ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِنِّي عَمُّكِ أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ

(৩৪৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আল আম্বরী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আফলাহ বিন কুআয়স আমার সহিত সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাহিলেন। আমি তাহাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। অতঃপর তিনি লোক পাঠাইয়া জানাইলেন, আমি আপনার (দুধ) চাচা। আমার ভাইয়ের স্ত্রী আপনাকে দুধ পান করাইয়াছেন। এই কথা বলার পরও আমি তাহাকে আমার ঘরে প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনিলেন। তখন তাঁহার কাছে সকল ঘটনা উল্লেখ করিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, সে তোমার ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। কেননা, সে তোমার চাচা।

بَابُ تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুধ ভাইয়ের মেয়ে (বিবাহ করা) হারাম-এর বিবরণ

(৩৪৭০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا فَقَالَ وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ بِنْتُ حَمْزَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

(৩৪৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তাহারা ... হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কী হইল যে আপনি কুরায়শী মহিলাদের পছন্দ করেন আর আমাদের (বনূ হাশিম) মহিলাদের বিবাহ করেন না? তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে? আমি (আলী) আরয করিলাম, হ্যাঁ, হামযা (রাযিঃ)-এর কন্যা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে আমার জন্য হালাল নহে। কেননা, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَنَوَّقُ (পছন্দ করেন) অর্থাৎ تختار (পছন্দ করেন, নির্বাচন করেন, অগ্রাধিকার দেন)। تَنَوَّقُ শব্দটি النيقة (রুচি বাগীশ) হইতে গঠিত। النيقة শব্দটি ن বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। উহা হইল বস্তুর শ্রেষ্ঠাংশ। আর কতক নুসখায় تتوق রহিয়াছে। যাহা التوق এবং التوقان হইতে নির্গত। অর্থাৎ تميل (আপনি আগ্রহী, অনুরাগী) এবং تشتهى (আপনি কামনা করেন, পাইতে চান, আকাংক্ষা করেন)।

সাঈদ বিন মানসূর (রহ.) সাঈদ বিন মুসায়্যিব সূত্রে বর্ণনা করেন, قال على: يارسول الله! الا تتزوج بنت عمك حمزة، فانها احسن فتاة فى قريش (হযরত আলী (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার চাচা হামযা (রাযিঃ)-এর কন্যাকে কেন বিবাহ করেন না। সে তো কুরায়শগণের মধ্যে সুন্দরতমা তরুণীদের একজন) ইহা হাফিয (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থে নকল করিয়াছেন।

আর হযরত আলী (রাযিঃ)-এর কথা وتدعنا (আর আমাদের তাড়াইয়া দেন, সরাইয়া দেন) দ্বারা মর্ম হইতেছে لاتنكحنا (আমাদের মধ্যে নিকাহ করেন না) অর্থাৎ فى بنى هاشم (বনূ হাশিমদের মধ্যে)। -(তাকমিলা)

عِنْدَكُمْ شَيْءٌ (তোমাদের মধ্যে কি এমন কেহ আছে)? অর্থাৎ هل عندكم من امرأة تليق لى (তোমাদের মধ্যে কি আমার উপযোগী কোন মহিলা আছে)?

بِنْتُ حَمْزَةَ (হামযা (রাযিঃ)-এর কন্যা)। তাহার নামের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। আর ইহাতে সাতটি অভিমত রহিয়াছে : উমামা, উমারা, সালমা, আয়িশা, ফাতিমা, আমাতুল্লাহ ও ইয়ালা। আল্লামা আল-মাযী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে, তাহার নাম উম্মুল ফযল। কিন্তু আল্লামা ইবন বাশকুয়াল (রহ.) বলেন, ইহা তাহার কুনিয়াত। (আল-ফাতহ গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ আল-ফাতহ গ্রন্থের (৭-৩৮৮)-এ عمرة القضاء من مغازى অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রসিদ্ধ হইতেছে তাহার নাম عمارة (উমারা) সে তাহার মাতার সহিত মক্কায় ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাতুল কাযা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি তাঁহার সহিত রওয়ানা হইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১:২৭)

إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (কেননা, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা)। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সাঈদ বিন মুসায়্যিব (রহ.) সূত্রে আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত রিওয়ায়ত করিয়াছেন: وان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা দুধপান সম্পর্ক সেই সকল লোকদের হারাম করিয়া দেয় যেই সকল লোকেরা জন্ম সম্পর্কে হারাম হয়। -(তারতীবে মুসনাদে শাফেয়ী লি সিন্দী (২:২১-৬১)। হয় তো হযরত আলী (রাযিঃ)-এর জানা ছিল না যে, হযরত হামযা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুধভাই ছিলেন কিংবা বিশেষভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য জায়িয

মনে করিয়াছিলেন কিংবা ঘটনাটি ছিল এই সম্পর্কিত হুকুম অবতরণের পূর্বেকার। আর ছুওয়ায়বা (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্ম সম্পর্কিত চাচা) হযরত হামযা (রাযিঃ)কে দুধ পান করানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুধ পান করাইয়াছিলেন। হযরত হামযা (রাযিঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বয়সে দুই বছরের বড়। কেহ বলেন চার বছর। ছুওয়ায়বা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচা আবূ লাহাব-এর ক্রীতদাসী। ছুওয়ায়বা-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্মের খবর প্রাপ্তির সুবাধে আবূ লাহাব তাহাকে আযাদ করিয়াছিলেন। ছুওয়ায়বা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। তবে ঐতিহাসিক ইবন মানদা তাহাকে সাহাবিয়াগণের মধ্যে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। -(উমদাতুল কারী ৯:৩৮৪ সংক্ষিপ্ত)

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (১) মর্যাদাগতভাবে নিম্নের কোন লোক তাহার হইতে উর্ধ্ব কোন ব্যক্তিকে বিবাহের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিতে পারে। (২) কোন ব্যক্তির জন্য নিজের পরিবার কিংবা গোত্রের দ্বীনী তরুণীদের মধ্যে কোন তরুণীকে কাহারও কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ায় কোন দোষ নাই। (৩) নিকাহের আলোচনায় সংশ্লিষ্ট মহিলার রূপ সৌন্দর্য উল্লেখ করা দোষ নাই। কেননা নিকাহে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলার রূপ-সৌন্দর্যের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে। এই ব্যাপারে বিস্তারিত ইনশা আল্লাহু তা'আলা استحباب نكاح ذات الدين (দ্বীনের মানদন্ডে নিকাহের জন্য কন্যা পছন্দ করা মুস্তাহাব) অনুচ্ছেদে আলোচনা আসিতেছে।

এই হাদীছখানা ইমাম নাসায়ী (রহ.) নাসায়ী শরীফেও নিকাহ অধ্যায়ে باب تحريم بنت الاخ من الرضاعة এর মধ্যে সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৮)

(৩৪৭১) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৪৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) মুহাম্মদ বিন আবূ বকর মুকাদ্দামী (রহ.) তাহারা সকলেই ... আ'মাশ (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৪৭২) وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِى إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ

(৩৪৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাদ্দাব বিন খালিদ (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর কন্যার বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হইল। তখন তিনি বলিলেন, সে আমার জন্য হালাল নহে। কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আর দুধ সম্পর্ক সেই সকল লোকদের হারাম করিয়া দেয় যেই সকল লোকদের জন্ম সম্পর্কের দ্বারা হারাম হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ (হাদ্দাব বিন খালিদ)। هَدَّابُ শব্দটির ه বর্ণে যবর د বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। তাহাকে ه বর্ণে পেশ দ্বারা هدبة (হুদবা)ও বলা হয়। -(তাকমিলা ১:২৮)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে)। এই হাদীছ ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ বুখারী শরীফেও نكاح অধ্যায়ের الشهادة على الانسان الخ অনুচ্ছেদে এবং الشهادات অধ্যায়ের وامهاتكم اللاتى ارضعنكم অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন। আর ইমাম নাসায়ী (রহ.) সুনানু নাসায়ী শরীফে نكاح অধ্যায়ের تحريم بنت الاخ من الرضاعة অনুচ্ছেদে সংকলন করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৮)

(৩৪৭৩) وحَدَّثَنَاهُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِهْرَانَ الْقُطَعِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ح وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِ هَمَّامٍ سَوَاءً غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ شُعْبَةَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ بْنِ عُمَرَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ

(৩৪৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন মিহরান আল কুতায়ী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... কাতাদা (রহ.) হইতে হাম্মাম (রহ.)-এর সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে শু'বা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে "দুধ ভাইয়ের কন্যা" পর্যন্ত এবং রাবী সাঈদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, দুধ সম্পর্ক সেই সকল লোক হারাম করিয়া দেয় যাহাদেরকে জন্ম সম্পর্ক হারাম করিয়া দেয়। আর রাবী বিশর বিন উমর (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে (রাবী কাতাদা (রহ.) বলেন) আমি জাবির বিন যায়দ (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ (আমি জাবির বিন যায়দ (রহ.) হইতে শ্রবণ করিয়াছি)। ইমাম মুসলিম (রহ.) এই শ্রবনের কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা, কাতাদা (রহ.) মুদাল্লিস রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। আর রাবী বিশর (রহ.) ব্যতীত অন্যান্য রিওয়ায়তে قتادة عن جابر (কাতাদা (রহ.) জাবির (রহ.) হইতে) রহিয়াছে। আর ইহা জ্ঞাত বিষয় যে, মুদাল্লিস রাবীর عن (হইতে) দ্বারা বর্ণিত হাদীছ দলীল হিসাবে গৃহীত নহে। তাই ইমাম মুসলিম (রহ.) জানাইয়া দিলেন যে, এই হাদীছে রাবী জাবির বিন যায়দ (রহ.) হইতে রাবী কাতাদা (রহ.)-এর শ্রবণ (سماع) প্রমাণিত আছে। আর জাবির বিন যায়দ (রহ.) হইলেন আবুশ শা'ছা বাসরী (রহ.)। তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধ। -(তাকমিলা ১:২৯)

(৩৪৭৪) وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ ابْنَةِ حَمْزَةَ أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ

মুসলিম ফর্মা -১৪-২/২

(৩৪৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আয়লী ও আহমদ বিন ঈসা (রহ.) তাঁহারা ... বুকায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মুসলিম (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মদ বিন মুসলিম (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি হুমায়দ বিন আবদুর রহমান (রহ.)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, আমি নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি। কেহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দেন না কেন? কিংবা কেহ আরয করিলেন, আপনি হযরত হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব-এর কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দেন না কেন? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই হামযা (রাযিঃ) আমার দুধ ভাই।

(৩৪৭৫) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ أَفْعَلُ مَاذَا قُلْتُ تَنْكِحُهَا قَالَ أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي قَالَ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي قُلْتُ فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

(৩৪৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা (রহ.) তিনি ... উম্মু হাবীবা বিনত আবূ সুফয়ান (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তাশরীফ আনিলেন। তখন আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম আমার বোন (আয্যাহ) বিনত আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)-এর প্রতি আপনার কি আগ্রহ আছে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, আমি কি করিব? আমি বলিলাম, আপনি তাহাকে নিকাহ করুন (উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) তখন এই মাসয়ালা জানিতেন না যে, দুই বোন এক সাথে বিবাহে একত্রিত করা হারাম)। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর? আমি আরয করিলাম, আমি তো কেবল একাই আপনার নিকাহ-এর মধ্যে নহে। কাজেই আমি চাই যে, আপনার সান্নিধ্য কল্যাণে আমার সহিত যাহারা শরীক আছে তাহাদের মধ্যে আমার বোনও হউক। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নহে। (রাবী উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) বলেন) আমি আরয করিলাম, আমাকে জানানো হইয়াছে যে, আপনি না কি আবূ সালামার কন্যা দুররাহকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিয়াছেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, উম্মু সালামার কন্যা? আমি আরয করিলাম, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, সে যদি আমার (স্ত্রীর) কোলে প্রতিপালিত নাও হইত তাহা হইলেও সে আমার জন্য হালাল হইত না। কেননা সে হইল আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। আমাকে এবং তাহার পিতা আবূ সালামাকে ছুওয়ায়বাহ দুধ পান করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা আমার সহিত তোমাদের কন্যাদের ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ (যয়নব বিনত উম্মে সালামা) তিনি হইলেন, বিন্ত আবূ সালামা বিন আবদুল আসাদ আল-মাখযূমী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর পূর্ব স্বামীর কন্যা এবং যিনি তাঁহার কোলে প্রতিপালিত হইয়াছেন। তাহার নাম ছিল ‘বাররাহ’। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম রাখেন 'যয়নব'। তিনি হাবশায় জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা আবূ সালামার পর তাহার মাতা উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেন। বিবাহের পরও যয়নব নিজ মাতা উম্মু সালামার দুধ পান করিয়াছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সংরক্ষণ করিয়াছেন এবং তাঁহার হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। যয়নব (রাযিঃ) আবদুল্লাহ বিন যুমআ বিন আসওয়াদ (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। তিনি ফকীহগণের মধ্যে গণ্য হইতেন। আল্লামা আবূ রাফি' আস-সানি (রহ.) বলেন, আমি যখন মদীনা মুনাওয়ারার কোন ফকীহ মহিলার কথা উল্লেখ করিতাম তখন যয়নব বিনত আবূ সালামা (রাযিঃ)-এর কথা উল্লেখ করিতাম। অপর রিওয়ায়তে আল্লামা আবূ রাফি' (রহ.) তাহাকে افقه امرأة فى المدينة (মদীনার শ্রেষ্ঠ মহিলা ফকীহ) নামে নামকরণ করিয়াছিলেন। আর আমরা القطعيات গ্রন্থে আতাফ বিন খালিদ (রহ.) সূত্রে রিওয়ায়ত করিয়াছি, তিনি তাহার মা হইতে, তিনি যয়নব বিন্‌ত আবূ সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل يغتسل تقول امى ادخلى عليه فاذا دخلت نفح فى وجهى من الماء ويقول ارجعى قالت فرأيت زينب وهى عجوز كبيرة، ما نقص من وجهها شئ (যয়নব বিনত আবূ সালামা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন গোসল করিতে (হাম্মামখানায়) প্রবেশ করিতেন। তখন আমার মা আমাকে বলিতেন, তুমি তাঁহার কাছে যাও। আমি যখন প্রবেশ করিতাম তখন তিনি মুখে পানি নিয়া আমার চেহারায় ফুঁক দিতেন এবং বলিতেন, তুমি যাও। রাবী উম্মু আতাফ (রহ.) বলেন, আমি যয়নব (রাযিঃ)কে অতিশয় বৃদ্ধা অবস্থায়ও তাহার চেহারায় কোন কিছু ত্রুটি দেখি নাই– (আল ইসাবা ৪:৩১০-৩১১ সংক্ষিপ্ত, উমদাতুল কারী ৯:৩৮৫) -(তাকমিলা ১:৩০)

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ (উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে نكاح অধ্যায়ে তিনটি অনুচ্ছেদে এবং النفقات অধ্যায়ে باب المراضع من المواليات এ আছে। আর সুনানু আবী দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থে نكاح অধ্যায়ে সংকলন করা হইয়াছে।

بِنْتِ أَبِى سُفْيَانَ (আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)-এর কন্যা)। তাহার নাম 'আয্‌যাহ'। যেমন পরবর্তী ৩৪৭৭ নং রিওয়ায়তে আছে। -(তাকমিলা ১:৩০)

أَفْعَلُ مَاذَا (আমি কি করিব)? ইহা সাক্ষ্য যে, ما এ استفهامية (প্রশ্নবোধক)-এর পূর্বে فعل (ক্রিয়া)কে مقدم (উপস্থাপিত) করা জায়িয। -(তাকমিলা ১:৩০)

أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ (তুমি কি ইহা পছন্দ কর)? ইহাতে বিস্ময় প্রকাশার্থে প্রশ্ন করা হইয়াছে। কেননা, তিনি নিজেকে ব্যতীত নিজ স্বামীর জন্য অন্য মহিলার বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। অথচ এই ব্যাপারে মহিলাদের স্বভাবে আত্মসম্মানবোধ তথা ঈর্ষা রহিয়াছে। -(তাকমিলা ১:৩০)

لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (আমি তো কেবল একাই আপনার নিকাহ-এর মধ্যে নহে)। مخلية (খালিকৃতা) শব্দটি الاخلاء (খালিকরণ) হইতে গঠিত। ইহা لازم ('অকর্মক' ক্রিয়া) এবং متعدى এর সীগা اسم فاعل مؤنث ('সকর্মক' ক্রিয়া) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। لازم ('অকর্মক' ক্রিয়া) হিসাবে ইহার অর্থ হইবে, انى لست بمنفردة معك ولا خالية من ضرة (নিশ্চয়ই আমি তো আপনার বিবাহে একা নহে এবং সতীন হইতে খালিও নহে)। আর متعدى ('সকর্মক' ক্রিয়া) হিসাবে ইহার অর্থ হইবে انى لا استطيع ان اجعلك خاليا عن غيرى من النساء (নিশ্চয় আমি ক্ষমতা রাখি না যে, আমাকে ছাড়া অন্যান্য স্ত্রীগণ হইতে আপনাকে খালি করি)। -(তাকমিলা ১:৩০)

أَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي (আর কল্যাণে যে আমার শরীক হইবে, সে আমার বোন হওয়াই অধিক পছন্দ করি)। شَرِكَنِي শব্দটি باب سمع হইতে, অর্থাৎ شاركني في صحبتك والتمتع ببركاتك (আপনার সুহবত ও উপভোগের বরকতসমূহে যে শরীক হইবে সে আমার বোন হওয়াই অধিক পছন্দ করি)। সহীহ বুখারী শরীফেও ইমাম যুহরী (রহ.) সূত্রে شاركني শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:৩০)

فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي (সে আমার জন্য হালাল নহে)। কেননা, ইহা দুই বোন এক সাথে বিবাহে একত্রিত করা হয় (যাহা বৈধ নহে)। আর এই ঘটনাটি দুই বোন বিবাহে একত্রিত করা হারাম হওয়ার বিষয়টি উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) অবহিত হওয়ার পূর্বেকার ছিল কিংবা তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, ইহা বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য জায়িয। কেননা, বিবাহের অধিকাংশ বিধি-বিধানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁহার উম্মতের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। -(উমদাতুল কারী), (তাকমিলা ১:৩০)

فَإِنِّي أُخْبِرْتُ (আমাকে অবহিত করানো হইয়াছে যে, ...)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই খবর যাহার মাধ্যমে প্রচার হইয়াছিল তাহার নাম জানা নাই। সম্ভবতঃ সে মুনাফিকদের কেহ ছিল। কেননা, পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, এই খবরের কোন ভিত্তি নাই। কতক বিশেষজ্ঞ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, মুরসাল হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যঈফ। তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা দ্বারা ব্যাপকভাবে মুরসাল যঈফ হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ দেওয়া যায় না। কেননা, যাহারা মুরসাল হাদীছ দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন তাহারা শর্ত সাপেক্ষে করিয়া থাকেন। এই স্থানে সেই শর্ত পাওয়া যায় না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৩১)

دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ (দুররাহ বিন্‌ত আবূ সালামা)। ইহাই সহীহ এবং সংরক্ষিত। কাযী ইয়ায (রহ.) সহীহ মুসলিম শরীফের কতক রিওয়ায়তে নকল করিয়াছেন এবং তিনি সংরক্ষণ করিয়াছেন ذرة (যাররাহ)। ذَ বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। নিঃসন্দেহে ইহা তাসহীফ তথা লেখায় কিংবা পড়ায় বিকৃতি। -(শরহে নওয়াভী)। তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবতঃ ইহা আবূ দাউদ শরীফে যুহায়র (রহ.) সূত্রে নুফায়ল (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। উক্ত রিওয়ায়তে আছে, فقال درة او ذرة: شك زهير (যুহায়র (রহ.) বলেন, "দুররাহ কিংবা যাররাহ, রাবী যুহায়র (রহ.) সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন) ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, ইহা রাবী যুহায়র কর্তৃক সন্দেহ। কাজেই সন্দেহবিহীন অন্যান্য সকল রিওয়ায়তের সহিত এই বিরোধীতা গ্রহণযোগ্য নহে। -(তাকমিলা ১:৩১)

قَالَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ نَعَمْ (তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উম্মু সালামার কন্যা। আমি (উম্মু হাবীবা) বলিলাম, হ্যাঁ)। এই প্রশ্ন দ্বারা শ্রুত বিষয়টি স্থির করা এবং তাহাকে ব্যতীত অন্য কেহ হওয়ার সম্ভাবনা দূর করা উদ্দেশ্য। -(শরহে নওয়াভী ১:৪৬৮)

لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي الخ (তিনি ইরশাদ করিলেন, সে যদি আমার (স্ত্রীর) কোলে প্রতিপালিত নাও হইত তাহা হইলেও সে আমার জন্য হালাল হইত না। কেননা সে হইল আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা)। ইহার অর্থ হইতেছে তাহাকে দুই দিক দিয়া আমার জন্য (বিবাহ করা) হারাম। এক তো সে আমার স্ত্রীর কোলে প্রতিপালিত দ্বিতীয়ত সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যা। কাজেই দুইটির একটি যদি অবর্তমান হয় তবে অন্যটির দ্বারা হারাম হইবে। আর الربيبة بنت الزوجة (স্ত্রীর কোলে প্রতিপালিত কন্যা)। الربيبة শব্দটি رب (প্রভু, মনিব, প্রতিপালন) হইতে গঠিত। উহা হইল الاصلاح (সংস্কার, সংশোধন, পুনর্বাসন, উন্নতি সাধন)।

কেননা, সে তাহার সকল বিষয় উন্নতি সাধন করেন এবং অবস্থার সংশোধন করেন। কতক ফিকহ্-এর কিতাবে الربيبة শব্দটিকে التربية (শিক্ষাদান, পরিচর্যা) হইতে গঠিত লিখিয়াছেন। তাহা নিতান্তই ভুল।

এই হাদীছ দ্বারা দাউদ যাহরী প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, ربيبة (অন্য স্বামী হইতে স্ত্রীর কন্যা) যতক্ষণ পর্যন্ত না মাতার স্বামীর কোলে লালিত-পালিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম হইবে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে এবং তাহার একটি মেয়ে প্রথম স্বামীর রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে প্রতিপালন করে নাই তাহা হইলে উক্ত মেয়ে (দ্বিতীয় স্বামীর জন্য বিবাহ করা) হালাল। তাহাদের দলীল কুরআনে মজীদের আয়াত وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ (আর তোমাদের পত্নীদের পূর্ব-পতির কন্যাদেরকে যাহারা তোমাদের প্রতিপালনে থাকে– সূরা নিসা- ২৩) আয়াতে তোমাদের কোলে প্রতিপালনের শর্ত করা হইয়াছে। তাহার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন না হইলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর কন্যাকে বিবাহ করা হালাল হইবে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চারি ইমাম ও অন্যান্য সকল আলিমের মতে স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর কন্যা দ্বিতীয় স্বামীর ঘরে প্রতিপালিত হউক বা না হউক সকল অবস্থায় হারাম।

দাউদ যাহরীর প্রদত্ত দলীল কুরআন মজীদের আয়াতের উত্তর হইতেছে যে, حجوركم (তোমাদের কোলে)-এর বন্দিত্বটি অধিকাংশ অবস্থায় প্রেক্ষিতে। অন্যথায় উভয় অবস্থাই হারামের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। ইহার উদারহণ পবিত্র কুরআনে অনেক রহিয়াছেঃ যেমন (এক) وَلَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ (এবং নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রতার কারণে হত্যা করিও না– সূরা আনআম ১৫১) এই আয়াতে خشية املاق (দরিদ্রতার ভয়ে) এর বন্দিত্ব অধিকাংশ অবস্থার বিবেচনায়। কেননা, আরবের লোক অভাব-অনটনের ভয়েই সন্তান হত্যা করিত। (দুই) لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً (হে ঈমানদারগণ! তোমরা সুদ খাইও না চক্র-বৃদ্ধি হারে– সূরা আলে ইমরান ১৩০)। এই আয়াতে চক্র-বৃদ্ধিহারে বন্দিত্ব অধিকাংশের বিবেচনায়। অন্যথায় সুদ মূলতই হারাম– সামান্য হউক কিংবা অতিরিক্ত হউক।

أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ (আমাকে এবং তাহার পিতা আবূ সালামাকে ছুওয়ায়বাহ দুধ পান করাইয়াছেন)। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) নকল করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম ছুওয়ায়বাহ দুধ পান করাইয়াছিলেন। তখন ছুওয়ায়বাহ-এর অপর একটি পুত্র সন্তান ছিল যাহাকে 'মাসরূহ' বলা হইত। ছুওয়ায়বাহ কিছু দিন দুধ পান করানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত হালীমা (রাযিঃ)-এর কাছে দেওয়া হইয়াছিল। ছুওয়ায়বাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্বে হযরত হামযা (রাযিঃ)কে এবং পরে আবূ সালামা বিন আবদুল আসাদকে দুধ পান করাইয়াছিলেন। (বযলুল মাজহুদ ৩:৭)-(তাকমিলা ১:৩৩)

قوله صلى الله عليه وسلم فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ; সুতরাং তোমরা আমার সহিত তোমাদের কন্যাদের ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিবে না)। تَعْرِضْنَ শব্দটির ع বর্ণে সাকিন ر বর্ণে যের ض বর্ণে সাকিন نون الخطاب এ যবর দ্বারা পঠিত। جمع مؤنث এর সীগা। আর কতক বিশেষজ্ঞ উহাকে ض বর্ণে পেশ এবং ن বর্ণে তাশদীদসহ সংরক্ষণ করিয়াছে। উহা ভুল।

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, এই স্থানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে যদিও ঘটনা ছিল দুইজনের। তাহারা হইলেন উম্মু হাবীবা ও উম্মু সালমা (রাযিঃ)। এতদুভয়ের কেহ কিংবা তাহাদের ছাড়া অন্য কেহ অনুরূপ কথা পুনরাবৃত্তি করা হইতে ধমকের স্বরে বিরতকরণের উদ্দেশ্যে বহুবচনে ইরশাদ করিয়াছেন। অধিকন্তু তাহাদের

উভয়ের অনেক বোন এবং অনেক কন্যা ছিল। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) স্বীয় 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে ৭:১২৩ পৃষ্ঠায় তাহাদের নামসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:৩৩-৩৪)

(৩৪৭৬) وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ سَوَاءً

(৩৪৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৪৭৭) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحِبِّينَ ذَلِكِ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكِ لَا يَحِلُّ لِي قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ

(৩৪৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ বিন মুহাজির (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলেন, আমার বোন আয্যাহকে আপনি বিবাহ করুন। তিনি বলিলেন, তুমি কি উহা পছন্দ কর? তিনি আরয করিলেন, হ্যাঁ। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো কেবল একাই আপনার নিকাহ-এর মধ্যে নহে। কাজেই আমি পছন্দ করি যে, আপনার সান্নিধ্যের বরকত লাভে আমার সহিত যাহারা শরীক আছে তাহাদের মধ্যে আমার বোনও হউক। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল নহে। উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, আমাদের মধ্যে পর্যালোচনা হইয়াছে যে, আপনি দুররাহ বিন্‌ত আবূ সালামাকে বিবাহ করার ইচ্ছা করিয়াছেন। তিনি ইরশাদ করিলেন, বিন্‌ত আবূ সালামা? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে যদি আমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত নাও হইত তাহা হইলেও তাহাকে বিবাহ করা আমার জন্য হালাল হইত না। কেননা, সে আমার দুধ ভাইয়ের কন্যাও। আমাকে এবং তাহার পিতা আবূ সালামাকে ছুওয়ায়বাহ দুধ পান করাইয়াছেন। সুতরাং তোমরা আমার সহিত তোমাদের কন্যাদের ও ভগ্নিদের বিবাহের প্রস্তাব পেশ করিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৩৪৭৫নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৪৭৮) وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ نَحْوَ حَدِيثِهِ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَزَّةَ غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

(৩৪৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব বিন লায়ছ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সূত্রে রাবী ইবন আবূ হাবীব (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ রিওয়ায়ত করেন। তবে রাবী ইয়াযীদ বিন আবূ হাবীব ছাড়া তাহাদের কেহ স্বীয় বর্ণিত হাদীছে আয্যাহ-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ এক চুমুক কিংবা দুই চুমুক দুধ পানের বিবরণ

(৩৪৭৯) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ ح وحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُوَيْدٌ وَزُهَيْرٌ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ

(৩৪৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং সুওয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আর রাবী সুওয়ায়দ ও যুহায়র (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ এক চুমুক বা দুই চুমুক (দুধ পানে বিবাহ) হারাম করে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে)। এই হাদীছ সুনানু আবী দাউদ শরীফে ২০৬৩ নং এবং সুনানু নাসায়ী শরীফে النكاح অধ্যায়ে এবং জামি' তিরমিযী শরীফে ১১৫০ নং الرضاع অধ্যায় সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:৩৫)

قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদঃ এক চুমুক কিংবা দুই চুমুক (দুধ পানে বিবাহ) হারাম করিবে না)। المصة (চুমুক) হইতেছে একবার مص (চোষণ) করা। ইহা باب نصر এবং باب سمع হইতে। এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া আহলে যাহিরিয়া বলেন, তিন চুমুকের কমে দুধ পানে (বিবাহ) হারাম করিবে না। হানাফীগণের মতে এই হাদীছ আগত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ فالحرمة تثبت بمطلق (সাধারণ কিছু দুধ পানের দ্বারা (বিবাহ) হারাম প্রতিষ্ঠা হইয়া যাইবে)। দ্বারা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। -(তাকমিলা ১:৩৫)

দুধ পানে (বিবাহ) হারাম হওয়ার পরিমাণের মাসয়ালা

এই মাসয়ালায় ফকীহগণের চারিটি মাযহাব রহিয়াছে।

(১) প্রথম মাযহাব : দুধ কম পান করুক বা বেশী সকল অবস্থায়ই (বিবাহ) হারাম হইয়া যাইবে। তথা রোযাদার যতখানি পান করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হইয়া যায় ততখানি দুধ পান করিলে বিবাহ হারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (রহ.)-এর অভিমত। এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম আহমদ (রহ.)-এর অভিমতও। ইহা উমর বিন খাত্তাব, আলী বিন আবী তালিব, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) জাবির বিন আবদুল্লাহ, কাসিম বিন মুহাম্মদ, সালিম বিন আবদুল্লাহ, তাউস, সাঈদ বিন মুসায়্যাব, উরওয়া বিন যুবায়র, রবীআ, ইবন শিহাব, আতা বিন আবূ রিবাহ, মাকহুল (রহ.) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। -(আল-মুদাওয়াতুল কুবরা লি ইমাম মালিক ৫:৮৭) আর ইহা কাতাদা, হাসান, হাকম, হাম্মাদ, আওযায়ী, ছাওরী এবং ফকীহ লায়ছ বিন সা'দ (রহ.)-এর মাযহাব। আর ফকীহ লায়ছ (রহ.) মনে করেন, এই বিষয়ে মুসলমানগণের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, ان قليل الرضاع وكثيره يحرم (দুধ কম পান করুক বা বেশী সকল অবস্থায় বিবাহ হারাম করিয়া দিবে)-(আল-মুগনী লি ইবন কুদামা ৭:৫৩৬)। আল্লামা ইবনুল মুনযির (রহ.) আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ নকল করিয়াছেন। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) ইহাকে জমহুরে উলামার মাযহাব বলিয়া মনে করেন। যেমন তাহার লিখিত শরহুস সহীহ লি মুসলিম (১০:২৯)-এ রহিয়াছে। তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা ইমাম বুখারী (রহ.)-এরও মাযহাব। যেমন তাঁহার 'সহীহ' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

দলীল :

(ক) আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِىٓ اَرْضَعْنَكُمْ (তোমাদের সেই মাতা, যাহারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করাইয়াছেন– সূরা নিসা ২৩) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্তন্য পানকে বিবাহ হারাম হওয়ার কারণ স্থির করিয়া দিয়াছেন। অল্প দুধ পান করুক কিংবা বেশী, একবার পান করুক কিংবা একাধিকবার সর্বাবস্থায় তাহারা হারাম হইয়া যাইবে। (ফিকহের কিতাবে ইহাকে 'হুরমতে রিযাআত' বলা হয়)। কাজেই ইহাকে খবরে ওয়াহিদ কিংবা কিয়াস দ্বারা সীমাবদ্ধ করা জায়িয হইবে না। আর সেই ব্যক্তির অভিমতও ভুল যিনি বলেন, এই আয়াতখানা مجملة (সংক্ষিপ্ত) আর ইহার তাফসীর হইতেছে হাদীছ। কেননা ارضاع (স্তন্য পান করানো)-এর মধ্যে اجمال (সংক্ষিপ্ততা) নাই। যেই ব্যক্তি আরবী ভাষা জানে সে-ই ইহার অর্থ বুঝিতে সক্ষম। ফলে আয়াত খানা প্রকাশ্য অর্থ বিশিষ্ট محكمة (দ্ব্যর্থহীন) আয়াত। সুতরাং এই আয়াতকে পবিত্র কুরআন মজীদের অন্য কোন আয়াত কিংবা মুতাওয়াতির হাদীছ ব্যতীত খাস ও সীমাবদ্ধ করা জায়িয হইবে না। - (বিস্তারিত আহকামুল কুরআন লি জুস্সাস ২:১৫০ পৃষ্ঠায় مايحرم من النساء অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(খ) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি হাকম বিন উতায়বা (রহ.) হইতে, তিনি কাসিম ইবনুল মুখায়মরা (রহ.) হইতে, তিনি মুরায়হ বিন হানী (রহ.) হইতে, তিনি আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قليله وكثيره (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় দুধ পানের সম্পর্ক দ্বারা ঐ সকল লোক হারাম হইয়া যায় যেই সকল লোক জন্ম সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়। স্তন্য পান কম হউক বা বেশী)। অনুরূপ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.)ও তাঁহার হইতে ইহা রিওয়ায়ত করিয়াছেন। (উকূদুল জাওয়াহিরিল মুনীফা লি যুবায়দী ১:১৫৯)।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, এই হাদীছের সকল রাবী ছিকাহ। (তাকরীব গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। সুতরাং হাদীছখানা সহীহ। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এই হাদীছ দ্বারা দলীল দেওয়ায় তাঁহার অভিমতটি যথাযথ হওয়ার প্রমাণ।

(গ) হযরত উকবা ইবনুল হারিছ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, اَنَّهُ تَزَوَّجَ اِبْنَةً لِاَبِىْ اِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ فَأَتَتْهُ اِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ اَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِىْ تَزَوَّجَ بِهَا فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَرْضَعْتِنِى وَلَا اَخْبَرْتِنِىْ فَرَكِبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قَدْ قِيْلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ (তিনি আবূ ইহাব বিন আযীয-এর কন্যাকে বিবাহ করিলে তাঁহার কাছে একজন মহিলা আসিয়া বলিল, আমি উকবা (রাযিঃ)কে এবং সে যাহাকে বিবাহ করিয়াছে তাহাকে দুধ পান করাইয়াছি। উকবা (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, আমি জানিনা যে, আপনি আমাকে দুধ পান করাইয়াছেন। আর (ইতোপূর্বে) আপনি আমাকে এই কথা অবহিতও করান নাই। অতঃপর উকবা (রাযিঃ) মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং তাঁহার কাছে সেই সম্পর্কে (মাসয়ালা) জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই কথার পর তুমি কিভাবে তাহার সহিত সংসার করিবে? অতঃপর উকবা (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দিলেন এবং সেই মহিলা অন্য স্বামীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল)। -(সহীহ বুখারী ১:১৯ এবং ৩৬৩)

এই হাদীছ দ্বারা দলীল দেওয়ার কারণ হইতেছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কত চুমুক বা কতবার স্তন্য পান করিয়াছে তাহা প্রশ্ন না করিয়া শুধু স্তন্য পানের ভিত্তিতেই বিবাহ হারাম হওয়ার হুকুম দিয়াছেন।

(ঘ) অনুরূপ সেই সকল হাদীছ হানাফী প্রমুখের দলীল যেই সকল হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র দুধ পান সম্পর্কের কারণে বিবাহ হারাম হওয়ার হুকুম দিয়াছেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন حرم من الرضاع ما حرم من النسب (স্তন্য পানের সম্পর্ক দ্বারা ঐ সকল লোক হারাম হইয়া যায় যাহারা রক্ত সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়) এবং ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (নিশ্চয় দুগ্ধপান সম্পর্ক সেই সকল লোক হারাম হয় যাহারা জন্ম সম্পর্ক দ্বারা হারাম হয়) প্রভৃতি।

(ঙ) সাহাবাগণের অনেক আছার হানাফীগণের পক্ষে দলীল রহিয়াছে। যেমন ইমাম নাসায়ী ২:৬৮ পৃষ্ঠায় সংকলন করেন : عن قتادة قال كتبنا الى ابراهيم النخعي نسأله عن الرضاع فكتب ان شريحا حدثنا ان عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره (কাতাদা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর কাছে স্তন্য পানের ফতোয়া চাহিয়া পত্র লিখিলাম। অতঃপর তিনি (জবাবে) লিখেন, শু'রায়হ (রহ.) আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত আলী (রাযিঃ) ও হযরত ইবন মাসঊদ (রাযিঃ) উভয়ই বলিতেন: স্তন্যপান কম হউক বা বেশী সকল অবস্থায় বিবাহ হারাম করিয়া দিবে)।

(চ) ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থের ২৭৬ পৃষ্ঠায় সংকলন করিয়াছেন : اخبرنا مالك اخبرنا ثور بن زيد ان ابن عباس كان يقول ما كان فى الحولين وان كانت مصة واحدة تحرم (ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আমাদেরকে জানান ইমাম মালিক (রহ.), তিনি বলেন, আমাদেরকে ছাওর বিন যায়দ (রহ.) জানাইয়াছেন যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিতেন, দুই বছর বয়স পর্যন্ত শিশু কোন মহিলার এক চুমুক দুধ পান করিলেও তাহার সহিত বিবাহ হারাম হইয়া যাইবে)। আল্লামা ইবন মুয়ীন, আবূ যুরআ ও ইমাম নাসায়ী (রহ.) এই হাদীছের রাবী ছাওর বিন যায়দ (রহ.)কে ছিকাহ বলিয়াছেন। তিনি হিজরী ১৩৫ সনে ইনতিকাল করেন। (كما فى التعليق الممجد عن الاسعاف) শায়খ উছমানী (রহ.) নিজ 'ই'লাউস্ সুনান' গ্রন্থের ১১:৮০ পৃষ্ঠায় বলেন, এই আছারের সনদ সহীহ।

(২) দ্বিতীয় মাযহাব : একবার দুইবার দুগ্ধপান (বিবাহ) হারাম হয় না। তিন কিংবা তিনবারের অধিক স্তনে চুমুক দিয়া দুধ পান করিলে বিবাহ হারাম সাব্যস্ত হইবে। ইহা ইমাম আবূ ছাওর, আবূ উবায়দ, দাউদ যাহিরী এবং ইবনুল মুনযির (রহ.)-এর মাযহাব। ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমত অনুরূপ রহিয়াছে। আর ইহা যায়দ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতেও নকল করা হইয়াছে। -(শারহুল মুহায্যাব ৫:৫৭)

তাহাদের দলীল : আলোচ্য হাদীছ এবং সহীহ মুসলিম শরীফে সংকলিত পরবর্তী হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ও উম্মুল ফযল (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ। অন্য কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

(৩) তৃতীয় মাযহাব : "পাঁচ চুমুক স্তন্য পান ব্যতীত বিবাহ হারাম সাব্যস্ত হইবে না।" ইহা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর সহীহ অভিমত। ইহা হযরত আয়িশা, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র ও সাঈদ বিন জুবায়র (রাযিঃ), উরওয়া বিন যুবায়র, ইসহাক বিন রাহওয়াই, ইবন হাযম (রহ.)-এর অভিমত। হযরত ইবন মাসউদ ও আলী (রাযিঃ), আতা ও তাউস (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। -(শরহুল মাযহাব) আর এই মাযহাবের মতাবলম্বীগণের প্রত্যেকের অপর একটি অভিমত প্রথম মাযহাবের অনুরূপ রহিয়াছে।

তাহাদের দলীল : সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৪৮৬ নং) হাদীছ: قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, কুরআন মজীদে যাহা নাযিল হইয়াছিল তাহা ছিল: 'নিশ্চিত জানা দশবার স্তন্য পানে (বিবাহ) হারাম করে'। অতঃপর "নিশ্চিত জানা পাঁচ বার" দ্বারা উহা মানসূখ হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন অথচ ইহা কুরআন মজীদে পড়া হইত)।

তাহাদের উপস্থাপিত দলীলসমূহ যাহাতে স্তন্যপানে দুধের পরিমাণ নির্দিষ্ট করণে বর্ণিত হইয়াছে উহার সকল হাদীছই মানসূখ হইয়া গিয়াছে। এখন কেবল স্তন্য পান (কম হউক বা বেশী সকল অবস্থায় বিবাহ) হারাম হওয়ার হুকুম স্থির রহিয়াছে। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) ইহার উপর আপত্তি করেন যে, শুধুমাত্র দাবী করার দ্বারা نسخ (রহিত) সাব্যস্ত হয় না। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, আমরা বলিব, দলীল ব্যতীত শুধু দাবী নহে; বরং ইহার প্রমাণে অনেক শক্তিশালী দলীল রহিয়াছে; উক্ত দলীলসমূহের কতক :

(১) ইতোপূর্বে হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করিয়াছি। উক্ত হাদীছ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন যাহার প্রত্যেক রাবী ফকীহ এবং ছিকাহ وقد نص فيه النبى صلى الله عليه وسلم على ان قليل الرضاع وكثيره سواء فى التحريم (উহাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধ্যাদেশ (نص) রূপে ইরশাদ করিয়াছেন, স্তন্যপান সম্পর্ক (বিবাহ) হারাম করার ব্যাপারে কম হউক বা বেশী সবই সমান)। আর তৃতীয় মাযহাবের উপস্থাপিত হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আপনি অবহিত হইয়াছেন যে, স্তন্য পানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করণে বেশী পরিমাণ হইতে কম পরিমাণের দিকে পরিবর্তন হইয়াছে। প্রথমে ছিল দশবার-এর হুকুম অতঃপর উহা পরিবর্তিত হইয়া পাঁচ বার হইয়াছে। অতঃপর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীছ দ্বারা তিনবারের বন্দিত্ব প্রমাণিত হয়। যেমন আহলে যাহির দলীল হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছেন। আর ইহা প্রকাশ্য যে, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছখানা এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছসমূহের পরের। এই কারণেই কতক সাহাবীর কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট ছিল।

(২) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতেও ইহা রহিত হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আল্লামা তাউস (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন انه سئل عن الرضاع فقلت ان الناس يقولون لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان، قال قد كان ذلك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم (তাউস (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে স্তন্যপান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া বলিলাম, লোকেরা বলেন– একবার দুইবার স্তন্য পান দ্বারা (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত করে না। তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) বলেন, পূর্বে অবশ্য এইরূপ ছিল, কিন্তু বর্তমানে এক চুমুক স্তন্যপান দ্বারাই (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হইবে)। ইমাম আবূ বকর জুস্সাস (রহ.) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থের ২:১৫১ পৃষ্ঠায় সনদসহ নকল করিয়াছেন।

(৩) আবদুর রাজ্জাক (রহ.) নকল করেন মা'মার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে জানান ইবন তাউস (রহ.) তিনি তাহার পিতা (তাউস রহ.) হইতে, قال كان لازواج النبى صلى الله عليه وسلم رضعت معلومات قال ثم ترك ذلك بعد فكان قليله وكثيره يحرم (তাউস (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের জন্য স্তন্য পান নির্দিষ্ট ছিল। তিনি বলেন, অতঃপর পরবর্তীতে উহা রহিত হইয়া যায়। ফলে স্তন্য পান কম হউক বা বেশী সর্বাবস্থায় (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত করিয়া দেয়)-(মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ৭:৪৬৭)

(৪) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৪৮৬ নং) হাদীছ পাঁচ বার (তথা পাঁচ চুমুক স্তন্যপান)ও মানসূখ হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। কেননা, এই আয়াত যদি মানসূখ না হইত তাহা হইলে কুরআন মজীদে লিখিত থাকিত এবং নামাযে তিলাওয়াত করা জায়িয হইত। অথচ উম্মতের সর্বসম্মত মতে ইহা কুরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত নহে; ইহা তিলাওয়াত করা কিংবা কুরআন মজীদের আয়াত সাব্যস্ত করা হালাল নহে; বরং আল্লামা আল-মারদিনী (المارديني) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতেও ইহা কুরআন কিংবা হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছখানা এই হিসাবে দলীল যে, স্তন্যপান সম্পর্কিত আয়াত প্রথমে দশ চুমুক স্তন্যপান নির্দিষ্ট ছিল। অতঃপর উহা রহিত হইয়া পাঁচ চুমুক থাকে। তারপর বন্দিত্ববিহীনভাবে (সূরা নিসার ২৩ নং) আয়াতখানা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং এখন কেবল স্তন্যপান দ্বারাই (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হইয়া যাইবে।

যদি প্রশ্ন করা হয়, তিনি হাদীছের শেষাংশে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, خمس رضعات (পাঁচ চুমুক স্তন্য) মানসূখ হয় নাই, এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত হইয়া যান। যেমন বলিয়াছেন فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ ইহা কুরআন মজীদের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হইত)। আমরা বলিব যে, এই অতিরিক্ত অংশখানা পরবর্তী রাবী আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রাযিঃ) এককভাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর প্রকাশ্য যে, ইহা তাহার ধারণা। -(বিস্তারিত ৩৪৮৬ নং হাদীছে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আসিতেছে)।

আর যদি আমরা মানিয়াও নেই যে, এই অতিরিক্ত অংশ সহীহ। তাহা হইলে ইহা দ্বারা মর্ম হইবে যে, خمس رضعات (পাঁচ চুমুক স্তন্যপান) আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পূর্বে কাছাকাছি সময়ে মানসূখ হইয়াছিল। ফলে অনেক সাহাবা ইহার রহিত (نسخ)-এর ব্যাপারে অনবহিত ছিলেন। তাই সাহাবাগণের মধ্যে যাহারা মানসূখ হওয়ার বিষয়টি জানিতেন না তাহারা ইহা পাঠ করিতেন। -(ফতহুল কদীর ৩:৩) শরহে নওয়াভী (মূল শরাহ ১০-১৯)। অন্যথায় কোন মুসলমান কল্পনাও করিতে পারে না যে, কুরআনের কোন আয়াত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মাসহাফে লিপিবদ্ধ করিবেন না অথচ তাহার মেয়ে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) উহা কুরআন মজীদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানেন? আর সাহাবায়ে কিরামও ইহা নামাযে তিলাওয়াত করিবেন না? আল্লাহ তা'আলার কসম! ইহা কখনও হইতে পারে না। আর কোন মুসলমানের জন্য ইহা কল্পনা করা সম্ভব নহে।

অবশ্য শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ স্বীকার করেন যে, خمس رضعات (পাঁচ চুমুক স্তন্যপান) আয়াতটি মানসূখ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা ধারণা করেন যে, رجم (প্রস্তরাঘাতে হত্যা)-এর আয়াত (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما) এর ন্যায় তিলাওয়াত মানসূখ হইয়া গিয়াছে বটে, তবে উহার হুকুম বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু আপনি জানেন যে, প্রকৃত نسخ (রহিত) হইতেছে তিলাওয়াতের সহিত হুকুমও মানসূখ হইয়া যাওয়া। আর তিলাওয়াত মানসূখের পর হুকুম বর্তমান থাকা প্রমাণের জন্য দলীল প্রয়োজন। এই স্থানে কোন দলীল নাই। ফলে ইহাকে اية الرجم (প্রস্তরাঘাতে হত্যার আয়াত)-এর উপর কিয়াস করা যায় না। কেননা, রজমের আয়াতের হুকুম বর্তমান থাকার প্রমাণে বহু মুতাওয়াতির হাদীছ দলীল রহিয়াছে। (ইনশাআল্লাহু তা'আলা যথাস্থানে ইহার আলোচনা আসিতেছে)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজমের আয়াত মানসূখ হওয়ার পরেও ব্যাভিচারীর অপরাধে রজম দিয়াছেন। পক্ষান্তরে হাদীছসমূহে এমন কোন বস্তু কি পাওয়া যায় যে, خمس رضعات (পাঁচ চুমুক স্তন্যপান) আয়াতের তিলাওয়াত মানসূখ হইবার পর স্তন্যপানে (বিবাহ) হারাম হওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঁচ চুমুক পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া হুকুম দিয়াছেন? বরং হযরত আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহার হুকুমও মানসূখ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং اية الرجم এর সহিত ইহার কিয়াস কিরূপে করা যাইবে?

(৫) অতঃপর যেই সকল লোকেরা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর মাযহাব 'পাঁচ চুমুক স্তন্যপানের বন্দিত্ব' রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে সালিম বিন আবদুল্লাহ ও উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) রহিয়াছেন। তাহারা উভয়েই বলিতেন, স্তন্যপান কম-বেশী (বিবাহ) হারাম করিয়া দেয়। যাহা হউক সালিম (রহ.) সম্পর্কে প্রথম আলোচনায় المدونة الكبرى গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করিয়াছি যে, তিনি এই মাসয়ালায় প্রথম মাযহাবের প্রবক্তাগণের একজন। আর উরওয়া (রহ.)। তাহার হইতে ইমাম মালিক (রহ.) মুয়াত্তা গ্রন্থে সংকলন করেন عن ابراهيم بن عقبة انه سأل سعيد بن المسيب عن الرضاعة فقال كل ما كان فى الحولين وان كانت قطرة واحدة فهو محرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله قال ابراهيم بن عقبة ثم سألت عروة فقال مثل ما قال سعيد (ইবরাহীম বিন উকবা (রহ.) বর্ণিত, তিনি সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.)-এর কাছে স্তন্যপান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি (জবাবে) বলিলেন, দুই বছর বয়স পর্যন্ত যেকোন শিশু এক ফোটা পরিমাণ স্তন্য পান করিলেও (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত করিবে। আর দুই বছর বয়সের পর উহা খাদ্য স্বরূপ, আহার করা যাইতে পারে। ইবরাহীম বিন উকবা (রহ.) আরও বলেন, অতঃপর আমি উরওয়া (রহ.)-এর কাছে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনিও সাঈদ বিন মুসায়্যাব (রহ.) যাহা বলিয়াছেন অনুরূপ বলিয়াছেন)। -(আল জাওহারুল নকী ৭:৪৫৫)

(৪) চতুর্থ মাযহাব : দশ চুমুক স্তন্যপান ব্যতীত (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হইবে না। ইহা হযরত হাফসা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত। যেমন ইমাম মালিক (রহ.)-এর মুয়াত্তা গ্রন্থে আছে। কেহ ইহাকে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ করেন। -(এই বিষয়ে তাহকীক ইনশা আল্লাহু তা'আলা সামনে আসিতেছে)।

প্রথম মাযহাবের পক্ষে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, হযরত হাফসা (রাযিঃ) হইতে ইহা সহীহভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি نسخ (রহিত হওয়া) সম্পর্কে জানিতেন না। তবে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে عشر رضعات (দশ চুমুক স্তন্যপান) মানসূখ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের আগত (৩৪৮৬ নং) রিওয়ায়তে আসিতেছে। সুতরাং نافى (না সূচক)-এর পূর্বে مثبت (হ্যাঁ-সূচক) থাকে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৩৫-৪১)

(৩৪৮০) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِي فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى فَزَعَمَتْ امْرَأَتِي الْأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ قَالَ عَمْرٌو فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ

(৩৪৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আমরুন নাকিদ ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... উম্মুল ফযল (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে অবস্থান কালে জনৈক বেদুইন আসিয়া আরয করিল, ইয়া নবীআল্লাহ! আমার একজন স্ত্রী রহিয়াছে। অতঃপর তাহার সহিত অপর এক মহিলাকে বিবাহ করি। এখন আমার প্রথমা স্ত্রী বলিতেছে যে, সে আমার নবাগতা স্ত্রীকে একবার কিংবা দুইবার স্তন্য পান করাইয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, এক চুমুক বা দুই চুমুক স্তন্যপান করানোর দ্বারা হারাম করে না। রাবী আমর (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, আবদুল্লাহ বিন হরিছ বিন নাওফাল (রহ.) হইতে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ (উম্মুল ফযল (রাযিঃ) হইতে)। অর্থাৎ বিনত হারিছ। তাহার নাম লুবাবা। তিনি আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব (রাযিঃ)-এর স্ত্রী। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর সহোদরা বোন। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর পর সর্বপ্রথম ঈমান গ্রহণ-কারিণী মহিলা হইতেছেন হযরত উম্মুল ফযল (রাযিঃ)। আয-যুবায়র বিন বাক্কার (রহ.) প্রমুখ ইবরাহীম বিন উকবা (রহ.) সূত্রে নকল করেন, তিনি কুরায়ব (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন যে, الاخوات الاربع مؤمنات ام الفضل وميمونة و اسماء وسلمى (চার বোন মুমিনাত, উম্মুল ফযল, মায়মূনা, আসমা ও সালমা (রাযিঃ)-(আল ইসাবা ৪:৪৬১)

তাহার বর্ণিত হাদীছখানা 'নাসায়ী' গ্রন্থে نكاح অধ্যায়ের القدر الذى يحرم من الرضاعة অনুচ্ছেদেও আছে। -(তাকমিলা ১:৪২)

الْحُدْثَى (নবাগতা স্ত্রী) الْحُدْثَى শব্দটির ح বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিন এবং ث বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে الأحدث এর تانيث (স্ত্রীলিঙ্গ)। ইহা দ্বারা দ্বিতীয় স্ত্রী মর্ম।

الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ (এক চুমুক বা দুই চুমুক স্তন্যপান করানোর)। الْإِمْلَاجَةُ হইল একবার স্তন্যপান করানো। আর উহা হইতেছে ان تلقم المرأة ثديها فى فم الصبى (মহিলা নিজ স্তনের বোটা শিশুর মুখে ঢুকাইয়া দুধ পান করিতে দেওয়া)। ملج (স্তন্যপান করা) শব্দটি باب سمع হইতে التقسم (ভাগ ভাগ হওয়া, বন্টিত হওয়া) এক চুমুক পান করানো। কাজেই الاملاج (একবার স্তন্যপান করানো) হইতেছে المرضعة (স্তন্যদানকারিণী, দুধ-মা)-এর কর্ম। আর الملجة (চুমুক) المصة (চোষণ) এবং الرضعة (স্তন্যপান করা) হইতেছে الرضيع (দুগ্ধপায়ী, শিশু)-এর কর্ম। -(তাকমিলা ১:৪২)

(৩৪৮১) وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ قَالَ لَا.

(৩৪৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্সান মিসমায়ী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) ইবনুল মুছান্না ও ইবনুল বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... উম্মুল ফযল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আমির বিন সা'সা'আ সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া নবী আল্লাহ! একবার মাত্র স্তন্যপানের দ্বারা কি (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হয়? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৪৮২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّةُ أَوْ الْمَصَّتَانِ

(৩৪৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... উম্মুল ফযল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, একবার, দুইবার কিংবা এক চুমুক, দুই চুমুক স্তন্য পান করার দ্বারা (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত করে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ (একবার বা দুইবার স্তন্য পান করার ...) المصة (এক চুমুক) এবং الرضعة (একবার মাত্র স্তন্য পান করা)-এর মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, প্রথমটি একবার চুমুক। আর উহা হইতেছে একবার মাত্র চুষা, পান করা। শিশু যদি এক ফোটা দুধ পান করে তাহা হইলে ইহার উপর المصة (চোষণ, চুমুক) প্রয়োগ হয়। আর الرضعة (একবার স্তন্য পান করা) হইতেছে যাহা পরিতৃপ্ত করে। আর কখনও এই শব্দটি একাধিক চুমুককে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং প্রত্যেক رضعة (স্তন্যপান করা) مصة (চুমুক) কিন্তু প্রত্যেক مصة (চুমুক) رضعة (স্তন্য পান) নহে। -(ফতহুল কদীর ৩:৩, তাকমিলা ১:৪৩) (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৪৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৪৮৩) وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ عَبْدَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا إِسْحَقُ فَقَالَ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ أَوْ الرَّضْعَتَانِ أَوْ الْمَصَّتَانِ وَأَمَّا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فَقَالَ وَالرَّضْعَتَانِ وَالْمَصَّتَانِ

(৩৪৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আবূ আরুবা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। রাবী ইসহাক (রহ.) রাবী ইবন বিশর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের ন্যায় বলেন, দুইবার স্তন্য পান করা কিংবা দুই চুমুক পান করা। আর রাবী ইবন আবূ শায়বা (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, দুইবার স্তন্য পান করা এবং দুই চুমুক পান করা।

(৩৪৮৪) وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ

(৩৪৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... উম্মুল ফযল (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, এক চুমুক ও দুই চুমুক স্তন্যপান করানোর দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয় না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৪৮৫) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُحَرِّمُ الْمَصَّةُ فَقَالَ لَا

(৩৪৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন সাঈদ দারিমী (রহ.) তিনি ... উম্মুল ফযল (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, এক চুমুক স্তন্যপান করার দ্বারা কি (বিবাহ) হারাম করে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৪৮৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

(৩৪৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, কুরআন মজীদে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ছিল "নিশ্চিত জানা দশবার স্তন্যপান (বিবাহ) হারাম করে"– অতঃপর নিশ্চিত জানা পাঁচবার (স্তন্যপান দ্বারা বিবাহ হারাম করে) দ্বারা উহা মানসূখ হইয়া যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ উহা পবিত্র কুরআনে পড়া হইত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (অথচ উহা কুরআনে পড়া হইত)। প্রকাশ থাকে যে, উম্মতের সর্বসম্মত মতে خمس رضعات (পাঁচবার স্তন্য দান) বাক্যটি কুরআন মজীদের নহে। আর কেহ ইহাকে কুরআন মজীদের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা জায়িয মনে করেন না। আর ইহা কুরআন মজীদে লিখিতও নাই। এই কারণেই কাহারও ব্যতিক্রম ছাড়া উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, ইহা কুরআন মজীদের আয়াত নহে। তবে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কথা فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ উহা কুরআনে পড়া হইত)। শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অধিকাংশ হাদীছের এই সংশয়কে রিওয়ায়ত হিসাবে গ্রহণ করেন না। আর মুহাদ্দিছগণের মধ্যে যাহারা গ্রহণ করেন তাহারা উহার ব্যাখ্যা (تاويل) করেন। নিম্নে দুই পদ্ধতির বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) ইমাম আবূ জাফর তহাভী (রহ.) নিজ 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থের (৩:৬) বলেন, হাদীছের এই অংশ রোগাক্রান্ত। কেননা, এই হাদীছের রাবী আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) ছাড়া আর কোন রাবী ইহা রিওয়ায়ত করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমাদের মতে এই অতিরিক্ত অংশ তাহার ধারণা। অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) যাহা বর্ণনা করিয়াছেন উহাতে فَتُوُفِّىَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন অথচ উহা পবিত্র কুরআনে পড়া হইত) ছিল না। ইহা যদি অনুরূপ হইত তাহা হইলে কুরআন মজীদে থাকিত এবং নামাযে তিলাওয়াত করাও জায়িয হইত। আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ না করুন।

(২) ইমাম তহাভী (রহ.)-এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ এই যে, এই হাদীছ তিনজন রাবী 'আমরা (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর, আল কাসিম বিন মুহাম্মদ, ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ আল-আনসারী। হাদীছের এই অতিরিক্ত অংশটুকু আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) ছাড়া অপর দুই রাবী রিওয়ায়ত করেন নাই। অধিকন্তু আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) এতদুভয় এই অতিরিক্ত অংশ ছাড়া আলোচ্য হাদীছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। উল্লেখ্য যে, আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছ ইমাম তহাভী (রহ.) নিজ 'মুশকিলুল আছার' গ্রন্থে (৩:৭) নকল করেন : قال حدثنا محمد بن خزيمة ثنا حجاج بن منهال ثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت كان فما نزل من القران ثم سقط لا يحرم من الرضاع الا عشر رضعات ثم نزل بعد او خمس رضعات (ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন খাযীমা, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) তিনি আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (রহ.) হইতে, তিনি আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি 'আমরাহ (রহ.) হইতে, তিনি আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনে যাহা নাযিল হইয়াছিল তাহা পরে রহিত করা হয়; দশবার স্তন্যপান ব্যতীত দুধ পানে হারাম করিবে না। অতঃপর নাযিল হইল কিংবা পাঁচবার স্তন্যপান)।

আর ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) বর্ণিত হাদীছ সহীহ মুসলিম শরীফের পরবর্তী (৩৪৮৭ নং) হাদীছ ও আল্লামা বায়হাকী (রহ.) নিজ 'সুনান' গ্রন্থ (৭:৪৫৪)-এ এই অতিরিক্ত অংশ ছাড়া রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

নিঃসন্দেহে আল কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) হইতে উপরের তবকার এবং ইলম ও ফিকহের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ। এই কারণেই আল-কাসিম (রহ.)-এর রিওয়ায়ত আবদুল্লাহ (রহ.)-এর রিওয়ায়তের উপর প্রধান্য পাইবে। অতঃপর তহাভী (রহ.) বলেন, আল কাসিম বিন মুহাম্মদ ও ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.)-এর উপর এই হাদীছে আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) অতিরিক্ত অংশটি ফ্যাসাদের দিকে নিয়া যাওয়ায় আমাদের জানা মতে আহলে ইলমের ইমামগণের মধ্যে একমাত্র মালিক বিন আনাস (রহ.) ব্যতীত অন্য কেহ আবদুল্লাহ বিন আবূ বকর (রহ.) হইতে এই হাদীছ নকল করেন নাই। অতঃপর ইমাম মালিক (রহ.)ও তাহার এই রিওয়ায়ত বর্জন করিয়াছেন এবং এই রিওয়ায়তের বিপরীত অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন, ان قليل الرضاع وكثيره يحرم (স্তন্য পান কম হউক বা বেশী সর্বাবস্থায় হারাম সাব্যস্ত করিবে)। -(মুশকিলুল আছাব ৩:৮)

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, যেই সকল বিশেষজ্ঞ এই অতিরিক্ত অংশকে وهم (ধারণা) বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) স্বীয় 'আরিযাতুল আহওয়াযী' গ্রন্থে (৫:৯২) বলেন, ان هذه

وهـو منـه (নিশ্চয়ই ইহা তাহার হইতে ধারণা প্রসূত)। আর রাবী আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) কর্তৃক এই অতিরিক্ত অংশ ছাড়া বর্ণিত হাদীছখানাই সহীহ। কাজেই ইহা প্রথম নাযিল হইয়াছিল পরে মানসূখ হইয়া গিয়াছে। ইহার তায়ীদে উক্ত রিওয়ায়তও রহিয়াছে, যাহা আবদুর রাজ্জাক (রহ.) স্বীয় 'মুসনাদ' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন। উহা দ্বারা خمس رضعات (পাঁচবার স্তন্যপান হারাম করিয়া দেয়)ও মানসূখ হইবার উপর প্রমাণ বহন করে। আল্লামা আবদুর রাজ্জাক (রহ.) বলেন :

اخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث ان سالم بن عبد الله حدثه ان عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ارسلت به الى اختها ام كلثوم ابنة ابى بكر لترضعه عشر رضعات ليلج عليها اذا كبر، فارضعته ثلاث مرات، ثم مرضت فلم يكن سالم يلج عليها قال زعموا ان عائشة قالت لقد كان فى كتاب عزوجل عشر رضعات ثم رد ذلك الى خمس ولكن من كتاب الله ما قبض مع النبى صلى الله عليه وسلم كذا فى مصنف عبد الرزاق (٧:٤٧٠)

হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এই রিওয়ায়ত স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, خمس رضعات (পাঁচবার স্তন্য পান)-এর তিলাওয়াতও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পূর্বে মানসূখ হইয়া গিয়াছে। (তবে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর পাঁচবার স্তন্যপান দ্বারা হারাম হয় না দলীল দেওয়ার বিষয়টি এবং হানাফীগণের জবাব (৩৪৭৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

অপর একদল আলিম বলেন, সনদ এবং রিওয়ায়তের দিক হইতে এই অতিরিক্ত অংশ গৃহীত হইবে। কিন্তু তাহারা বলেন, এই অতিরিক্ত অংশের অর্থ এইরূপ নহে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত পর্যন্ত এই আয়াত মানসূখ হয় নাই; বরং ইহার অর্থ হইতেছে যে, এই আয়াতটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ জীবনে মানসূখ হইয়াছে। ফলে কতক সাহাবা ইহার মানসূখ হওয়ার ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। তাই তাঁহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরও পাঠ করিতেন। অতঃপর যখন তাঁহারা রহিত হওয়ার বিষয়টি অবহিত হইলেন তখন তাহারা ইহা পরিত্যাগ করিলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এই কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

আল্লামা নওয়াভী (রহ.) নিজ 'শরহের' ১০:২৯ পৃষ্ঠায় এই হাদীছের ব্যাখ্যায় লিখেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, خمس رضعات (পাঁচবার স্তন্য পান) অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের অল্প কয়েকদিন পূর্বে মানসূখ হইয়া গিয়াছে। ফলে কতক সাহাবা তাঁহার ওফাতের পরও خمس رضعات পাঠ করিতেন এবং কুরআনের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। কেননা, সময়ের সল্পতার কারণে তাহাদের কাছে মানসূখ হওয়ার খবরটি তখনও পৌছে নাই। অতঃপর তাহাদের কাছে যখন মানসূখ হওয়ার খবর পৌছিল তখন তাহারা ইহা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। আর উম্মত এই বিষয়ে ঐকমত্য হইয়াছেন যে, ইহা তিলাওয়াতযোগ্য নহে। - (তাকমিলা ১:৪৪-৪৭)

(৩৪৮৭) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ وَهِيَ تَذْكُرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَمْرَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ نَزَلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نَزَلَ أَيْضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ

(৩৪৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আমরাহ (রহ.) হইতে, তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, যখন তিনি স্তন্য পানের সেই পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলেন, যাহা দ্বারা (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হয়। রাবী

আমরাহ (রহ.) বলেন, তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিয়াছিলেন, কুরআনে নাযিল হইয়াছিল নির্ধারিত দশবার স্তন্যপান দ্বারা (বিবাহ) হারাম করে। অতঃপর ইহাও নাযিল হয় নির্ধারিত পাঁচবার (স্তন্যপানে হারাম সাব্যস্ত হয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৮৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৪৮৮) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ بِمِثْلِهِ

(৩৪৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আমরাহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন।

بَابُ رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপ্ত বয়স্কদের স্তন্যপান-এর বিবরণ

(৩৪৮৯) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৪৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সাহলা বিন্ত সুহায়ল (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পোষ্যপুত্র সালিম (রাযিঃ) আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার দরুন আমি (আমার স্বামী) আবূ হুযায়ফা (রহ.)-এর চেহারায় অসন্তুষ্টির চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে দুধ পান করাইয়া দাও। তিনি (সাহলা) আরয করিলেন, কিভাবে আমি তাহাকে দুগ্ধ পান করাইব অথচ সে বয়স্ক লোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমি তো জানি যে, সে বয়স্ক লোক। রাবী 'আমর (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে ততখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। আর তিনি (সালিম রাযিঃ) বদরের জিহাদে উপস্থিত ছিলেন। আর ইবন আবূ উমর (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ (সাহলা বিন্ত সুহায়ল রাযিঃ)। তিনি হইলেন সাহলা বিন্ত সুহায়ল বিন আমর আল-কারশিয়া আল-আমিরিয়া (রাযিঃ)। আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী। তিনি তাহার স্বামীর সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহার সহিত হাবশায় হিজরত করেন। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত তাহার কথাই উল্লেখ করিয়া বলেন, ان سهلة بنت سهيل استحيضت فاتت النبى صلى الله عليه وسلم الخ

(সাহলা বিনত সুহায়ল (রাযিঃ) হায়িয গ্রস্তা হইলেন। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন ... শেষ পর্যন্ত। -(আল-ইসাবা ৪:৩২৯)

إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ (আমি আবূ হুযায়ফা (রহ.)-এর চেহারায় প্রত্যক্ষ করিলাম)। অর্থাৎ অসন্তুষ্টির চিহ্ন আর আমার সহিত সালিম (রাযিঃ)-এর দেখা-সাক্ষাৎ তাঁহার কাছে কষ্টকর মনে হইল। -(তাকমিলা ১:৪৮)

مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُهُ (সালিমের দেখা-সাক্ষাতের কারণে, সে হইল তাঁহার পোষ্যপুত্র (মৈত্রীবদ্ধ)। আর সে হইল সালিম বিন মা'কাল (রাযিঃ)। আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর মিত্র। প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী, তিনি আনসারী এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন। তাহাকে ফাতিমা বিনত ইয়া'আর বলা হইত। তিনি তাহাকে আযাদ করিয়া দেন। অতঃপর আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ) তাহার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ) সালিম (রাযিঃ)কে পোষ্যপুত্র করিয়া নেন যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়দ বিন হারিছাকে পোষ্যপুত্র করিয়া নিয়াছিলেন। অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেন أُدْعُوْهُمْ لِآبَآئِهِمْ (তোমরা তাহাদেরকে তাহাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক– সূরা আহযাব ৫)। ফলে প্রত্যেকে তাহাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তাহার পিতার কাছে ফিরাইয়া দেন। যাহার পিতা জানা ছিল না তাহাকে তাহার আযাদকারীর কাছে ফিরাইয়া দেন। -(মুয়াত্তা লি ইমাম মালিক (রহ.) الرضاع অধ্যায়)। সালিম (রাযিঃ) মসজিদে কুবায় মুহাজির ও আনসারগণের ইমামতি করিতেন, তিনি সাহাবাগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। -(ইসাবা ২:৬-৭)

أَرْضِعِيهِ (তুমি তাহাকে দুধ পান করাইয়া দাও)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, সম্ভবত: তিনি সালিম (রাযিঃ)-এর জন্য দুধ (নিজ হাতে স্বীয় স্তন) হইতে দোহন করিয়া নিবেন। অতঃপর তাহাকে পান করাইয়া দিবেন। কাযী (রহ.) যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন খুবই চমৎকার। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, প্রয়োজনের কারণে সালিম (রাযিঃ)-এর জন্য স্তন্য চুষিয়া পান করা মাফ করা হইয়াছিল যেমন সালিম (রাযিঃ) বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বিশেষভাবে তাহার জন্য দুগ্ধপানে حُرْمَتِ رِضَاعَتْ (স্তন্যপান সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হইয়াছিল। অন্য কাহারও জন্য হারাম সাব্যস্ত হইবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। (শরহুন নওয়াভীতে অনুরূপ আছে)।

তাকমিলা গ্রন্থকার বলেন, এই সম্ভাবনাটিই নির্ধারিত। রিওয়ায়তে অনুরূপ আছে, যাহা ইবন সা'দ নকল করিয়াছেন : قال اخبرنا محمد بن عمر (يعنى الواقدى) حدثنا محمد بن عبد الله بن اخى الزهرى عن ابيه قال كان يحلب فى مسعط او اناء قدر رضعة ، فيشربه سالم كل يوم خمسة ايام - وكان بعد يدخل عليها وهى حاسر، رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل - (ইবন সা'দ (রহ.) বলেন, আমাদেরকে হাদীছ জানান মুহাম্মদ বিন উমর (অর্থাৎ আল-ওয়াকিদী) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আখী আয-যুহরী (রহ.), তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি বলেন, নস্যের ডিবা কিংবা কোন পাত্রে رضاعة (স্তন্যপান) পরিমাণ দুধ দোহন করিয়া নিবে। অতঃপর উহা সালিম (রাযিঃ)কে পাঁচ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ পান করাইবে। অতঃপর তাঁহার সহিত তিনি অনাবৃত্ত অবস্থায় দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে সাহলা বিনতে সুহায়ল (রাযিঃ)কে অনুমতি দিয়াছিলেন। -(আত-তাবাকাতুল কুবরা লি ইবন সা'দ ৮:২৭১)

এই রিওয়ায়তে স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহ্লা (রাযিঃ) তাহার জন্য দুধ দোহন করিয়া নিয়াছিলেন। সালিম (রাযিঃ)কে তাহার স্তন্য হইতে চুষণের মাধ্যমে দুধ পান করান নাই। উক্ত রিওয়ায়তে مسعط (নস্যের

ডিবা) শব্দটির م বর্ণে যের এবং ع বর্ণে যবর কিংবা م ও ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত অর্থাৎ নস্যের ডিবা হইতে কোন কিছু নাকে ঢালিয়া দেওয়া। -(কামূস) -(তাকমিলা ১:৪৯)

فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসিলেন)। সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহ্লা (রাযিঃ)-এর ধারণার উপর মুচকি হাসি দিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নিজ স্তন্য হইতে চুষণের মাধ্যমে হযরত সালিম (রাযিঃ)কে দুধ পান করানোর নির্দেশ দিয়াছেন। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি স্বীয় স্তন্য হইতে দুধ পাত্রে দোহন করিবে, অতঃপর উহা হইতে সালিম (রাযিঃ)কে পান করাইবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাসি দেওয়ার কারণে তিনি বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কিংবা পরে তাহাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাবীগণ ইহার উল্লেখ করেন নাই। -(ঐ)

قوله قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ, আমি জানি যে, সে একজন বয়স্ক লোক)। ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, কোন নারী যদি বয়স্ক কোন পুরুষকে দুধ পান করায় তাহা হইলে حُرْمَتِ رِضَاعَتْ (দুধ সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) সাব্যস্ত হইবে। ইহা ইবন হুযম (রহ.)-এর অভিমত। তিনি 'আল-মহল্লী' গ্রন্থের ১০:১৭ মাসয়ালা ১৮৬৯-এ বলেন, স্তন্যপান সম্পর্ক হারাম সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বয়স্ক কিংবা শিশুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; বরং বৃদ্ধ লোক হইলেও হারাম সাব্যস্ত হইবে। আল্লামা শারেহ নওয়াভী প্রমুখ এই অভিমতটিকে দাউদ যাহরীরও বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে ইহাকে খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন। তবে আবদুর রাজ্জাক (রহ.) ইহা আতা (রহ.)-এর অভিমত বলিয়া নকল করিয়াছেন। আর আল্লামা তাবারী (রহ.) ইহাকে হাফসা (রাযিঃ), আব্দুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ), আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) ও উরওয়া (রহ.)-এর অভিমত বলিয়াও নকল করিয়াছেন।

উপর্যুক্ত বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া আহলে সুন্নতের চারি ইমামসহ সকল সাহাবা, উম্মুহাতুল মুমিনীন, তাবেঈন ও ফকীহগণ এবং জমহুরে উলামার সর্বসম্মত মতে স্তন্য পানের সময়কালের পর দুগ্ধপান দ্বারা (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হইবে না। তাঁহাদের দলীলসমূহের কতক নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) ইমাম বুখারী (রহ.) জমহুরের পক্ষে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন : وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ (আর সন্তানবতী নারীরা তাহাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাইবে। যদি দুধ পান করাইবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করিতে চায়– সূরা বাকারা ২৩৩)। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্তন্য পানের মেয়াদ পূর্ণ দুই বছর নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং পূর্ণ দুই বছর মেয়াদের পর দুধ পান করানোর দ্বারা শরীআতে হারাম সাব্যস্ত হইবে না।

(২) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে : فانما الرضاعة من المجاعة (কেননা স্তন্য পানে হারাম সাব্যস্ত হয় যখন দুধ পানের দ্বারা সন্তানের ক্ষুধা নিবারিত হয়। সহীহ মুসলিম ৩৪৯৫) অর্থাৎ স্তন্যপান তখনই হারাম সাব্যস্ত করিবে যখন ক্ষুধা নিবারণ করে। আর ইহা কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, বয়স্কদের জন্য জীবন রক্ষা পরিমাণ আহার্য্য হইল রুটি।

(৩) আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم (স্তন্যপানের উদ্দেশ্য তো দুগ্ধপায়ীর অস্থি পুনর্জীবিত এবং গোশত বৃদ্ধি করানো।

(৪) 'মুয়াত্তা ইমাম মালিক' গ্রন্থে আছে : عن يحيى بن سعيد ان رجلا سال ابا موسى الاشعرى فقال انى مصصت عن امراتى من ثديها لبنا فذهب فى بطنى فقال ابو موسى الاشعرى - لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتى به الرجل فقال ابو موسى فما تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود : لا رضاع الا ما كان فى الحولين - فقال ابو موسى لا تسألونى عن شئ ما كان هذا الخبر فيكم (ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীর স্তন চোষণ করিয়া দুধ বাহির করিতেছিলাম। ফলে উহা আমার পেটে চলিয়া গিয়াছে। তখন আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলিলেন, আমার মনে হয় সে তোমার জন্য হারাম হইয়া গিয়াছে। আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করুন যে, লোকটিকে আপনি কি ফতোয়া দিলেন। তখন আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি কি বলেন? আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ) বলিলেন, "কেবল মাত্র দুই বছরের মধ্যে স্তন্য পানে হারাম সাব্যস্ত হয়।" আবূ মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলিলেন, এই হাদীছ তোমাদের কাছে থাকিতে এই বিষয়ে তোমরা আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না)।

(৫) আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما كان فى الحولين (اخرجه الدار قطنى-٤: ١٧٤) (কেবল মাত্র দুই বছরের মধ্যে স্তন্যপানে হারাম সাব্যস্ত হয়)। ইহার পরে নহে।

জমহুরে উলামার পক্ষ হইতে সালিম (রাযিঃ)-এর দুগ্ধ পানের আলোচ্য হাদীছের ঘটনার বিভিন্ন জবাব দিয়াছেন। তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার নকল করেন যে, আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন, (ক) ইহা মানসূখ হইয়া গিয়াছে। আল্লামা মুহিবুত তাবারী ইহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন। আর কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, সালিম (রাযিঃ)-এর ঘটনাটি হিজরতের প্রথম দিকে ছিল। (খ) কিংবা বয়স্ক লোকের ক্ষেত্রে দুগ্ধ পানে হারাম সাব্যস্ত হওয়ার যেই হুকুম দেওয়া হইয়াছে উহা সালিম (রাযিঃ) ও আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর স্ত্রীর সহিত খাস। অন্যদের ক্ষেত্রে এই হুকুম প্রযোজ্য নহে। যেমন উম্মু সালামা ও সকল উম্মুহাতুল মুমিনীন (রাযিঃ) বলেন, আমরা আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতাম, আল্লাহ তা'আলার কসম مَا نَدْرِىْ لَعَلَّهَا كَانَتْ رُخْصَةٌ مِّنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَالِمٍ دُوْنَ سَائِرِ النَّاس-ابوداود (আমাদের জানা নাই যে, সম্ভবত ইহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে বিশেষভাবে সালিম (রাযিঃ)-এর জন্য রুখসত ছিল, যাহা অন্যান্যদের জন্য বৈধ নহে। -(তানযীমুল আশতাত ২:১৭৮)

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, সর্বাপেক্ষা উত্তম জবাব ইহাই যে, ইহা সালিম (রাযিঃ)-এর জন্য খাস ছিল। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফের আগত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ব্যতীত সকল উম্মুহাতুল মুমিনীন এই হুকুমকে হযরত সালিম (রাযিঃ)-এর জন্য খাস বলিয়াছেন। আয়িশা কিংবা হাফসা (রাযিঃ) ছাড়া তাঁহাদের কেহই ইহাকে ব্যাপক হুকুমের উপর প্রয়োগ করেন নাই। (ফতহুল বারী ৯:১২৬) -(তাকমিলা ১:৪৯-৫২)

দুগ্ধপানের সময়সীমার মাসয়ালা : অতঃপর দুগ্ধ পানের সময়সীমা নির্ধারণে জমহুরে উলামার চারিটি অভিমত পাওয়া যায়।

(১) প্রথম মাযহাব : দুগ্ধ পানের সময়সীমা হইল, দুই বছর। ইহা ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, হানাফীগণের মধ্যে সাহেবায়ন, আমির আশ-শা'বী, ইবন শুবরুম্ম, ছাওরী, আওযায়ী, ইসহাক, আবূ ছাওর এবং ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত। (উমদাতুল কারী ৯:৩৮৭)

তাহাদের দলীল : আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ (আর সন্তানবতী নারীরা তাহাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাইবে। যদি দুধ পান করাইবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করিতে চায়– সূরা বাকারা ২৩৩)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا (আর তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে এবং তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগিয়াছে ত্রিশ মাস– সূরা আহকাফ ১৫)। আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন, সন্তানকে গর্ভে ধারণ এবং স্তন্য ছাড়ানো ত্রিশ মাস হয়। আর হযরত আলী (রাযিঃ) এই আয়াত দৃষ্টে বলেন যে, গর্ভ ধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস। কেননা সূরা বাকারার ১৩৩ নং আয়াতে স্তন্য দানের সর্বোচ্চ সময়কাল পূর্ণ দুই বছর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং সূরা আহকাফের ১৫ নং আয়াতে গর্ভধারণ ও স্তন্যদান উভয়ের সময়কাল বর্ণিত হইয়াছে ত্রিশ মাস। অতএব, সন্তান গর্ভধাণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস বাদ দিলে স্তন্যদানের জন্য দুই বছরই বাকী থাকে। -(মাআরিফুল কুরআন, সংশ্লিষ্ট আয়াত)

(২) ইমাম যুফার (রহ.)-এর মাযহাব ঃ তাহার মতে দুগ্ধ পানের সময়সীমা তিন বছর। ইহা ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এরও অভিমত। (তাফসীরে ইবন কাছীর ১:২৮৩)। ইহার কারণ হইতেছে যে, শিশুর জন্য দুই বছর পর দুধ ছাড়া অন্য খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত হওয়ার জন্য একটি সময় দরকার। এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তনের জন্য একবছর উত্তম সময়। কেননা, ইহাতে চারিটি ঋতু অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাই আমরা তিন বছর নির্দিষ্ট করিলাম। -(ফতহুল কদীর ৩-৫)

(৩) ইমাম মালিক (রহ.)-এর মাযহাব ঃ তিনি দুই বছরের পর সামান্য কিছুদিন অবকাশ দিতে চান, কেননা, শিশু হঠাৎ করিয়া অন্য খাদ্য গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করে না; বরং পর্যায়ক্রমে কিছু দিন সময় দরকার। তবে এই সময় কতদিন হইবে এই ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) হইতে বিভিন্ন রিওয়ায়ত পাওয়া যায়। কেহ বলেন ছয় মাস, কেহ বলেন, দুই মাস আর কেহ বলেন, এক মাস প্রভৃতি। -(ফতহুল বারী ৯:১২৫)

(৪) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব ঃ তিনি বলেন, দুগ্ধ পানের সময়সীমা দুই বছর ছয় মাস। তাঁহার দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا (আর তাহাকে গর্ভে ধারণ করিতে এবং তাহার স্তন্য ছাড়াইতে লাগিয়াছে ত্রিশ মাস। সূরা আহকাফ ১৫)। হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) এই আয়াত দ্বারা প্রমাণের পদ্ধতি এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুই বস্তুর জন্য দুইটি সময়কাল স্থির করিয়াছেন। কাজেই গর্ভধারণ ও দুগ্ধপান এই দুই বস্তুর প্রতিটির জন্য পূর্ণ ত্রিশ মাস হইবে। যেমন কেহ বলেন, لفلان علی الف درهم وخمسة اثواب الی شهرین یکون الشهرین اجلا لكل واحد من الدينين (আমার উপর অমুকের এক হাজার দিরহাম ও পাঁচটি কাপড় দুই মাস সময়ের জন্য ঋণ হিসাবে রহিয়াছে)। এই দুই মাস পূর্ণাঙ্গভাবে দুইটি বস্তুর পরিশোধের জন্য সময় নির্ধারিত হইবে। অর্থাৎ এক হাজার দিরহাম দুই মাস পর পরিশোধযোগ্য এবং পাঁচটি কাপড়ও দুই মাস পর পরিশোধযোগ্য। অতএব, গর্ভধারণ ও স্তন্য ছাড়ানো প্রত্যেকটির জন্য ত্রিশ মাস স্বীকৃত হইবে। কিন্তু গর্ভধারণের ক্ষেত্রে উক্ত সময়কাল হইতে কম পাওয়া যায়। যেমন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ان الولد لا يبقى فى بطن امه اكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل (নিশ্চয় শিশু মাতৃগর্ভে দুই বছরের বেশী স্থায়ী থাকে না, যদিও চরকা কক্ষপথ পরিবর্তনের সময়টুকু হউক না কেন)। কিন্তু দুধ ছাড়ানোর সময়কালহ্রাসের কোন রিওয়ায়ত নাই। তাই আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ ত্রিশ মাস আসল অবস্থায় বহাল থাকিবে।

জমহুরে উলামার দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ এর জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের পর ইরশাদ করেন : فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (তারপর যদি পিতামাতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দুই বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াইয়া দিতে পারে, ইহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই। সূরা বাকারা ২৩৩)। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পর فصال (মায়ের দুধ ছাড়ানো)-এর প্রয়োগ হইবে। কেননা, আয়াতে ف বর্ণটি تعقيب (পিছনে আসা, পরে আসা, অনুসরণ করা)-এর অর্থে ব্যবহৃত) ফলে দুই বছর পর দুগ্ধ পান জায়িয প্রমাণিত হয়। আল্লামা ইবন জারীর (রহ.) নিজ 'তাফসীর' গ্রন্থের (২:২৮৯) সংকলিত রিওয়ায়ত ইহার পক্ষপাত হয়। তিনি বলেন, আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন আল মুছান্না (রহ.) তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুআবিয়া (রাযিঃ), তিনি আলী (রাযিঃ) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا (তারপর যদি পিতা মাতা ইচ্ছা করে। সূরা বাকারা ২৩৩)-এর মর্ম فان ارادا ان يفطماه قبل الحولين وبعده (তারপর যদি পিতা-মাতা দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা পরে শিশুকে বুকের দুধ ছাড়ানো ইচ্ছা করে)। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) এই রিওয়ায়তে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا দুই বছরের পূর্বের উপরও প্রয়োগ হইবে এবং দুই বছরের পরের উপরও প্রয়োগ হইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, আয়াতের মধ্যে الحولين (দুই বছর) শব্দটি দুগ্ধ পানের সময়সীমা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয় নাই বরং ইহা দ্বারা পিতার উপর স্তন্য দানকারিণীর ভরণ-পোষণ অত্যাবশ্যক হওয়ার সীমা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দতের পর দুই বছর শিশুকে দুগ্ধ পানের জন্য পারিশ্রমিক পাইবে। আর এই পরিমাণ সময় দুগ্ধ পোষ্য শিশুর পিতার উপর পারিশ্রমিক দেওয়া দায়িত্ব। অধিকন্তু আল্লামা ইবন জারীর (রহ.) হইতে বর্ণিত নিম্ন রিওয়ায়তখানা উপর্যুক্ত বিষয়ের উপর প্রমাণ বহন করে।

قال حدثنى المثنى قال ثنا سويد قال اخبرنا ابن المبارك عن ابن جريج قال قالت لعطاء: والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين؟ قال ان اردت امه ان تقصر عن حولين كان عليها حق ان تبلغه لا ان تزيد عليه الا ان تشاء

(ইবন জারীর (রহ.) বলেন, আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আল মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন জুরাইজ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আতা (রহ.)কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "আর সন্তানবতী নারীরা তাহাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাইবে"? তিনি জবাবে বলিলেন, শিশু মাতা যদি ইচ্ছা করে যে, তিনি দুই বছর দুগ্ধ দানের পর বন্ধ করিয়া দিবেন তাহা হইলে তাহার হক আছে যে, সেই পর্যন্ত পৌঁছিয়া দুগ্ধ পান করানো বন্ধ করিয়া দিবে। এই নহে যে, তিনি শিশুকে ইহার অতিরিক্ত দুগ্ধ পান করাইতে পারিবেন না। তিনি যদি চান তবে পারিবেন। -(তাফসীরে ইবন জারীর ২:২৮০) আর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ (তাহার দুধ ছাড়ানো দুই বছরে হয়– সূরা লুকমান ১৪) ইহা অধিকাংশ অবস্থার উপর প্রয়োগ হইবে।

মাসয়ালার সারসংক্ষেপ : শায়খ জা'ফার আহমদ উছমান (রহ.) নিজ 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে বলেন : জমহুরে উলামা যাহা বলেন ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)ও উহাই বলেন যে, দুগ্ধ দানের সময় পূর্ণ দুই বছর। তবে তিনি এতখানি অতিরিক্ত বলেন যে, দুই বছর পূর্ণ হইবার পূর্বে দুগ্ধ পান ছাড়ানো ওয়াজিব নহে। ইহা তো কেবল দুগ্ধ পান সমাপ্তের পরে ওয়াজিব হইবে। আর উহা হইল সর্বসম্মত মতে দুই বছর অতিক্রম করার পর। আর ইহা

নিশ্চিতভাবে জানা যে, শিশু দুধ ছাড়ানোর সাথে সাথে অন্য খাদ্য গ্রহণের উপযোগী হয় না; বরং তাহার জন্য উত্তম পন্থা হইতেছে যে, পর্যায়ক্রমে দুগ্ধ পান ছাড়ানোর মাধ্যমে অন্য খাদ্য গ্রহণে অভ্যাস করাইয়া নিতে হইবে। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) শিশুকে অনুশীলনের লক্ষ্যে সূরা আহকাফ ১৫ নং আয়াতের আলোকে গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সীমা ছয় মাস হওয়ার হিসাবে (মায়ের দুগ্ধ ছাড়ানোর পর) ছয় মাস নির্ধারণ করিয়াছেন। কেননা, শিশুটির এই পরিমাণ সময় অতিক্রম করা দ্বারা দুধকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার উপযোগী হইয়াছে। আর সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে দুগ্ধ ছাড়ানোর সর্বনিম্ন সময়সীমা অবহিত হইয়াছেন, সর্বোচ্চ সময়সীমা নহে। এই কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সতর্কতা অবলম্বনে বিবাহ হারাম প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুই বছর ছয় মাস বলিয়াছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) নিজ 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে এই দিকে ইশারা করিয়া বলেন, وكان ابو حنيفة رحمه الله يحتاط بستة اشهر بعد الحولين (আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) দুই বছরের সময়সীমার পর সতর্কতা অবলম্বনে ছয় মাস সংযুক্ত করিয়াছেন)।

হানাফী মাযহাবের ফতোয়া ঃ তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমরা যদি দলীলের দিকে তাকাই তাহা হইলে এই মাসয়ালায় জমহুরের দলীলসমূহ শক্তিশালী আর তাহাদের মধ্যে হানাফীগণের ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহাম্মদ (রহ.) রহিয়াছেন। এই কারণেই পরবর্তী হানাফীগণ সাহেবায়নের অভিমতের উপর ফতোয়া দিয়াছেন। ইমাম তাহাভী (রহ.) ইহাকেই পছন্দ করিয়াছেন এবং বলেন, আল্লামা ইবন নুজায়ম (রহ.) বলেন, নিঃসন্দেহ সাহেবায়নের দলীল শক্তিশালী। কেননা, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ (আর সন্তানবতী নারীরা তাহাদের সন্তানদের পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাইবে। যদি দুধ পান করাইবার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করিতে চায়– সূরা বাকারা ২৩৩) দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, (দুগ্ধদান) পূর্ণ করার পর দুগ্ধপান নাই। আর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا (তারপর যদি পিতামাতা ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দুই বছরের ভিতরেই নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমে দুধ ছাড়াইয়া দিতে পারে, ইহাতে তাহাদের কোন পাপ নাই। সূরা বাকারা ২৩৩)-এ ইচ্ছা ও পরামর্শ শর্তযুক্ত করণের দ্বারা প্রমাণিত হয় উহা দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই হইবে। দুই বছর পূর্ণ হইবার পর ইচ্ছা ও পরামর্শের প্রয়োজন হয় না। -(বাহরুর রায়িক ৩:২২৫)

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, অধিকাংশ মুফাসসির ইহাকে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বের উপর প্রয়োগ করিয়াছেন। (তাফসীরে ইবন জারীর-এ অনুরূপ আছে)

অধিকন্তু হযরত উমর, আলী, ইবন মাসউদ ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর আছার দ্বারাও সাহেবায়ন ও জমহুরের অভিমতের তায়ীদ হয়। যেমন বয়স্ক দুগ্ধপান মাসয়ালায় উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু দারু কুতনী (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে মারফু হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন, لا رضاع بعد الحولين (দুই বছরের পর দুগ্ধদান নাই)। -(তাকমিলা ১:৪৯-৫৫ সংক্ষিপ্ত)

হানাফী মতাবলম্বী আল্লামা মুফতী শফী (রহ.) সূরা আহকাফ-এর ১৫ নং আয়াতের তাফসীরে লিখেন, গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়কাল ছয় মাস নির্ধারিত। ইহার কম সময়ে সন্তান সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। তবে সর্বোচ্চ কতদিন সন্তান গর্ভে থাকিতে পারে, এই সম্পর্কে অভ্যাস বিভিন্নরূপ। এমনিভাবে স্তন্যদানের সর্বোচ্চ সময়কাল দুই বছর নির্ধারিত। বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আরও ছয় মাস সময় বাড়ানো যাইতে পারে। কিন্তু সর্বনিম্ন সময়কাল নির্দিষ্ট নাই। কোন কোন নারীর দুধই হয় না এবং কাহারও কাহারও দুধ কয়েক মাসেই

শুকাইয়া যায়। কতক শিশু মায়ের দুধ পান করে না কিংবা মায়ের দুধ শিশুর জন্য ক্ষতিকর হয়। ফলে অন্য দুধ পান করাইতে হয়। -(মাআরিফুল কুরআন)

كَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (বদরের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) অর্থাৎ সালিম (রাযিঃ)। -(তাকমিলা ১:৫৫)

(৩৪৯০) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ

(৩৪৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ বিন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর পোষ্যপুত্র সালিম (রাযিঃ) আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)ও তাহার পরিবারের সহিত একই ঘরে বসবাস করিতেন। একদা সুহায়লের কন্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, সালিম (রাযিঃ) বয়স্ক পুরুষের স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে, সে বুঝে বয়স্ক পুরুষেরা যাহা বুঝে অথচ সে আমার সহিত পর্দা ছাড়া দেখা-সাক্ষাত করে। আমি ধারণা করিতেছি যে, এই জন্যই আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর মনে অসন্তুষ্টির ভাব রহিয়াছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তুমি তাহাকে দুধ পান করাইয়া দাও। ফলে তুমি তাহার জন্য (বিবাহ) হারাম হইয়া যাইবে এবং আবূ হুযায়ফার মনের অসন্তুষ্টি দূর হইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি তাহার (স্বামী আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর) নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিলেন, আমি সালিমকে দুধ পান করাইয়াছি। তখন আবূ হুযায়ফার মনে যাহা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য

(৩৪৯১) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ

(৩৪৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, সাহ্লা

বিনত সুহায়ল বিন আমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালিম (রাযিঃ) আমাদের সহিত একই ঘরে বসবাস করে, অথচ সে বয়স্ক লোকের স্তরে পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে বয়স্ক পুরুষরা যাহা বুঝে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে দুধ পান করাইয়া দাও। ফলে তুমি তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে। তিনি (রাবী আবূ মুলায়কা) বলেন, অতঃপর আমি এক বছর কিংবা এক বছরের কাছাকাছি সময় ভয়ে এই হাদীছ বর্ণনা করি নাই। অতঃপর আমি আল-কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, আপনি এমন একটি হাদীছ আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যাহা আমি অদ্যাবধি বর্ণনা করি নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহা কোন্ হাদীছ? আমি তাহাকে জানাইলাম, তিনি বলিলেন, তুমি ইহাকে আমার পক্ষ হইতে বর্ণনা কর। কেননা, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) ইহা আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَاأُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ (আমি ভয়ে এই হাদীছ বর্ণনা করি নাই)। حرف جر ফেলে দিয়ে مصدر منصوب হিসাবে পঠিত। لا احدث به لاجل رهبة هذه القصة (এই ঘটনার কারণে ভয়ে আমি এই হাদীছ বর্ণনা করি নাই)। কতক বিশেষজ্ঞ শব্দটি رهبته সংরক্ষণ করিয়াছেন। ه বর্ণে যের ب বর্ণে সাকিন ت বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে। এই হিসাবে فعل مستأنف (শুরু ক্রিয়া) হইবে। আর প্রত্যেক অবস্থায় ইহা الخوف (ভয়)-এর অর্থে الرهب হইতে নির্গত। আর মিসরী নুসখায় আছে وهبته যাহা عطف (সংযোজক)-এর واو সহ الهيبة (ভয়-ভীতি) হইতে فعل المتكلم الماضى -এর সীগা। আর তাহা হইল انى لم أحدث به مدة مخافة ان يغتر به بعض الجهال (আমি এই হাদীছ কিছুকাল বর্ণনা করি নাই। এই ভয়ে যে কতক মূর্খ লোক ইহা নিয়া বিদ্রূপ করিবে)। -(তাকমিলা ১:৫৬)

(৩৪৯২) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ الَّذِي مَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا لَكِ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ قَالَتْ إِنَّ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ رَجُلٌ وَفِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ

(৩৪৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিলেন, আপনার সহিত বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী ছেলে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে কিন্তু এই ধরণের ছেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করি। রাবী বলেন, তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, আপনার মধ্যে কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম আদর্শ নাই। তিনি আরও বলিলেন, একদা আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালিম আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করে। অথচ সে এখন বয়স্ক পুরুষ আর এই কারণে আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর মনে কিছু অসন্তোষে ভাব রহিয়াছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে দুধ পান করাইয়া দাও। ফলে সে তোমার সহিত (নির্বিঘ্নে) দেখা-সাক্ষাৎ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

اَلْغُلَامُ الْأَيْفَعُ (বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী ছেলে) অর্থাৎ هو الذى قارب البلوغ ولم يبلغ (যে বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হইয়াছে এবং এখনও বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হয় নাই। -(তাকমিলা ১:৫৬) (বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩৪৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৪৯৩) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا تَطِيبُ نَفْسِي أَنْ يَرَانِي الْغُلاَمُ قَدِ اسْتَغْنَى عَنِ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ لِمَ قَدْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لأَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ فَقَالَتْ إِنَّهُ ذُو لِحْيَةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَتْ وَاللهِ مَا عَرَفْتُهُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ

(৩৪৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারূন বিন সাঈদ আয়লী (রহ.) তাঁহারা ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আল্লাহর কসম! দুধ পান সম্পর্ক মুক্ত কোন বালক আমার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করুক তাহা আমি অপছন্দ করি। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিলেন, কেন? একবার সাহ্লা বিনত সুহায়ল (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! সালিম আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করার কারণে আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর চেহারায় অসন্তোষের ভাব আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে দুধ পান করাইয়া দাও। তিনি (সাহ্লা (রাযিঃ) জবাবে) আরয করিলেন, সে (সালিম) তো দাড়ি ওয়ালা (বয়স্ক পুরুষ)। অতঃপর তিনি (পুনরায়) ইরশাদ করিলেন, তাহাকে দুধ (দোহন করিয়া) পান করাইয়া দাও। ফলে আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর চেহারায় যাহা আছে তাহা দূর হইয়া যাইবে। সাহ্লা (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! পরে আর কখনও আমি আবূ হুযায়ফা (রাযিঃ)-এর চেহারায় অসন্তোষের ভাব দেখি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৪৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৪৯৪) حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ وَاللهِ مَا نَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلاَ رَائِينَا

(৩৪৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল মালিক বিন শু'আয়ব ইবন লায়ছ (রহ.) তিনি ... নবী সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ) বলিতেন, উক্ত রূপ (বয়স্ক ব্যক্তির) দুধ পান সম্পর্কের কোন ব্যক্তিকে সাক্ষাতের জন্য অনুমতি দিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সহধর্মিণীগণ অস্বীকার করিতেন। আর তাঁহারা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! সালিম (রাযিঃ)-এর বিষয়টি শুধুমাত্র তাহার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে অনুমোদিত ছিল (অন্যের জন্য নহে)। সুতরাং এই ধরনের দুধ পানের সম্পর্কের কোন ব্যক্তি আমাদের সাক্ষাতের অনুমতি পাইবে না এবং আমাদের দিকে দৃষ্টিপাতকারীও হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ (সুতরাং সে প্রবেশ (সাক্ষাৎ) করিতে পারিবে না) هُوَ (সে) সর্বনামটি এই স্থানে ضمير الشأن হিসাবে ব্যবহৃত। আর رائينا শব্দটি الرؤية (প্রত্যক্ষ করা, দৃষ্টিপাত করা) হইতে اسم فاعل (কর্তাবিশেষ্য)-এর সীগা। -(তাকমিলা ১:৫৭)

ফায়দা :

এই হাদীছ হানাফীসহ জমহুরের উলামার দলীল যে, বয়স্ক লোকের দুধ পানের দ্বারা (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হইবে না। আর সালিম (রাযিঃ)-এর বিষয়টি তাঁহার জন্য খাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র তাঁহাকে রুখসত দিয়াছিলেন। অন্য কাহারও জন্য এই বিধান প্রয়োগ হইবে না। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। বিস্তারিত ৩৪৮৯ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(অনুবাদক)

(৩৪৯৫) حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ فَقَالَ انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

(৩৪৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হান্নাদ বিন সারী (রহ.) তিনি ... মাসরূক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে প্রবেশ করিলেন তখন আমার পার্শ্বে (দুধ সম্পর্কের) একজন পুরুষ বসা ছিল। ইহাতে তাহার মন ভারাক্রান্ত হয় আর আমি তাহার মুবারক চেহারায় ক্রোধের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলাম। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমার দুধ (সম্পর্কের) ভাই। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাদের দুধ সম্পর্কের ভাইদের মধ্যে (স্তন্যপানের সহীহ শর্ত পাওয়া যায়) কি না তাহা তোমরা গভীরভাবে দেখিয়া নিও। দুগ্ধ পোষ্য শিশু (যাহাদের ক্ষুধা স্তন্যপানে নিবারিত হয়)-এর দুধ পানের দ্বারাই দুধ সম্পর্কে (বিবাহ) হারাম সাব্যস্ত হয় (অর্থাৎ দুই বছরের মধ্যে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَتْ عَائِشَةُ (আয়িশা (রাযিঃ) বলেন)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী, সুনানু আবী দাউদ ও নাসায়ী গ্রন্থের نكاح অধ্যায়েও আছে। -(তাকমিলা ১:৫৭-৫৮)

عِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ (আমার পাশে একজন পুরুষ বসা ছিল)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, তাহার নাম জানা নাই। সম্ভবত তিনি আবূ কুয়ায়স-এর ছেলে হইবেন। আর কেহ বলিয়াছেন তিনি ছিলেন হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুধ ভাই আবদুল্লাহ বিন ইয়াযীদ। ইহা ভুল। কেননা সকল ইমামের ঐকমত্যে এই আবদুল্লাহ তাবেয়ী ছিলেন। তবে আবদুল্লাহর মাতা যিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কেও দুধ পান করাইয়াছিলেন। তিনি হয়তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর জীবিত ছিলেন। তখন তাহার ঘরে আবদুল্লাহ জন্ম হন। আর এই কারণেই তাহাকে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দুধ ভাই বলিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ৯:১৬৭)

فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ (ইহাতে তাহার মন ভারাক্রান্ত হয়)। অর্থাৎ হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে অপরিচিত লোক বসা থাকার কারণে। -(তাকমিলা ১:৫৮)

انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ (তোমাদের দুধ সম্পর্কের ভাইদের মধ্যে কি না তাহা তোমরা গভীরভাবে দেখিয়া নিও)। ইহার অর্থ: দুধ ভাইদের ব্যাপারে তোমরা গভীর চিন্তা করিয়া দেখিয়া নিও যে, সে সহীহ শর্তের ভিত্তিতে দুধ ভাই কি না? আল্লামা মাহলব (রহ.) বলেন, এই ভাই সম্পর্কে কারণটি তোমরা চিন্তা করিয়া দেখিও। কেননা, حرمة الرضاع (দুধপান সম্পর্ক হারাম) সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুগ্ধ পোষ্য শিশু হওয়া জরুরী। যতদিন দুধ পান দ্বারা শিশুর ক্ষুধা নিবারণ হয়, জীবন রক্ষা হয় (ফতহুল বারীতে অনুরূপ আছে) -(ঐ)

فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ (কেননা, দুধ পান দ্বারা তখনই (বিবাহ হারাম) সাব্যস্ত হয় যখন দুধ পান দ্বারা শিশু ক্ষুধা নিবারণ হয়)। এইভাবে **ف** বর্ণটি انظرن الخ (চিন্তা করিয়া দেখ ...)-এর ব্যাখ্যা প্রদানে ব্যবহৃত। الْمَجَاعَةِ হইল الجوع (ক্ষুধা)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, দুগ্ধ দানকারিণী মাতা-এর প্রত্যেক সন্তান দুধ ভাই হয় না; বরং শর্ত হইতেছে, দুধ দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হইতে হইবে। অর্থাৎ শিশু অবস্থায় হারাম সাব্যস্ত হয় যখন দুধ পান দ্বারা ক্ষুধা নিবারণ হইয়া জীবন রক্ষা হয় ততদিনের মধ্যে দুধ পান দ্বারা হারাম সাব্যস্ত হয়। কেননা শিশুর পাকস্থলী দুর্বল হওয়ায় দুধ পানই তাহার জন্য যথেষ্ট। আর ইহার মাধ্যমে তাহার গোশত বৃদ্ধি পায়। ফলে সে দুগ্ধ দানকারিণীর অংশ হয় এবং সে দুধ মাতার অন্যান্য সন্তানদের মধ্যে হইয়া যায়। (هذا ملخص كلام العينى في الشهادات في الرضاع)- (তাকমিলা ১:৫৮ সংক্ষিপ্ত)

(৩৪৯৬) وحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ كُلُّهُمْ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِ أَبِي الْأَحْوَصِ كَمَعْنَى حَدِيثِهِ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ

(৩৪৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং উবায়দুল্লাহ বিন মু'আয (রহ.)তিনি ... আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা সকলেই আশ'আছ বিন শা'ছা (রহ.) হইতে এই সনদে আবুল আহওয়াস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে তাহারা বলেন, مِنَ الْمَجَاعَةِ (ক্ষুধার কারণে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَيْرَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِنَ الْمَجَاعَةِ (তবে তাহারা বলেন, ক্ষুধার কারণে)। উস্তাদ মুহাম্মদ যাহবী (রহ.) নিজ শরহের ১:৬৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, 'ব্যতিক্রম'-এর কারণ স্পষ্ট নহে। কেননা, ইহাতে প্রকাশ্যে কোন পার্থক্য নাই। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, কতক নুসখার ভিত্তিতে ইহার পার্থক্য প্রকাশ হয়। আর উহা হইল, ইমাম মুসলিম (রহ.) এই হাদীছকে দুই পদ্ধতিতে বর্ণনা করিয়াছেন। কতক নুসখায় প্রথম পদ্ধতিতে انما الرضاعة عَنِ الْمَجَاعَةِ রহিয়াছে। তাই তিনি দ্বিতীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই পদ্ধতিতে عَنِ الْمَجَاعَةِ এর স্থলে مِنَ الْمَجَاعَةِ রহিয়াছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা: ১:৬১)

بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিবরা (গর্ভ হইতে প্রসব ও ঋতু হইতে পাক হওয়া)-এর পর যুদ্ধ বন্দিনীর সহিত সহবাস করা জায়িয এবং তাহার স্বামী (দারুল হারবে) বর্তমান থাকিলে সেই বিবাহ বাতিল

(৩৪৯৭) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ بَعَثَ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسَ فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلَالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

(৩৪৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন মায়সারা কাওয়ারীরী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নের জিহাদের সময় একদল সৈন্য আওতাস (উপত্যকা)-এর দিকে প্রেরণ করেন। তাহাদের সহিত শত্রুর মুকাবালা হয় এবং তাহাদের সহিত যুদ্ধ হয়। অতঃপর যুদ্ধে মুসলমানগণ তাহাদের উপর জয় লাভ করেন এবং অনেক কয়েদী তাহাদের হস্তগত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে কতক সাহাবী কয়েদী দাসীদের সহিত যৌন সঙ্গম করিতে এই কারণে অন্যায় মনে করিলেন যে, তাহাদের মুশরিক স্বামীরা এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করিলেনঃ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (আর সেই সমস্ত রমণীগণ (হারাম করা হইয়াছে) যাহারা পতিবত্নী। কিন্তু (তন্মধ্য হইতে) যাহরা তোমাদের বাঁদী হইয়া যায় (তাহারা হালাল)–সূরা নিসা ২৪) অর্থাৎ তাহারা যখন ইদ্দত পূর্ণ করিবে তখন তোমাদের জন্য তাহাদের সহিত (যৌন সঙ্গম করা) হালাল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عُبَيْدُ اللّٰهِ (উবায়দুল্লাহ)। তিনি হইলেন, উবায়দুল্লাহ বিন উমর বিন মায়সারা কাওয়ারীরী, আবূ সাঈদ আল বাসরী (রহ.)। বাগদাদের বাসিন্দা। ছিকাহ। নির্ভরযোগ্যগণের দশম। সহীহ মতে হিজরী ৩৫ সনে ইনতিকাল করেন। তিনি সহীহায়নের রাবী। -(তাকরীব) -(তাকমিলা ১:৬২)

عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيِّ (আবূ আলকামা হাশিমী (রহ.) হইতে)। তিনি আল-ফারিসী আল-মিসরী। বনূ হাশিমের আযাদকৃত দাস। আর তাহাকে আনসারগণের মিত্র বলা হয়। ছিকাহ, তিনি আফ্রিকার কাযী ছিলেন। তিনি বড়দের তৃতীয়। ইমাম মুসলিম ও আবূ দাউদ প্রমুখ তাঁহার হইতে হাদীছ নকল করিয়াছেন। -(ঐ)

أَوْطَاسَ (আওতাস)। হাওয়াযিনবাসীদের একটি উপত্যকা। মক্কা মুকাররমা হইতে তিন মারহালা দূরত্বে অবস্থিত। -(বজলুল মাজহুদ গ্রন্থে অনুরূপ আছে)। -(তাকমিলা ১:৬২)

فَلَقُوا عَدُوًّا (তাহারা শত্রুদলের মুকাবালা হইলেন)। সুনানু আবী দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে আছে من هذا الطريق - "فلقوا عدوهم" (এই রাস্তায়, তাহারা তাহাদের শত্রুদের মুখোমুখী হইলেন) আর শত্রুরা হইল বনূ হাওয়াযিন। -(তাকমিলা ১:৬২)

فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا (মুসলমানগণ তাহাদের উপর জয় লাভ করিলেন এবং তাহাদের অনেক কয়েদী তাহাদের হস্তগত হয়)। অর্থাৎ তাহারা তাহাদের উপর বিজয়ী হইলেন এবং তাহারা বনূ হাওয়াযিনের অনেক মহিলা কয়েদী হিসাবে হস্তগত করিলেন। -(তাকমিলা ১:৬৩)

تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ (কয়েদী বাঁদীদের সহিত যৌন সঙ্গম করিতে তাহারা অন্যায় মনে করিলেন)। অর্থাৎ কয়েদী বাঁদীদের সহিত যৌন সঙ্গম করা হইতে পবিত্র রহিলেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন যে, ইহাতে দোষ ও গুনাহ রহিয়াছে। -(তাকমিলা ১:৬৩)

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِى ذٰلِكَ ("তখন আল্লাহ তা'আলা এই (অর্থাৎ কয়েদী বাঁদীদের সহিত যৌন সঙ্গম মুবাহ হওয়ার) প্রেক্ষিতে নাযিল করেন" : وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (আর সেই সমস্ত রমণীগণ (হারাম করা হইয়াছে) যাহারা পতিবত্নী। কিন্তু (তন্মধ্য হইতে) যাহরা তোমাদের বাঁদী হইয়া যায় (তাহারা হালাল)–সূরা নিসা ২৪) অর্থাৎ পতিবত্নী রমণীগণ তোমাদের জন্য হারাম। কিন্তু যেই সকল পতিবত্নী রমণীগণ যাহারা যুদ্ধে বন্দী হইয়া হস্তগত হয় فهن لكم حلال (তাহারা তোমাদের জন্য হালাল) অর্থাৎ যুদ্ধে বন্দী হওয়া বাঁদীদের সহিত যদি তাহাদের মুশরিক স্বামীরা বন্দী হইয়া সাথে না থাকে এমতাবস্থায় তাহাদের ইদ্দত অতিবাহিত হইলে তাহাদের সহিত যৌন সঙ্গম করা তোমাদের জন্য হালাল। কেননা, তাহাদের মুশরিক স্বামীদের সহিত তাহাদের বিবাহ বাতিল হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছ হইতে নিম্নোক্ত মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় :

(১) এই হাদীছের ভিত্তিতে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে, কোন হারবী (কাফির দেশের অধিবাসী) মহিলা যদি স্বামীর সাথে ছাড়া বন্দী হয় তাহা হইলে বন্দী মহিলার স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে। ফলে তাহাকে যে গণীমত হিসাবে পাইবে সে মালিক হইয়া যাইবে। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে 'হস্তার্জিত সম্পদ' বলিয়াছেন। তাহাদের সহিত যৌন সঙ্গম করা বৈধ, এই শর্তে যে, তাহারা গর্ভবতী হইলে প্রসব অন্যথায় এক ঋতুস্রাব অতিবাহিত হইতে হইবে। তবে যৌন সঙ্গম হালাল হওয়ার জন্য জমহুরে উলামার মতে অপর একটি শর্ত রহিয়াছে যে, বন্দীকৃত বাঁদীটি কিতাবিয়া হইতে হইবে কিংবা বন্দী হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণকারিণী হইতে হইবে। আর যদি সে প্রতীমা পূজারিণী কিংবা অগ্নি পূজারিণী হয় তাহা হইলে তাহার সহিত যৌন সঙ্গম করা হালাল নহে। ইহা আয়িম্মায়ে আরবাআ ও পূর্বাপর জমহুরে উলামার অভিমত।

এই মাসয়ালায় শুধুমাত্র দুইজন বিশেষজ্ঞ দ্বিমত পোষণ করিয়াছিলেন। তাহারা বলেন, প্রতীমাপূজারিণী বাঁদীর সহিতও যৌন সঙ্গম করা জায়িয। (كما فى عارضة الاحوذى لابن العربى ٥: ٧٧) এতদুভয় বিশেষজ্ঞা-এর দলীল ইতোপূর্বে باب حكم العزل এ সংকলিত ৩৪৩৩ নং বনূ মুস্তালিকের যুদ্ধে বন্দী বাঁদীদের ঘটনা। কেননা, তাহারা প্রতীমাপূজারিণী মুশরিকা ছিল।

জমহুরে উলামা ইহার জবাব দিয়াছেন যে, সাহাবাগণ তাহাদের সহিত তাহারা ইসলাম গ্রহণ করার পরই যৌন সঙ্গম করিয়াছিলেন।

আর আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (আর সেই সমস্ত রমণীগণ (হারাম করা হইয়াছে) যাহারা পতিবত্নী। কিন্তু (তন্মধ্য হইতে) যাহারা তোমাদের বাঁদী হইয়া যায় (তাহারা হালাল)–সূরা নিসা ২৪)। এই আয়াত শরীফের ব্যাপকতা অন্য আয়াত দ্বারা খাস হইয়াছে। আর উক্ত আয়াত

হইতেছে وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا (আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করিও না, –সূরা বাকারা ২২১) যখন এই আয়াতে نكاح শব্দ দ্বারা যৌন সঙ্গম মর্ম হয়।

(২) এই পদ্ধতিতে নিকাহ বাতিল হওয়ার কারণ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বন্দী হওয়া নিকাহ বাতিল হওয়ার কারণ। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, দুই দেশ হওয়া নিকাহ বাতিল হওয়ার কারণ। এই সূত্র ধরিয়া শাখা মাসয়ালায়ও মতানৈক্য রহিয়াছে যে, যখন স্বামী-স্ত্রী দুই জনই বন্দী হয় তখন হুকুম কি হইবে? ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, তাহাদের নিকাহ বাতিল হইয়া যাইবে। কেননা তাহার মতে বন্দী হওয়া নিকাহ বাতিল হওয়ার কারণ। আর এই স্থানে উহা বিদ্যমান। ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও ইমাম ছাওরী (রহ.) বলেন, শুধু মহিলা এককভাবে বন্দী হওয়া ব্যতীত তাহাদের নিকাহ বাতিল হইবে না। স্বামী-স্ত্রী দুইজনই যদি বন্দী হয় তাহা হইলে তাহাদের নিকাহ বাতিল হইবে না। কেননা, দেশ এক রহিয়াছে। আল্লামা আওযায়ী ও লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) বলেন, যখন দুইজন বন্দী হইবে তখন তাহাদের মধ্যে ভাগ করা হইবে না। ফলে তাহারা নিকাহ অবস্থায় থাকিবে। অতঃপর যখন কেহ এতদুভয়কে খরিদ করিয়া নিবে, তখন ক্রেতা ইচ্ছা করিলে দুই জনের নিকাহ বহাল রাখিতে পারে কিংবা দুইজনের মধ্যে নিকাহ বাতিল করিয়া পৃথক করিয়া দিতে পারে। পৃথক করিবার পর বাঁদীকে নিজের জন্য রাখিতে পারে কিংবা এক হায়িয অতিবাহিত হইবার পর তাহাকে অন্যের সহিত বিবাহ দিতে পারে। (ইহা আহকামুল কুরআন লি জাস্‌সাস-এর সংক্ষিপ্ত) বিস্তারিত তাকমিলা ১:৬৪-৬৬ দ্রষ্টব্য।

إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ (যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিবে)। তাহাদের ইদ্দত হইল এক হায়িয অতিবাহিত হওয়া। ইহা পূর্বাপর জমহুরে উলামা (রহ.)-এর অভিমত। তবে আল্লামা জাস্‌সাস (রহ.) নিজ আহকামুল কুরআন ১:১৬৬ পৃষ্ঠায় হাসান বিন সালিহ (রহ.)-এর অভিমত নকল করিয়াছেন যে, পতিবত্নী মহিলা বন্দীর ক্ষেত্রে দুই হায়িয অতিবাহিত হওয়া জরুরী। কেননা, তাহার স্বামী অধিক হকদার যদি সে ইদ্দতের মধ্যে তাহার কাছে আসিয়া যায়। আর পতিবত্নী ব্যতীত অন্যান্য মহিলা বন্দী বাঁদীদের ক্ষেত্রে এক হায়িয অতিবাহিত হইলেই চলিবে।

জমহুরে উলামার দলীল আবূ দাউদ শরীফে وطى السبايا (বন্দী বাঁদীদের সহিত যৌন সঙ্গম) অনুচ্ছেদে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত মারফু হাদীছ : انه قال فى سبايا اوطاس - لاتوطاء حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة -(رواه احمد والحاكم والدارمى ايضا) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওতাস যুদ্ধবন্দী বাঁদীদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন, গর্ভবতীদের প্রসব হওয়ার পূর্বে এবং গর্ভবতী ছাড়া অন্যান্যদের এক হায়িয অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যৌন সঙ্গম করিবে না)। -(তাকমিলা ১:৬৬-৬৭)

(৩৪৯৮) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ أَنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ حَدَّثَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ سَرِيَّةً بِمَعْنَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْهُنَّ فَحَلَالٌ لَكُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ

(৩৪৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়নের জিহাদের সময় একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করেন ... অতঃপর রাবী ইয়াযীদ বিন যুরাঈর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এই

সনদে বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, 'তবে পতিবত্নীদের হইতে যাহারা তোমাদের বাঁদী হইয়া (মালিকানায় আসিয়া) যায় তাহারা তোমাদের জন্য হালাল।' আর এই বর্ণনায় রাবী উল্লেখ করেন নাই 'যখন তাহারা তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ করিয়া নিবে।'

(৩৪৯৯) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৪৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৫০০) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ أَصَابُوا سَبْيًا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَخَوَّفُوا فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}

(৩৫০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব হারিছী (রহ.) তিনি ... আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আওতাসের জিহাদে পতিবত্নী কিছু বাঁদী সাহাবাগণের মালিকানায় আসে। তখন তাহারা (তাহাদের সহিত যৌন সঙ্গম করিতে) ভয় করিলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয় وَّالْمُحْصَنٰتُ مِنَ النِّسَآءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (আর সেই সমস্ত রমণীগণ (হারাম করা হইয়াছে) যাহারা পতিবত্নী। কিন্তু (তন্মধ্য হইতে) যাহারা তোমাদের বাঁদী হইয়া যায় (তাহারা হালাল)–(সূরা নিসা ২৪)।

(৩৫০১) وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৫০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... কাতাদা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

بَابُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ সন্তান বিছানার মালিকের এবং সন্দেহ পরিহার-এর বিবরণ

(৩৫০২) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ يَا عَبْدُ

(৩৫০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি

বলেন, সা'দ বিন আবূ ওক্কাস এবং আবদ বিন জাম'আ এতদুভয় একটি বালক নিয়া ঝগড়ায় লিপ্ত হন। অতঃপর সা'দ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বালকটি আমার ভাই উতবা বিন ওক্কাস-এর ছেলে। তিনি (মৃত্যুর সময়) আমাকে ওসীয়্যত করিয়া গিয়াছেন যে, এই বালকটি তাহারই পুত্র। আপনি তাহার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করুন। আর আবদ বিন জাম'আ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বালক আমার ভাই। সে আমার পিতার বিছানায় দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার আকৃতির দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন যে, তাহার সহিত উতবার আকৃতির স্পষ্ট মিল রহিয়াছে। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আবদু (ইব্ন জাম'আ)! সে তোমার (ভাই)। সন্তান তো বিছানার মালিকের আর ব্যভিচারীর জন্য রহিয়াছে পাথর (-এর শরয়ী হদ্দ)। হে সাওদা বিনত জাম'আ! তুমি তাহার হইতে পর্দা করিবে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর সে কখনও সাওদা (রাযিঃ)কে দেখে নাই। রাবী মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ يَا عَبْدُ (হে আবদু) শব্দ উল্লেখ করেন নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) লিখেন, জামআ-এর ছেলের ঘটনাটি হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে তিরমিযী ছাড়া এক জামাআত মুহাদ্দিছ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। ঘটনার সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, জাহিলী যুগে আরবের লোকদের একাধিক দাসী থাকিত যাহাদের দ্বারা পতিতা বৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করিত। আর ইহার মধ্যে কখনও দাসীদের মালিকও যৌন সঙ্গম করিত। অতঃপর যদি তাহাদের কেহ সন্তান প্রসব করিত, তখন মালিক ইহার দাবী করিত আর কখনও ব্যভিচারী দাবী করিত। ইহার মধ্যে যদি মালিক মৃত্যুবরণ করিত এবং সন্তানটির ব্যাপারে দাবী কিংবা অস্বীকার কিছুই করে নাই। তখন তাহার ওয়ারিছরা তাহাকে সম্পদ বন্টনের পূর্বে শরীক করিতে পারে। আর যদি মালিক অস্বীকার করিয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত সংযুক্ত হইবে না।

জামআ' বিন কায়স ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর পিতা। তাঁহার একটি উত্তম গুণবিশিষ্ট দাসী ছিল। তিনি তাহার সহিত সহবাস করিতেন। আর কখনও সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ)-এর ভাই উতবা বিন আবূ ওক্কাসও যৌন সঙ্গম করিত। অতঃপর দাসীটি গর্ভবতী হইলে উতবা বিন আবূ ওক্কাস তাহার বলিয়া ধারণা করিল। আর ওতবা কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুর পূর্বে সে তাহার ভাই সা'দ বিন আবূ ওক্কাস (রাযিঃ)-এর নিকট ওসীয়্যত করিয়া যায় যে, জামআর দাসীর গর্ভ সন্তানটি তাহার। অতঃপর সা'দ (রাযিঃ) যখন ফতহে মক্কার দিন মক্কা মুকাররমায় গেলেন তখন উক্ত ছেলেটি তাহার ভাই উতবার গঠনাকৃতির সাদৃশ্য দেখিয়া চিনিলেন এবং এই ছেলেটি তাহার ভাই (উতবা)-এর বলিয়া দাবী করিলেন। ইহা নিয়া ঝগড়া বাধিলে আবদ বিন জামআ বলিলেন এই ছেলেটি তাহার ভাই এবং তাহার পিতা (জামআ)-এর ঔরসে দাসীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহিলী প্রথা বিলুপ্ত করিয়া আবদ বিন জাম'আর পক্ষে রায় দিলেন। -(উমদাতুল কারী ৫:৪০২, ফতহুল বারী ১২:২৭)

وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ (আর আবদ বিন জাম'আ)। زَمْعَةَ শব্দটির م বর্ণে সাকিন। আর কেহ বলেন, م বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। প্রথম পদ্ধতিটি প্রাধান্য। তিনি হইলেন, আবদু বিন জামআ বিন কায়স বিন আবদে শামস আল-কারশী। উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর ভাই। কেহ কেহ ধারণা করেন যে, তিনি আবদুল্লাহ বিন জামআ বিন আসওয়াদ। ইহা যথার্থ নহে; বরং তিনি অন্য লোক। হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর ভাই নহে। আর উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর পিতা জাম্‌আ বিন কায়্‌স ফতহে মক্কার পূর্বে মুশরিক অবস্থায়

মৃত্যুবরণ করেন। তাহার ছেলে এই 'আবদ' ফতহে মক্কার দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবীগণের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন। -(আল-ইসাবা ২:৪২৫)

فِىْ غُلَامٍ (বালকের ব্যাপারে)। তাহার নাম আবদুর রহমান। -(তাকমিলা ১:৬৯)

عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ (উতবা বিন আবূ ওক্কাস) عُتْبَةَ শব্দটির ع বর্ণে পেশ ت বর্ণে সাকিন। এই অভিশপ্ত উতবাই উহুদের জিহাদের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দাঁতে আঘাত করিয়া মুবারক রুবাই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। মা'মার হইতে বর্ণিত, তিনি উছমান আল জাযরী (রহ.) হইতে, তিনি মাকসাম হইতে রিওয়ায়ত করেন যে, উতবা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক রুবাইয়া দাঁত ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল তখন তিনি তাহার জন্য বদ-দু'আ করিয়াছিলেন, اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا (হে আল্লাহ! তাহার উপর বৎসর অতিক্রম না করিয়া কাফির অবস্থায় মৃত্যু দিন)। অতঃপর তাহার উপর বৎসর অতিক্রম না করিতেই সে কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। -(উমদাতুল কারী ৫:৪০০) -(তাকমিলা ১:৬৯)

مِنْ وَلِيدَتِهِ (তাহার দাসীর গর্ভে)। আল্লামা জাওহারী (রহ.) বলেন, الوليدة (তরুণী দাসী) হইল الصبية (বালিকা)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) বলেন, الوليدة (তরুণী দাসী) শব্দটি الجارية (মেয়ে দাসী) এবং الامة (ক্রীতদাসী, বাঁদী)-এর উপর প্রয়োগ হয়। যদিও সে বয়স্কা হয়। -(উমদাতুল কারী)

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই তরুণী দাসীর নাম জানা নাই। তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, আল্লামা ইবন জারীর (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে اَلزَّانِىْ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً (ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারিণী নারীকেই বিবাহ করে। –সূরা নূর ৩) আয়াতের তাফসীরের অধীনে জাহিলী যুগের কতক ব্যভিচারিণী দাসীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে سريفة جارية زمعة (জাম্‌আ-এর দাসী সরীফা)ও রহিয়াছে। সম্ভবতঃ সরীফাই হইবে আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত وليدة (দাসী)-এর নাম। -(তাফসীরে ইবন জারীর ১৮:৫১, তাকমিলা ১:৭০)

هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ (হে আবদু! সে তোমার (ভাই)। আর নাসায়ী রিওয়ায়তে আছে هو لك عبد بن زمعة (আবদু বিন জাম'আ! সে তোমার) এই রিওয়ায়তে حرف النداء ছাড়া বর্ণিত হইয়াছে।

শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ হাদীছের এই শব্দটিকে জামআর বংশ প্রতিষ্ঠার উপর প্রয়োগ করেন। অর্থাৎ সন্তানটি জাম্‌আর বংশের। হানাফীগণের দুইটি অভিমত রহিয়াছে। কতক হানাফী বলেন, ইহা দ্বারা বংশ প্রতিষ্ঠা হইবে না। তবে ইহার অর্থ হইতেছে যে, হে আবদু! মীরাছের মধ্যে অংশীদারীর দিক দিয়া সে তোমার ভাই। কেননা, হানাফীগণের মতে মালিকের দাবী ব্যতীত বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর অপর কতক হানাফী বলেন, জাম্‌আর দাসীটি উম্মু ওলদ হওয়ার কারণে জাম্‌আর বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে। -(তাকমিলা ১:৭০)

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (বিছানার মালিকের সন্তান) অর্থাৎ لصاحب الفراش (বিছানার মালিকের জন্য ...)। ইহা আরও স্পষ্টভাবে সহীহ বুখারী শরীফের 'ফারায়িয' অধ্যায়ে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আর আল্লামা আইনী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি আবদ বিন জামআর পক্ষে রায় দেওয়ার পর এই ইরশাদ দ্বারা ইশারা করিয়াছে যে, এই হুকুমটি শুধুমাত্র সংযুক্ত থাকার কারণে নহে; বরং সন্তান বিছানার মালিকের হইয়া থাকে। -(তাকমিলা ১:৭০)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (সন্তান বিছানার মালিকের)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, যখন কোন ব্যক্তির স্ত্রী কিংবা ক্রীতদাসী থাকে এবং তাহার সহিত অবস্থান করে এবং সম্ভাবনাময় কালে তাহাদের সন্তান জন্ম হয় তাহা হইলে সন্তানটি উক্ত ব্যক্তির হইবে। সে তাহার ওয়ারিছ হওয়াসহ অন্যন্য জন্মগত অধিকার লাভ

করিবে। চাই সন্তানটি উক্ত ব্যক্তির গঠনকৃতির সাদৃশ্য হউক বা বিপরীত হউক। আর সম্ভাবনাময়কাল হইতেছে তাহাদের একত্রিত হওয়া হইতে ছয় মাস। যদি স্ত্রী হয় তাহা হইলে শুধু বিবাহের মাধ্যমে স্বামীর বিছানার অধীনে হইয়া যাইবে। বিশেষজ্ঞগণ ইহার উপর ইজমা নকল করিয়াছেন। তবে বিছানার অধীনে প্রমাণিত হওয়ার পর যৌন সঙ্গম শর্ত কি না এই বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম মালিক, শাফেয়ী ও উলামায়ে ইযামের একটি বড় দল এতদুভয়ের সহবাস শর্ত করেন। কাজেই পূর্ব কোন শহরের কোন ব্যক্তি পশ্চিম শহরে কোন মহিলার সহিত বিবাহ বন্ধন হইলে এবং তাহারা কেহই নিজ শহর ছাড়ে নাই; বরং প্রত্যেকই নিজ শহরে রহিয়াছে। এমতাবস্থায় যদি উক্ত স্ত্রী ছয় মাস কিংবা ছয় মাসের বেশী সময়ে সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে উক্ত স্বামীর সহিত সহবাস না করার কারণে তাহার সহিত সন্তানের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যৌন সঙ্গমের সম্ভাবনার শর্ত করেন না; বরং শুধু মাত্র আকদই সন্তান তাহার প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। এমনকি তিনি বলেন, আকদ-এর পর যৌন কর্মের সম্ভাবনা ব্যতিরেকেও যদি স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়, অতঃপর ছয় মাস পর সন্তান জন্ম হয় তাহা হইলে তালাকদাতা স্বামীর সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইবে। -(শরহে নওয়াবী ১:৪৭০)

তাকমিলা গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল যে, সন্তান বিছানার মালিকের। বিছানায় অবস্থান করাই সন্তানের বংশ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। ইহার জন্য সহবাসের সম্ভাবনার শর্ত নাই।

আল্লামা শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) বলেন, আলোচ্য হাদীছ আমাদের হানাফীগণের দলীল। কেননা, বংশকে বিছানার অনুসঙ্গী গণ্য করা হইয়াছে। আর তাহা العقل (বুদ্ধি-ভিত্তিক প্রমাণ) এবং النقل (হাদীছ-ভিত্তিক প্রমাণ)-এর চাহিদাও বটে। হাদীছ-ভিত্তিক দলীল তো আলোচ্য হাদীছ হইতে জানা গেল। আর বুদ্ধি-ভিত্তিক দলীল হইতেছে যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সঙ্গমের সম্ভাবনা যাচাই করা কাযীর পক্ষে সম্ভব নহে। হ্যাঁ বিবাহ প্রকাশ্যে হওয়ার কারণে প্রমাণ করা সহজ হইলেও যৌন সঙ্গম গোপনে হয় বলিয়া তাহা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। আর ইহার অনেক কিছুই ঘরবাসীদের খাস লোকেরাও অবহিত হইতে পারে না। তারপরও ইহা কিভাবে (সহবাসের) সম্ভাবনার শর্ত করা যাইতে পারে? কেননা, ইহারও তো সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, স্বামী-স্ত্রী এক স্থানে মিলন হইয়াছে। কিন্তু স্বামী তাহার সহিত যৌন সঙ্গম করে নাই। আর পরে উক্ত মুদ্দত (ছয়মাস) পরে সে সন্তান নিয়া আসিল কিংবা যৌন সঙ্গম করিয়াছিল উহাতে গর্ভধারণ হয় নাই। কিন্তু সে (নাউযুবিল্লাহ) ব্যভিচার করিয়া সন্তান লাভ করিয়াছে। এমতাবস্থায় তো স্বামীর সহিত বংশ স্থাপন হইবে। ফলে এই সম্ভাবনাসমূহের আর কখনও সমাপ্তি হইবে না। আর মানুষের গোপন ভেদসমূহ নিরীক্ষণ করা কাযী তথা বিচারকের কাজ নহে। ফলে সহবাসের সম্ভাবনা শর্ত করার কোন ফায়দা নাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৭৯ সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত জবাব ৭৯-৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (আর ব্যভিচারীর জন্য রহিয়াছে পাথর)। العاهر হইল الزانى (ব্যভিচারী)। কোন মহিলার সহিত ব্যভিচার করার উদ্দেশ্যে রাত্রিতে আগমন করিলে বলা হয় وعهر الى المرأة يعهر عهورا অতঃপর শব্দটি ব্যাপকভাবে الزنا (ব্যভিচার)-এর উপর প্রয়োগ হইতে থাকে। আর কোন মহিলা যখন ব্যভিচার করে তখন বলা হয় وعيهرت المرأة (মহিলাটি ব্যভিচার করিয়াছে)। (উমদাতুল কারী)।

অতঃপর উলামায়ে ইযাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ وللعاهر الحجر (আর ব্যভিচারীর জন্য রহিয়াছে পাথর)-এর দুই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। কতক মুফাসসির (রহ.) বলেন, (১) الحجر

(পাথর) দ্বারা শরয়ী শাস্তি الـرجـم (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) মর্ম। ইহার অর্থ হইবে, ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হইবে। আর অপর একদল মুফাসসির (রহ.) বলেন, (২) ইহার অর্থ হইতেছে للزاني الخيبة والحرمان (ব্যভিচারীর জন্য রহিয়াছে হতাশা ও বঞ্চনা)। আরবীদের একটি রীতি চলিয়া আসিতেছে যে, হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বলে له الحجر (তাহার জন্য রহিয়াছে পাথর) এবং بفية الحجر (তাহার মুখের মধ্যে পাথর) প্রভৃতি। আর এই স্থানে الخيبة (হতাশা) দ্বারা দাবীকৃত সন্তান হইতে حرمان (বঞ্চিত) হওয়া মর্ম।

শারেহ নওয়াভী প্রথম ব্যাখ্যা খন্ডন করিয়া বলেন, রজম তো বিবাহিতের জন্য খাস। রজমের শাস্তির দ্বারা সন্তান না হওয়া প্রমাণ করে না। অথচ হাদীছ শরীফের বাচনভঙ্গীতে তাহার সন্তান না হওয়ার প্রমাণ করে। আল্লামা সাবকী (রহ.) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন, ইহা হাদীছের বাচনভঙ্গীর সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ যে, হতাশা ব্যাপকভাবে প্রত্যেক ব্যভিচারীর জন্য প্রযোজ্য। আর রজম-এর দলীল অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত। কাজেই দলীলবিহীন নির্দিষ্ট করার কোন প্রয়োজন নাই।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই হাদীছ খানা جوامع الكلم (মহাপান্ডিত্বপূর্ণ বাণী)-এর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যদিও হাদীছের বাচনভঙ্গীর সহিত অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু এই হাদীছ الـرجـم (প্রস্তরাঘাতে হত্যার)-এর দিকে ইশারা হইতেও খালি নহে। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম الخيبة (হতাশা, নিরাশা) এবং الحرمان (বঞ্চিত, ভোগান্তি) ব্যবহার না করিয়া الـرجـم (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাহাতে উভয় অর্থের দিকে ইশারা হইয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৭০-৭১)

وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ (হে সাওদা বিন্‌ত জাম্‌আ! তুমি তাহার (আবদুর রহমান) হইতে পর্দা করিবে)। এই হুকুমের কারণ উদঘাটনে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য রহিয়াছে। শাফেয়ীয়া ও কতক হানাফিয়া বলেন, এই হুকুম কেবল সতর্কতার ভিত্তিতে। অন্যথায় ছেলেটি জাম্‌আর সন্তান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ফলে পিতার ছেলে হিসাবে হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর ভাই হইয়া গিয়াছে। কিয়াস হইতেছে যে, তাহার সহিত পর্দা করিবেন না। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেটির মধ্যে উতবার কিছু আকৃতি প্রত্যক্ষ করার কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হইয়াছে। তাই সতর্কতা অবলম্বনে পর্দার হুকুম দিয়াছেন। আর স্বামীর জন্য এই এখতিয়ার আছে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে যে কোন মহরম ব্যক্তি হইতে পর্দা করার জন্য তাহার স্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন।

আর হানাফীগণের অপর এক জামাআত ফকীহ বলেন, এই হুকুম দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে স্পষ্ট হইয়া গেল যে, ছেলেটি জাম্‌আর বংশের বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। যেমন ইতোপূর্বে هو لك (সে তোমার)-এর ব্যাখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:৭১ সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত ব্যাখ্যা ১:৭১-৮৩)

(৩৫০৩) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلَمْ يَذْكُرَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

(৩৫০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী মা'মার ও ইবন উয়ায়না

(রহ.) এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে 'সন্তান তো বিছানার মালিক'-এর রহিয়াছে। আর তাহাদের উভয়ে "ব্যভিচারীর জন্য পাথর (-এর শাস্তি)" ইরশাদ খানি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৫০৪) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

(৩৫০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সন্তান তো বিছানার অধিপতির আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর (-এর শাস্তি) রহিয়াছে।

(৩৫০৫) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَمَّا ابْنُ مَنْصُورٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَمَّا عَبْدُ الْأَعْلَى فَقَالَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَوْ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ زُهَيْرٌ عَنْ سَعِيدٍ أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَمْرٌو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَمَرَّةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

(৩৫০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর, যুহায়র বিন হারব, আবদুল আ'লা বিন হাম্মাদ ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, যুহায়র (রহ.) বলেন, তিনি সাঈদ (রহ.) হইতে কিংবা আবূ সালামা (রহ.) হইতে এতদুভয় অথবা এতদুভয়ের একজন আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, আর আমর (রহ.) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুফয়ান (রহ.) একবার ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি সাঈদ ও আবূ সালামা হইতে, আরেকবার সাঈদ কিংবা আবূ সালামা হইতে আর একবার শুধু সাঈদ হইতে, তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

بَابُ الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতার সহিত সন্তানের সংযুক্তির ক্ষেত্রে কিয়াফা শিনাস (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ সম্পর্ক সনাক্তকারী)-এর কথা গ্রহণ করার বিবরণ

اَلْقَائِفِ ঃ যে ব্যক্তি চিহ্ন ধরে অনুসরণের মাধ্যমে বস্তুর পরিচয় নির্ধারণ করিতে পারে। কোন ব্যক্তিকে তাহার ভাই এবং পিতার গঠনাকৃতির মাধ্যমে চিনিতে পারে যে, সে অমুকের ভাই কিংবা ছেলে। ইহার বহুবচন قافة আসে। 'শরহুল ওবাই' গ্রন্থে আছে আরবী ভাষায় তিনটি শব্দ السياقة،العيافة এবং القيافة ব্যবহৃত হয়। السياقة হইল ভূখন্ডের মাটির ঘ্রাণ নেওয়া, ইহা দ্বারা সঠিক পথে স্থিরতা কিংবা রাস্তা হইতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছার জ্ঞান লাভ করা যায়। العيافة হইল অশুভ লক্ষণ বারণ ও বিপদ হইতে রক্ষা করা। القيافة হইল সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ সম্পর্ক শনাক্ত করণ। -(তাকমিলা ১:৮৩-৮৪)

(৩৫০৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ هٰذِهِ الْأَقْدَامِ لَمِنْ بَعْضٍ

(৩৫০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দ প্রকাশে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন, অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! তুমি কি জান না যে, এই মাত্র (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী) মুজায্যিয, যায়দ বিন হারিছা ও উসামা বিন যায়দ-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া গিয়াছে যে, এতদুভয়ের পাগুলি পরস্পর সাদৃশ্যতাপূর্ণ একই বংশ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযিঃ) হইতে) এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে মানাকিব অধ্যায়ের صفة النبى صلى الله عليه وسلم و مناقب زيد بن حارثة অনুচ্ছেদে, ফারায়িয অধ্যায়ে القائف অনুচ্ছেদে, নাসায়ী ও আবূ দাউদ গ্রন্থে তালাক অধ্যায়ে القافة অনুচ্ছেদে, তিরমিযী শরীফে الولاء অনুচ্ছেদে এবং ইবন মাজা গ্রন্থে الاحكام অনুচ্ছেদে সংকলন করা হইয়াছে।

دَخَلَ عَلَيَّ (তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট প্রবেশ করিলেন)। ঘটনার সারসংক্ষেপ এই যে, জাহিলী যুগের লোকেরা হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর বংশ সম্পর্কে অপবাদ দিতেছিল। কেননা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত কালো আর তাহার পিতা যায়দ ছিলেন তুলার মত শুভ্র। অতঃপর যখন সাদৃশ্যতা অনুযায়ী বংশ শনাক্তকারী মুজায্যিয জানাইল যে, এতদুভয় (পিতা-ছেলে)-এর মধ্যে বংশজাত সাদৃশ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হইলেন। কেননা, জাহিলী লোকেরা কায়িফ (সাদৃশতা অনুযায়ী বংশ শনাক্তকারী)-এর কথার উপর বিশ্বাস করে। ফলে তাহার কথার দ্বারা উসামা (রাযিঃ) বংশের উপর তাহাদের অপবাদ দেওয়া বন্ধ হইয়া গেল।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, মুহাদ্দিছ আবদুর রাজ্জাক (রহ.) নিজ 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে ইবন সীরীন (রহ.) সূত্রে রিওয়ায়ত করেন যে, উসামা (রাযিঃ)-এর মাতা উম্মু আয়মান কালো ছিলেন। এই কারণেই হয়তো উসামা (রাযিঃ) কালো জন্মগ্রহণ করেন। -(তাকমিলা ১:৮৪)

تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ (তাহার মুবারক চেহারার রেখাগুলি চমকাইতেছিল)। অর্থাৎ তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় (আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন)। الاسارير শব্দটির একবচন سُرّ (হাতের তালু বা ললাটের রেখা)। ইহার বহুবচন سُرُر ও سرار-أسرار আর ইহার বহুবচনের বহুবচন হইতেছে اسارير বস্তুতভাবে ইহা হইল হাতের তালুর অভ্যন্তরের রেখাসমূহ। অতঃপর ইহা চেহারা এবং ললাটের রেখার উপর প্রয়োগ হইতে থাকে। আল্লামা আবূ আমর (রহ.) বলেন, الاسارير হইতেছে সেই সকল রেখাসমূহ যাহা ললাটের মধ্যে ভাঙ্গা ভাঙ্গাভাবে থাকে। -(তাকমিলা ১:৮৫) (كذا تاج العروس للزبيدى)

أَنَّ مُجَزِّزًا (নিশ্চয়ই মুজায্যিয)। مجزز শব্দটি সহীহ পঠনে প্রথম ز বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। তবে ইবন উয়ায়না (রহ.) ز বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন (كذا ذكر ابن ماكولا فى الاكمال ٧: ٢٢٨، ٢٢٩)। আল্লামা

মাস'আব আয-যুবায়রী ওয়াল ওয়াকেদী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহাকে মুজায্যিয নামে নামকরণের কারণ হইতেছে যে, তিনি জাহিলী যুগে যখন কোন কয়েদী পাকড়াও করিতেন তখন তাহার মাথার সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ কর্তন করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই কারণেই বলা যায় যে, মুজায্যিয ছাড়া তাহার অন্য নামও ছিল। কিন্তু তাহার নাম কেহ উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। মুজায্যিয প্রসিদ্ধ কিয়াফা শিনাস (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী) ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন ইউনুস (রহ.) তাহাকে মিসর বিজয়ে উপস্থিতিদের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আর তিনি বলেন, তাহার হইতে কোন রিওয়ায়ত আছে বলিয়া আমার জানা নাই। (كذا فى الفتح) -(তাকমিলা ১:৮৫)

পরবর্তী রিওয়ায়তে মুজায্যিযকে المدلجى (মুদলিজী) বলা হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী المدلجى শব্দটিকে م বর্ণে পেশ د বর্ণে সাকিন ও ل বর্ণে যের দ্বারা পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে মুদলিজ বিন মুররা বিন আবদে মান্নাফ বিন কিনায়া-এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। বনূ মুদলিজ এবং বনূ আসাদ বংশে 'কিয়াফা শিনাস' ছিল। আর আরবীগণ তাহাদেরকে 'কিয়াফা শিনাস' বলিয়া স্বীকার করিত। এমনকি কতক ঐতিহাসিক বলেন, বনূ মুদলিজ ও বনূ আসাদ ব্যতীত অন্য কোন গোত্রে قيافة (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী) নাই। কিন্তু সঠিক কথা হইতেছে যে, ইহা তাহাদের সহিত খাস নহে; বরং হযরত উমর (রাযিঃ)ও قائف (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী) ছিলেন। তিনি তো বনূ-মুদলিজ কিংবা বনূ আসাদের ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন কুরায়শী। -(كما حققه الحافظ فى الفتح) -(তাকমিলা ১:৮৫)

কায়িফ কর্তৃক বংশ প্রমাণের মাসয়ালা :

কায়িফ (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী)-এর কথা মুতাবিক বংশ শনাক্ত কার্যকর হইবে কি না এই ব্যাপারে ফকীহগণের মতানৈক্য রহিয়াছে। ইমাম আবূ হানীফা, সাহেবায়ন, ছাওরী ও ইসহাক (রহ.) বলেন, বংশ শনাক্ত করণে কায়িফ-এর কথার কোন ভিত্তি নাই। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে কায়িফ-এর কথার ভিত্তিতে বংশ শনাক্তকরণ গৃহীত হইবে যদি সে অভিজ্ঞ হয়। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তি একটি দাসী ক্রয় করিল এবং হায়িয আসার পূর্বে সে ক্রীতদাসীর সহিত যৌন সঙ্গম করিল এবং বিক্রেতাও এই তুহুরের মধ্যে দাসীর সহিত যৌন সঙ্গম করিয়াছিল। অতঃপর এই দাসী ছয় মাস কিংবা ইহার কিছুদিন পর ক্রেতার সহবাস দ্বারা সন্তান প্রসব করিল এবং বিক্রেতার সহবাসের চার বৎসরের অভ্যন্তরে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, এমতাবস্থায় আমরা কায়িফ-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিব। সে সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্ত করণে এতদুভয়ের যাহার সহিত সংযুক্ত করে সন্তান তাহারই হইবে। আর যদি সে সন্দেহ করে কিংবা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ই বলেন, এই সন্তান আমার নহে। তখন সন্তানটি বালিগ হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর সে বালিগ হওয়ার পর যাহার সহিত সংযুক্ত হইতে চায় তাহার সহিত সংযুক্ত হইবে।

ইমাম মালিক (রহ.) মাশহুর মতে বলেন, অনুরূপ পদ্ধতিতে কেবল ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে কায়িফ-এর কথা গৃহীত হইবে। কিন্তু স্বাধীন মহিলাদের ক্ষেত্রে গৃহীত হইবে না। আর তাহার হইতে অপর একটি অভিমত আছে যে, ক্রীতদাসী ও স্বাধীন মহিলা উভয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত হইবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে স্বাধীন মহিলাদের ক্ষেত্রে কায়িফের কথা গৃহীত হওয়ার পদ্ধতি এইরূপ যে, কোন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত সহবাস করিল এবং ইহাতে সংশয় সৃষ্টি হইল। অতঃপর তাহার স্বামী দাবী করিল যে, এই সন্তান উক্ত সহবাসকারীর।

এমতাবস্থায় সন্তানটিকে কায়িফ (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী)-এর কাছে পেশ করা হইবে। লেয়ান-এর দিকে নেওয়া হইবে না। -(كما في المهذب وشرحه (١٧ : ٤٠٦ من كتاب اللعان)-

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলীল আলোচ্য হাদীছ। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কায়িফ (সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্তকারী)-এর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কায়িফের কথা শরীআতে বিবেচিত হইবে। তাহার কথা শরীআতে বিবেচিত না হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে জাহিলিয়্যাতের বিপক্ষে তাহার কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করিতেন না।

হানাফীগণের কাছে কায়িফদের উপদেশের কোন মূল্য নাই। সুতরাং বিক্রেতা হইতে দাসী ক্রয় করিবার পর ক্রেতা যদি এক হায়িয অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সহবাস করে এবং এই সহবাসের সময়কালে বাঁদী গর্ভবতী হইলে উভয় (বিক্রতা-ক্রেতা)-এর সহিত সংযুক্ত হইবে এবং সন্তান উভয়ের বংশজাত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। কায়িফের কথার দিকে যাওয়া হইবে না।

হানাফী মতাবলম্বীগণের দলীল পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের জাম'আর দাসীর ঘটনা বর্ণিত হাদীছ। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাম'আ দাসীর মাধ্যমে অর্জিত সন্তান আবদুর রহমানের মধ্যে স্পষ্টরূপে উতবার গঠনাকৃতি প্রত্যক্ষ করিলেও তিনি তাহাকে উতবার সহিত সংযুক্ত করেন নাই; বরং বিছানার অধিপতির পক্ষে রায় দিয়াছেন। ইহা স্পষ্ট দলীল যে, গঠনাকৃতি সাদৃশ্যতা অনুসারে বংশ শনাক্ত করা শরীঅতে সম্পূর্ণভাবে বাতিল। (অন্যান্য দলীল- তাকমিলা ১:৮৬-৮৯ দ্রষ্টব্য)

শাফেয়ীগণের প্রদত্ত দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন, হযরত উসামা (রাযিঃ)-এর বংশ পূর্ব হইতেই নিশ্চিতভাবে যায়দ বিন হারিছার সহিত প্রতিষ্ঠিত। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাহারও কথা দলীল হিসাবে গ্রহণ করেন নাই যে, ইহা না হইলে উসামা (রাযিঃ) যায়দ-এর ছেলে হইবে না। তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থলে কায়িফ-এর কথা শ্রবণের পর আনন্দিত হওয়ার কারণ হইতেছে যে, তাহার কথা আহলে জাহিলদের অপবাদের জবাবে যথেষ্ট। কেননা, আহলে জাহিলরা কায়িফ-এর কথা বিশ্বাস করে। এইরূপ নহে যে, কায়িফ-এর কথা শরীআতে দলীল হইবে। যেমন কোন হাকিম শরীআতের কানূনের ভিত্তিতে কাহারও চাঁদ দেখার কিংবা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ উদয় হওয়ার হুকুম দিলেন। অতঃপর কোন এক জ্যোতির্বিদ অনুরূপ মত প্রকাশ করিল, ইহার দ্বারা মুসলিম হাকিম আনন্দিত হইতে পারে বটে, কিন্তু এই হিসাবে নহে যে, তাহার কথা দ্বীনে শরীআতে দলীল। তবে হ্যাঁ তাহার কথাটি মূর্খ মানুষের সমালোচনা ও সংশয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৮৫-৮৭)

(৩৫০৭) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

(৩৫০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ, যুহায়র বিন হারব ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রফুল্ল অবস্থায় আমার নিকট প্রবেশ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! তুমি কি দেখ নাই যে, এইমাত্র মুজায্যিয মুদলিজী আমার নিকট আগমন করিয়া উসামা ও যায়দকে প্রত্যক্ষ করিল। আর তাহাদের উভয়ের উপর পশমী বস্ত্র ছিল। আর তাহাদের মাথাও আবৃত ছিল কিন্তু উভয়ের পদযুগল অনাবৃত ছিল। তখন সে বলিল, এতদুভয়ের পাগুলি পরস্পর সাদৃশ্যতাপূর্ণ একই বংশজাত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৫০৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দৃষ্টব্য

(৩৫০৮) وحَدَّثَنَاهُ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ قَائِفٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسُرَّ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْجَبَهُ وَأَخْبَرَ بِهِ عَائِشَةَ

(৩৫০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মানসূর বিন আবূ মাযাহিম (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপস্থিতিতে জনৈক কায়িফ আগমন করিল। তখন উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) এবং যায়দ বিন হারিছা উভয়ই শায়িত ছিল। তখন কায়িফ বলিল, এতদুভয়ের পাগুলি পরস্পর সাদৃশ্যতাপূর্ণ একই বংশজাত। এই কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আনন্দিত ও বিস্মিত করিল। পরে তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে এই বিষয়ে অবহিত করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৫০৬ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

(৩৫০৯) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ وَزَادَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا

(৩৫০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে এই সনদে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইউনুস (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে "মুজায্যিয একজন কায়িফ (সাদৃশতা অনুযায়ী বংশ শনাক্তকারী) ছিলেন।

بَابُ قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাসর ঘর উদযাপনের পর স্ত্রী কুমারী বা অকুমারী হইলে স্বামীর সহিত থাকার কি পরিমাণ সময়ের হকদার-এর বিবরণ

(৩৫১০) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

(৩৫১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, মুহাম্মদ বিন হাতিম ও ইয়াকূব বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন তখন তিনি তাহার

কাছে (একাধারে) তিনদিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, তুমি তোমার স্বামীর (আমার) কাছে কোন প্রকার অবজ্ঞার পাত্রী নও। তুমি চাহিলে আমি তোমার কাছে সাতদিন অবস্থান করিব। আর যদি আমি তোমার কাছে সাত দিন অবস্থান করি তাহা হইলে আমি আমার অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছেও সাতদিন করিয়া অবস্থান করিব (তারপর সকলের বন্টন শেষ হইলে তোমার কাছে আসিব)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে)। এই হাদীছ সহীহ বুখারী শরীফে নাই। তবে ইহা মুয়াত্তা মালিক, আবূ দাউদ, ইবন মাজা, দারিমী, দারু কুতনী গ্রন্থসমূহে নিকাহ অধ্যায়ে এবং মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে আছে।

إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (নিশ্চয় তুমি তোমার স্বামীর (আমার) কাছে কোন প্রকার অবজ্ঞার পাত্রী নও)। মাশহুর রিওয়ায়তসমূহে অনুরূপই রহিয়াছে, তবে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থের ৬:৩০৭ এবং ৩২০ পৃষ্ঠায় আবূ বকর বিন আবদুর রহমান ও আবদুল আযীয ইব্ন বিন্ত উম্মে সালামা হইতে বর্ণিত আছে ان بك على اهلك كرامة (নিশ্চয় তোমার স্বামীর কাছে তোমার বেশ মর্যাদা রহিয়াছে)। আর এই বাক্যের মর্ম নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতানৈক্য হইয়াছে। কতক বিশেষজ্ঞ বলেন, এই বাক্যে اهل দ্বারা স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্ম। আর باء বর্ণটি هوان এর সহিত সম্পর্কিত। অর্থাৎ ليس اقتصارى على الثلاثة لهوانك على ولا لعدم رغبتى فيك (তোমার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে আমি এই তিন দিনের উপর সীমাবদ্ধ করি নাই। আর না তোমার প্রতি আমার কামনার অভাবে)। অপর বিশেষজ্ঞগণ বলেন, এই স্থানে اهل দ্বারা উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর গোত্র মর্ম। আর باء বর্ণটি سببية (কার্যকারণ সম্পর্ক)-এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ لا يلحق اهلك بسببك هوان (তোমার কারণে তোমার সম্প্রদায় অপমানের সম্পৃক্ত হইবে না)। -(বযলুল মজহুদ ৩:৩৮, তাকমিলা ১:৮৯-৯০)

وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (আর যদি তোমার কাছে সাত দিন অবস্থান করি তাহা হইলে আমি আমার অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছেও সাতদিন করিয়া অবস্থান করিব)। ইহা হানাফী মাযহাবের পক্ষে দলীল যে, নতুন বিবাহে (নবস্ত্রী)-এর ক্ষেত্রেও অন্যান্য স্ত্রীগণের সহিত সমবন্টন ওয়াজিব। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য সহধর্মিণীগণ ছাড়া এককভাবে নবসহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর জন্য অতিরিক্ত কিছু দিন দিতে রাযী হন নাই।

এই ইরশাদের আলোকে মাসয়ালা উদ্ভাবনে ফকীহগণের মতানৈক্য রহিয়াছে যে, নববিবাহিতা স্ত্রীর সহিত পূর্বের স্ত্রীগণের মধ্যে দিনের সমবন্টন ওয়াজিব কি না?

(এক) অধিকাংশ ফকীহ বলেন, নবস্ত্রী কুমারী হইলে তাহার সহিত স্বামী সাত দিন অবস্থান করিবে আর যদি অকুমারী তথা বিধবা হয় তাহা হইলে তিন দিন। আর এই দিনগুলি অন্যান্য স্ত্রীদের সহিত সমবন্টনের অতিরিক্ত হইবে। পরবর্তীতে নবস্ত্রী ও পুরাতন স্ত্রীগণের মধ্যে সমবন্টন করিবে। ইহা ইমাম শা'বী, নাখয়ী, মালিক, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, আবূ উবায়দা ও ইবন মনযির (রহ.)-এর অভিমত।

তাহাদের দলীল : সহীহ মুসলিম শরীফের আগত (৩৫১৫ নং) হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত রিওয়ায়ত : قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا (আনাস (রাযিঃ) বলেন, বিধবা (স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায়)-এর উপর কুমারীকে বিবাহ করিলে তাহার নিকট (প্রথমবারে) একাধারে সাত দিন অবস্থান করিবে এবং কুমারী স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায় বিধবাকে বিবাহ করে তাহার কাছে লাগাতার তিন দিন অবস্থান করিবে)।

(দুই) কতক ফকীহ (রহ.) বলেন, কুমারীর জন্য তিন রাত্রি এবং বিধবার জন্য দুই রাত্রি অবস্থান করিবে। ইহা সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, হাসান, খালাস বিন আমর, নাফি ও আওযায়ী (রহ.)-এর অভিমত।

তাহাদের দলীল দারু কুতনী (২:২৮৪, নিকাহ- ১৪৪)-এ সংকলিত হাদীছ, عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال البكر اذا نكحها رجل، وله نساء، لها ثلاث ليال، وللثيب ليلتان (আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, তিনি ইরশাদ করেন, কোন ব্যক্তি পূর্ব স্ত্রী থাকা অবস্থায় কোন কুমারী বিবাহ করিলে তাহার জন্য প্রথম বারে লাগাতার তিন রাত্রি এবং বিধবা বিবাহ করিলে দুই রাত্রি অবস্থান করিবে)।

(তিন) স্ত্রীগণের মধ্যে দিন বন্টনের ক্ষেত্রে নতুন স্ত্রীর জন্য কোন বিশেষ ফযীলত নাই। যদি নতুন স্ত্রীর কাছে কিছু দিন অতিরিক্ত অবস্থান করা হয় তাহা হইলে অন্যান্য স্ত্রীদের জন্য ইহা কাযা আদায় করিয়া দিবে। কেননা, তাহার কাছের যেই অতিরিক্ত সময় অবস্থান করা হইয়াছে উহা অন্যদেরকে পূর্ণ করিয়া দেওয়া ওয়াজিব। যেমন কোন ব্যক্তি যদি বিধবার কাছে সাতদিন অবস্থান করে (তাহা হইলে অতিরিক্ত দিন অন্যান্যদের জন্য পূর্ণ করা ওয়াজিব)। ইহা ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, হাকিম, হাম্মাদ (রহ.)-এর মত।

(هذا ملخص المغنى لابن قدامة ٧:٤٤)

তাহাদের দলীল : পবিত্র কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক হুকুম : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (অনন্তর তোমরা যদি এই ভয় কর যে, তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখিতে পারিবে না তাহা হইলে একটি– সূরা নিসা ৩) এবং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ (তোমাদের স্ত্রীগণের মধ্যে (সর্বদিক দিয়া) সমতা বজায় রাখিতে পারিবে না যদিও তোমরা (উহার) প্রত্যাশী হও, তবে (সম্ভাব্য বিষয়ে) তোমরা সম্পূর্ণরূপে একদিকে ঝুকিয়া পড়িও না যদ্দরুন তাহাকে (স্ত্রীকে) এমন করিয়া পরিত্যাগ করিয়া রাখ যেমন কেহ শূন্যে ঝুঁলিতেছে– সূরা নিসা ১২৯)

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক হুকুম : من كانت له امرأتان يميل لاحدهما على الاخرى جاء يوم القيامة يجر احد شقيه ساقطا او مائلا- (اخرجه الخمسة والدارمى وابن حبان والحاكم عن ابى هريرة وقال اسناده على شرط الشيخين- كما فى نيل الاوطار) (যেই ব্যক্তির দুইজন স্ত্রী আছে সে যদি এক স্ত্রীর উপর অপর স্ত্রীর প্রতি অত্যধিক ঝুঁকিয়া পড়ে তাহা হইলে সে কিয়ামতের দিন একদিক পতিত কিংবা ঝুঁকিয়া বক্র পার্শ্ব হইয়া উত্থিত হইবে)।

হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে : ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول "اللهم هذا قسمى فيما املك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك"- (رواه الاربعة وصححه ابن حبان والحاكم- وقال الترمذى : يعنى به الحب والمودة، كذا فسره اهل العلم) (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সহধর্মিণীগণের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গতভাবে আচার ব্যবহার, খোরপোষ এবং রাত্রিবাস ইত্যাদিতে সমতা রক্ষা করিতেন। তাহা সত্ত্বেও (আন্তরিক আকর্ষণের জন্য) আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা চাহিয়া দু'আয় বলিতেন, হে আল্লাহ তা'আলা! আমার এই বন্টন আমার ক্ষমতা মুতাবিক। সুতরাং যাহা আমার করায়ত্তে নহে; বরং আপনার করায়ত্তে রহিয়াছে সেই সকল বিষয়ে আমাকে অপদস্ত করিবেন না।)–(সুনানে আরবাআ গ্রন্থে রিওয়ায়ত করিয়াছেন, ইবন হিব্বান ও হাকিম (রহ.) ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন। ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, অর্থাৎ আন্তরিক মুহব্বত ও হৃদয়তা (-এর

দিক দিয়া সমতা রক্ষা করা সম্ভব নহে। কারণ অন্তর মানুষের করায়ত্তে নহে, উহা আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে)।

উপর্যুক্ত নসসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের অধীনস্ত প্রত্যেকের উপর ন্যায়-সঙ্গতভাবে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। নিঃসন্দেহে কোন পুরুষ ব্যক্তির অধীনস্তদের নতুন বিবাহের প্রারম্ভ হইতেই শুরু হয় বলিয়া সমবন্টনের কাজটির উপর অকাট্যভাবে তখনই আমল করা চাই। কাজেই প্রথম দিনগুলির মধ্যে সমবন্টনের কাজ পরিহার করার কোন কারণ নাই; বরং এই সকল দিনগুলি পুরাতন স্ত্রীগণের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। কেননা, পুরুষেরা তাহাদের সহিত অন্তরঙ্গ হইয়া থাকে।

হানাফীগণের পক্ষে প্রথম দলের উপস্থাপিত দলীলের জবাব :

হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ "বিধবা (বিবাহিত স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায়)-এর উপর কুমারীকে বিবাহ করিলে তাহার কাছে (প্রথমবারে লাগাতার) সাতদিন অবস্থান করিবে– শেষ পর্যন্ত-এর অর্থ হইতেছে যে, পালাক্রমের পন্থা পরিবর্তন করা, এই নহে যে, সমবন্টন বর্জন করা। সুতরাং কুমারী নবস্ত্রীর কাছে সাত দিন অবস্থান করিবে। অতঃপর পুরাতন স্ত্রীগণের জন্যও সাত দিন করিয়া বন্টন করিবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, অন্যান্য স্ত্রীগণের ক্ষেত্রে এই সাত দিন হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। আর দ্বিতীয় দলের উপস্থাপিত হাদীছের সনদে একজন রাবী الواقدى (ওয়াকিদী) রহিয়াছেন। তাহার বর্ণিত আহকাম সম্পর্কিত হাদীছ বর্জিত। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৯০-৯১ সংক্ষিপ্ত)

(৩৫১১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَهَا لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ قَالَتْ ثَلِّثْ

(৩৫১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন আবূ বকর বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিলেন এবং তিনি তাহার সহিত (বাসর ঘর উদযাপন করিয়া) সকাল করিলেন, তখন তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার স্বামীর কাছে তোমার কোন প্রকার অবজ্ঞা নাই। তুমি চাহিলে তোমার কাছে (লাগাতার) সাতদিন অবস্থান করিব আর তুমি চাহিলে তিন দিন। অতঃপর পালাক্রমে (সকল স্ত্রীগণের উক্ত পরিমাণ সময়) অবস্থান করিব। উম্মু সালামা (রাযিঃ) বলিলেন, তিন (দিন অবস্থান করুন, ফলে কম দিনে আমার অংশের দিন প্রত্যাবর্তন করিবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (আবদুল মালিক বিন আবূ বকর বিন আবদুর রহমান (রহ.) হইতে)। রাবী মালিক (রহ.) সূত্রে عن ابيه (তাহার পিতা হইতে) নাই। অতএব ইহা মুরসাল হাদীছ। এই কারণেই দারু কুতনী ইহা ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শর্তের খেলাফ বলিয়া ধারণা করিয়া সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাহার পক্ষে এই চেষ্টা ফাসিদ। কেননা, ইমাম মুসলিম আলোচ্য হাদীছের রাবীগণের وصل এবং ارسال উভয়টি বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। অনুচ্ছেদের প্রথম হাদীছখানা রাবী সুফয়ান (রহ.) সূত্রে মুত্তাসিল হিসাবে সংকলন করিয়াছেন। কাজেই ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর মাযহাব এবং অন্যান্য মুহাক্কিক মুহাদ্দিছগণের মাযহাব হইতেছে যে, কোন হাদীছ যখন মুত্তাসিল এবং মুরসাল হিসাবে রিওয়ায়ত করা হয় তখন উহা মুত্তাসিল-এর হুকুম হয় এবং ইহার উপর আমল করা ওয়াজিব। কেননা, ইহা ছিকাহ রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা। -(নওয়াভী, তাকমিলা ১:৯৩)

ثَلَاثٌ (তিন) অর্থাৎ তিনদিন। উম্মু সালামা (রাযিঃ) তিন দিন মনোনীত করিলেন। অথচ পরবর্তী রিওয়ায়তে আসিতেছে যে, তাহার সহিত বাসর ঘর উদযাপন করার পর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হওয়ার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি দিন বৃদ্ধি করিবার আকাঙ্খায় কাপড় টানিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহার কারণ হইতেছে যে, তিনি যখন দেখিলেন তাহার কাছে সাতদিন অবস্থান করার পর অন্যান্য স্ত্রীগণের কাছে পালাক্রমে সাতদিন করিয়া অবস্থান করিলে পর তাহার কাছে প্রত্যাবর্তনের দিন দীর্ঘায়িত হইবে। তাই তিন দিনকেই মনোনীত করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৯৪ সংক্ষিপ্ত)

(৩৫১২) وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ

(৩৫১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল্লাহ বিন মাসলামা কা'নাবী (রহ.) তিনি ... আবূ বকর বিন আবদুর রহমান (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিলেন এবং তিনি তাহার সহিত বাসর ঘর উদযাপন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে ইচ্ছা করিলেন তখন তিনি (দিন বৃদ্ধি করার আকাঙ্খায়) তাঁহার কাপড় টানিয়া ধরিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি চাহিলে আমি তোমার জন্য (দিন) বৃদ্ধি করিব। তবে আমি ইহা তোমার নামে হিসাব ধরিব। হ্যাঁ কুমারীর জন্য সাতদিন আর অকুমারীর জন্য তিন দিন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ

(৩৫১০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৫১৩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

(৩৫১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন হুমায়দ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৫১৪) حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ هٰذَا فِيهِ قَالَ إِنْ شِئْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ وَأُسَبِّعَ لِنِسَائِي وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي

(৩৫১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ ইবনুল 'আলা (রহ.) তিনি ... উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং এই সম্পর্কিত আরও কিছু বিষয় উল্লেখ করিলেন যাহার মধ্যে এই কথাটিও রহিয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি যদি চাও তাহা হইলে এক সপ্তাহ তোমার সহিত অবস্থান করিব এবং আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সহিতও এক সপ্তাহ অবস্থান করিব। আর যদি তোমাকে সাত দিন সময় দেই তাহা হইলে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের সাত দিন করিয়া সময় দিব।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ঃ (৩৫১০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৫১৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ قُلْتُ إِنَّهُ رَفَعَهُ لَصَدَقْتُ وَلَكِنَّهُ قَالَ السُّنَّةُ كَذَلِكَ

(৩৫১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, অকুমারী (স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায়)-এর উপর কুমারীকে বিবাহ করিলে তাহার কাছে (প্রথম বারে একাধারে) সাত দিন অবস্থান করিবে এবং কুমারী (স্ত্রী ঘরে থাকা অবস্থায়)-এর উপর বিধবাকে বিবাহ করিলে তাহার কাছে (প্রথমবারে একাধারে) তিন দিন অবস্থান করিবে। রাবী খালিদ (রহ.) বলেন, আমি যদি বলি যে, ইহা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইলে আমি যথার্থ বলিয়াছি বলিয়া মনে করিব। তবে তিনি বলিয়াছেন সুন্নত অনুরূপই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

السُّنَّةُ كَذَلِكَ (সুন্নত অনুরূপই)। যখন সাহাবী السُّنَّةُ كَذَا কিংবা من السُّنَّة كذا বলেন, তখন ইহার হুকুম قال رسول الله صلى الله عليه وسلم এর ন্যায় মারফু হাদীছের হইয়া থাকে। জমহুরে মুহাদ্দিছীনের মাযহাব ইহাই। যেমন উসূলে হাদীছে আছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) কতক সাহাবীর এইরূপ বর্ণনাকে মাওকূফ বলেন, ইহা ঠিক নহে। এই কারণেই তো রাবী খালিদ (রহ.) বলেন, لو قلت انه رفعه لصدقت (আমি যদি বলি ইহা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা হইলে আমি সত্যই বলিয়াছি)। অর্থাৎ তাহার কথা من السُّنَّة كذا স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে যে, ইহা মারফূ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৯৫)

(৩৫১৬) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْبِكْرِ سَبْعًا قَالَ خَالِدٌ وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৫১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নববিবাহিতা কুমারীর নিকট (প্রথমবারে একাধারে) সাত দিন অবস্থান করা সুন্নত। রাবী খালিদ (রহ.) বলেন, আপনি চাহিলে বলিতে পারি যে, হযরত আনাস (রাযিঃ) এই হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন।

بَابُ الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীদের মাঝে পালাক্রমে বন্টন করা এবং প্রত্যেকের কাছে রাত্রির সহিত দিবসটিও অবস্থান করা সুন্নত হওয়ার বিবরণ

(৩৫১৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ هَذِهِ زَيْنَبُ فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَتَقَاوَلَتَا حَتَّى اسْتَخَبَتَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى ذَلِكَ فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا فَقَالَ اخْرُجْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ الْآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ فَيَجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعَلُ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهَا قَوْلًا شَدِيدًا وَقَالَ أَتَصْنَعِينَ هَذَا

(৩৫১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আনাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। তিনি যখন তাহাদের মধ্যে পালা বন্টন করিতেন তখন নয় দিনের পূর্বে প্রথমা স্ত্রীর নিকট পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতেন না। ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ঘরে তাশরীফ রাখিতেন সেই ঘরে প্রতি রাত্রিতে তাঁহারা (সহধর্মিণীগণ) জমায়েত হইতেন। এক রাত্রিতে তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর ঘরে ছিলেন, তখন সেইখানে যয়নব (রাযিঃ) আসিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ মুবারক হাত তাহার দিকে বাড়াইলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, ইনি তো যয়নব। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুবারক হাত গুটাইয়া নিলেন। তখন হযরত যয়নব ও আয়িশা (রাযিঃ) উভয়ে কথা কাটাকাটি করিতে আরম্ভ করিলেন এমনকি তাহাদের বচসার শব্দ উচ্চ হইতে ছিল। এইদিকে নামাযের ইকামত (-এর সময়) হইয়া গেল। এমতাবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সেই স্থান দিয়া নামাযে যাইতেছিলেন। তিনি তাহাদের উভয়ের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন (এবং ঘরের দরজায় গিয়া) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নামাযের জন্য চলে আসুন এবং তাহাদের মুখে ধূলা-মাটি ছুঁড়িয়া (দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া) দিন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহির হইয়া আসিলেন। তখন আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, এখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ নামায শেষ করিবেন। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আসিয়া আমাকে যাহা গালমন্দ করার তাহা তো করিবেনই। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষ করিলেন, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর ঘরে আসিলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কঠোর ভাষায় ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি কি এইরূপই করিয়া থাক? (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সোরসার করিয়া কথা বল)?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تِسْعُ نِسْوَةٍ (নয়জন স্ত্রী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়জন সহধর্মিণী রাখিয়া ইন্তিকাল করেন। তাঁহারা হইলেন, সাওদা, আয়িশা, হাফসা, উম্মু সালামা, যয়নব, উম্মু হাবীবা, জুওয়ায়রিয়া, সাফিয়া ও মায়মূনা (রাযিঃ)। (উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর) এই ক্রমানুসারে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাদেরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আর রায়হানা সম্পর্কে মতানৈক্য আছে যে, তিনি কি তাঁহার সহধর্মিণী ছিলেন কিংবা দাসী তথা উপপত্নী? আর তিনি কি তাঁহার পূর্বে ইনতিকাল করিয়াছিলেন কিংবা পরে? -(كذا في باب كثرة النساء من فتح البارى ٩: ٧٨-٧٧)- (তাকমিলা ১:৯৫-৯৬)

বহু বিবাহের তাৎপর্য :

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যধিক পবিত্র ও নিষ্পাপ রাখার উদ্দেশ্যে কিছু বস্তু ফরয করিয়াছেন যাহা অন্য কাহারও জন্য করেন নাই। আর তাঁহার সম্মান উর্ধ্বে উত্তোলনের লক্ষ্যে কিছু বস্তু মুবাহ করিয়াছেন যাহা তাঁহাকে ছাড়া অন্যান্যদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর এই প্রকারের মধ্যে চারের অধিক বিবাহ করা। আরবীগণের হৃদয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যে চারের অধিক বিবাহ করা মুবাহ করিয়াছিলেন। কেননা, অধিক বিবাহে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাহাদের কাছে গৌরবের পাত্র ছিলেন। অধিকন্তু তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ বীর পুরুষ ও ন্যায়সঙ্গত পরিমিত মেজায বিশিষ্ট। যেমন আছারসমূহ সাক্ষ্য বহন করে।

তাঁহাকে ছাড়া তাঁহার উম্মতের জন্য বেইনসাফের আশংকায় চারিটির অধিক বিবাহ করা নিষিদ্ধ। এমনকি চারিটির উপর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম না হইলে একটি বিবাহ করিবে। এই সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً (অনন্তর তোমরা যদি এই ভয় কর যে, তাহাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখিতে পারিবে না, তাহা হইলে একটি– সূরা নিসা ৩)। এই علة (কারণ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হকে নাই। আর ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে এই علة (কারণ) অন্যান্যদের হকে নাই। তাই ক্ষমতা মুতাবিক বাঁদী রাখিতে পারে। এইজন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে– সূরা নিসা ৩)। দাসীদের যেহেতু সহবাসের হক নাই সেহেতু তাহাদের প্রতি বেইনসাফের আশংকা নাই।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, হাকীমুল উম্মত হযরত থানুভী (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু বিবাহের অপর একটি তাৎপর্য লিখিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জগতবাসীদের জন্য সকল ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ উত্তম আদর্শ হিসাবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনিই হইলেন উম্মতের আদর্শ। ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে আমাদের যাবতীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিষয় আমলের জন্য অবহিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, আর উহার সিংহভাগই উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মারফত উম্মত জানিতে সক্ষম হইয়াছে। এই কারণেই খাদীজাতুল কুবরা (রাযিঃ)-এর পর তাহাদের সংখ্যা দশ হইয়াছিল। কেননা, মুতাওয়াতির রিওয়ায়তের রাবীর সংখ্যা সর্বনিম্ন দশ। অতঃপর যখন সহধর্মিণীগণের সংখ্যা দশ-এ পৌঁছিয়াছিল তখন আল্লাহ তা'আলা আর বিবাহ না করিতে তাঁহাকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَّلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ (তাহাদের ব্যতীত অন্য কোন রমণী আপনার জন্য বৈধ নহে। আর না ইহাও বৈধ যে, আপনি এই (বর্তমান) পত্নীগণের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করেন, যদিও উহাদের (অন্য মহিলার) সৌন্দর্য আপনার মনঃপুত হয়। অবশ্য আপনার ক্রীতদাসীগণ ব্যতীত– সূরা আহযাব ৫২)। অর্থাৎ বর্তমান পত্নী তালিকায় নতুন কোন মহিলার সংযোজন করিতে পারিতেন না এবং কাহাকেও তালাক দিয়া তাহার স্থলে অন্য জনকেও বিবাহ করিতে পারিবেন না– (وراجع التفسير الكبير)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানুভী (রহ.) উম্মুহাতুল মু'মিনীনের এই দশ সংখ্যার উপর তিনটি সূক্ষ্ম বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন : (এক) جمع كثرة -এর নিম্ন সংখ্যা (দুই) التواتر -এর সর্বনিম্ন সংখ্যা। (তিন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থানের বৎসর সংখ্যার সম সংখ্যক।

(كذا فى رسالته كثرة الازواج لصاحب المعراج صلى الله عليه وسلم)-

উল্লেখ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ২৫ বৎসর বয়সে বিবাহ করিলেন ৪০ বৎসরের পৌঢ়াকে। একাধিক্রমে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরিয়া একনিষ্ঠভাবে তিনি এই বর্ষীয়সী স্ত্রীর সঙ্গে কাল কাটাইলেন। ৬৫ বৎসর বয়সে বিবি খাদীজা (রাযিঃ) ইন্তিকাল করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বয়স তখন ৫০ বৎসর। অতএব, জীবনের প্রায় ৫০ বৎসর তিনি কাটাইলেন বিগত যৌবনা এক প্রৌঢ়া নারীর সহিত। অথচ যৌবনে তাহার কাছে আরবের বহু নির্মলা কুমারী প্রস্তাব পেশ করিয়াছিলেন। বিবি খাদীজা (রাযিঃ) ছাড়া তিনি অন্যান্য বিবাহ ৫৩ হইতে ৬৩ বৎসরের মধ্যে করিয়াছিলেন। আর আয়িশা (রাযিঃ) ছাড়া সকলেই ছিলেন বিধবা। তাহা হইলে কি বলা যায় যে, তিনি লম্পট ও কামুচে ছিলেন? কসম আল্লাহর! কখনও নহে; বরং তাঁহার বহু বিবাহের মধ্যে লাম্পট্য নাই, কাপট্য নাই। এক সুমহান আদর্শের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ উম্মতের সামনে পেশ করার তাগিদেই তাঁহাকে পঞ্চাশোর্ধ বয়সে এতগুলি বিবাহ করিতে হইয়াছিল। -(তাকমিলা ১:৯৬-৯৭)

'বিশ্বনবী' গ্রন্থকার (রহ.) হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বহু বিবাহের তাৎপর্য লিখিতে গিয়া দুষ্ট বুদ্ধি কতিপয় বিধর্মী লেখকের অপবাদের যুক্তিযুক্ত জবাব দিয়া অতি চমৎকারভাবে তাৎপর্য উল্লেখ করিয়াছেন: ইহার এক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। "হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন আমাদের পরিপূর্ণ আদর্শ। আমাদের জীবনে যতকিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে, সবগুলির পূর্ব ধারণা করিয়া তাহাদের সমাধান বা তাহার ইঙ্গিত তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শুধু শুধু আদেশ-নিষেধ দ্বারা নহে বাস্তব আদর্শ দ্বারাও। আদর্শের পরিপূর্ণতার খাতিরেই তাঁহাকে এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীকে বিবাহ করিতে হইয়াছিল। এক স্ত্রীর দ্বারা বিভিন্ন আদর্শ দেখান কিরূপে সম্ভব হইত? তিনি যদি শুধু খাদীজা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তবে আমরা কুমারী স্ত্রীর সহিত স্বামীর ব্যবহার কিরূপ হইবে জানিতে পারিতাম না, যদি শুধু কুমারী আয়িশা (রাযিঃ)কেই বিবাহ করিতেন, তবে বিধবা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ব্যবহার কিরূপ হইবে জানিতে পারিতাম না। শুধু যদি সম্ভ্রান্ত বংশ হইতেই বিবাহ করিতেন তবে ক্রীতদাসীকে যে বিবাহ করা যায় বা সেও যে সম্ভ্রান্ত ঘরের ঘরণী হইতে পারে এই আদর্শ আমরা পাইতাম না। স্বামী-স্ত্রীর বিভিন্ন চিত্র দেখাইবার জন্য এবং বিভিন্ন নারী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্যই হযরত বিভিন্ন অবস্থার নারীদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এক জীবনে সমস্ত আদর্শ ও পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গিয়াই হযরতকে বিচিত্র ধরনের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইয়াছে। শেষ বয়সে কুমারী আয়িশাকে বিবাহ করিবার একটি সুফল এই হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর বিবি আয়িশা দীর্ঘ দিন বাঁচিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বহু জীবনস্মৃতি ও হাদীছের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা তিনি সাহাবাদিগকে দিতে পারিয়াছিলেন।" (বিশ্বনবী ৫৫৩, সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত ৫৪৮-৫৫৭)

فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ الخ (প্রতি রাত্রিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ঘরে অবস্থান করিতেন সেইখানে তাঁহারা (নবী পত্নীগণ) সমবেত হইতেন। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হইতেছে তিনি পালাক্রমে নির্ধারিত প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে যাইবেন তাঁহাদেরকে নিজের ঘরে ডাকিয়া আনিবেন না। তবে যদি প্রত্যেকের প্রাপ্য রাত্রিতে নিজের ঘরে তাঁহাকে ডাকাইয়া আনা হয় তবে আনিতে পারে কিন্তু ইহা উত্তমের খেলাফ।

আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, অন্য স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত সময়ে তাঁহার ঘরে প্রয়োজন ব্যতীত অপর স্ত্রীগণ যাইবে না। হ্যাঁ সংশ্লিষ্ট স্ত্রী যদি তাঁহার ঘরে অন্যান্য স্ত্রীদের জমায়েত হওয়ার অনুমতি দেয় তবে জমায়েত হওয়া

জায়িয, অন্যথায় যাওয়া নিষেধ। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইহা হানাফীগণের মাযহাব। আল্লামা ইবন নুজায়ম (রহ.) 'আল জাওহিরা' হইতে করেন, তাহার নির্ধারিত দিন ব্যতীত সতীনের ঘরে স্ত্রীগণ সমবেত হইবে না। যাহার ভাগ নাই সেই রাত্রিতে অন্যের ঘরে প্রবেশ করিবে না। হ্যাঁ দিনের বেলায় প্রবেশ করাতে কোন ক্ষতি নাই। আর অন্যের ঘরে অসুস্থতার সেবা করা যাইতে পারে, আর যদি মারাত্মক অসুস্থ হইয়া পড়ে তবে তাহার নিকট সুস্থতা কিংবা ইন্তিকাল পর্যন্ত অবস্থান করায় কোন দোষ নাই। -(বাহরুর রায়িক ৩:২১৯, তাকমিলা ১:৯৭)

فَمَدَّ يَدَهُ إِلَيْهَا (তখন তিনি স্বীয় হাত তাহার দিকে বাড়ইলেন)। এই বাক্যটি দু'টি অর্থের সম্ভাবনা রাখে। (এক) ها সর্বনামটি আয়িশা (রাযিঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে। এই হিসাবে বাক্যটির অর্থ হইবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যয়নব (রাযিঃ) আগমন সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাই তিনি আয়িশা (রাযিঃ)কে একক বলিয়া ধারনা করিয়া তাঁহার দিকে হাত বাড়াইয়াছিলেন। অতঃপর যখন আয়িশা (রাযিঃ) জানান যে, ঘরে যয়নব (রাযিঃ) আগমন করিয়াছেন তখন তিনি নিজের হাত গুটাইয়া নিলেন। ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, কোন ব্যক্তির জন্য সতীনের উপস্থিতিতে স্ত্রী উপভোগ করা সমীচীন নহে।

(দুই) সর্বনামটি যয়নব (রাযিঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। বাক্যটির অর্থ হইবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর অন্ধকার থাকায় যয়নব (রাযিঃ)কে চিনিতে পারেন নাই; বরং তিনি আয়িশা (রাযিঃ) ধারণা করিয়া হাত বাড়াইয়া ছিলেন। অতঃপর যখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) জানাইলেন যে, সে যয়নব। তখন তিনি স্বীয় হাত গুটাইয়া নিলেন। ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, স্বামী কোন স্ত্রীর জন্য নির্ধারিত রাত্রিতে অন্য স্ত্রী উপভোগ করিবে না। -(তাকমিলা ১:৯৭-৯৮)

حَتَّى اسْتَخَبَتَا (এমনকি তাহাদের বচসার শব্দ উচ্চ হইতেছিল)। ইহা السخب (শোরগোল, হৈচৈ) হইতে افتعال এর সীগা। আর কেহ বলেন صخب (চিৎকার, শোরগোল) ص বর্ণ দ্বারা পঠন হইতে। আর কতক নুসখায় استحثتا (الاستحثاء হইতে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা যদি বিকৃত উচ্চারণ না হয় তাহা হইলে প্রত্যেকটিই উত্তেজিত হইয়া একে অপরে চেহারায় মাটি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। আর কতক নুসখায় استحيتا রহিয়াছে। ইহা استحياء (লজ্জিত হওয়া, বাঁচাইয়া দেওয়া) হইতে। -(তাকমিলা ১:৯৮)

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ (নামাযের ইকামত হইল) অর্থাৎ নামাযের সময় উপস্থিত হইল। আল্লামা উবাই ও সানূসী (রহ.) বলেন, এতদুভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি সুবহে সাদিকের পূর্ব হইতে ফজর নামাযের ইকামত পর্যন্ত হইতেছিল। তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ফজর নামাযের পূর্বে নহে; বরং ইহা মাগরিব এবং ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময় ছাড়া সম্ভব নহে। আমার মতে ইহাই অধিক স্পষ্ট। কেননা, আলোচ্য হাদীছে হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا (প্রতি রাত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই ঘরে অবস্থান করিতেন সেইখানে তাঁহারা (নবী পত্নীগণ) সমবেত হইতেন)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সমবেত শেষ রাত্রিতে নহে; বরং ইহা রাত্রির প্রথমাংশ মাগরিবের পরেই হইতেন। -(ঐ)

وَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ (তাহাদের মুখে ধূলা-মাটি ছুঁড়িয়া (দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া) দিন)। এই বাক্যের হাকীকী অর্থ মর্ম নহে। ইহা নীরব করানোর ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি মর্ম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে স্বর উচ্চ করার কারণে তাঁহাদেরকে ধমক দেওয়া উদ্দেশ্য।

আলোচ্য হাদীছ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র ও সকলের প্রতি সদয় হওয়ার গুণটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ফযীলত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সহানুভূতি এবং কল্যাণে মনোযোগী হওয়ার বিষয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:৯৮-৯৯)

بَابُ جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সতীনকে নিজের পালা হিবা করা জায়িয হওয়ার বিবরণ

(৩৫১৮) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ قَالَتْ فَلَمَّا كَبِرَتْ جَعَلَتْ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

(৩৫১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সাওদা বিনত জাম'আ (রাযিঃ) হইতে অধিক পছন্দনীয় কোন মহিলাকে আমি দেখি নাই যাহার বহিরাবরণ আমি নিজের জন্য পছন্দ করিব তিনি এমন একজন মহিলা ছিলেন যে, মেজাজের মধ্যে তেজস্বীতা ছিল। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, তিনি যখন বৃদ্ধা হইয়া গেলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাহার প্রাপ্য দিনটি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে হিবা করিয়া দিলেন। তিনি (সাওদা) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার নিকট আমার প্রাপ্য পালার দিনটি আমি আয়িশা (রাযিঃ)কে দিয়া দিলাম। অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালা বন্টনে আয়িশা (রাযিঃ)-এর জন্য দুই দিন করিয়া দিলেন। একদিন তাঁহার নিজের পালার দিনটি আর একদিন সাওদা (রাযিঃ)-এর জন্য নির্ধারিত পালার দিনটি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَائِشَةَ (আয়িশা (রাযিঃ) হইতে)। এই হাদীছ বুখারী শরীফের الهبة এবং النكاح অধ্যায়ে, আবূ দাউদ শরীফে القسم بين النساء অনুচ্ছেদে, ইবন মাজা শরীফে المرأة تهب يومها الخ অনুচ্ছেদে এবং আহমদ গ্রন্থে مسند عائشة(٦:٦٨و٧٧) এ নকল করিয়াছেন। তবে তাহারা হাদীছের প্রথম অংশ ما رأيت امرأة الخ (আমি কোন মহিলাকে দেখি নাই ...) বাক্যটির উল্লেখ করেন নাই। -(তাকমিলা ১:৯৯)

أَنْ أَكُونَ فِي مِسْلَاخِهَا (যাহা বহিরাবরণ আমি নিজের জন্য পছন্দ করিব) المسلاخ হইল الجلد (চামড়া, বহিরাবরণ)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর গঠনাকৃতির অনুরূপ হইতে চাহিয়াছেন। আল্লামা সানূসী (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর সুন্দর গুণাবলীর অনুরূপ হইতে আকাঙ্খা করিয়াছেন। কেননা, হযরত সাওদা (রাযিঃ) আকল এবং দ্বীনের সহিত বিচক্ষণা ও আন্তরিক তেজস্বী ছিলেন। (ইহা দ্বারা হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর গুণাবলীর প্রশংসা করা উদ্দেশ্য) -(তাকমিলা ১:৯৯)

مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ (সাওদা বিনত জাম্'আ) বিন কায়স বিন আবদ শামস আল-কারশিয়া আল-আমিরিয়া। তাঁহার প্রথম বিবাহ সুহায়ল বিন আমরের ভাই সুকরান বিন আমরের সহিত হইয়াছিল। সাওদা তাঁহার সহিত ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। অতঃপর আবিসিনিয়া হইতে মক্কা মুকাররমা প্রত্যাবর্তণ করার কিছু দিন পর সুকরান (রাযিঃ) ইন্তিকাল করেন। হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা (রাযিঃ)কে বিবাহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাওলা বিনত হাকিম-এর মাধ্যমে সাওদার পিতার কাছে বিবাহের

প্রস্তাব দেন এবং তিনি বিবাহ পড়াইয়া দেন। তিনি হযরত ওমর (রাযিঃ)-এর খেলাফতের শেষ দিকে ইন্তিকাল করেন। আর কহ বলেন, তিনি হিজরী ৫৪ সনে ইন্তিকাল করেন। ওয়াকেদী (রহ.) ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:৯৯)- (هذا ملخص ما في طبقات ابن سعد ٨:٥٢ والاصابة ٤:٣٣١)-

مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ (তিনি এমন একজন মহিলা ছিলেন যে, মেজাজের মধ্যে তেজস্বীতা ছিল)। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, এই স্থানে من শব্দটি بيان এবং كلام-এর প্রারম্ভের জন্য ব্যবহৃত। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, من امرأة বাক্যটি من سودة হইতে بدل (ব্যাখ্যা-বিশেষ্য) হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:৯৯)

يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ (একদিন তাঁহার নিজের পালার দিন আর একদিন সাওদা (রাযিঃ)-এর জন্য নির্ধারিত পালার দিনটি)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর জন্য নির্ধারিত পালার দিনটি এবং সাওদা (রাযিঃ)-এর জন্য নির্ধারিত পালার দিনটিও হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে থাকিবেন। দুই দিন একাধারে নহে। আর শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের সহীহ মতে অন্যান্য স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি ব্যতীত হেবাকৃত দিনটি মিলাইয়া নেওয়া জায়িয নাই। আর শাফেয়ীগণের কতক আসহাবের মতে অন্যান্য স্ত্রীগণের সন্তুষ্টি ব্যতীতও মিলাইয়া নিতে পারিবে তবে ইহা যঈফ। তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা হানাফী মাশায়িখের মাযহাবও। আল্লামা ইবন আবেদীন (রহ.) ইবনুল হুমাম (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলেন, প্রকাশ্য যে, আমার মতে পরের রাত্রির পালার স্ত্রীর সম্মতি ব্যতীত দুইদিন এক সাথে করা যাইবে না। কেননা, ইহা দ্বারা তাঁহার ক্ষতি হইতে পারে। -(রদ্দুল মুহতাব ৩:২০৭) -(তাকমিলা ১:১০২)

(৩৫১৯) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ح وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ح وحَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا كَبِرَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ شَرِيكٍ قَالَتْ وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي

(৩৫১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুজাহিদ বিন মূসা (রহ.) তাঁহারা সকলে হিশাম (রহ.)-এর সনদে রিওয়ায়ত করেন যে, হযরত সাওদা (রাযিঃ) যখন বৃদ্ধ হইয়া গেলেন ... রাবী জারীর (রহ.) বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী শারীক (রহ.) বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তিনি (সাওদা রাযিঃ) ছিলেন প্রথম মহিলা যাহাকে তিনি আমার পরে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَكَانَتْ أَوَّلَ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا بَعْدِي (তিনি (সাওদা) ছিলেন প্রথম মহিলা যাহাকে তিনি আমার পরে বিবাহ করিয়াছিলেন)। এই হাদীছই মূল সূত্র (نص) যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হযরত খাদীজা (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর) হযরত সাওদা (রাযিঃ)কে বিবাহ করার পূর্বে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আকীল (রহ.)-এর মত। অনুরূপ ঐতিহাসিক ইউনুস (রহ.)ও ইবন শিহাব (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলিয়াছেন– (كما في الاستيعاب لابن عبد البر-٤:٣١٧) কিন্তু ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) ওয়াকিদী (রহ.) হইতে নকল করিয়া বলেন, হযরত সাওদা (রাযিঃ) প্রথম মহিলা যাহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের পর বিবাহ করিয়াছিলেন। আর তিনি হযরত

আয়িশা (রাযিঃ)কে বিবাহ করার পূর্বে হযরত সাওদা (রাযিঃ)কে বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা কাতাদা ও আবূ উবায়দা (রহ.)-এর অভিমত।

আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৯:২৭৪ পৃষ্ঠায় লিখেন, সর্বসম্মত মতে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বাসর ঘর উদযাপনের পূর্বে তিনি হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর বাসর ঘর উদযাপন করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক ইবন জাওযী (রহ.) অনুরূপ বলিয়া স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১০২)

(৩৫২০) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقُولُ وَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} قَالَ قُلْتُ وَاللهِ مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

(৩৫২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন 'আলা (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন যে, আমি সেই সকল মহিলাদের নির্লজ্জতায় বিস্ময় প্রকাশ করিতাম যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (সহধর্মিণী হওয়ার) জন্য নিজেদেরকে হিবা করিতেন। আর আমি বলিতাম, কোন মহিলা কি নির্লজ্জভাবে নিজেকে হেবা করিতে পারে? অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা (সূরা আহযাবের) এই আয়াত নাযিল করিলেন : (অনুবাদ) "তাহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারেন, আর যাহাকে ইচ্ছা আপনার সান্নিধ্যে রাখিতে পারেন। আর যাহাদিগকে দূরে রাখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্য হইতে পুনরায় কাহাকেও আপনি কামনা করিলে তবুও আপনার কোন অপরাধ নাই -(সূরা আহযাব ৫১)। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, আমি বলিলাম, আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, আপনার পালনকর্তা আপনার আকাঙ্খা পূরণে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ (যাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর (সহধর্মিণী হওয়ার) জন্য নিজেদেরকে হিবা করিতেন)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, হিবাকারিণীর সংখ্যা একাধিক। তাঁহারা হইলেন, খাওলা বিনত হাকীম, ফাতিমা বিনত শুরায়হ এবং লায়লা বিনত হাতীম (রাযিঃ)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে উপঅনুচ্ছেদে তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা তাবারী (রহ.) হাসান সনদে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করেন : لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له (নিজের সত্তাকে তাঁহার (সহধর্মিণী হওয়ার) জন্য হিবাকারিণী কোন মহিলা তাহার কাছে ছিল না)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহা উল্লেখ করিয়া বলেন, ইহার মর্ম হইতেছে যে, নিজের সত্তাকে তাঁহার জন্য হিবাকারিণী মহিলাদের কোন একজনের সহিতও বাসর ঘর উদযাপন করেন নাই; যদিও তাঁহার জন্য উহা মুবাহ ছিল। কেননা, ইহা তাঁহার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَّسْتَنْكِحَهَا (নবী তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে সে-ও হালাল। -সূরা আহযাব- ৫০) -(ফতহুল বারী ৮:৪০৪) -(তাকমিলা ১:১০৩)

فَلَمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (অতঃপর যখন মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা (সূরা আহযাবের ৫১নং আয়াত) تُرْجِي مَنْ تَشَآءُ الخ নাযিল করিলেন)। মুফাসসিরগণ এই আয়াতের বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(এক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য নিজ পত্নীদের মধ্যে সমবন্টন তরক করা মুবাহ করিয়া দিয়াছেন। আয়াতে ترجى শব্দটি ارجاء হইতে উদ্ভুত। অর্থ পেছনে রাখা এবং تودى শব্দটি ايواء হইতে উদ্ভুত। ইহার অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন এবং যাহাকে ইচ্ছা কাছে রাখিতে পারেন। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য বিশেষ বিধান তাঁহার উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকিলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনে সমতা করা। অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সহিত সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করিতে হইবে। কম-বেশী করা হারাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করে সহধর্মিণীগণের মধ্যে সমতা বিধান করা হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে। ইহা জমহুরে মুফাস্সির (রহ.)-এর অভিমত। আল্লামা তাবারী (রহ.) ইহা ইবন আব্বাস (রাযিঃ), মুজাহিদ, হাসান, কাতাদা ও আবূ রযীন (রহ.) প্রমুখ হইতে নকল করিয়াছেন।

(দুই) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কতক পত্নী তালাক দেওয়া এবং কতক পত্নী রাখা মুবাহ করিয়া দিয়াছেন। আর তিনি কতক পত্নীকে তালাক দেওয়ার মনস্থ করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আমাদেরকে আপনি তালাক দিবেন না; বরং আমাদের মধ্যে আপনি ইচ্ছা মত বন্টন করুন। ফলে তিনি তাঁহাদের কতকের জন্য সমতা বজায় রাখিয়া বন্টন করেন। আর তাঁহারা হইলেন নিকট আনা পত্নীগণ। আর যাহাদের মধ্যে ইচ্ছা মত বন্টন করেন তাহারা হইলেন পিছনে রাখা পত্নীগণ।

(তিন) এই আয়াত হিবাকারিণী (আত্ম নিবেদিতা) মহিলাগণের ব্যাপারে অবতীর্ণ। আর আয়াতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে যে, হিবাকারিণী মহিলাদের যাহাদের ইচ্ছা তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে পারেন আর যাহাকে ইচ্ছা গ্রহণ নাও করিতে পারেন।

হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ এই শেষ ব্যাখ্যা ও তৎপূর্ববর্তী ব্যাখ্যার তায়ীদ করে, যদিও উপর্যুক্ত তিনটি অভিমতের সম্ভাবনা রহিয়াছে। -(ইহা 'ফতহুল বারী' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত)

ঐতিহাসিকগণের সর্বসম্মত মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যতঃ তিনি সর্বদাই সহধর্মিণীগণের মধ্যে সমতা বজায় রাখিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১০৩-১০৪)

'হিবা' শব্দ দ্বারা 'নিকাহ' সম্পাদিত হওয়ার মাসয়ালা ঃ

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, الهبة শব্দ দ্বারা নিকাহ সম্পাদিত হইবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আওযায়ী (রহ.)-এর মাযহাব। তাহারা উভয়ে যদি মোহর নির্ধারণ করে তবে নির্ধারিত মোহর ওয়াজিব হইবে। আর যদি মোহর নির্ধারণ না করে কিংবা মোহর বিহীন হওয়ার শর্ত করে তবে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, النكاح এবং التزويج শব্দ ব্যতীত নিকাহ সহীহ হইবে না। কেননা, এই দুইটি শব্দই কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ, خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ (ইহা বিশেষ করে আপনারই জন্য অন্য মুমিনদের জন্য নহে। -সূরা আহযাব- ৫০) এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, الهبة শব্দ দ্বারা নিকাহ সম্পাদিত হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য জায়িয নাই।

(هذا ملخص ما فى النكاح فتح البارى-٩: ١٤١)

আল্লামা হাফিয আলাউদ্দীন আল মারদীনী (রহ.) 'আল-জাওয়াহিরুন নাকী' গ্রন্থে হানাফীগণের পক্ষে দ্বিধামুক্ত জবাব দিয়াছেন : উহার সার-সংক্ষেপ হইতেছে যে, মোহরবিহীন নিকাহ সম্পাদিত হওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু الهبة শব্দ দ্বারা নিকাহ সম্পাদিত হওয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস নহে। 'মুসনাদ আহমদ' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছ এইভাবে সংকলন করিয়াছেন : الاتستحي المرأة تعرض نفسها بغير صداق (কোন মহিলা কি কোন পুরুষের কাছে মোহরবিহীন নিজেকে নিবেদিতা করিতে লজ্জাবোধ করে না)? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মোহরবিহীন নিকাহ সম্পাদিত হওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য খাস (বিস্তারিত দলীল তাকমিলা ১:১০৪-১০৫ দ্রষ্টব্য)

(৩৫২১) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ أَمَا تَسْتَحْيِي امْرَأَةٌ تَهَبُ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} فَقُلْتُ إِنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ

(৩৫২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলিতেন, কোন মহিলা কি কোন পুরুষের কাছে নিজেকে হিবা করিতে লজ্জাবোধ করে না? এই প্রেক্ষিতেই মহিমান্বিত আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (তাহাদের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারেন, আর যাহাকে ইচ্ছা আপনার সান্নিধ্যে রাখিতে পারেন .... সূরা আহযাব ৫১)। তখন আমি বলিলাম, নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা আপনার মনের আকাঙ্খা পূরণে দ্রুত সাড়া দিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৩৫২০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৫২২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوا وَلَا تُزَلْزِلُوا وَارْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ قَالَ عَطَاءٌ الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ

(৩৫২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তাঁহারা ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমরা ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সহিত সারিফ নামক স্থানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নী হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর জানাযায় হাযির হইলাম। তখন ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, ইনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী। অতএব, তোমরা যখন তাঁহার কফিন উত্তোলন করিবে তখন খুব জোড়ে নাড়াচাড়া দিবে না এবং কাঁপাইবে না। নরম ও সহজভাবে তাঁহাকে উত্তোলন করিবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন। তাঁহাদের আটজনের জন্য রাত্রি যাপনের পালা নির্ধারণ করিতেন এবং একজনের জন্য পালা নির্ধারণ করিতেন না। রাবী আতা (রহ.) বলেন, যাহার জন্য পালা নির্ধারণ করিতেন না তিনি হইলেন সাফিয়্যা বিনত হুয়াই বিন আখতার (রাযিঃ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ (আমাকে হাদীছ জানান আতা (রহ.))। এই হাদীছ ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ গ্রন্থে كثرة النساء من النكاح অনুচ্ছেদে, নাসায়ী গ্রন্থে كتاب النكاح এর প্রথম অনুচ্ছেদে এবং আহমদ গ্রন্থে মুসনাদে ইবন আব্বাস ১:২৩১, ৩৪৮, ৩৪৯ পৃষ্ঠায় সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:১০৫-১০৬)

مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী মায়মূনা রাযিঃ)। তিনি হইলেন, উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা বিন্‌ত হারিছ (রাযিঃ)। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর খালা, তিনি আবূ রহম বিন আবদুল উজ্জার বিবাহে ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বিবাহ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরী ৭ম সনের যুল-কা'দা মাসে উমরাতুল কাযা পালনের সময় বিবাহ করেন। তিনিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষে বিবাহিতা পত্নী। ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) সহীহ সনদে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করেন যে, তিনি বলেন, মু'মিনা বোনসমূহ হইল মায়মূনা, উম্মুল ফযল ও আসমা (রাযিঃ)। মুহাদ্দিছ মুজাহিদ (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মায়মূনা (রাযিঃ)-এর পূর্ব নাম ছিল বাররা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম রাখেন মায়মূনা। তাহাকে তিনি ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করেন। তিনি হিজরী ৫১ সনে ইন্তিকাল করেন। আর কেহ বলেন, হিজরী ৬১ সনে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১০৬)

بِسَرِفَ (সারিফ নামক স্থানে)। سَرِف শব্দটির س বর্ণে যবর ر বর্ণে যের এবং শেষে ف বর্ণ দ্বারা পঠিত। ঐতিহাসিক বালাযরী (রহ.) বলেন, সারিফ হইতেছে মক্কা মুকাররমা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান। আর কেহ বলেন, সাত, নয় এবং বার মাইল দূরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মায়মূনা বিন্‌ত হারিছ (রাযিঃ)কে সারিফ নামক স্থানে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ইন্তিকালের পর তাঁহাকে তথায় দাফন করা হয়।

ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) আল্লামা ওয়াকিদী (রহ.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হযরত মায়মূনা (রাযিঃ) মক্কা মুকাররমায় ইন্তিকাল করেন। তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) তাঁহার শবদেহ বহন করার সময় বলিতেছিলেন, তোমরা তাঁহার লাশ আদবের সহিত বহন করিও। কেননা, তিনি তোমাদের মাতা। অবশেষে তাঁহাকে সারিফ নামক স্থানে দাফন করা হয়। -(তাকমিলা ১:১০৬)

فَلَا تُزَعْزِعُوا (তখন খুব জোড়ে নাড়াচাড়া দিবে না) الزعزعة হইতেছে تحريك الشئ الذى يرفع (উর্ধ্বেস্থিত কোন বস্তু সঞ্চালন করা, নাড়া দেওয়া)। الزلزلة হইতেছে الاضطراب (কম্পন, অস্থিরতা, আলোড়ন, গণ্ডগোল)। হাফিয (রহ.) 'আল-কাতহ' গ্রন্থে অনুরূপ লিখিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১০৭)

وَارْفُقُوا (তোমরা নরম ও সহজভাবে তাঁহাকে উত্তোলন করিবে)। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, তাঁহার শবদেহ নিয়া মধ্যম গতিতে চলিবে। ইহা দ্বারা মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, মুমিন ব্যক্তির সম্মান জীবদ্দশায় যেমন থাকে মৃত্যুর পরও উহা বিদ্যামন থাকে। -(তাকমিলা ১:১০৭)

الَّتِى لَا يَقْسِمُ لَهَا صَفِيَّةُ (যাহার জন্য পালা নির্ধারণ করিতেন না তিনি হইলেন সাফিয়্যা রাযিঃ)। রাবী আতা (রহ.) হইতে বর্ণিত এই অতিরিক্ত অংশ ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ বুখারী গ্রন্থে সংকলন করেন নাই। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা রাবী ইবন জুরাইজ (রহ.) কর্তৃক আতা (রহ.) হইতে বর্ণনায় وهم (সংশয়, ভ্রম, ভুল)। অন্যথায় সঠিক হইতেছে যে, তিনি হইলেন হযরত সাওদা (রাযিঃ)। যেমন অন্যান্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপ কাযী ইয়ায (রহ.) ইমাম তহাভী (রহ.) হইতে এবং আল্লামা উবাই (রহ.) ইমাম খাত্তাবী (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১০৭)

(৩৫২৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ قَالَ عَطَاءٌ كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ

(৩৫২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, আতা (রহ.) বলেন, তিনি (মায়মূনা রাযিঃ) ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারিণী। তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا (তিনি ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বশেষে মৃত্যুবরণকারিণী)। অর্থাৎ হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)। ঐতিহাসিক সা'দ (রহ.) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণ ইহার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া বলেন, তিনি হিজরী ৬১ সনে ইন্তিকাল করিয়াছিলেন। আর তাহাদের বিপরীতে অন্য একদল ঐতিহাসিক বলেন, তিনি হিজরী ৫৬ সনে ইন্তিকাল করেন। উপর্যুক্ত অভিমতের উপর কর্দমাক্ত করিয়া বলেন, উম্মু সালামা (রাযিঃ) হযরত হুসায়ন (রাযিঃ)-এর শাহাদাতবরণ পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন। আর হযরত হুসায়ন (রাযিঃ) হিজরী ৬১ সনের মহররম মাসের ১০ তারিখ আশুরার দিন শাহাদাতবরণ করেন। কেহ বলেন, বরং উম্মু সালামা হিজরী ৫৯ সনে ইন্তিকাল করেন। তবে প্রথম অভিমত প্রাধান্য। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, উভয়ই একই বৎসরে ইন্তিকাল করেন। কিন্তু মায়মূনা পরে ইন্তিকাল করেন। আর কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হযরত মায়মূনা হিজরী ৬৩ সনে আর কেহ বলেন, তিনি হিজরী ৬৬ সনে ইন্তিকাল করেন। ফলে শেষ দুই অভিমত হিসাবে তাঁহার ইন্তিকাল যে সর্বশেষে তাহাতে কোন আপত্তিই থাকে না। -(ফতহুল বারী, তাকমিলা ১:১০৮)

مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ (তিনি মদীনায় ইন্তিকাল করেন)। ইহা খুবই জটিল বিষয়। কেননা, পূর্ববর্তী হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি সারিফ নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। আর উহা হইল মক্কা মুকাররমার নিকটবর্তী একটি স্থান, মদীনা মুনাওয়ারা নহে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ইহা তাবীল করিয়া বলেন, এই হাদীছে المدينة দ্বারা অভিধানিক অর্থ মর্ম অর্থাৎ البلد (শহর)। আর শহর দ্বারা মক্কা শহর মর্ম। কিন্তু এই ব্যাখ্যা অবাস্তব। বাহ্যত ইহা কোন এক রাবী কর্তৃক وهم (সংশয়, ভুল)। আর যদি ইহা দ্বারা সাফিয়্যা (রাযিঃ) মর্ম নেওয়া হয় তাহা হইলেও ইহা রাবীর ভুল। কেননা, তিনি উম্মুহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন নাই। (كما ذكره الابى) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১০৮)

بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ

অনুচ্ছেদ ঃ দ্বীনদার কন্যা বিবাহ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৫২৪) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(৩৫২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, মুহাম্মদ ইবনুল মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, চারিটি বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মহিলাদের বিবাহ

করা হয়। তাহার ধন-সম্পদ, তাহার বংশীয় আভিজাত্যের, তাহার সৌন্দর্যের এবং দ্বীনদারীর কারণে। কাজেই তুমি দ্বীনদারী পাইয়া সৌভাগ্যবান হও। তোমার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِحَسَبِهَا (তাহার বংশীয় অভিজাত্যের কারণে)। الحسب শব্দটি নুকতাবিহীন হরফদ্বয়ে যবর দ্বারা পঠিত। বস্তুতঃভাবে ইহা الشرف بالاباء وبالاقارب (বাপ-দাদা ও আত্মীয়স্বজনের দিক দিয়া সম্মান-মর্যাদা ও আভিজাত্যের অধিকারী হওয়া)। الحساب (হিসাব ও গণনা) হইতে উদ্ভূত। কেননা, আরবী লোকেরা যখন পরস্পর গর্ব-অহঙ্কারে লিপ্ত হইত তখন তাহারা নিজেদের বাপ-দাদা ও গোত্রের লোকদের সংখ্যা এবং তাহাদের কীর্তিসমূহ গণনা করিত। অতঃপর যাহাদের সংখ্যা বেশী হইত তাহারাই গর্বের অধিকারী হইত। আর কেহ বলেন, এই স্থানে الحسب দ্বারা الفعال الحسنة (ভাল কাজ) মর্ম। (كذا في عمدة القارى ٩ : ٣٨٧)-(তাকমিলা ১:১০৯)

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ (কাজেই তুমি দ্বীনদারী পাইয়া সৌভাগ্যবান হও)। ইবন মাজাহ (রহ.) আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, তিনি বলেন, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن ان يرديهن - ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى اموالهن ان تطغيهن - ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء سوداء ذات دين افضل (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা মহিলাদের শুধু রূপ-লাবণ্যের কারণে বিবাহ করিও না, অচিরেই তাহাদের রূপ-লাবন্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আর কেবল তাহাদের ধন-সম্পদের কারণেও বিবাহ করিও না। সম্ভবত তাহাদের ধন-সম্পদ তাহাদেরকে স্বেচ্ছাচারিতার দিকে নিয়া যাইবে। তবে তোমরা তাহাদেরকে দ্বীনের ভিত্তিতে বিবাহ কর। আর অবশ্যই বিদীর্ণ কানবিশিষ্টা কালো দ্বীনদারিণী বাঁদীও অতি উত্তম)।

আহমদ, আবূ ইয়ালা ও বায্যার গ্রন্থে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হইতে মারফু হাদীছ বর্ণনা করেন :

تنكح المرأة على حدى الخصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك

(মহিলাদের বিবাহ করা হয় তাহার কোন একটি গুণাবলীর ভিত্তিতে, তাহার রূপ-লাবণ্যের কারণে, তাহার ধন-সম্পদের কারণে, তাহার স্বভাব-চরিত্রের কারণে এবং তাহার দ্বীনদারীর কারণে। তবে তোমার কর্তব্য হইল ধার্মিকা ও সৎচরিত্রাকে বিবাহ করা। তোমার ডান হাতে ধুলি মাখা হউক) -(তাকমিলা ১:১০৯)

تَرِبَتْ يَدَاكَ (তোমার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক)। এই বাক্যটি ইতোপূর্বে একাধিকবার আলোচিত হইয়াছে। বস্তুতভাবে এই বাক্যটি দু'আ-এর জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আরবী ভাষাবিদগণ বাক্যটিকে অস্বীকার, ধমক, বিস্ময়, সম্মান এবং কোন বস্তুর প্রতি উদ্বুদ্ধ করণের অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই স্থানে শেষোক্ত তথা বর্ণিত বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:১১০)

بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুমারী বিবাহ করা মুস্তাহাব-এর বিবরণ

(৩৫২৫) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قُلْتُ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَخَشِيتُ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُنَّ قَالَ فَذَاكَ إِذَنْ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

(৩৫২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... আতা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) অবহিত করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমি জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করিলাম। অতঃপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? আমি আরয করিলাম জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, কুমারী কিংবা বিধবা? আমি আরয করিলাম, বিধবা। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করিলে না কেন? যাহাতে তুমি তাহার সহিত খেলা-তামাশা করিতে (এবং সেও তোমার সহিত আমোদ ফূর্তি করিত)। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কয়েকজন (ছোট ছোট) বোন আছে। তাই আমি আশংকা করিলাম যে, এমন না হয় যে, সে আমার পক্ষে তাহাদেরকে লালন-পালনে বাধাগ্রস্ত হইয়া যায়। তিনি ইরশাদ করিলেন, এই প্রেক্ষিতে যদি হয় তাহা হইলে ভাল। (অতঃপর ইরশাদ করিলেন) মহিলাকে বিবাহ করা হয় তাহার দ্বীনদারীর ভিত্তিতে, তাহার ধন-সম্পদের ভিত্তিতে এবং রূপ-সৌন্দর্যের ভিত্তিতে। কাজেই তোমার কর্তব্য হইল দ্বীনদারীর ভিত্তিতে বিবাহ করা। তোমার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৩৫২৪ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৫২৬) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْعَذَارَى وَلِعَابِهَا قَالَ شُعْبَةُ فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرٍ وَإِنَّمَا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

(৩৫২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? আমি আরয করিলাম জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, কুমারী কিংবা বিধবাকে? আমি আরয করিলাম বিধবাকে! তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তুমি কুমারীদের এবং তাহাদের সোহাগ স্ফুর্তি কোথায় হইতে লাভ করিবে? রাবী শু'বা (রহ.) বলেন, অতঃপর আমি এই হাদীছ আমর বিন দীনার (রহ.)-এর কাছে উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন, আমি এই হাদীছ হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। আর তিনি ইহাও বলিয়াছেন, তবে কেন তরুণী বিবাহ করিলে না, সে তোমার সহিত খেলা-তামাশা করিতে এবং তুমিও তাহার সহিত সোহাগ স্ফুর্তি করিতে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً (আমি জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করিলাম)। তাহার নাম সাহলা বিনত মাসউদ বিন আওস বিন মালিক আল-আনসারিয়া আল-আওসিয়া)। (ذكره ابن سعد كما فى فتح البارى: باب تزويج الثيبات ٩ : ٥) - (তাকমিলা ১:১১১)

(৩৫২৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ قَالَ سَبْعَ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا جَابِرُ تَزَوَّجْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ

يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ أَوْ قَالَ تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعَ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِامْرَأَةٍ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ قَالَ فَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ أَوْ قَالَ لِي خَيْرًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الرَّبِيعِ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ

(৩৫২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া ও আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তাঁহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ (রাযিঃ) শাহাদাত বরণ করেন এবং তিনি নয়টি কিংবা তিনি বলেন, সাতটি কন্যা সন্তান রাখিয়া যান। অতঃপর আমি (তাহাদের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে) জনৈকা বিধবা মহিলাকে বিবাহ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্যে করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! তুমি বিবাহ করিয়াছ? জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি জবাবে আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে কি কুমারী কিংবা বিধবা? জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম; বরং বিধবা, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি ইরশাদ করিলেন, তবে কেন তরুণী বিবাহ করিলে না? তুমি তাহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে এবং সেও তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিত কিংবা রাবী বলেন, তুমি তাহার সহিত হাসি-তামাশা করিতে আর সেও তোমার সহিত হাসি-তামাশা করিত। জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া আরয করিলাম নিশ্চয় (আমার পিতা) আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নয়টি কিংবা (রাবীর সন্দেহ) সাতটি কন্যা সন্তান রাখিয়া (উহুদের জিহাদে) শহীদ হইয়া গিয়াছেন। আর আমি তাহাদের মাঝে তাহাদের সমবয়সী একজনকে (বিবাহ করিয়া) নিয়া আসা অপছন্দ করিলাম। সুতরাং আমি এমন একজন মহিলাকে (বিবাহ করিয়া) নিয়া আসা পছন্দ করিলাম, যে তাহাদেরকে লালন-পালন করিবে এবং আদব-কায়দা শিক্ষা দিবে। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বরকত দান করুন কিংবা (রাবীর সন্দেহ) তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু উপদেশ দিলেন। আর রাবী আবুর রবী' (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে তুমি তাহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে সেও তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিত আর তুমি তাহার সঙ্গে হাসি-তামাশা করিতে সেও তোমার সঙ্গে হাসি-তামাশা করিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ هَلَكَ (নিশ্চয় আবদুল্লাহ (রাযিঃ) মৃত্যুবরণ করেন)। অর্থাৎ তাহার পিতা। সহীহ বুখারীর المغازى অনুচ্ছেদে সুফয়ান-এর রিওয়ায়ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, انه قتل يوم احد (আবদুল্লাহ (রাযিঃ) উহুদের দিন শহীদ হইয়া যান) -(তাকমিলা ১:১১২)

وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ (নয়জন কন্যা সন্তান রাখিয়া যান)। আর সহীহ বুখারী শরীফে কিতাবুল মাগাযীতে শা'বী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে ছয়টি কন্যা সন্তান। হাকিম ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৭:২৭৬ পৃষ্ঠায় এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় সাধনে বলেন, তাহাদের মধ্যে তিন জন বিবাহিতা ছিলেন কিংবা তিন জন অবিবাহিতা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১১২)

ফায়দা

শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই হাদীছ হইতে বিভিন্ন বিষয় জানা যায় (১) কুমারী বিবাহ করা উত্তম। (২) স্বামী-স্ত্রী আমোদ-প্রমোদ ও রঙ্গরসিকতা করা জায়িয। (৩) স্বামী-স্ত্রী সদাচার ও ভালো আচরণ সমীচীন। (৪) সমাজপতি ও নেতৃস্থানীয় লোকজন নিজের অধীনস্তদের খবরা-খবর নেওয়া চাই এবং তাহাদের জন্য কল্যাণজনক বস্তুর প্রতি নির্দেশনা ও উপদেশ দেওয়া উচিত। (৫) স্ত্রী নিজ স্বামী, সন্তান-সন্ততি ও পরিজনের খেদমত করা জায়িয যদি স্বামী রাযী থাকেন। রাযী না থাকিলে, না। -(শরহে নওয়াভী ১:৪৭৪)

(৩৫২৮) وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ قَالَ أَصَبْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ

(৩৫২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, হে জাবির! তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? অতঃপর হাদীছ বর্ণনা করেন যাহার শেষ দিকে রহিয়াছে– এমন একজন মহিলাকে, যে তাহাদের দেখাশুনা করিবে এবং তাহাদের মাথা আঁচড়াইয়া দিবে। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি সঠিক করিয়াছ– ইহার পরবর্তী অংশ তিনি উল্লেখ করেন নাই।

(৩৫২৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا أَقْبَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ خَلْفِي فَنَخَسَ بَعِيرِي بِعَنَزَةٍ كَانَتْ مَعَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأَجْوَدِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِبِلِ فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُعْجِلُكَ يَا جَابِرُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ فَقَالَ أَبِكْرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ ثَيِّبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ هَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ قَالَ وَقَالَ إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ

(৩৫২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা যখন প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম তখন আমার একটি মন্থর উটে আরোহণ করিয়া দ্রুত চলিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। এমতাবস্থায় আমার পিছন হইতে একজন আরোহী আমার সহিত মিলিত হইলেন এবং তিনি তাঁহার হাতের ছোট বর্শা দিয়া আমার উটটিকে খোঁচা দিলেন। ফলে আমার উটটি তোমাদের প্রত্যক্ষ করা উট পালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উটের ন্যায় দ্রুত চলিতে থাকিল। তখন আমি পিছন দিকে তাকাইয়া দেখি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত রহিয়াছি। তিনি ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! তোমার কি তাড়াহুড়া আছে? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নতুন বিবাহিত। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে কি তুমি কুমারী বিবাহ করিয়াছ না বিধবা? জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম; বরং বিধবা। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কেন তরুণী বিবাহ করিলে না তুমি তাহার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে এবং সেও তোমার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিত। জাবির (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর যখন আমরা মদীনা মুনাওয়ারার নিকট পৌঁছিয়া শহরে প্রবেশের ইচ্ছা করিলাম, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা এই স্থানে থাম! আমরা রাত্রে তথা ইশার সময়ে বাড়ীতে প্রবেশ করিব। যাহাতে বিক্ষিপ্ত কেশ বিশিষ্টা মহিলারা মাথা আঁচড়াইয়া নিতে পারে এবং যাহাদের স্বামী সফরে গিয়াছিল তাহারা নাভীর তলদেশের চুল পরিস্কার করার সুযোগ লাভ করে। (যাহাতে স্বামী প্রবাসিনী ক্ষুরকর্ম করে পরিচ্ছন্নতা লাভের সুযোগ পায়।) জাবির (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, যখন তুমি পৌঁছিয়া যাইবে তখন তো পরে সহবাস রহিয়াছে (উম্মতের বৃদ্ধির জন্য, শুধু সম্ভোগ লাভের জন্য নহে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى غَزَاةٍ (এক গাযওয়ায়)। এই গাযওয়া নির্দিষ্ট করণে রিওয়ায়ত বিভিন্ন রকম রহিয়াছে। ইমাম বুখারী আবদুল্লাহ বিন মাকসাম (রহ.) সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন اشتراه بطريق تبوك (তিনি উটটিকে তাবুকের রাস্তায় ক্রয় করেন)। অনুরূপ 'আহমদ' গ্রন্থে (৩:৩৬২ পৃষ্ঠা) আবুল মুতাওয়াককিল (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجابر فى غزوة تبوك (নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাযওয়ায়ে তাবূকে হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন)।

কিন্তু 'আহমদ' গ্রন্থে (৩:৩৭৫ পৃ.) মুহাম্মদ বিন ইসহাক হইতে, তিনি ওয়াহব বিন কীসান হইতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة ذات الرقاع (আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত গাযওয়ায়ে 'যাতুর রিকা'-এর উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম ...)। অনুরূপ ঐতিহাসিক ওয়াকেদী (রহ.) ও আতীয়া বিন আবদুল্লাহ বিন উনায়স (রহ.)-এর সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর এই অভিমতকে হাফিয ইবন হাজার (রহ.) কয়েক দিক দিয়া প্রাধান্য দিয়াছেন–

(এক) ইহা ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন ইসহাক ও ওয়াকিদী (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আর এতদুভয় অন্যান্যদের তুলনায় মাগাযী সম্পর্কে অধিক বিশেষজ্ঞ ও সংরক্ষক।

(দুই) ইমাম তহাভী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে ঘটনাটি মক্কা মুকাররমা হইতে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে প্রত্যাবর্তনের রাস্তায় হইয়াছিল। আর তাবূকের রাস্তা মক্কা মুকাররমার রাস্তার সহিত সংযোগ নাই। পক্ষান্তরে গাযওয়ায়ে 'যাতুর রিকা'-এর রাস্তা মক্কা মুকাররমার রাস্তার সহিত সংযোগ হইয়া মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়াছে। (উল্লেখ্য যে, ইমাম তহাভী (রহ.)-এর এই রিওয়ায়ত 'শরহে মাআনিল আছার' গ্রন্থে নাই, সম্ভবতঃ ইহা তাঁহার 'মশকিলুল আছার' গ্রন্থে কিংবা অন্য কোন কিতাবে আছে। তবে এই রিওয়ায়ত ইমাম মুসলিম (রহ.) মুগীরা (রহ.)-এর সূত্রে শা'বী (রহ.) হইতে بيع البعير واستثناء ركوبه অনুচ্ছেদের (৩৯৮১ নং রিওয়ায়ত) সংকলন করিয়াছেন)।

(তিন) হযরত জাবির (রাযিঃ) বিধবা বিবাহ করার ওজর পেশ সম্পর্কিত একাধিক হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার পিতা উহুদের জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, নিকটবর্তী সময়ে তাহার পিতা শাহাদাতবরণ করেন। ফলে স্পষ্ট যে, এই ঘটনাটি 'যাতুর রিকা' সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। গাযওয়ায়ে তাবুকের সময়ে নহে। কেননা, গাযওয়ায়ে 'যাতুর রিকা' গাযওয়ায়ে উহুদের এক বৎসর পর সংঘটিত হইয়াছিল। আর গাযওয়ায়ে তাবুক হইয়াছিল উহুদের সাত বৎসর পর। -(ফতহুল বারী ৫:৩৩৫, তাকমিলা ১:১১৩-১১৪)

قَطُوفٍ শব্দটির ق বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। ইহা অর্থ البطئ فى المشى (পদব্রজে চলায় মন্থর গতি)। যেমন বলা হয় قطف البعير يقطف (ط বর্ণে যের ও পেশ দ্বারা পঠিত) যখন উট কাছে কাছে পদ চারণ করে মন্থর গতিতে চলে। আর القطاف হইতেছে কাছাকাছি পদচারণে দ্রুত চলা। -(মাজমাউল বিহার)। আর 'বায্যার' গ্রন্থে আবুল মুতাওয়াককিল (রহ.) সূত্রে বর্ণিত আছে ان الجمل كان احمر (উটটি লাল বর্ণের ছিল)। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১:১১৫)

بِعَنَزَةٍ (বর্শা দ্বারা)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বর্শাটি হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে الوكالة অনুচ্ছেদে আতা (রহ.) প্রমুখ হইতে রিওয়ায়ত

করেন : فقال امعك قضيب؟ قلت نعم قال اعطنيه فاعيته فضربه فزجره الخ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমার কাছে কি কর্তিত ডাল আছে? আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, উহা আমাকে দাও। আমি তাহাকে উহা দিলাম, তিনি উহা দ্বারা উটটিকে আঘাত করিলেন এবং ধমক দিলেন ...)। -(তাকমিলা ১:১১৫)

فَانْطَلَقَ بَعِيرِى (ফলে আমার উটটি দ্রুতগতিতে চলিল)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটটিকে আঘাত করার সহিত দু'আ করিয়াছিলেন। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে الشروط অনুচ্ছেদে শা'বী (রহ.) হইতে এবং তাবরানী (রহ.) যায়দ বিন আরকাম (রহ.) সূত্রে হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন فنفث فيها اى العصا ثم مج من الماء فى نحره ثم ضربه بالعصا فوثب (তিনি লাঠিতে ফুঁক দিলেন। অতঃপর মুবারক মুখে পানি নিয়া উটটির বুকের উপরিভাগে নিক্ষেপ করিলেন, অতঃপর উহাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন, ফলে সে লম্ফ দিয়া চলিতে থাকিল)।

ঐতিহাসিক ইবন সা'দ (রহ.) এইভাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুবারক মুখে পানি নিয়া উটটির সম্মুখে ও পিছনে ফুঁক দিয়া নিক্ষেপ করিলেন এবং উহাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করিলেন। ফলে সে পুনরায় সক্রিয় হইয়া এমন দ্রুত চলিতে থাকিল উহাকে ধরিয়া রাখিতে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল।

(ذكرهما الحافظ فى الفتح ٥:٢٣٠) (তাকমিলা ১:১১৫)

حَتّٰى نَدْخُلَ لَيْلًا (রাত্রিতে আমরা প্রবেশ করিব)। অর্থাৎ ইশার ওয়াক্তে। ইহা স্বয়ং হাদীছের তাফসীর। ইহা দ্বারা রাত্রে প্রবেশের নির্দেশের সহিত অপর হাদীছের বিরোধের সমন্বয়ের দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কেননা অন্য হাদীছে সফর হইতে আগমন করিয়া রাত্রে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য হাদীছে রাত্রিতে প্রবেশের নির্দেশের মর্ম হইল রাত্রির প্রথম অংশে প্রবেশ করিবে। আর রাত্রিতে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞার হাদীছ, মধ্য রাত্রির উপর প্রয়োগ হইবে। যেমন আবূ দাউদ শরীফে الطروق من الجهاد অনুচ্ছেদে (১:৩৮৩ পৃষ্ঠা)-এ হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন : قال ان احسن ما دخل الرجل على اهله اذا قدم من السفر اول الليل (নিশ্চয় কোন ব্যক্তি সফর হইতে আগমন করিয়া নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে প্রবেশ করার উত্তম সময় হইতেছে রাত্রির প্রথম প্রহরে।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) এতদুভয় হাদীছের সমন্বয়ে বলেন, যেই ব্যক্তির পরিবারবর্গ সফর হইতে আগমনের বিষয়টি অবগত আছেন তাহার জন্য রাত্রিতে প্রবেশের নির্দেশ আর যাহার পরিবার জানে না তাহার জন্য রাত্রিতে প্রবেশ করা নিষেধ। -(ফতহুল বারী ৯:২৯৮, তাকমিলা ১:১১৬)

وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ (যাহাতে স্বামী প্রবাসিনী ক্ষুরকর্ম করে পরিচ্ছন্নতা লাভের সুযোগ পায়)। الْمُغِيبَةُ শব্দটির م বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। সেই মহিলা যাহার স্বামী অনুপস্থিত রহিয়াছে। আর تَسْتَحِدّ শব্দটি باب استفعال এর الاستحداد হইতে। লোহা তথা ক্ষুর (Razor) ব্যবহার কারিণী। ইহা দ্বারা মর্ম হইল যাহার স্বামী সফরে গিয়াছেন তিনি আগমনের দিন সে স্বীয় নাভীর তলদেশে উদগত চুল অপসারণ করিয়া নিবে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর হাদীছের এই অংশ সহীহ মুসলিম শরীফে الامارة অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে ইনশা আল্লাহু তা'আলা বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। -(তাকমিলা ১:১১৬)

إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ (যখন তুমি পৌঁছিয়া যাইবে তখন তো পরে সহবাস রহিয়াছে)। বাক্যটি প্ররোচিত করণে منصوب হইয়াছে। ইহার অর্থ বর্ণনায় কয়েকটি অভিমত রহিয়াছে।

(এক) الكيس অর্থ الجماع (সহবাস)। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন সহবাসের প্রতি উৎসাহিত করিলেন।

(দুই) الكيس হইল সন্তান কামনা করা। এই কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) হাদীছখানা باب طلب الولد এ সংকলন করিয়াছেন।

(তিন) الكيس অর্থ عقل (বুদ্ধিমত্তা)। যেন সন্তান অন্বেষাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। আর তিনি অনুপ্রাণিত করিলেন যে, স্ত্রী সহবাসের দ্বারা সন্তান অন্বেষণই উদ্দেশ্য হওয়া চাই। ইহাকে শুধুমাত্র উপভোগ লাভের উপর সীমাবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় নহে।

(চার) الكيس শব্দটি এই স্থানে الحذر (সতর্কতা, সাবধানতা) অর্থে ব্যবহৃত। আর কখনও الكيس শব্দটি কোমল আচরণ ও ভদ্রোচিত ধীরে চলনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর এই চতুর্থ অর্থের পক্ষে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে ২:৩৬২ পৃষ্ঠায় আবূ বকর সূত্রে আ'মাশ হইতে বর্ণনা করেন। ইহাতে রহিয়াছে, انطلق، واعمل عملا كيسا قال ابوبكر: يعنى لا تطرقهن ليلا- ففسر ابوبكر الكيس يالتأنى فى الدخول على الزوجة لكى تمتشط و تستحد (তুমি যাও এবং ভদ্রোচিত কর্ম কর। আবূ বকর বলেন, অর্থাৎ তাহাদের কাছে রাত্রে গমন করিও না। অতঃপর আবূ বকর الكيس শব্দের তাফসীরে বলেন, স্ত্রীর কাছে ধীরগতিতে যাও যাহাতে সে মাথার চুল আঁচড়াইয়া নিতে পারে এবং ক্ষুরকার্য করিয়া পরিচ্ছন্নতা লাভ করিতে পারে)। যেমন অনুচ্ছেদের হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবন হুযম (রহ.) নিজ সহীহ গ্রন্থে এই হাদীছ সংকলন করার পর দৃঢ়ভাবে বলেন যে, নিশ্চয় الكيس দ্বারা الجماع (স্ত্রীসহবাস) মর্ম। আর ইহার পক্ষপাত ঐতিহাসিক মুহাম্মদ বিন ইসহাক (রহ.)-এর রিওয়ায়ত দ্বারাও হয় فاذا قدمت فاعمل عملا كيسا- وفيه قال جابر: قد دخلنا حين امسينا، فقلت للمرأة: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى ان اعمل عملا كيسا، قالت: سمعا وطاعة فدونك، قال: فبت معها حتى اصبحت (অতঃপর তুমি যখন পৌঁছিয়া যাইবে তখন আচরণ করিবে কমনীয় আচরণ। আর ইহাতে রহিয়াছে যে, জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমরা সন্ধার সময় বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম এবং স্ত্রীকে বলিলাম, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কমনীয় আচরণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। স্ত্রী (জবাবে) বলিল, শুনিয়াছি এবং মানিয়া নিতেছি। আপনি যাহা বলিবেন তাহাই। হযরত জাবির (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তাহার সহিত সুবহে সাদিক পর্যন্ত যাত্রিযাপন করিলাম) -(ফতহুল বারী ৯:২৯৮, তাকমিলা ১:১১৭)

(৩৫৩০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيَّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِى جَمَلِى فَأَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى يَا جَابِرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ قُلْتُ أَبْطَأَ بِى جَمَلِى وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى أَكُفُّهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَزَوَّجْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا فَقُلْتُ بَلْ ثَيِّبٌ قَالَ فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ إِنَّ لِى أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ثُمَّ قَالَ أَتَبِيعُ

جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأُوقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ الْآنَ حِينَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَزِنَ لِي أُوقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فَلَمَّا وَلَّيْتُ قَالَ ادْعُ لِي جَابِرًا فَدُعِيتُ فَقُلْتُ الْآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ فَقَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ

(৩৫৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত একটি গাযওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমার উটটি আমাকে মন্থর গতিতে চলিতে বাধ্য করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে তাশরীফ আনিয়া আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, হে জাবির! আমি আরয করিলাম : জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি আরয করিলাম, আমার উট আমাকে মন্থর গতিতে চলিতে বাধ্য করিয়াছে এবং দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। ফলে আমি পিছনে পড়িয়া গিয়াছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহন হইতে অবতরণ করিয়া নিজ অগ্রভাগ বাঁকা লাঠি দিয়া উটটিকে খোঁচা দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করিলেন, তুমি আরোহণ কর, তখন আমি আরোহণ করিলাম। তারপর (উটটি এমন দ্রুত গতিতে চলিল যে,) আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিক্রম করিয়া যাইতে প্রত্যক্ষ করিয়া উহাকে বারণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তুমি কি বিবাহ করিয়াছ? আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, কুমারী না বিধবা? আমি আরয করিলাম, বরং বিধবা। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তরুণী বিবাহ করিলে না কেন? যাহাতে তুমি তাহার সহিত রঙ্গরসিকতা করিতে এবং সেও তোমার সহিত রঙ্গরসিকতা করিত। আমি আরয করিলাম, আমার কয়েকজন (অবিবাহিতা) বোন আছে। ফলে আমি এমন একজন মহিলাকে বিবাহ করিতে পছন্দ করিলাম যে তাহাদের গুছাইয়া রাখিবে, তাহাদের মাথা আঁচড়াইয়া দিবে এবং তাহাদের লালন-পালন করিবে। তিনি ইরশাদ করিলেন, সম্ভবতঃ তুমি ইতোমধ্যে (মদীনায়) পৌঁছিয়া যাইবে। কাজেই যখন তুমি পৌঁছিয়া যাইবে তখন স্ত্রী সম্ভোগে বিচক্ষণতার পরিচয় দিবে (সন্তান কামনা করিবে, শুধু উপভোগ নহে)। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার উটটি কি বিক্রয় করিবে? আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। তখন তিনি আমার কাছ হইতে এক ওকীয়া (চল্লিশ দিরহাম)-এর বিনিময়ে ক্রয় করিয়া নিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পৌঁছিলেন। আমিও সকালে আগমন করিয়া মসজিদে নববীতে পৌঁছিলাম এবং তাঁহাকে মসজিদের দরজায় পাইলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এখনই কি তুমি আসিয়াছ? আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহা হইলে তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিয়া নাও। জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দুই রাকআত নামায আদায় করিলাম। অতঃপর (নামায শেষে) ফিরিয়া আসিলাম। তখন তিনি বিলাল (রাযিঃ)কে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন তিনি যেন আমাকে এক ওকীয়া (চল্লিশ দিরহাম) ওযন করিয়া দেন। তখন বিলাল (রাযিঃ) আমাকে ওযন করিয়া দিলেন এবং ওযনে পাল্লা ঝুঁকাইয়া দিলেন। তিনি (জাবির রাযিঃ) বলেন, আমি যখন ফিরিয়া চলিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, জাবিরকে আমার নিকট ডাকিয়া আন। আমাকে ডাকাইয়া আনা

হইল। আমি (মনে মনে) বলিলাম, উটটি এখন আমাকে ফিরাইয়া দিবেন অথচ ইহার হইতে অপছন্দনীয় কোন বস্তু আমার কাছে ছিল না। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার উট ধর এবং উহার মূল্যও তোমারই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ (নিজ অগ্রভাগ বাঁকা লাঠি দিয়া উটটিকে খোঁচা দিলেন)। অর্থাৎ فنخسه (অতঃপর তিনি উটটিকে খোঁচা দিলেন)। المحجن হইল মাথা বাঁকা লাঠি, যাহা দ্বারা আরোহী যমীন হইতে কোন বস্তু উঠাইয়া লয়। বকরী পালাইতে চাহিলে উহার বাঁকা অংশ দিয়া বকরীর গ্রীবায় পেঁচাইয়া উহাকে আটকানো হয়। -(ঐ)

(৩৫৩১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا فِي مَسِيرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ إِنَّمَا هُوَ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ قَالَ فَضَرَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَخَسَهُ أُرَاهُ قَالَ بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ فَجَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَقَدَّمُ النَّاسَ يُنَازِعُنِي حَتَّى إِنِّي لَأَكُفُّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ أَتَبِيعُنِيهِ بِكَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ قُلْتُ هُوَ لَكَ يَا نَبِيَّ اللهِ قَالَ وَقَالَ لِي أَتَزَوَّجْتَ بَعْدَ أَبِيكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ثَيِّبًا أَمْ بِكْرًا قَالَ قُلْتُ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُضَاحِكُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا قَالَ أَبُو نَضْرَةَ فَكَانَتْ كَلِمَةً يَقُولُهَا الْمُسْلِمُونَ افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ

(৩৫৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল আ'লা (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কোন এক সফরে ছিলাম। আমি আমার একটি (পানিবাহী) উটের পিঠে আরোহী ছিলাম। উহা ছিল লোকদের পশ্চাৎবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (জাবির) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাকে (লাঠি দ্বারা) আঘাত করিলেন কিংবা তিনি (জাবির) বলেন, তিনি উহাকে খোঁচা দিলেন। (রাবী আবূ নাযরা (রহ.) বলেন) আমার মনে হয় তিনি (জাবির) বলিয়াছেন যে, কোন বস্তু দিয়া যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি (জাবির) বলেন, তারপর উটটি লোকদের আগে আগে চলিতে থাকিল এবং আমাকে টানিয়া নিতেছিল এমনকি যে, আমি তাহাকে বারণ করিয়া রাখিতে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি (জাবির রাযিঃ) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহাকে আমার নিকট এত এত মূল্যে বিক্রি করিবে কি? আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিন। জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া নবীআল্লাহ! ইহা আপনার জন্য। জাবির (রাযিঃ) বলেন, আর তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার পিতার (শাহাদাতের) পরে কি তুমি বিবাহ করিয়াছ? আমি আরয করিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, বিধবা না কুমারী? জাবির (রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, বিধবা। তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি কুমারী বিবাহ করিলে না কেন? সে তোমার সহিত হাসি-তামাশা করিত তুমিও তাহার সহিত হাসি-তামাশা করিত। আর সে তোমার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিত এবং তুমিও তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিতে। রাবী আবূ নাযরা (রহ.) বলেন, এই কথাটি (وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ) এমন একটি বাক্য যাহা মুসলমানগণ তাহাদের কথাবর্তা বলিয়া থাকেন যে, "তুমি এমন এমন কর আর আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ক্ষমা করে দিন।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মাফ করুন)। রাবী আবূ নাযরা হাদীছের শেষে বলেন, মুসলমানগণ এই বাক্যটি কথপোকথনে বলিয়া থাকেন যে, افْعَلْ كَذَا وَكَذَا وَاللّٰهُ يَغْفِرُ لَكَ (তুমি এমন এমন কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মাফ করুন)। আর নাসায়ী শরীফে আবুয যুবায়র সূত্রে জাবির (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسا وعشرين مرة (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের ঘটনার রাত্রিতে পঁচিশ বার আমার জন্য মাগফিরাতের দু'আ করিয়াছেন। -(ফতহুল বারী ৫:২৩০)

উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমদ (রহ.) এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, ক্রয় বিক্রয়ে একটি শর্তের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হইবে না। এই বিষয়ে বিস্তারিত المساقات অধ্যায়ের শেষ দিকে بيع البعير واستثناء ركوبه অনুচ্ছেদে ৩৯৭৮ ও ৩৯৮০ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ১:১১৯-১২০)

(৩৫৩২) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

(৩৫৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র আল-হামদানী (রহ.) তিনি ... আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, দুন্‌ইয়া ভোগের সামগ্রী এবং দুন্‌ইয়ার উত্তম ভোগের সামগ্রী হইল পুণ্যবতী স্ত্রী।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ) হইতে)। এই হাদীছ 'সুনানু নাসায়ী' ও 'ইবন মাজা' গ্রন্থে নিকাহ অধ্যায়ের শুরুতে এবং 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে মুসনাদে আবদুল্লাহ বিন আমর (রাযিঃ)-এ সংকলন করা হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:১২০)

الدُّنْيَا مَتَاعٌ (দুন্‌ইয়া ভোগের সামগ্রী)। 'নাসায়ী' গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে ان الدنيا كلها متاع (নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ দুন্‌ইয়া ভোগের সামগ্রী)। আর 'ইবন মাজা' গ্রন্থে আছে انما الدنيا متاع (নিশ্চয় দুন্‌ইয়া ভোগের সামগ্রী)। -(তাকমিলা ১:১২০)

وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (দুন্‌ইয়ার উত্তম ভোগের সামগ্রী হইল পুণ্যবতী স্ত্রী)। আর 'ইবন মাজা' গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে : وليس من متاع الدنيا شئ افضل من المرأة الصالحة (দুন্‌ইয়ার ভোগের সামগ্রীর মধ্যে কোন বস্তুই পুণ্যবতী স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম নাই)।

হাদীছের আলোকে পুণ্যবতী স্ত্রীর গুণাবলী নিম্নরূপ :

(এক) সে দ্বীনদার নেককার হইবে। -(হাদীছ নং ৩৫২৪)

(দুই) সে বংশীয় আভিজাত্যের অধিকারিণী হইবে। -(হাদীছ নং ৩৫২৪)

(তিন) সে কুমারী হইবে। (যেমন অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ)

(চার) সে অধিক সংখ্যক সন্তান জন্মদানকারিণী হইবে। যেমন নাসায়ী ও অন্যান্য গ্রন্থে মা'কাল বিন ইয়াসার (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انى اصبت امرأة ذات حسب ومنصب، الا انها لا تلد، افا تزوجها؟ فنهاه، ثم اتاه الثانية فنهاه- ثم اتاه الثالثة فنهاه: فقال تزوجوا الولود الودود فانى مكاثر بكم الامم، (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে এক ব্যক্তি আগমন করিয়া আরয

করিলেন, আমি বংশী আভিজাত্যের নারী পাইয়াছি, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমি কি তাহাকে বিবাহ করিব? তখন তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার আসিয়া আরয করিলেন, তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তৃতীয়বার আসিয়া বলিলেন, তখনও তিনি তাহাকে নিষেধ করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমরা স্নেহপরায়ণ বেশী সন্তান প্রসবকারিণী মহিলাদের বিবাহ কর। কেননা, আমি কিয়ামতের দিবসে উম্মতের আধিক্যের জন্য গর্ববোধ করিব)।

(পাঁচ) সে ঘরের কাজসমূহ উত্তমরূপে সম্পাদিতকারিণী হইবে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে নিকাহ ও আহকাম অধ্যায়ে হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে المرأة راعية على بيت زوجها وولده (স্ত্রী হইতেছে স্বামীর ঘর ও সন্তান-সন্ততির তত্ত্বাবধানকারিণী)।

(ছয়) সে নিজ স্বামীর আনুগত্যকারিণী হইবে। 'নাসায়ী' শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, قيل يا رسول الله! اى النساء خير؟ قال التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا يخالفه فى نفسها ومالها بما يكره (কেহ প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন মহিলা উত্তম? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, যেই মহিলার দিকে তাহার স্বামী দৃষ্টিপাত করিলে তাহাকে খুশি করিয়া দেয়, যখন তাহাকে কোন হুকুম করে তখন সে করিয়া ফেলে, স্বামীর অপছন্দনীয় কোন কাজ সে করে না)।

(সাত) সে সচ্চরিত্রা-সংযমশীলা হইবে– যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ (আর ব্যভিচারিণীকে কেবল ব্যভিচারী পুরুষই বিবাহ করে– সূরা নূর- ৩)

(আট) সে এমন রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী হইবে যাহা পুরুষের কাছে উত্তম বিবেচিত হয়। যেমন ইতোপূর্বে استحباب نكاح ذات الدين অনুচ্ছেদে গিয়াছে।

(নয়) তাহার মধ্যে কঠোর অহমিকা থাকিবে না। নাসায়ী শরীফে হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে: قالوا يا رسول الله الا نتزوج من نساء انصار؟ قال ان فيهم لغيرة شديدة (সাহাবাগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আনসার মহিলাদের বিবাহ করিব না? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে কঠোর অহমিকা রহিয়াছে)।

(দশ) সে সাদাসিধে হইবে। তাহাকে বিবাহ করার জন্য অত্যধিক রসদের প্রয়োজন হয় না। আর ইহা 'আহমদ' ও 'হাকিম' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইয়ামানী মহিলাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া সহজ তাহাদের মোহরও কম এবং বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত গর্ভবতী হইতে আগ্রহিণী)। হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন এবং আল্লামা যহবী (রহ.) তাহা স্বীকার করিয়াছেন। আল্লামা ইরাকী বলেন, ইহার সনদ ভালো। আর تيسير الرحم দ্বারা মর্ম হইতেছে ان تكون سريعة الحمل كثيرة النسل (বংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত গর্ভবতী হইতে আগ্রহিণী)। -(আল-ফাতহুর রাব্বানী ১৬:১৪৫)

'বাযযার' গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة (বরকতের দিক দিয়া শ্রেষ্ঠ মহিলা হইতেছে যাহাদের মোহর কম (সহজে পরিশোধযোগ্য)। (راجع كشف الاستار من زوائد البزار ٢:١٥٨) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১২০-১২১)

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মহিলাদের সহিত সদাচারের নির্দেশ

(৩৫৩৩) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ إِذَا ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ

(৩৫৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় মহিলা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের ন্যায়। তুমি যখন তাহাকে সোজা করিতে যাইবে তখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে আর যদি তুমি বাঁকা অবস্থায় রাখিয়া দাও তাহা হইলে তুমি তাহাকে উপভোগ করিতে পারিবে। আর তাহার মধ্যে সৃষ্টিগত বক্রতা রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَفِيهَا عِوَجٌ (আর তাহার মধ্যে সৃষ্টিগত বক্রতা রহিয়াছে)। এই হাদীছে মহিলাদের স্বভাবকে الضلع (পাঁজরের হাড়) এর সহিত উপমা দেওয়ার বিষয়টি বাগ্মিতাপূর্ণ উক্তি ও চমৎকার সাদৃশ্যপূর্ণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, পুরুষদের সমীচীন নহে যে, সে তাহার স্ত্রীর স্বভাব-প্রকৃতিকে পূর্ণাঙ্গভাবে সংশোধনের প্রত্যাশা করা। যেই ব্যক্তি তাহার সাধারণ স্বভাবকে পরিবর্তন করিতে চাহিবে সে উহা নষ্ট করিয়া দিবে। আর যে তাহাকে যথাবস্থায় থাকিতে দিবে সে তাহার হইতে উপকৃত হইতে পারিবে। ইহা দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, মহিলাদের স্বভাবে কতক বক্রতা তাহার জন্য দোষণীয় নহে, যেমন পাঁজরের হাড় বাঁকা হওয়া দোষণীয় নয়। সুতরাং পুরুষের জন্য বাঞ্ছনীয় নহে যে, সে স্ত্রীর মধ্যে পুরুষের স্বভাবচরিত্র অন্বেষণ করা। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই দুই শ্রেণীকে দুইটি বৈশিষ্ট্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ফলে এক শ্রেণীতে যাহা পাওয়া যাইবে অপরটিতে তাহা পাওয়া যাইবে না। -(তাকমিলা ১:১২২-১২৩)

(৩৫৩৪) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً

(৩৫৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ইমাম যুহরী (রহ.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র হইতে। তিনি তাঁহার চাচা হইতে এই সনদে হুবহু অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৫৩৫) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

(৩৫৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নিশ্চয় মহিলাকে পাঁজরের বাঁকা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। তাহাকে কখনও তোমার জন্য কোন নিয়মতান্ত্রিকতায় স্থির রাখিতে পারিবে না। কাজেই

তুমি যদি তাহাকে দিয়া উপকৃত হইতে চাও তবে তাহার বক্রতা স্বভাবসহই তাহাকে দিয়া উপকৃত হইতে হইবে। আর তুমি তাহাকে সোজা করিতে গেলে তুমি তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলার মানে হইল তাহাকে তালাক দিয়া দেওয়া।

(৩৫৩৬) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِبْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْلِيَسْكُتْ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِى الضِّلَعِ أَعْلَاهُ إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

(৩৫৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহার জন্য ভাল কথা বলা উচিত কিংবা নীরব থাকিবে। আর তোমরা মহিলাদের ব্যাপারে (সদাচারের) সদুপদেশ গ্রহণ কর। কেননা স্ত্রীলোককে পাঁজরের (বাঁকা) হাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর নিশ্চয় পাঁজরের সর্বাধিক বক্র অংশ হইতেছে উপরের অংশ। তুমি তাহাকে সোজা করিতে চেষ্টা করিলে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর যদি তুমি তাহাকে (তাহার সৃষ্টিগত স্বভাব-প্রকৃতির উপর) রাখিয়া দাও তাহা হইলে সে সর্বদা বাঁকাই থাকিবে। সুতরাং তোমরা মহিলাদের ব্যাপারে সদাচারের উপদেশ গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (আর তোমরা মহিলাদের ব্যাপারে (সদাচারের) সদুপদেশ গ্রহণ কর)। এই বাক্যটির কয়েকটি অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(এক) اسْتَوْصُوا শব্দটি استفعال -এর সীগা হইতে, কিন্তু افعال এর অর্থে ব্যবহৃত। যেমন الاستجابة শব্দটি الاجابة -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই হিসাবে হাদীছের বাক্যটির অর্থ হইবে : تواصوا ايها الرجال فى حق النساء بالخير (হে পুরুষ লোকেরা! তোমরা মহিলাদের ব্যাপারে সদাচারের সদুপদেশ গ্রহণ কর)।

(দুই) الاستيصاء শব্দটি قبول الوصية (ওসীয়ত কবূল)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। অর্থাৎ اوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتى فيهن (আমি মহিলাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে কল্যাণের ওসীয়ত করিতেছি। সুতরাং তোমরা তাহাদের ব্যাপারে আমার ওসীয়ত তথা সদুপদেশ গ্রহণ কর)।

(هو اختيار البيضاوى و رجحة الحافظ فى الفتح (٦ : ٢٦٢) وهو المختار عند الاكثر)

(তিন) استوصوا শব্দের س বর্ণটি طلب مبالغة (অন্বেষণে অতিশয়োক্তি)-এর জন্য হইবে। অর্থাৎ اطلبوا الوصية من انفسكم فى حقهن بخير (তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে স্ত্রীদের ব্যাপারে সদাচারের অঙ্গীকারাবদ্ধ কর)। (هو قول الطيبى)

(চার) استوصوا শব্দটি استفعال এর আসল الطلب (অন্বেষণ)-এর অর্থে ব্যবহৃত হইবে। এই হিসাবে বাক্যটির অর্থ হইবে اطلبوا الوصية من المريض للنساء (তোমরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হইতে মহিলাদের জন্য ওসীয়ত তলব কর)। কেননা, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সেবাকারীর জন্য মুস্তাহাব হইতেছে যে, সে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ওসীয়ত করার জন্য অনুপ্রাণিত করিবে। বিশেষভাবে মহিলাদের উল্লেখ এই জন্য করা হইয়াছে যে, তাহারা দুর্বল

এবং ইহার অধিক মুখাপেক্ষী। (ذكر هذه المعاني الاربعة العلامة العيني في عمدة القارى ٣١٥:٢) -(তাকমিলা ১:১২৩)

فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ (কেননা স্ত্রীলোককে পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে)। ইহা দ্বারা সম্ভবতঃ সাদৃশ্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যেমন পূর্ববর্তী ৩৫৩৩ নং রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে সাদৃশ্য প্রতিপাদন বর্ণ ك সহ বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা সেই বিষয়টি বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে স্ত্রীলোককে হযরত আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কতক ফকীহ-এর অভিমতের পক্ষে দলীল যে, হাওয়া (আঃ)কে আদম (আঃ)-এর পাঁজর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, শারেহ নওয়াভী (রহ.) হয়তো ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর অভিমতের দিকে ইশারা করিয়াছেন। তিনি বলেন, ان الله تعالى لما خلق ادم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আঃ)কে সৃষ্টি করিয়াছেন তখন হাওয়া (আঃ)কে সৃষ্টি করেন আদম (আঃ)-এর ছোট পাঁজর হইতে। ফলে পানি এবং মাটি হইতে দুগ্ধপোষ্য বালকের পেশাব সৃষ্টি হয় আর গোশত ও রক্ত হইতে দুগ্ধপোষ্য বালিকার পেশাব সৃষ্টি হয়)। (اخرجه ابن ماجة في باب بول الصبي الذى لم يطعم)

কিন্তু ইহা কেবল ফকীহগণের অভিমত নহে; বরং ইহা অনেক আছারে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক ইবন ইসহাক (রহ.) 'আল মুবতাদা' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন : ان حواء خلقت من ظلع ادم الاقصر الأيسر وهو نائم (নিশ্চয় হাওয়া (আঃ)কে আদম (আঃ)-এর বাম পার্শ্বের ছোট পাঁজর হইতে সৃষ্টি করা হইয়াছে। আর তখন তিনি নিদ্রিত অবস্থায় ছিলেন। আর এই আছারের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রহিয়াছে الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ (যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছে– সূরা নিসা- ১)-(তাকমিলা ১:১২৩-১২৪)

وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ (আর নিশ্চয় পাঁজরের সর্বাধিক বক্র অংশ হইতেছে উপরের অংশ)। কেহ বলেন, ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেই বক্রতা রহিয়াছে উহা তাহার জিহ্বায়। -(ঐ)

(৩৫৩৭) وحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ أَوْ قَالَ غَيْرَهُ

(৩৫৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন মূসা আর-রাযী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিনা মহিলার প্রতি ঘৃণা পোষণ করিবে না। তাহার (মহিলার) কোন একটি স্বভাব-চরিত্র যদি অপছন্দনীয় হয় তবে অপর কোন একটি স্বভাব-চরিত্র তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে কিংবা তিনি ইহা ছাড়া অনুরূপ কিছু ইরশাদ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يَفْرَكْ (ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করিবে না)। لَا يَفْرَكْ শব্দের ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত باب سمع হইতে। আর কখনও ইহা باب نصر হইতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বিরল। ইহার مصدر (ক্রিয়ামূল) হইতেছে "فرك" ف বর্ণে যের, "فَرَك" ف বর্ণে যবর এবং "فروك" ف বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে البغض (ঘৃণিত হওয়া, ঘৃণ্য হওয়া, অপছন্দনীয় হওয়া)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আবূ উবায়দা (রহ.) বলেন, الفرق হইতেছে স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত ঘৃণ্য পোষণ

করা। আর এই শব্দটি স্ত্রী ও স্বামীর সহিত খাস। এই শব্দটি এতদুভয় ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার হইতে শ্রবণ করি নাই। আর الفارك এবং الفروق হইতেছে স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

(هذا ملخص ما في تاج العروس للزبيدى ٧:١٦٨)-

হাদীছ শরীফের অর্থ হইতেছে যে, পুরুষের জন্য সমীচীন নহে, সে তাহার স্ত্রীর সহিত নিরঙ্কুশভাবে ঘৃণা পোষণ করিবে। তবে তাহার জন্য বাঞ্ছনীয় হইতেছে যে, (যখনই কোন অপছন্দীয় বস্তু তাহার সম্মুখে আসিয়া যায় তখনই) সে স্ত্রীর মধ্যে যেই সকল ভালো গুণগুলি আছে উহা সামনে নিয়া আসা। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রহিয়াছে فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (অতঃপর তাহাদেরকে যদি অপছন্দ কর, তবে সম্ভবতঃ তোমরা এমন এক জিনিষকে অপছন্দ করিতেছ, যাহাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন– সূরা নিসা ১৯) -(তাকমিলা ১:১২৫)

(৩৫৩৮) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৫৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৫৩৯) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

(৩৫৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন মা'রূফ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, হাওয়া (আঃ) যদি না হইতেন তাহা হইলে কোন যুগেও কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করিত না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْلَا حَوَّاءُ (হাওয়া (আঃ) না হইতেন)। حَوَّاءُ শব্দটি مد (দীর্ঘ স্বরধ্বনি)সহ পঠিত। حواء (হাওয়া) নামে নামাকরণের কারণ হইতেছে যে, তিনি সকল حى (জীবন্ত)-এর মাতা। কিংবা যেহেতু তাঁহাকে আদম (আঃ)-এর বাম পার্শ্বের পাঁজর হইতে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, তিনি حى (জীবিত) ছিলেন, তাঁহাকে জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে। আর কেহ বলেন, জান্নাতের মধ্যে। (قاله العينى ٧:٢٣١) -(তাকমিলা ১:১২৬)

لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا (কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করিত না)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা হযরত আদম (আঃ)কে (জান্নাতের) গাছ হইতে (ফল) আহারের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করণে হযরত হাওয়া (আঃ) যেই সুন্দর উপস্থাপনা করিয়া তাহাকে আহার করাইয়াছিলেন এর দিকে ইশারা করা হইয়াছে। কাজেই খেয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গের অর্থ হইতেছে যে, হযরত হাওয়া (আঃ) ইবলিসের সজ্জিত কথা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি পরে তাহার স্বামী হযরত আদম (আঃ)কে সুন্দরভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে উহার প্রতি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি যেহেতু আদম (আঃ)-এর কন্যাদের মা ছিলেন সেহেতু তাহার এই স্বভাব জন্মগতভাবে সকল কন্যাদের

মধ্যে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় নিয়াছে। সুতরাং এমন কোন স্ত্রী পাইবে না যে কথায় কিংবা কাজে স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করা হইতে নিরাপদ রহিয়াছে। উল্লেখ্য যে, এই স্থানে خيانة (বিশ্বাস ভঙ্গ) দ্বারা ارتكاب الفواحش (অশ্লীল কাজে সমাবৃত) হওয়া মর্ম নহে। আল্লাহ না করুন, ইহা কখনও নহে। তবে হযরত হাওয়া (আঃ)-এর প্রবৃত্তি যখন গাছের ফল আহার করিতে ঝুঁকিয়া পড়িল তখন ইহা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছেও মনোরম মনে হইয়াছিল। আর ইহাকেই হযরত আদম (আঃ)-এর সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করার মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। তবে তাহার পর যেই সকল মহিলা জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে খেয়ানত তাহার জন্মগত স্বভাবের ভিত্তিতে বিদ্যমান হইবে। আর এই হাদীছের কাছাকাছি হইতেছে : جحد ادم فجحدت ذريته (হযরত আদম (আঃ) হুকুমের বিরোধিতা করিয়াছেন তাই তাহার সন্তান-সন্তুতি হুকুমের বিরোধিতা করিতেছে)।

আলোচ্য হাদীছে পুরুষদেরকে সেই সকল বিষয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে যাহা তাহাদের স্ত্রীদের হইতে অপছন্দীয় সম্পাদিত হয়। কেননা, ইহাতো তাহাদের বড় মা (হাওয়া আঃ) হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল। আর ইহা তাহাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাহাদের হইতে অনিচ্ছায় কিংবা ঘটনাক্রমে কোন কিছু সম্পাদিত হইলে তিরস্কারে বাড়াবাড়ি না করা চাই। আর মহিলাদের জন্য সমীচীন নহে যে, তাহারা এই প্রকার স্বভাবকে শিথিলতা প্রদর্শন পূর্বক দীর্ঘায়িত করা; বরং তাহারা নিজ প্রবৃত্তিকে সাধনার মাধ্যমে সংযত রাখিতে সচেষ্ট থাকিবে। -(ফতহুল বারী ৬:২৬১, তাকমিলা ১:১২৬)

(৩৫৪০) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هٰذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثْ الطَّعَامُ وَلَمْ يَخْنَزْ اللَّحْمُ وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ

(৩৫৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... হাম্মাম বিন মুনাব্বিহ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইহা সেই হাদীছ যাহা আমাদের কাছে আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর তিনি উহার কয়েকখানা হাদীছ উল্লেখ করিলেন উহার একটি হইতেছে যে, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, বনূ ইসরাঈল না হইলে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইত না এবং গোশত পচনশীল হইত না এবং হযরত হাওয়া (আঃ) না হইলে কোন যুগেও কোন স্ত্রী নিজ স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ করিত না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثْ الطَّعَامُ (বনূ ইসরাঈল না হইলে খাদ্য নষ্ট হইত না)। অর্থাৎ বনূ ইসরাঈলই প্রথম জাতি যাহারা খাদ্যদ্রব্য ও গোশত গুদামজাত করণের রীতি প্রবর্তন করিয়াছিল। এমন কি যে, তাহাদের এই সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য ও গোশত পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বনূ ইসরাঈল যদি এই রীতি প্রর্বতন না করিত তাহা হইলে খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করা হইত না এবং উহা নষ্টও হইত না। (كذا فسره الابى والحافظ فى الفتح) এই অনুসারে আলোচ্য হাদীছ প্রমাণ করে না যে, বনূ ইসরাঈলের পূর্বেকার লোকেরা গুদামজাত করিলেও তাহাদের খাদ্য ও গোশত নষ্ট হইত না; বরং হাদীছের অর্থ হইতেছে যে, বনূ ইসরাঈলের পূর্বে গুদামজাত করার রীতি ছিল না। যাহা হস্তগত হইত তাহা হইতে নিজেরা আহার করিত এবং অন্যদের আহার করাইয়া দিত। ফলে তাহাদের কোন বস্তুই নষ্ট হইত না। অতঃপর বনূ ইসরাঈলের আগমন ঘটিলে তাহারা খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করণের রীতি প্রবর্তন করিল এবং খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়া আরম্ভ হইল।

কেহ বলেন, খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া যাওয়া বনূ ইসরাঈলের জন্য আযাব ছিল। তাহাদের পূর্ববর্তী লোকেরা খাদ্য ও গোশত কয়েক দিন সংরক্ষণ করিলেও উহা নষ্ট হইত না।

কোন্ ঘটনার প্রেক্ষিতে বনূ ইসরাঈলের খাদ্য পচিয়া দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এই ব্যাপারে বিভিন্ন মত আছে। আল্লামা আইনী (রহ.) কাতাদা (রহ.) হইতে নকল করেন, আল্লাহ তা'আলা বনূ ইসরাঈলের জন্য মান্ন ও ছালওয়া সুমিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করিলেন যাহা সুবেহ সাদিক হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বরফের মত পতিত হইত। তাহাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল তোমরা প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ কর এবং পরের দিনের জন্য সঞ্চয় করিও না। তবে শুক্রবার ব্যতিক্রম ছিল। তাহাদের জন্য জুমুআর দিনের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহের সহিত শনিবারের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংরক্ষণ করার অনুমতি ছিল। কিন্তু তাহারা এই আদেশ অমান্য করিয়া বেশী দিনের জন্য গুদামজাত করায় গুদামজাতকৃত খাদ্য নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের গুদামজাত করার করণেই খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়া আরম্ভ হয়। অতঃপর তাহাদের খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্যদের খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইতে থাকে।

আর কেহ বলেন, বনূ ইসরাঈলের জন্য যখন المائدة (খাদ্য) নাযিল করা হইয়াছিল তখন তাহাদেরকে গুদামজাত করিয়া সঞ্চয় করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। তাহারা নির্দেশ অমান্য করিয়া গুদামজাত করিয়াছিল। (উমদাতুল কারী ৬:৩১৪, তাকমিলা ১:১২৭)

لَمْ يَخْنَزْ (পচনশীল হইত না)। لَمْ يَخْنَزْ শব্দটি باب ضرب ও سمع হইতে আসে। অর্থাৎ لم ينتن (পচনশীল হইত না, দুর্গন্ধযুক্ত হইত না, নষ্ট হইত না) (كما فى مجمع البحار) -(তাকমিলা ১:১২৭)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ৩৫৩২, ৩৫৩৩ ও ৩৫৩৪ নং হাদীছ মিসরী নুসখায় এবং 'ফতহুল মুলহিম' গ্রন্থে অনুচ্ছেদের প্রথমে রহিয়াছে। কিন্তু হিন্দুস্থানী নুসখায় অনুচ্ছেদের শেষে রহিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ নুসখা লিখকগণের দ্বারা হইয়াছে। উক্ত স্থানে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। -(অনুবাদক)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

অধ্যায় ঃ তালাক-এর বিবরণ

কিতাবুত তালাক-এর সহিত কিতাবুন নিকাহ ও রিযা'-এর সম্পর্ক স্পষ্ট। এই স্থানে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে :

প্রথম বিষয় ঃ اَلطَّلَاقُ শব্দের আভিধানিক অর্থ :

الطلاق শব্দটি (فَعَال এর ওযনে) باب تفعيل এর مصدر (ক্রিয়ামূল) আর ইহা باب نصر এবং كرم হইতেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ رفع عقد النكاح معها (স্ত্রীর সহিত বিবাহ বন্ধন উঠাইয়া ফেলা)। আল্লামা রাগিব (রহ.) বলেন, মূলতঃ الطلاق হইতেছে التخلية من الوثاق (বন্ধন হইতে খালি করা, বাঁধনমুক্ত করা, চুক্তি মুক্ত করা) আল্লামা ইবন ফারিস (রহ.) বলেন, الطاء، اللام এবং القاف বর্ণ مطرد এর মূল অক্ষর প্রমাণ করে যে, الطلاق এর অর্থ التخلية والارسال (খালি করা এবং প্রেরণ করা, ছাড়িয়া দেওয়া, মুক্ত করা)।

দ্বিতীয় বিষয় ঃ اَلطَّلَاقُ শব্দের পারিভাষিক অর্থ :

শরীআতের পরিভাষায় اَلطَّلَاقُ অর্থ হইতেছে "رفع قيد النكاح حالا او مالا بلفظ مخصوص" (নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা বিবাহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বন্ধন তৎক্ষণাৎ কিংবা পরিণামে বিচ্ছিন্ন করার নাম তালাক)। (আল্লামা ইবন নজীম (রহ.) স্বীয় 'বাহরুর রায়িক' গ্রন্থের ৩:২৩৫ পৃষ্ঠায় অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন) -(তাকমিলা ১:১২৯)

তৃতীয় বিষয় ঃ দ্বীনদারী এবং অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের তালাক

প্রকাশ থাকে যে, মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সভ্যতায় জীবনধারণে বিবাহ ও তালাক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কারণেই আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, ইসলাম এতদুভয়ের আহকাম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছে যাহা স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ইসলামী শরী'আতে তালাকের অনুমোদনের হিকমতসমূহ বর্ণনার পূর্বে অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের তালাকের কিছু বিধান আলোচনা করিতেছি। কেননা, প্রত্যেক বস্তুকে উহার বিপরীত বস্তু উল্লেখ করার দ্বারা অনুধাবন করা যায়। والله الموفق والمعين

ইয়াহুদী ধর্মে তালাক ঃ

সায়্যিদুনা মূসা (আঃ)-এর শরীআতে তালাকের বিধান ছিল। কিন্তু ইহা কেবল স্বামীর জন্য মুবাহ ছিল এবং লিখিতভাবে তালাক দেওয়া ব্যতীত গৃহীত হইত না। অধিকন্তু তালাক দাতার জন্য দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইত না। (هذه الاحكام مفصلة فى سفر التثنية من الكتاب المقدس)

ইয়াহুদী ধর্মে স্বামী নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করিত। স্বামী যখন ও যেইভাবে ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিতে পারিত। এই কারণেই পরবর্তীতে ইয়াহুদীরা তালাকের উপর রাষ্ট্রীয় কঠোর আইন প্রণয়ণের কারণে ১১০০ খ্রীস্টাব্দে তালাক বিরল হইয়া যায়।

আর তালাকের ব্যাপারে মহিলাদের কোন ক্ষমতাই ছিল না। তবে ইয়াহুদীদের কতক প্রাচীন কিতাবসমূহে ঘর্ষিত অবস্থায় আছে যে, বিশেষ অবস্থায় স্ত্রী তাহার স্বামীর কাছে তালাকের আবেদন করিতে পারিবে, যেমন স্বামী পুরুষত্বহীন হইলে, কুষ্ঠরোগী হইলে, অসহ্য নির্যাতনকারী হইলে, কিংবা অনুরূপ কোন কারণ বিদ্যমান থাকিলে। (راجع دائرة المعارف البرطانية ٢: ٤٥٣ مادة طلاق)

খ্রীস্টান ধর্মে তালাক ঃ

ঈসায়ীদের মূল ধর্মে তালাকের অনুমতি নাই। স্বামী-স্ত্রী কেহই একে অপরকে তালাক দিতে পারিবে না। আর ইহা বর্তমান প্রচলিত ইন্‌জীল কিতাবসমূহে এই হুকুম বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইন্‌জীল কিতাবের মারকাস (১০:১১-১২) হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ যেই ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া অন্য কোন মহিলাকে বিবাহ করে সে তাহার সহিত ব্যভিচার করিতেছে। আর যদি কোন মহিলা নিজ স্বামীকে তালাক দিয়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করে তাহা হইলে সে ব্যভিচারিণী। আর ইনজীল কিতাবের লোক (১৬:১৮) ঈসা (আঃ) হইতে বর্ণিত আছে كل من يطلق امراته ويتزوج يزني وكل من يتزوج مطلقة من رجل يزني (যে কেহ তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়া অন্য মহিলা বিবাহ করিবে সে ব্যভিচারী আর যে কেহ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহ করিবে সেই ব্যক্তিও ব্যাভিচারী।

(هذه ماخوذة من الترجمة العربية لكتاب المقدس فى سنة ١٩٥٦ م من جامعة كيمبرج بانكلترا)

ইন্‌জীল কিতাবে এই সকল নস দ্বারা স্বামী স্ত্রীর প্রত্যেকেই একে অপরকে তালাক দেওয়া অকাট্যভাবে হারাম প্রমাণিত হয়। তবে ইন্‌জীল কিতাবে এক নস আছে من طلق امرأته الا يسبب الزنا (তবে মহিলাকে শুধু ব্যভিচারিণী হওয়ায় তালাক দেওয়ার অনুমতি রহিয়াছে) প্রাচীন ঈসায়ীগণ এই বাক্যের তাবীল করেন যে, এই ব্যতিক্রম সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যখন মহিলাটি বিবাহের পূর্বে ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। স্বামী এই ব্যাপারে অবগত ছিল না, আকদের পর অবগত হইয়াছে যে, সে ব্যভিচারিণী ছিল। তখন তাহার জন্য বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া জায়িয হইবে। সুতরাং তাহাদের মতে ব্যভিচার করা তালাক কিংবা বিবাহ বাতিল হওয়ার কারণ নহে; বরং সে ব্যভিচারিণী থাকার কারণে প্রথম দিন হইতেই তাহার বিবাহ বাতিল হইয়া গিয়াছে।

সারকথা ঈসায়ী ধর্মে পুরাপুরিভাবে তালাক দেওয়া নিষেধ। তাই কখনও যদি ঘটনাক্রমে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলন না হয় এবং ইহার সংশোধনও সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাহারা সারা জীবন অশান্তিতে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। -(বিস্তারিত তাকমিলা ১:১৩১-১৩২) দ্রষ্টব্য)

হিন্দু সম্প্রদায়ে তালাক ঃ

হিন্দু সম্প্রদায়ে তালাক সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এমনকি কোন মহিলা যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহাদের সম্প্রদায় হইতে বহিস্কার করিয়া দেওয়া অত্যাবশ্যক মনে করে। কিন্তু তালাকের কোন ব্যবস্থা ছিল না। অতঃপর তাহারা যখন এই বিধানে সংকীর্ণতা অনুভব করিল তখন তাহাদের কোন কোন সম্প্রদায় ইহার অনুমতি দিল যে, প্রয়োজনে স্বামী তাহাদের ধর্মগুরুর কাছে তালাকের আবেদন করিতে পারিবে। ফলে বর্তমানেও দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তালাকের বিধান রহিয়াছে। আর উত্তর ভারতে এখন কতক

নীচু সম্প্রদায় ব্যতীত তালাকের বিধান নাই। আর তাহাদের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে বর্তমানেও ধারাবাহিকভাবে তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার হুকুম বহাল রহিয়াছে।

(كذا في دائرة المعارف البريطانية مادة "DIVORCE" طبع ١٩٥٠م ص ٤٥٣ ج ٧)

চতুর্থ বিষয় ঃ ইসলামী শরীআতে তালাক :

ইসলামী শরীআত তালাকের বিষয়টি প্রথম দিন হইতেই ন্যায়সঙ্গত পন্থায় স্থির করিয়া দিয়াছে। কাজেই তালাককে সম্পূর্ণরূপে হারাম করা হয় নাই আবার নিরঙ্কুশভাবে ইহার দরজা উম্মুক্ত রাখাও হয় নাই। এমন কিছু আহকাম নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে যাহার কারণে তালাকের প্রতি মুসলমানগণ বেশী আগ্রহী হইবে না আবার স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন সংকীর্ণও হইবে না; বরং দাম্পত্য জীবন দীর্ঘস্থায়ী ও আনন্দময় হইবে। আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সামঞ্জস্য না হইলে এবং সংশোধনে অপারগ হইলেই কেবল তালাকের বিধান রাখা হইয়াছে আবার বিধবা বিবাহ জায়িয রাখা হইয়াছে।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই সকল উপযোগিতার কারণেই ইসলামী শরীয়তে দ্রুত তালাক প্রদানের দরজা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ রহিয়াছে।

(১) স্বামীর জন্য বিবাহের পূর্বে বাগদত্তাকে এক নজর দেখে নেওয়া সমীচীন। যাহাতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আকদটি সম্পাদিত হয় এবং কনের কেবল আকৃতি অপছন্দের জন্য বিবাহ বিচ্ছিন্ন না হয়।

(২) স্বামীকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, সে যেন তাহার স্ত্রীর ভুলত্রুটির উপর কেবল দৃষ্টি না করে; বরং তাহার জন্য স্ত্রীর ভালো গুণগুলির প্রতি দৃষ্টি করা ওয়াজিব এবং ভালো গুণগুলির নিমিত্তে কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (অতঃপর তাহাদেরকে যদি অপছন্দ কর, তবে সম্ভবতঃ তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করিতেছ, যাহাতে আল্লাহ তা'আলা অনেক কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন– সূরা নিসা ১৯)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا آخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ (কোন মুমিন পুরুষ কোন মুমিনা মহিলার প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করিবে না। কেননা, তাহার কোন একটি স্বভাব-চরিত্র যদি অপছন্দনীয় হয় তবে অপর একটি স্বভাব-চরিত্র তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে কিংবা তিনি ইহা ছাড়া অন্যকিছু ইরশাদ করিয়াছেন– (সহীহ মুসলিম ৩৫৩৭ নং হাদীছ)

(৩) স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যখন তাহার স্ত্রীর মধ্যে এমন কোন অসৌজন্যমূলক বস্তু প্রত্যক্ষ করে যাহা বরদাশত করার মত নহে তখন যেন সে প্রথম বারের মতই তালাক দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করে; বরং যথাসম্ভব তাহাকে সংশোধনের চেষ্টা করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا (আর যেই নারীগণ এমন হয় যে, তোমরা তাহাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তবে তাহাদেরকে মৌখিক উপদেশ দাও এবং তাহাদেরকে তাহাদের শয্যাস্থানে একা পরিত্যাগ কর এবং (লঘু) প্রহার কর। অতঃপর তাহারা যদি তোমাদের কথা মানিতে থাকে তবে তাহাদের বিপক্ষে কোন হেতু অন্বেষণ করিও না– সূরা নিসা ৩৪)

(৪) অতঃপর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চরম মতবিরোধ হয় এবং সংশোধনের উপযুক্ত তিন পদ্ধতি (তথা স্ত্রী অবাধ্য হইলে তাহাকে সুবুঝ দাও, বুঝে না আসিলে তাহার সহিত সাময়িকভাবে সহবাস ত্যাগ কর। ইহাতেও যদি ঔদ্ধত্য বর্জন না করে তবে লঘু প্রহার কর) অবলম্বনের দ্বারা কোন কাজ না হয়। তখন ইসলামী শরীআত

এতদুভয়ের আত্মীয়-স্বজনকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন সালিসী পঞ্চায়েত নির্ধারণের মাধ্যমে ইনসাফপূর্ণভাবে উভয়ের মধ্যে মিল সাধন করিয়া দেয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا (আর যদি তাহাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশংকা কর, তবে তোমরা স্বামীর বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে আর স্ত্রীর বংশ হইতে এক ব্যক্তিকে সালিস নিযুক্ত করিবে। এতদুভয় যদি সংশোধনে বাঞ্ছিত হয় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা সেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি ভাব গড়িয়া দিবেন– সূরা নিসা ৩৫)

(৫) অতঃপর এই দুইজন সালিসের চেষ্টা যদি ফলপ্রসূ না হয় এবং তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য তীব্রতর হইতেই থাকে। তখনই কেবল ইসলামী শরীআত স্বামীকে এই কথা বলিয়া তালাকের অনুমতি দেয় যে, ان ابغض المباح الى الله الطلاق (নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত মুবাহ বস্তু হইল তালাক– আবূ দাউদ)।

(৬) অতঃপর ইসলামী শরীআত কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিতে বারণ করা হইয়াছে। আর এই হুকুমের উপযোগিতাসমূহের মধ্যে হইতে একটি হইতেছে যে, তালাক যেন কোন সাময়িক বিতৃষ্ণার কারণে না দেওয়া হয়। (كما صرح الشيخ ولى الله الدهلوى رح فى حجة الله البالغة ٢:١٣٩)

(৭) অতঃপর ইসলামী শরীআত তালাকদাতার জন্য মুস্তাহাব গণ্য করিয়াছে যে, সে যেন তাহার স্ত্রীকে শুধু এক তালাক দেয়। অতঃপর তাহাকে ইদ্দত পালনের জন্য ছাড়িয়া দিবে। ইহাকে ফকীহগণের পরিভাষায় الطلاق الاحسن (সর্বোৎকৃষ্ঠ তালাক) বলে। আর ইহা এইজন্য যে, যাহাতে এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থা পরিবর্তন হইতে পারে এবং সংশোধনের দিকে ধাবিত হইতে পারে। যদি হয় তাহা হইলে ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে রজু করার এখতিয়ার স্বামী পাইবে। আর ইদ্দত পূর্ণ করার পর বিবাহ নবায়ন করা সম্ভব হবে।

(৮) স্বামী যদি এই কামনা করে যে, স্ত্রী যাহাতে তালাকের পর তাহার কাছে আর কখনও ফিরিয়া না আসিতে পারে এবং চূড়ান্তভাবে তালাক হইয়া যায় তখনও ইসলামী শরীআত তাহাকে এক বাক্যে তিন তালাক দিতে বারণ করিয়াছে; বরং তাহার জন্য সুন্নত মুতাবিক তালাক দেওয়া অনুমোদন করিয়াছে। অর্থাৎ সে প্রতিটি طهر (পবিত্রতায়) একটি করিয়া তালাক দিবে। অবশেষে তিন তালাক পূর্ণ হইবে। আর ইহা এই জন্য যে, যাহাতে তাহার ক্ষমতা আকস্মাৎ হাতছাড়া না হইয়া যায়; বরং দুই মাস চিন্তা ফিকিরের সময় পায় এবং এই সময়ের মধ্যে তালাকের পরিণতি সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে। আর যদি তিন তালাক পূর্ণ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী সংশোধন হইয়া ফিরিয়া আসিতে চায় তবে তাহাকে পুনরায় ফিরাইয়া নিতে পারিবে।

(৯) অতঃপর ইসলামী শরীআত তালাকের হক কেবল স্বামীর উপর সীমাবদ্ধ করিয়াছে। স্বভাবগত পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিবেচনায় মহিলাদের হাতে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয় নাই। কেননা, মহিলারা জন্মগতভাবে সকল কাজে আবেগপ্রবণ ও ত্বরাপ্রিয়। কাজেই তাহার হাতে তালাকের এখতিয়ার দেওয়া হইলে ভারসাম্য রক্ষা হইত না; বরং মূল্যহীন ও নগণ্য কারণে তালাকের ঘটনা ঘটিত।

(১০) তবে মহিলার দিক হইতেও সম্পূর্ণভাবে তালাকের দরজা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদের জন্যও বিশেষ পরিস্থিতিতে বিচ্ছেদ মুবাহ রাখা হইয়াছে। যেমন তাহাদের জন্য تفويض الطلاق (তালাকের দায়িত্ব প্রদান)-এর শর্তে تعقد النكاح (বিবাহ বন্ধ) ব্যবস্থা আছে। আর যদি বিবাহের সময় শর্ত নাও করে তবে তাহার জন্য নিজ স্বামীর সন্তুষ্টিতে خلع ('খোলা' তালাক) নিতে পার। ইহা না হইলেও কাযীর মাধ্যমে বিবাহ বাতিলের আবেদন করিতে পারে যদি তাহার স্বামী পুরুষত্বহীন, পাগল, একগুঁয়ে কিংবা নিরুদ্দেশ হয়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত তালাকের এই আহকাম এবং ইতোপূর্বে আলোচিত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের তালাকের আহকাম তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, সকল কল্যাণ ও ইনসাফ এই উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দ্বীনেই রহিয়াছে। ইহাতে কোন সীমালঙ্ঘণ (افراط) নাই। আর না আছে শৈথিল্য (تفريط)। অসীম প্রজ্ঞাময় আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা। -(তাকমিলা ১:১৩০-১৩৪ সংক্ষিপ্ত)

بَابُ تَحْرِيمِ طَلَاقِ الْحَائِضِ بِغَيْرِ رِضَاهَا وَأَنَّهُ لَوْ خَالَفَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُؤْمَرُ بِرَجْعَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ ঋতুমতীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত তালাক দেওয়া হারাম, যদি তালাক প্রদান করে তবে তালাক হইয়া যাইবে এবং তালাক প্রদানকারীকে রাজআতের হুকুম দিতে হইবে

(৩৫৪১) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

(৩৫৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে (এক) তালাক দেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে তাহাকে বলিলেন, তাহাকে (ইবন উমর রাযিঃ-কে) নির্দেশ দিন, সে যেন হায়িয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করিয়া নেয় এবং স্ত্রীকে বিবাহে রাখিয়া দেয়। অতঃপর এই হায়িয হইতে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়িয হইবে এবং তাহা হইতে পবিত্র হইবে সেই পর্যন্ত তাহাকে স্থিতাবস্থায় রাখিয়া দেয়। ইহার পরবর্তী সময় তাহার ইচ্ছা হইলে তাহাকে স্ত্রীরূপে রাখিয়া দিবে। আর ইচ্ছা হইলে সহবাসের পূর্বে তাহাকে তালাক দিয়া দিবে। এই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশই আল্লাহ তা'আলা (সূরা তালাক-এর ১ম) আয়াতে দিয়াছেন যদি মহিলাদের তালাক দিতে হয়।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (তিনি নিজ স্ত্রীকে (এক) তালাক দেন)। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) 'তাহযীবুল আসমা' গ্রন্থে তাহার নাম আমিনা বিন্ত গিফার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আর কেহ 'আমিনা বিনত 'আম্মার' বলিয়াছেন। আর 'মুসনাদ আহমদ' গ্রন্থে শায়খায়নের শর্তের সনদে রহিয়াছে ان عبد الله طلق امرأته النوار (আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নিজ স্ত্রী 'আন-নাওয়ার'কে (এক) তালাক প্রদান করেন। এতদুভয় রিওয়ায়তে সমন্বয় এইভাবে সম্ভব যে, তাহার নাম ছিল 'আমিনা' আর উপনাম ছিল 'নাওয়ার'। (هذا ملخص ما في فتح الباري ٩: ٣٠٢ وتلخيص الحبير ٣: ٢٠٦) -(তাকমিলা)

فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (তখন উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে) জিজ্ঞাসা করেন)। আল্লামা ইবনুল আরাবী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার বিভিন্ন তাৎপর্যের সম্ভাবনা রহিয়াছে। (এক) সম্ভবতঃ সাহাবায়ে কিরাম এই ধরনের আকস্মিক ঘটনা পূর্বে প্রত্যক্ষ করেন নাই। তাই তিনি ইহার ফতোয়া জানিতে

চাহিয়াছিলেন। (দুই) আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি তালাক দেওয়ার পরে কি হুকুম সেই ব্যাপারে অবগত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১:১৩৫)

مُـرْهُ فَلْيُرَاجِعْـهَا (তাহাকে নির্দেশ দিন, সে যেন হায়িয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করে এবং স্ত্রীকে বিবাহে রাখিয়া দেয়)। হাদীছের এই বাক্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যেই ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় (এক) তালাক দিবে তাহার জন্য রাজ'আত (স্ত্রীকে বিবাহে ফিরাইয়া নেওয়া) ওয়াজিব। ইহা ইমাম মালিক ও দাউদ যাহ্রী (রহ.)-এর অভিমত। আর ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দুই অভিমতের এক অভিমত। আর ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রধান মত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, রাজ'আত ওয়াজিব নহে; অবশ্য ইহা তাহার জন্য মুস্তাহাব। ইহা হাম্বলী মাযহাবের প্রধান মত। তবে কুদূরী গ্রন্থকার হানাফী মাযহাবের অভিমত নকল করিয়া বলেন, তাহাদের মতেও রাজ'আত মুস্তাহাব। ইহার মূল হইল ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর কথা وينبغي له ان يراجعها (আর তাহার জন্য সমীচীন যে, সে স্ত্রীকে ফিরাইয়া বিবাহে নিবে)। আর এই বাক্য ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয় না, কিন্তু হানাফী শায়খগণ ওয়াজিবকে সহীহ বলিয়াছেন (كما في البحر الرائق ٣: ٢٤٢ ودر المختار ٣: ٢٢٣) আর শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, হানাফীগণের অভিমত 'রাজ'আত মুস্তাহাব' হওয়ার কথার ভিত্তি কুদূরী গ্রন্থকার যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই। আর সহীহ হইল উহার বিপরীত।

ওয়াজিব হওয়ার প্রবক্তাগণের দলীল হইতেছে আলোচ্য হাদীছের صيغة الامر (নির্দেশমূলক শব্দরূপ)। তাহা ছাড়া হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়া গুনাহের কাজ। ফলে যথাসম্ভব উহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা ওয়াজিব।

মুস্তাহাব হওয়ার প্রবক্তাগণের দলীল হইতেছে যে, প্রথমে নিকাহ করাই ওয়াজিব নহে। ফলে উহা স্থায়ী রাখা অনুরূপই। তাহাদের মতে আলোচ্য হাদীছের صيغة الامر টি استحباب (মুস্তাহাব)-এর উপর প্রয়োগ হইবে। -(তাকমিলা ১:১৩৫-১৩৬)

حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ الخ (এমনকি এই হায়িয হইতে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর হায়িয হইবে এবং তাহা হইতে পবিত্র হইবে সেই পর্যন্ত ...)। ইহা দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দলীল পেশ করিয়া বলেন, সহবাসকৃতা স্ত্রীকে যেই হায়িযে তালাক দিয়াছে সেই হায়িযের পরবর্তী তুহুরে তাহাকে তালাক দেওয়া জায়িয নাই; বরং তাহাকে দ্বিতীয় তুহুর পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। (অর্থাৎ কোন স্বামী যখন তাহার সহবাসকৃতা স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়া রাজ'আত করিল তখন তাহার জন্য এখতিয়ার আছে তাহাকে স্ত্রী হিসাবে রাখিয়া দিবে কিংবা তালাকও দিয়া দিতে পারিবে। তবে তালাক দিতে হইলে সেই হায়িযের পরবর্তী তুহুরে নহে; বরং ইহার পরবর্তী হায়িযের পরের তুহুরে তালাক দিতে পারিবে)।

ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, ইহা ওয়াজিব নহে। তবে মুস্তাহাব। কাজেই তাহার জন্য পরবর্তী তুহুরেই তালাক দেওয়া জায়িয আছে। মালিকী মতাবলম্বীগণের অভিমত অনুরূপই। ইমাম তহাভী (রহ.) ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন এবং ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হইতেও এক অভিমত রহিয়াছে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রকাশ্য রিওয়ায়ত উহাই যাহা প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

(هذا ملخص ما في فتح الباري ٩: ٢٠٣ والمغني لابن قدامة ٧: ١٠١ والبحر الرائق ٣: ٢٤٢)

ইমাম আহমদ (রহ.)-এর দলীল হইতেছে যাহা ইউনুস বিন জুবায়র, সাঈদ বিন জুবায়র, ইবন সীরীন, যায়দ বিন আসলাম ও আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে বর্ণিত, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে)

ইরশাদ করিলেন, সে যেন তাহাকে রাজ'আত করিয়া নেয়। অতঃপর যখন সে (হায়িয হইতে) পবিত্র হইবে তখন ইচ্ছা করিলে তাহাকে তালাক দিবে ...। -সহীহ মুসলিম ৩৫৫৪)। তাহারা আলোচ্য হাদীছের অতিরিক্ত অংশ বর্ণনা করেন নাই। আর এই হাদীছ সহীহ এবং মুত্তাফিক আলাইহ। তাহা ছাড়া এই তুহুরে সে স্ত্রী সহবাস করে নাই ফলে ইহা দ্বিতীয় তুহুরের সাদৃশ্য হইয়া গেল। আর আলোচ্য হাদীছ মুস্তাহাব-এর উপর প্রয়োগ হইবে। (كذا في المغني لابن قدامة)

হানাফীগণের দলীল হইতেছে যে, আলোচ্য হাদীছের অতিরিক্ত অংশ শায়খায়ন ইমাম মালিক ও লায়ছ বিন সা'দ (রহ.) হইতে, তাহারা নাফি' ও ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে, তাহারা সালিম (রহ.) হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যেকেই দক্ষ হাফিযে হাদীছ ছিলেন। আর ছিকাহ রাবীর অতিরিক্ত বর্ণনা গৃহীত। বিশেষ করে হাফিযে হাদীছ হইলে তো কোন কথাই নাই।

তালাকের জন্য দ্বিতীয় তুহুর পর্যন্ত বিলম্ব করার হিকমত বর্ণনায় বিভিন্ন অভিমত আছে :

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়া মহিলাকে তাহার উদ্দতের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরবর্তী পূর্ণ এক তুহুর এবং পূর্ণ এক হায়িয অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে তালাক প্রাপ্তা মহিলা নিজ ইদ্দতটি গর্ভসঞ্চার কিংবা হায়িয দ্বারা গণনা আরম্ভ করিতে পারে।

আর কেহ বলেন, ইহার হিকমত হইতেছে যে, রাজ'আত যেন তালাকের উদ্দেশ্য লাভে না হয়। এক তালাক দেওয়ার পর যখন সে রাজ'আত করিবে। অতঃপর একটি সময় অতিক্রম করিলে তাহার কাছে রাজ'আতে ফায়দা প্রকাশিত হইবে এবং এই দীর্ঘ সময় তাহার সহিত সহবাসের দ্বারা তাহার প্রবৃত্তিতে তালাক দেওয়ার যেই কারণ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়া যাইবে। ফলে তাহাকে তালাক না দিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া নিবে।

আর কেহ বলেন, তাহাকে যেই হায়িযে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেই হায়িযের সংলগ্ন পরবর্তী তুহুরটি যেন এক قروء (হায়িয)। কাজেই সে যদি এই তুহুরে তালাক দেয় তাহা হইলে ইহা হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়াই হইল। আর হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং তাহার জন্য দ্বিতীয় তুহুর পর্যন্ত বিলম্ব করা অত্যাবশ্যক। -(ফতহুল বারী)

قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ (সহবাসের পূর্বে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যেই তুহুরে তালাক দিবে সেই তুহুরে সহবাস করা হারাম। জমহুরের অভিমত ইহাই। আর ইহা এই জন্য যে, যাহাতে সে গর্ভবতী না হইয়া যায়, যদি গর্ভবতী হইয়া যায় তাহা হইলে তাহাকে অনুশোচনা করিতে হইবে। -(তাকমিলা ১:১৩৮)

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ (এই ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখার আদেশই আল্লাহ তা'আলা আয়াতে দিয়াছেন যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে হয়)। ইহা আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদের মর্ম বর্ণনা যে, يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (হে নবী! (আপনি লোকদেরকে বলিয়া দিন) যখন তোমরা (নিজেদের) স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ রাখিয়া- সূরা তালাক ১)। আল্লাহ তা'আলা সূরা তালাকের প্রথম আয়াত হইতে কতিপয় বিধান বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম বিধান হইল فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (তখন তাহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া) عدت এর শাব্দিক অর্থ গণনা করা। শরীআতের পরিভাষায় সেই সময়কালকে উদ্দত বলা হয়, যাহাতে স্ত্রী এক স্বামীর বিবাহ হইতে বাহির হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাধীন থাকে। কোন স্বামীর বিবাহ হইতে বাহির হওয়ার উপায় দুইটি। (এক) স্বামীর ইনতিকাল হইয়া গেলে। এই ইদ্দতকে 'ইদ্দতে ওফাত' বলা হয়। গর্ভবতী নয়- এমন মহিলাদের জন্যে এই ইদ্দত চারমাস

দশদিন। (দুই) বিবাহ হইতে বাহির হওয়ার দ্বিতীয় উপায় তালাক। গর্ভবতী নয়– এমন মহিলাদের জন্য তালাকের ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও অন্যান্য কয়েকজন ইমামের মতে পূর্ণ তিন হায়িয। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে তালাকের ইদ্দত তিন তুহুর (পবিত্রকাল)। আর যেই সকল নারীর বয়সের স্বল্পতা হেতু এখনও হায়িয হয় না কিংবা বেশী বয়স হওয়ার কারণে হায়িয আসা বন্ধ হইয়া গিয়াছে কিংবা গর্ভবতী। তাহাদের উদ্দতের বিধান পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে : وَالّٰٓـئِىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـئِىْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (আর তোমাদের (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীদের মধ্যে যাহাদের হায়িয হওয়ার আশা নাই। তাহাদের ব্যাপারে সন্দেহ হইলে তাহাদের ইদ্দত হইবে তিন মাস। আর যাহারা এখনও হায়িযের বয়সে পৌঁছে নাই তাহাদের অনুরূপ ইদ্দতকাল হইবে। আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হইল সন্তান প্রসব হইয়া যাওয়া– সূরা তালাক ৪) (মাআরিফুল কুরআন সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর)

শারেহ নওয়াভী ও হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থের (৯:৩০৬ পৃষ্ঠা) সূরা তালাকের প্রথম আয়াতের فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (তখন তাহাদের তালাক দাও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া)-এর দ্বারা শাফেয়ী মাযহাবের পক্ষ দলীল পেশ করেন যে, (المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) ইদ্দতের ক্ষেত্রে قروء শব্দটি اطهر (তুহুরসমূহ) মর্ম। কেননা لعدتهن এর ل বর্ণ اطهر এর জন্য ব্যবহৃত। কাজেই আলোচ্য হাদীছ ইদ্দত দ্বারা তুহুর মর্ম হইবে। ইহার জবাবে হানাফী মতাবলম্বী শায়খ সাহারানপুরী (রহ.) 'বযলুল মজহুদ' গ্রন্থে (২:৫৯ পৃষ্ঠায়) বলেন, এই স্থানে ل বর্ণটি 'فى' এর অর্থে ব্যবহার করাকে আমরা স্বীকার করি না; বরং عاقبة (পরবর্তী)-এর অর্থে ব্যবহৃত। কাজেই আয়াতের মর্ম হইবে ان تطلق النساء بما يسهل عليهن الاعتداد (স্ত্রীদের এমন ভাবে তালাক দাও যাহাতে তাহাদের জন্য ইদ্দত গণনা সহজ হয়)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ فتلك العدة التى امر الله عزوجل দ্বারা حيض (ঋতুস্রাব)-এর দিকে ইশারা করা হইয়াছে। অর্থাৎ হায়িয হইল ইদ্দত। কাজেই স্ত্রীদেরকে হায়িয অবস্থায় তালাক দেওয়া সমীচীন নহে। বরং তালাক দিতে হইলে এমন অবস্থায় দিতে হইবে যাহাতে সে সহজভাবে ইদ্দত গণনা করিতে পারে। আর ইহা হইল তুহুর অবস্থায় তালাক দেওয়া। অতঃপর সে পরবর্তী তুহুর হইতে ইদ্দত গণনা করিবে। ফলে কমও হইবে না আবার বেশীও হইবে না।

(বলাবাহুল্য, তালাক দেওয়ার উত্তম সময় সহবাসহীন তুহুরের অবস্থায়। আর ইহাতে সকল ইমাম একমত। কাজেই আপনি যদি তুহুরকে ইদ্দত গণনা করেন তবে যেই তুহুরে তালাক দেওয়া হইয়াছে উহা গণনা করিবেন কি না? যদি গণনা করা হয় তাহা হইলে পূর্ণ দুই তুহুর এবং এক তুহুরের আংশিক হইবে যাহাতে তালাক দেওয়া হইয়াছে। পূর্ণ তিন তুহুর হইবে না। আর যদি গণনা না করা হয় তাহা হইলে পূর্ণ তিন তুহুর এবং এক তুহুরের আংশিক হইবে যাহাতে তালাক দেওয়া হইয়াছে। ফলে তিন তুহুরের অধিক হইবে। আর হানাফীগণের অভিমতে ইদ্দত কম-বেশী হইবে না; বরং যেই তুহুরে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেই তুহুরের পরের হায়িয হইতে তিন হায়িয গণনা করিবে। -অনুবাদক)

এই কারণেই আমরা আয়াতের ل বর্ণটিকে سببية এর জন্য গণ্য করি। আর যদি আমরা ل বর্ণকে وقت এর মর্মে গ্রহণ করাকে স্বীকার করিয়াও নেই তবে এই ব্যাপারে আল্লামা সারাখসী ও তহাবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইদ্দত হইতেছে দুই ইদ্দত। (এক) পুরুষের ইদ্দত, তাহা হইল عدة التطليق অর্থাৎ স্বামী যেই সহবাসহীন

তুহুরে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে সেই তুহুরটি হইতে স্বামী ইদ্দত গণনা করা ওয়াজিব। (দুই) স্ত্রীদের ইদ্দত, তাহা হইল الحيض অর্থাৎ স্ত্রীরা হায়িয হইতে ইদ্দত গণনা করিবে। এই কারণে পবিত্র কুরআনে স্ত্রীদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে قروء শব্দটির দ্বারা ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আর পুরুষদের ক্ষেত্রে تطليقهم الذى هو فعلهم (তালাক প্রদান করা পুরুষদের কর্ম) উল্লেখ করা হইয়াছে। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ لعدتهن শব্দ দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, দুই প্রসঙ্গে দুইটি ইদ্দত। তবে عدة الرجال (পুরুষের ইদ্দত) সম্পর্কে সাধারণতঃ ফিকহের কিতাবসমূহে আলোচনা করা হয় নাই বলিয়া প্রসিদ্ধ ইদ্দত তথা স্ত্রীদের ইদ্দতের দিকে মন চলিয়া যায়। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) স্বীকার করিয়াছেন যে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব শক্তিশালী। আর তিনি বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)ও পরিশেষে এই দিকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(তাকমিলা ১:১৩৮-১৩৯)- (كذا فى فيض البارى ٣٠٩:٤ وراجع حاشيته للتفصيل)

(৩৫৪২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِي رِوَايَتِهِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَعَصَيْتَ اللَّهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ قَالَ مُسْلِمٌ جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

(৩৫৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁহার এক স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় এক তালাক প্রদান করেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে এই মর্মে নির্দেশ দেন যেন সে স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নেয়। অতঃপর পবিত্রতা অর্জনের পরে পুনরায় অপর একটি হায়িয হওয়া পর্যন্ত তাহাকে নিজের কাছে রাখিয়া দেয়। অতঃপর তাহাকে অবকাশ দিবে যেই পর্যন্ত না সে এই হায়িয হইতে পবিত্রতা লাভ করে। তখন যদি তাহাকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তার এই (দ্বিতীয়) তুহুরের সময় তাহার সহিত সহবাস করার পূর্বে তাহাকে তালাক দিবে। ইহাই হইল সেই ইদ্দত যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা (সূরা তালাকের প্রথম আয়াতে) হুকুম করিয়াছেন।

রাবী ইবন রুমহ (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)কে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাদের কোন একজনকে বলেন, জানিয়া রাখ! তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে এক তালাক কিংবা দুই তালাক দিতে। সেই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এইরূপ (রাজ'আতের) হুকুম দিয়াছেন। আর যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দিতে তাহা হইলে সেই স্ত্রী তোমার জন্য হারাম হইয়া যাইবে, যেই পর্যন্ত না সে তোমাকে ছাড়া অন্য কাহাকেও বিবাহ করে। আর তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেই নির্দেশ দিয়াছেন উহাতে তুমি তাঁহার প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শন করিলে। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, রাবী লায়ছ (রহ.) নিজ বর্ণনায় 'এক তালাক' কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া দেওয়ায় ভালো কাজ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (এক তালাক)। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ইবন উমর (রাযিঃ) তাহার স্ত্রীকে (হায়িয অবস্থায়) এক তালাক দিয়াছিলেন। অচীরেই ইহা নিশ্চিতকরণে ইমাম মুসলিম (রহ.) কর্তৃক মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) (৩৫৫০ নং) রিওয়ায়তে আসিতেছে যে, তিনি বিশ বছর পর্যন্ত এই ধারণায় ছিলেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) তাঁহার স্ত্রীকে (হায়িয অবস্থায়) তিন তালাক দিয়াছিলেন। অতঃপর ইউনুস বিন জুবায়র (রহ.) তাঁহাকে ইহার বিপরীত জানাইয়াছেন। আল্লামা দারু কুতনী (রহ.) 'তিন তালাক'-এর রিওয়ায়ত নকল করিয়া বলেন, তাঁহারা সকলেই শিয়া মতাবলম্বী। আর সংরক্ষিত রিওয়ায়ত মতে ইবন উমর (রাযিঃ) তাহার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় এক তালাক প্রদান করেন। (كما في سنن الدار قطنى ٤:٢)- (তাকমিলা ১:১৩৯)

أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ইহার উহ্য বাক্যটি হইতেছে ان كنت طلقت امرأتك مرة او مرتين (তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে এক তালাক কিংবা দুই তালাক দিতে)। এই বাক্যে كنت শব্দটি উহ্য করিয়া ইহার পরিবর্তে ما এবং أن শব্দের همزه বর্ণে যবর দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর ن কে ما এর মধ্যে ادغام (প্রবিষ্ট) করা হইয়াছে। অতঃপর كنت এর স্থলে أنت কে আলামত হিসাবে লওয়া হইয়াছে। আর ইহার সাক্ষ্য পরবর্তী বাক্য فان كانت طلقتها ثلاثا الخ (আর তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দিতে ...)- (كذا قال الابى فى شرحه) -(তাকমিলা ১:১৩৯-১৪০)

جَوَّدَ اللَّيْثُ (রাবী লায়ছ (রহ.) উত্তম কাজ করিয়াছে)। অর্থাৎ তালাকের (এক) সংখ্যা সুদৃঢ়ভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন যাহা তাহাকে ছাড়া অন্যরা করেন নাই। তিনি مهمل (অনির্ধারিত) রাখেন নাই যেমন অন্যরা রাখিয়াছেন আর তিন সংখ্যা উল্লেখ করিয়া ভুলও করেন নাই যেমন অন্যরা ইহাতে ভুল করিয়াছেন। (قاله النووى)- (তাকমিলা ১:১৪০)

(৩৫৪৩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَدَعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرٰى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ قَالَ وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا

(৩৫৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আমি আমার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়াছিলাম। হযরত উমর (রাযিঃ) এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোচরীভূত করিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাকে নির্দেশ দাও সে যেন অবশ্যই তাহাকে (তাহার সম্মতিতে) রাজ'আত করে। অতঃপর পবিত্র হইয়া পুনরায় আর একটি হায়িয হওয়া পর্যন্ত তাহাকে স্থির অবস্থায় রাখিয়া দিবে। অতঃপর যখন পবিত্র হইবে তখন তাহার সহিত সহবাস করার আগে তাহাকে তালাক প্রদান করিবে অথবা তাহাকে স্ত্রী হিসাবে রাখিয়া দিবে। কেননা, ইহাই হইল সেই ইদ্দত যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা (সূরা তালাকের প্রথম আয়াতে) হুকুম দিয়াছেন। রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) বলেন, আমি নাফি' (রহ.)কে বলিলাম, সেই (হায়িয অবস্থায় প্রদত্ত) তালাকটি কি করা হইল? তিনি (জবাবে) বলিলেন, এক তালাক হিসাবে গণনা করা হইয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا صَنَعَتْ التَّطْلِيقَةُ؟ (সেই তালাকটি কি করা হইল)? অর্থাৎ সেই (হায়িয অবস্থায় প্রদত্ত) তালাকটি সংঘটিত হইল কি না? -(তাকমিলা ১:১৪০)

وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا (এক তালাক হিসাবে গণনায় ধার্য করা হইয়াছে)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও উহা সংঘটিত হইয়া যায়। (কেননা, তাহাকে রাজ'আতের হুকুম দেওয়া হইয়াছে আর রাজ'আত তো তালাক সংঘটনের পরেই হইয়া থাকে। অন্যথায় রাজ'আতে কোন মানে নাই)। ইহা পূর্বাপর জমহুরে উলামার অভিমত। আর ইহার উপর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চারি ইমাম একমত।

তবে আল্লামা ইবন হাযুম ও ইবন তায়মিয়া (রহ.) এক বিরল অভিমত পোষণ করিয়া বলেন, কেহ যদি ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তালাক সংঘটিত হইবে না। কেননা, ইহার অনুমতি নাই। ফলে ইহা আজনবিয়া (অপরিচিতা) মহিলাকে তালাক দেওয়ার সাদৃশ্য হইল। ইহা রাফিযীদের মাযহাবও। (كما صرح به الحلى الشيعى فى سرائع الاسلام ٢:٥٨) আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) ইহাকে খারিজীদের মাযহাব বলিয়াও নকল করিয়াছেন। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, বর্তমানে বিদআতী ও পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারী নাই। -(তাকমিলা ১:১৪০)

(৩৫৪৪) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عُبَيْدِ اللهِ لِنَافِعٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي رِوَايَتِهِ فَلْيَرْجِعْهَا وقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَلْيُرَاجِعْهَا

(৩৫৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও ইবনুল মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে রাবী উবায়দুল্লাহ (রহ.) তাহার শায়খ নাফি' (রহ.)কে জিজ্ঞাসার কথা উল্লেখ নাই। রাবী ইবনুল মুছান্না (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলিয়াছেন فَلْيَرْجِعْهَا (সে যেন অবশ্যই তাহাকে রাজ'আত করিয়া নেয়)। আর রাবী আবূ বকর বলিয়াছেন فَلْيُرَاجِعْهَا (তাহাকে যেন রাজ'আত (স্ত্রীর সম্মতিতে গ্রহণ) করিয়া নেয়)।

(৩৫৪৫) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ وَبَانَتْ مِنْكَ

(৩৫৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক প্রদান করেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) এই বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে এই মর্মে নির্দেশ দিলেন যাহাতে সে তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনে। অতঃপর তাহাকে অপর একটি হায়িয আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে। তারপর পবিত্রতা লাভ পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিবে। অতঃপর (তুহুর অবস্থায়) তাহার সহিত সহবাস করার পূর্বে (ইচ্ছা করিলে) তাহাকে তালাক দিবে। ইহাই হইতেছে সেই ইদ্দত যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীদের তালাক দেওয়ার জন্য প্রজ্ঞাময় আল্লাহ (সূরা তালাকের ১ম আয়াতে) নির্দেশ দিয়াছেন। রাবী নাফি' (রহ.) বলেন, পরবর্তী সময়ে ইবন উমর (রাযিঃ)কে যখনই কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দেওয়া সম্পর্কে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হইত তখন তিনি বলিতেন, দেখ, তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে (ঋতুমতী অবস্থায়) এক তালাক কিংবা দুই তালাক দিয়া থাক। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, সে তাহাকে রাজ'আত করিবে। অতঃপর অপর একটি হায়িয আসা পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিবে। অতঃপর পবিত্রতা অর্জন পর্যন্ত তাহাকে অবকাশ দিবে। তারপর (দ্বিতীয় তুহুরে ইচ্ছা করিলে) সহবাস করার পূর্বে তালাক দিবে। আর যদি তুমি তোমার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিয়া থাক তাহা হইলে তুমি তোমার রব্বের সেই নির্দেশের অবাধ্যতা করিলে যেই নির্দেশ তোমাকে তোমার স্ত্রীর তালাক দেওয়ার ব্যাপারে দিয়াছিলেন এবং সেই স্ত্রী তোমার হইতে (তালাকে) বায়ানা (বিচ্ছিন্ন) হইয়া গিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا উহ্য বাক্যটি ان كنت طلقتها হইবে। পূর্বে ৩৫৪২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে।

(৩৫৪৬) حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৫৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তিনি ... সালিম বিন আবদুল্লাহ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমি আমার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়াছিলাম। হযরত উমর (রাযিঃ) এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোচরীভূত করিলে তিনি খুব নারায হইলেন, অতঃপর ইরশাদ করিলেন, তাহাকে নির্দেশ দাও। সে যেন হায়িয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করিয়া নেয় এবং স্ত্রীকে বিবাহে রাখিয়া দেয়। এই (তালাক দানের) হায়িয হইতে পবিত্র হওয়ার পর আবার যখন স্ত্রীর (পূর্ণ) হায়িয হইবে এবং উহা হইতে পবিত্র হইবে, তখন যদি তালাক দিতেই চায়, তবে সহবাসের পূর্বে (এই দ্বিতীয়) পবিত্র অবস্থায় তালাক দিবে। এই ইদ্দতের আদেশই আল্লাহ তা'আলা (সূরা তালাকের প্রথম) আয়াতে দিয়াছেন। (রাবী সালিম (রহ.) বলেন)

আবদুল্লাহ (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর উহাকে এক তালাক হিসাবে গণনা করা হইল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ মুতাবিক আবদুল্লাহ (রাযিঃ) (হায়িয অবস্থায় তালাক প্রত্যাহার করিয়া) নিজ স্ত্রীকে বিবাহে রাখিয়া দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই নারায হইলেন)। আল্লামা ইবন হাজার (রহ.) বলেন, এই হাদীছ ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে যাহারা রিওয়ায়ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে রাবী সালিম (রহ.) ছাড়া আর কেহ এই অতিরিক্ত অংশ রিওয়ায়ত করেন নাই। ইহা দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে যে, হায়িয অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া পূর্ব হইতেই নিষিদ্ধ ছিল। অন্যথায় পূর্বে নিষিদ্ধ নহে এমন কাজ করার দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারায হইতেন না। আর হযরত উমর (রাযিঃ)ও উহার হুকুম জানার জন্য দ্রুত বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোচরীভূত করিলেন।

আল্লামা দাকীকুল ঈদ (রহ.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারায হওয়ার বিষয়টি হয়তো পূর্বে নিষিদ্ধ থাকিলে উহা করণে স্পষ্ট। অবস্থার চাহিদা ছিল, তাহার জন্য এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানিয়া নেওয়া কিংবা এই ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত পরামর্শ করা।

(كذا فتح البارى ٩: ٣٠٢)-

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আল্লামা দাকীকুল ঈদ (রহ.)-এর ব্যাখ্যার ভিত্তিতে আলোচ্য হাদীছ হইতে মাসয়ালা উদ্ভাবন হয় যে, কোন ব্যক্তির জন্য নতুন কোন কাজ সম্পাদন করার পূর্বে নিজ শায়খ কিংবা মুফতী সাহেবের সহিত পরামর্শ করা সমীচীন। -(তাকমিলা ১:১৪৪)

مُسْتَقْبَلَةً অর্থাৎ آتِيَةً (আগত)। -(তাকমিলা ১:১৪৪)

فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا (অতঃপর উহাকে এক তালাক হিসাবে গণনা করা হইল)। حسبت শব্দটি مجهول (কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া)-এর صيغة (শব্দরূপ)। আর প্রকাশ্য যে, যিনি এক তালাক গণনা করিয়াছেন তিনি হইলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং ইহা দ্বারা আল্লামা ইবন হাযুম (রহ.)-এর অভিমত (হায়িয অবস্থায় তালাক সংঘটিত হয় না)। খণ্ডন হইয়া গেল। যেমন ৩৫৪৩ নং হাদীছে গিয়াছে। -(তাকমিলা ১:১৪৪)

(৩৫৪৭) وحَدَّثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا

(৩৫৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.)-এর সনদে বর্ণনা করেন। তবে এই সনদে তিনি বলেন, হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন। অতঃপর আমি তাহাকে রাজ'আত করিয়া নিলাম এবং তাহাকে (হায়িয অবস্থায়) যেই তালাকটি প্রদান করিয়াছিলাম উহা তাহার জন্য আমি এক তালাক গণনা করিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ (আমি তাহার জন্য এক তালাক গণনা করিলাম)। প্রকাশ্য যে, حَسَبْتُ শব্দটি متكلم معروف এর সীগা। -(তাকমিলা ১:১৪৪)

(৩৫৪৮) وحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

(৩৫৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, যুহায়র বিন হারব ও ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলেন, তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাকে নির্দেশ দাও সে যেন তাহার স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নেয়। অতঃপর (সে ইহা করিলে) তাহাকে তুহুর অবস্থায় কিংবা গর্ভাবস্থায় তালাক দিতে পারে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا (তুহুর অবস্থায় কিংবা গর্ভাবস্থায় তালাক দিতে পারে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা সেই সকল ইমাম দলীল পেশ করেন যাহারা সহবাসকৃত তুহুরে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম হইতে ব্যতিক্রম করেন যেই তুহুরে স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হয়। গর্ভসঞ্চার প্রকাশিত তুহুরে স্ত্রী-সহবাস করিয়া থাকিলেও সেই তুহুরে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হারাম নহে। ইহার হিকমত এই যে, গর্ভ যখন তাহার সামনে প্রকাশিত হইল তখন পর্যবেক্ষণে আসিয়া যাওয়ায় তালাক প্রদানের কারণে তাহাকে অনুশোচনায় পতিত করিবে না। তখন বুঝা যাইবে যে, এই স্ত্রীর প্রতি তাহার কোন আগ্রহ নাই। (كذا فى فتح البارى ٩:٣٠٥)-

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা হানাফীগণের মাযহাব। যেমন হিদায়া গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع (আর গর্ভবতীকে সহবাসের পরও তালাক দেওয়া জায়িয আছে)। কেননা, ইদ্দত গণনায় সন্দেহে পতিত করিবে না। আর স্ত্রীরা গর্ভকালীন সময়ে সহবাসের প্রতি অধিক আগ্রহী হইয়া থাকে। ইহা ইবনুল হুমাম (রহ.) ফতহুল কাদীর ৩:৩২ পৃষ্ঠায় স্বীকার করিয়াছেন। শাফেয়ী মতাবলম্বী আবূ ইসহাক শীরাযী (রহ.)ও ইহাকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

(كما فى المجموع شرح المهذب ١٦:٨٣) (وابن قدامة الحنبلى فى المغنى ٧:١٠٥)

শারেহ নওয়াভী (রহ.) কতক মালিকিয়া হইতে নকল করেন যে, তাহাদের মতে গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। আর হাসান (রহ.) ইহাকে মাকরূহ বলেন। আলোচ্য হাদীছ তাহাদের বিপক্ষে দলীল। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৪৫)

(৩৫৪৯) وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرٰى ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعْدُ أَوْ يُمْسِكُ

(৩৫৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উসমান বিন হাকীম আওদী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নিজ স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তাহার স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নেয়। যেই পর্যন্ত না একটি তুহুরের পর অপর একটি হায়িয পূর্ণাঙ্গভাবে অতিবাহিত করার পরের (দ্বিতীয়) তুহুরে (সে ইচ্ছা করিলে পর) তাহাকে তালাক দিবে কিংবা স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখিয়া দিবে।

(৩৫৫০) وحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَحَدَّثَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا قَالَ قُلْتُ أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ قَالَ فَمَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

(৩৫৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) তিনি ... ইবন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, বিশ বছর পর্যন্ত আমার নিকট এক ব্যক্তি হাদীছ বর্ণনা করিতেছিলেন যে, ইবন উমর (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তিন তালাক প্রদান করেন আর আমি উক্ত রাবীকে অভিযুক্ত বলিয়া জানিতাম না। অতঃপর (তিনি রিওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক) আদিষ্ট হইয়া তিনি স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নেন। তখন আমি তাহাদেরকে মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করি নাই বটে, তবে আমি হাদীছখানা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত হইতে পারি নাই (যে, সহীহ কোন্‌টি)। অবশেষে আমি আবূ গাল্লাব ইউনুস বিন জুবায়র আল বাহিলী (রহ.)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত ব্যক্তি। অতঃপর তিনি আমার কাছে হাদীছ বর্ণনা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং ইবন উমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, তিনি তাহার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় এক তালাক দিয়াছিলেন। তখন তাহাকে রাজ'আত করিয়া নেওয়ার জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি (ইবন সীরীন রহ.) বলেন, আমি (আবূ গাল্লাব (রহ.)কে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলাম, সেই তালাক কি ধর্তব্য হইবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, থাম। যদি তিনি (ইবন উমর) অপারগ হইয়া থাকেন এবং বোকামী করিয়া থাকেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ (তিনি নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তিন তালাক প্রদান করেন)। প্রকাশ থাকে যে, এই 'তিন'-এর রিওয়ায়ত দারু কুতনী মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ইউসুফ আল-কূফী ও আহমদ বিন দারিম সূত্রে রিওয়ায়ত করেন তাহারা আহমদ বিন মূসা বিন ইসহাক হইতে, তিনি আহমদ বিন সুরায়হ আল-আসাদী হইতে, তিনি তুরায়ফ বিন নাসিহ হইতে, তিনি মুআবিয়া হইতে, তিনি আম্মার আদ-দাহনী হইতে, তিনি আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, "আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যিনি নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তিন তালাক দিয়াছিলেন, তখন তিনি বলিলেন, তুমি কি ইবন উমরকে চিন। আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি (ইবন উমর) বলিলেন, আমি আমার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হায়িয অবস্থায় তিন তালাক দিয়াছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া সুন্নত মুতাবিক তালাক দেওয়ার হুকুম দিলেন।" দারু কুতনী (রহ.) এই রিওয়ায়ত সংকলন করার পর বলেন, هؤلاء كلهم من الشيعة (এই রিওয়ায়তের বর্ণনাকারীদের সকলই শিয়া মতাবলম্বী)। তবে সংরক্ষিত হইতেছে ইবন উমর (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় এক তালাক দিয়াছিলেন।

(তাকমিলা ১:১৪৫)- (راجع سنن الدار قطني ٤-٧ حديث ١٣ من كتاب الطلاق)-

وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ (আমি হাদীছখানা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞাত হইতে পারি নাই)। অর্থাৎ আমি ইহার তাৎপর্য ভালোভাবে অনুধাবন করিতে পারি নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে কিভাবে তিন তালাকে মুগাল্লাযা দেওয়ার পর রাজ'আতের নির্দেশ দিয়াছিলেন। আর এই অর্থেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হাদীছখানা সহীহ হওয়া সম্পর্কে আমি অধিকতর জ্ঞাত হইতে পারি নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(ঐ)

أَبَا غَلَّابٍ (আবূ গাল্লাব রহ.)। অধিকাংশ শারেহ ইহাকে ل বর্ণে তাশদীদ দ্বারা পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। তবে কাযী ইয়ায (রহ.) ل বর্ণে তাশদীদবিহীন (গালাব) পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। -(ঐ)

ذَا ثَبَتٍ (নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত ব্যক্তি)। ثبت শব্দটি ث এবং ب বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থাৎ متثبتا (সুদৃঢ় বিশিষ্ট, অবিচল বিশিষ্ট, আস্থাভাজন ব্যক্তি) (كذا فى مجمع البحار)। আর الثبت শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الثبات فى الامر (কর্মে অবিচল)। -(তাকমিলা ১:১৪৬)

فَمَهْ (থাম) ইহা মূলতঃ فما ছিল। আর ইহা প্রশ্নবোধক ما অর্থাৎ فما يكون ان لم تحتسب (ইহা ধর্তব্য না করিয়া তুমি কি করিবে)? আর এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে ه বর্ণটি وقف এর জন্য ব্যবহৃত। আবার فمه এর ه বর্ণটি الهاء الاصلية (শব্দের মূল হা)ও হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা এমন একটি শব্দ যাহা 'ধমক' দেওয়ার জন্য বলা হয়। অর্থাৎ كف عن هذا الكلام فانه لابد من وقوع الطلاق بذلك (এই কথা হইতে থাম, কেননা ইহা দ্বারা অত্যাবশ্যকভাবে তালাক সংঘটিত হয়)। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কথা فمه এর অর্থ فاى شئ يكون اذا لم يعتد بها (এই তালাক যদি ধর্তব্য না হয় তাহা হইলে কোন ব্যক্তির তালাক ধর্তব্য হইবে? ইহা দ্বারা প্রশ্নকারীর কথা أيعتد بها (এই তালাক কি গণনায় ধরিবেন)কে অস্বীকার করিয়াছে। তিনি যেন বলিয়াছেন هل من ذلك بد؟ (ইহা হইতে কি নিষ্কৃতি আছে)?-(كذا فى فتح البارى ٩:٣٠٢)- (ঐ)

أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ (যদি তিনি অপারগ হইয়া থাকেন এবং বোকামী করিয়া থাকেন)। যখন কোন ব্যক্তি আহমকের ন্যায় কাজ করে তখন বলা হয় استحمق الرجل (লোকটি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়াছে) (كذا نقل الحافظ عن الخشاب)। অতঃপর এই বাক্যটি দুইটি অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা রাখে :

(প্রথম অর্থে) উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে : اولا يقع الطلاق لمجرد ان ابن عمر عجز عن إيقاع الطلاق على وجهه وفعل فعل الاحمق فى التطليق فى حالة الحيض (ইবন উমর (রাযিঃ) যদি যথার্থভাবে তালাক দিতে অপারগ হন এবং তিনি ঋতুমতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাকের ক্ষেত্রে আহমকের ন্যায় কাজ করেন তাহা হইলে কি তালাক পতিত হইবে না)? অধিকাংশ ব্যাখ্যাকার অনুরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(দ্বিতীয় অর্থে) উহ্য বাক্যটি এইরূপ হইবে : اولا يكون الطلاق واقعا ان عجز ابن عمر عن الرجعة وفعل فعل الاحمق بعدم امتثال ما امر به النبى صلى الله عليه وسلم؟ يعنى لا جرم يقع الطلاق (ইবন উমর (রাযিঃ) যদি স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নিতে অপারগ হন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম তামিল না করিয়া আহমকের ন্যায় কাজ করেন তাহা হইলে কি তালাক সংঘটিত হইবে না? অর্থাৎ অবশ্যই তালাক সংঘটিত হইবে)। কাযী ইয়ায (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন যেমন শারেহ নওয়াভী (রহ.) তাহার হইতে নকল করিয়াছেন। (نقله الحافظ فى الفتح ٩:٣٠٢)

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, আলোচ্য বাক্যটির উপর্যুক্ত দুইটি ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে কেহ এতদুভয় ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্য ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যেমন কিরমানী (রহ.) বলেন, এই সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, বাক্যে

إن শব্দটি نافية (নিষেধমূলক) ما -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ لم يعجز ابن عمرو لا استحمق لانه ليس بطفل ولا مجنون (ইবন উমর (রাযিঃ) অপারগও নহে এবং আহমকও নহেন। কেননা, তিনি তো শিশু নয় আর না পাগল)। তিনি আরও বলেন, রিওয়ায়তে أن শব্দটি প্রথম বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ অতি সুস্পষ্ট।

সারকথা এই বাক্যটি প্রমাণ করে যে, হায়িয অবস্থায় তালাক সংঘটিত হয়। এই কারণে ইবন তায়মিয়া (রহ.) বাক্যটির তাবীল করেন যে, فمه শব্দটি كف (নিবৃত্ত হওয়া) অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ كف عما تظن من كون الطلاق واقعا (তালাক সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া যে ধারণা করিতেছ উহা হইতে নিবৃত্ত হও)। আর ان عجزو استحمق বাক্যের তাবীল করেন যে, তাহার পরিবর্তনের কারণে শরীআতে কোন কিছু পরিবর্তিত হইবে না। যখন শরীআতে এই ব্যাপারে হুকুম রহিয়াছে যে, হায়িয অবস্থায় তালাক গৃহীত নহে তখন তাহার তালাককে এক তালাক গণ্য করিয়া এবং তাহার নির্বুদ্ধিতার কারণে এই হুকুম পরিবর্তন করা সম্ভব?

শাহ আনোয়ার কাশ্মীরী (রহ.) তাহার এই অভিমতকে নকল করিয়া জবাব দিয়াছেন যে, আল্লামা ইবন তায়মিয়া (রহ.) যদি আলোচ্য বাক্যটি অনুরূপ তাবীল করেন তাহা হইলে حسبت على بتطليقة (এক তালাক গণনা করা হইয়াছিল)-এর জবাব দিবেন কী? কেননা, ইহা তো صريح (দ্ব্যর্থহীন বাক্য)। -(ফয়যুল বারী ৪:৩১০)

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আগত (৩৫৫৫নং) হাদীছ দ্বারাও আল্লামা ইবন তায়মিয়া (রহ.)-এর তাবীল খণ্ডন হইয়া যায়। উহার শব্দ এইরূপ যে, مالى لا اعتد بها وان كنت عجزت وستحمقت (জবাবে ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি কেন উহাকে গণনা ধরিব না? যদি আমি অপারগ হই কিংবা বোকামী করি (তাহা হইলে কি আমার এই কাজ গণনায় আসিবে না)? -(তাকমিলা ১:১৪৬-১৪৭)

(৩৫৫১) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو الرَّبِيعِ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ

(৩৫৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' ও কুতায়বা (রহ.) তাঁহারা ... আইয়্যূব (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তিনি এই রিওয়ায়তে বলেন, তখন হযরত উমর (রাযিঃ) এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে (রাজ'আতের) নির্দেশ দিলেন।

(৩৫৫২) وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتّٰى يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

(৩৫৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবদুল ওয়ারিছ বিন আবদুস সামাদ (রহ.) তিনি ... আইয়্যূব (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করেন। আর তিনি এই হাদীছে বলেন, তখন হযরত উমর (রাযিঃ) এই সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে রাজ'আত করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর (সে ইচ্ছা করিলে) সহবাসবিহীন তুহুর অবস্থায় তালাক দিতে পারে। তিনি আরও ইরশাদ করিলেন, তাহার ইদ্দত প্রারম্ভের আগে তাহাকে তালাক দিবে (যাহাতে তাহার জন্য ইদ্দত গণনা সহজ হয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا (তাহার (স্ত্রীর) ইদ্দত প্রারম্ভের আগে)। এই বাক্যটি তায়ীদ করে যে, ان العدة عدتان (নিশ্চয় ইদ্দত হইল দুইটি ইদ্দত। যেমন ৩৫৪১নং হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ الخ -এর ব্যাখ্যা আলোচনা করা হইয়াছে। আর এই স্থানে القبل (প্রারম্ভ, সম্মুখভাগ) শব্দটি ق এবং ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। -(তাকমিলা ১:১৪৮)

(৩৫৫৩) وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ فَقَالَ فَمَهْ أَوَإِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

(৩৫৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াকূব বিন ইবরাহীম আদ দাওরাকী (রহ.) তিনি ... ইউনুস বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলাম, জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিল। তিনি (জবাবে) বলিলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে চিন? তিনিই তাহার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে নির্দেশ দিলেন যে, সে তাহার স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নিবে। অতঃপর তাহার ইদ্দত গণনা (সুবিধাজনক সময়)-এর অপেক্ষায় থাকিবে। তিনি (ইউনুস) বলেন, অতঃপর আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক প্রদান করে তখন কি ঐ তালাকটি গণনা ধর্তব্য হইবে? তিনি (ইবন উমর (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, থাম। যদি সে অপারগ হইয়া থাকে এবং নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়া থাকে!

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا (তাহার (স্ত্রীর) ইদ্দত গণনা (সুবিধাজনক সময়)-এর অপেক্ষায় থাকিবে)। সম্ভবতঃ এই স্থানে الاستقبال শব্দটি الانتظار (অপেক্ষা) কিংবা الاستيناف (নতুনভাবে আরম্ভ)-এর অর্থে ব্যবহৃত। আর আমি এই শব্দটিকেই ব্যাখ্যা দিতে দেখি নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৪৮)

(৩৫৫৪) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِهَا قَالَ مَا يَمْنَعُهُ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ

(৩৫৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিলাম। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির

হইয়া আলোচনা করিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সে যেন তাহাকে (তাহার সম্মতিক্রমে) রাজ'আত করিয়া নেয়। অতঃপর যখন সে পবিত্র হইবে তখন ইচ্ছা করিলে তাহাকে তালাক দিবে। তিনি (ইউনুস) বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিলাম, সেই তালাকটি কি গণনা করা হইবে? তিনি বলিলেন, কোন বিষয় তাহাকে বারণ করিবে, তুমি কি মনে কর? যদি সে অপারগ হয় ও বোকামী করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لِيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا (সে যেন তাহাকে রাজ'আত করিয়া নেয়। অতঃপর যখন সে পবিত্র হইবে তখন ইচ্ছা করিলে তাহাকে তালাক দিবে)। ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন, যেই হায়িযে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা হইয়াছে উহার সংলগ্ন পরের তুহুরে তাহাকে তালাক দেওয়া জায়িয। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ৩৫৪১নং হাদীছে করা হইয়াছে। সেই স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইহা কোন একজন রাবী কর্তৃক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আর হাদীছের হাফিযগণ এই হাদীছকে অতিরিক্ত অংশ حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر (অতঃপর এই হায়িয হইতে পবিত্র হওয়ার পর যখন স্ত্রীর হায়িয হইবে এবং তাহা হইতে পবিত্র হইবে সেই পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় তুহুরে) সহ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৪৮)

(৩৫৫৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا قَالَ فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ مَا لِيَ لَا أَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ

(৩৫৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আনাস বিন সীরীন (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে তাহার সেই স্ত্রী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যাহাকে তিনি তালাক প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়াছিলাম। অতঃপর এই বিষয়টি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর কাছে আলোচনা করা হইলে তিনি তাহা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোচরীভূত করিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাকে নির্দেশ দাও, সে যেন তাহার স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নেয়। অতঃপর যখন সে পবিত্রতা লাভ করিবে তখন তাহাকে সেই তুহুরে তালাক দিবে। তিনি (ইবন উমর রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে রাজ'আত করিয়া নিলাম। অতঃপর তাহার তুহুর অবস্থায় তাহাকে তালাক দিলাম। (ইবন সীরীন (রহ.) বলেন) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হায়িয অবস্থায় যেই তালাক দিয়াছিলেন সেই তালাকটি গণনা করিয়াছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমি কেন উহা ধর্তব্য করিব না? যদি আমি অপারগ হইয়া থাকি এবং আহমকী করিয়া থাকি।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৩৫৫০নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৫৫৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ

(৩৫৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে ঋতুমতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলাম। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া বিষয়টি জানাইলেন, তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাকে নির্দেশ দাও সে যেন তাহার স্ত্রীকে (তাহার সম্মতি নিয়া) রাজ'আত করে। অতঃপর যখন সে (হায়িয হইতে) পবিত্র হইবে তখন যেন সে (ইচ্ছা করিলে) তাহাকে তুহুর অবস্থায় তালাক দেয়। (রাবী ইবন সীরীন (রহ.) বলেন) আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলাম, আপনি কি হায়িয অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি হিসাব ধরিয়াছিলেন। তিনি (জবাবে) বলিলেন, ইহা ধর্তব্য না করিয়া তুমি কি করিবে?

(৩৫৫৭) وحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا وَفِي حَدِيثِهِمَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَحْتَسِبُ بِهَا قَالَ فَمَهْ

(৩৫৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবদুর রহমান বিন বিশর (রহ.) তাহারা উভয়ে ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করেন। তবে এতদুভয়ের বর্ণিত রিওয়ায়তে (فليراجعهاএর স্থলে) ليرجعها (সে যেন তাহাকে রাজ'আত করিয়া নেয়) রহিয়াছে। আর তাহাদের উভয়ের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিলাম, হায়িয অবস্থায় প্রদত্ত তালাকটি কি ধর্তব্য হইবে? তিনি (ইবন উমর রাযিঃ) বলিলেন, ইহা ধর্তব্য না করিয়া তুমি কি করিবে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمَا لِيَرْجِعْهَا (তবে এতদুভয়ের বর্ণিত হাদীছে রহিয়াছে, সে যেন তাহাকে রাজ'আত করিয়া নেয়)। প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য হাদীছখানা তিনটি শব্দে বর্ণিত হইয়াছে (১) ليرتجعها (২) ليرجعها এবং (৩) ليراجعها এই সকল শব্দের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় শব্দদ্বয় শুধুমাত্র রাজঈ তালাক হইতে রাজ'আত (স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর পুনরায় গ্রহণ)-এর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। আর المراجعة শব্দটি বায়েন তালাক (অর্থাৎ এমন তালাক যাহা প্রদান করিলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে এবং স্ত্রীর প্রতি রাজ'আত করার অধিকার থাকে না। তবে উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ নবায়নের সুযোগ থাকে)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর উহা باب مفاعلة এর সীগা যাহা উভয় দিকে সংশ্লিষ্ট থাকে। কাজেই এই ক্ষেত্রে রাজ'আতের জন্য স্ত্রীর সম্মতিও জরুরী। (كذا نقله الابى ٣: ١٠٢) কতক নির্ভরযোগ্য আলিম হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবন উমর (রাযিঃ)-এর তালাকটি অবশ্যই রাজঈ তালাক ছিল। ফলে হাদীছের فليراجعها (সে যেন তাহাকে তাহার সম্মতিতে রাজ'আত করে) শব্দটি বিপরীত মর্মের উপর প্রমাণ বহন করিতেছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৪৯)

(৩৫৫৮) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذٰلِكَ لِأَبِيهِ

(৩৫৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... ইবন তাউস (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (তাউস রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করেন যে, তাহাকে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে শুনিয়াছেন যিনি নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক প্রদান করিয়াছেন। তখন ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি কি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)কে চিন? তিনি (তাউস) বলিলেন, জী হ্যাঁ। ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, তিনিই তো তাহার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাইয়া তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলেন। তিনি তাহাকে তাহার স্ত্রী (-এর সম্মতিতে) ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ইবন তাউস (রহ.) বলেন, আমি তাঁহাকে হাদীছখানা এই পরিমাণের অধিক বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ لَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِأَبِيهِ (আমি তাঁহাকে হাদীছখানা এই পরিমাণের অধিক বর্ণনা করিতে শ্রবণ করি নাই)। এই বাক্যটির প্রবক্তা হইলেন ইবন তাউস (রহ.)। আর لم اسمعه এর সর্বনামটি তাহার পিতা তাউস (রহ.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। বাক্য মর্ম এই হইবে : انى سمعت من ابى هذا القدر من الحديث فقط ـ ولم اسمه يزيد على ذلك شيئا (আমি আমার পিতা হইতে হাদীছখানার এই পরিমাণই শুধু শ্রবণ করিয়াছি। ইহার অতিরিক্ত আর কোন কিছু তাঁহার হইতে শ্রবণ করি নাই। -(তাকমিলা ১:১৪৯)

(৩৫৫৯) وحَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عَزَّةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ كَيْفَ تَرَى فِى رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُرَاجِعْهَا فَرَدَّهَا وَقَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَقَرَأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

(৩৫৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) জানান। তিনি আবার আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান বিন আয়মান (রহ.)কে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। আবুয যুবায়র (রহ.) সরাসরি ইহা শুনিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি তাহার নিজ স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিল তাহার সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি বলিলেন, ইবন উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তাহার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আরয করিলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) তাহার স্ত্রীকে হায়িয অবস্থায় তালাক দিয়াছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, সে যেন তাহার স্ত্রীকে রাজ'আত (প্রত্যাহার) করিয়া নেয়। তখন তিনি তাহার স্ত্রীকে ফিরাইয়া নিলেন। তিনি আরও ইরশাদ করিলেন, যখন সে (হায়িয হইতে) পাক হইবে তখন সে (ইচ্ছা করিলে) যেন তাহাকে তালাক দেয় কিংবা স্ত্রী হিসাবে রাখিয়া দেয়। ইবন উমর (রাযিঃ) বলেন, আর সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করিলেন: يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِى قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (হে নবী! (আপনি লোকদের বলিয়া দেন) যখন তোমরা (নিজেদের) স্ত্রীদের তালাক দিতে চাও, তখন তাহাদিগকে তালাক দিবে ইদ্দতের প্রারম্ভের পূর্বে)

মুসলিম শরীফ- ১৪-৮/১

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (তখন তোমরা তাহাদিগকে তাহাদের ইদ্দত (প্রারম্ভ)-এর অগ্রভাগে)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কিরাআত। ইহা শাজ তথা বিরল কিরাআত। সর্বসম্মত মতে ইহা কুরআন মজীদের আয়াত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত নহে। (কুরআন মজীদের মশহুর কিরাআত হইতেছে لِعِدَّتِهِنَّ (ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া– সূরা তালাক ১)

আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, আর ইবন মাসউদ (রাযিঃ)-এর কিরাআতে আছে لقبل طهرهن (তাহাদের তুহুরের অগ্রভাগে)। আল্লামা কুশায়রী (রহ.) প্রমুখ বলেন, ইহা তাফসীর মূলক কিরাআত। তাকমিলা গ্রন্থকার আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, সাহাবায়ে কিরাম কুরআন মজীদের তাফসীরের উদ্দেশ্যে আয়াতে কিছু কিছু শব্দ অতিরিক্ত সংযোজন করিতেন। কুরআন মজীদ যেহেতু গ্রন্থে এবং (হাফিযগণের) বক্ষে সংরক্ষিত ছিল সেহেতু ইহা দ্বারা কুরআন মজীদে বিকৃতির আশংকা ছিল না। এই ধরণের অতিরিক্ত অংশ কিরাআতু তাফসীর নামে অভিহিত। সহীহ হইতেছে যে, ইহা কুরআন মজীদের নহে এবং ইহা পবিত্র কুরআনের কিরাআতও নহে। অবশ্য ইহা সাহাবা (রাযিঃ) কর্তৃক পবিত্র কুরআনের তাফসীর। আর ইহার উপর কিরাআত শব্দ প্রয়োগ করা জায়িয আছে। (راجع لتحقيقة النشر فى القراءات العشر، لابن الجزرى (١-٣١و٣٢) وشرح الموطاء للزرقانى (١-٢٥٥) والاتقان (١-٧٩)-(তাকমিলা ১:১৫০)

(৩৫৬০) وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ

(৩৫৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারুন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, উপর্যুক্ত ঘটনার অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৫৬১) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ قَالَ مُسْلِم أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ عُرْوَةَ إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ

(৩৫৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবুয যুবায়র (রহ.) জানান যে, তিনি ... উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম আবদুর রহমান বিন আয়মান (রহ.)কে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। আর আবুয যুবায়র (রহ.) তখন সরাসরি শ্রবণ করিয়াছেন অতঃপর রাবী হাজ্জাজ (রহ.)-এর অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে কিছু অতিরিক্ত আছে। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, উরওয়ার আযাদকৃত গোলাম বলিয়া রাবী (আবদুর রাজ্জাক) ভুল করিয়াছেন, বস্তুতভাবে তিনি (আবদুর রহমান বিন আয়মান) আয্যা (রহ.)-এর আযাদকৃত গোলাম। (যেমন ৩৫৫৯নং হাদীছে হাজ্জাজ বিন মুহাম্মদ (রহ.) রিওয়ায়ত করিয়াছেন)।

بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ

অনুচ্ছেদ ঃ তিন তালাক-এর বিবরণ

(৩৫৬২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ

(৩৫৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর যুগে এবং হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত তিন তালাককে এক তালাক হিসাবে গণ্য করা হইত। অতঃপর হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) বলিলেন, লোকেরা একটি বিষয়ে দ্রুততার সহিত কর্ম সম্পাদন করিতেছে, অথচ তাহাদেরকে এই বিষয়ে (রাজ'আতের মাধ্যমে উপভোগের) অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল। এখন যদি আমরা তাহাদের জন্য কাজটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করিয়া দেই (তাহা হইলে কল্যাণকর হইবে)। ফলে তিনি তাহাদের উপর (এক মজলিসে স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিলে তিন তালাকে মুগাল্লাযা পতিত হওয়ার হুকুম) কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ (আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক রহ.)। এই হাদীছ নাসায়ী ও আবূ দাউদ শরীফে তালাক অধ্যায়ে এবং আহমদ গ্রন্থে (১:৩১৪)-এ ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছে। কিন্তু সহীহ বুখারী শরীফে নাই। -(তাকমিলা ১:১৫১)

طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً (তিন তালাককে এক তালাক)। طَلَاقُ الثَّلَاثِ বাক্যটি كان الطلاق হইতে بدل (ব্যাখ্যা বিশেষ্য) হইয়াছে। আর واحدة শব্দটি كان এর خبر (বিধেয়) হওয়ার কারণে منصوب (কর্মবাচ্য বিশিষ্ট, শেষ বর্ণে 'আ' ধ্বনিযুক্ত) হইবে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর মুবারক যুগে তিন তালাককে এক তালাক গণনা করা হইত। কেননা, ইহা দ্বারা তাহাদের এক তালাক দেওয়া উদ্দেশ্য হইত, তাকীদের নিয়্যতে কেবল এক মজলিসে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিতেন। -(তাকমিলা ১:১৫১)

كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ (তাহাদেরকে এই বিষয়ে অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল)। أَنَاةٌ শব্দটির همزه বর্ণে যবর দ্বারা পঠেন অর্থ المهلة (অবকাশ, সুযোগ)। অর্থাৎ তাহাদেরকে ইহার অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল এই প্রত্যাশায় যে, তাহারা উপভোগের সুযোগে (ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া) স্ত্রীকে ফিরাইয়া নিতে উদ্বুদ্ধ হইবে। আর 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থে হ্রাস্বকৃত পঠন أَنَاةٌ শব্দটিকে দীর্ঘস্বরযুক্ত أَنَاءَةٌ শব্দে বর্ণিত হইয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হইতেছে যে, হ্রাস্বস্বরযুক্ত أَنَاةٌ শব্দটির অর্থ المهلة (অবকাশ) আর দীর্ঘস্বরযুক্ত أَنَاءَةٌ শব্দের অর্থ التثبيت (প্রমাণিত হওয়া, দৃঢ় হওয়া, নিশ্চিত হওয়া) এবং ترك العجلة (দ্রুততা বর্জন করা)। কিন্তু দীর্ঘস্বরযুক্ত করিয়া পঠনে 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন রিওয়ায়তে পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র তিনিই হাদীছখানা أَنَاءَةٌ শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৫১)

فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (তিনি তাহাদের উপর কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করিলেন)। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে এক মজলিসে এক তালাকের তাকীদের লক্ষ্যে পুনঃপুনঃ তিন তালাক উচ্চারণ করে তাহা হইলে তিন তালাকে মুগাল্লাযা পতিত হওয়ার হুকুম হযরত উমর (রাযিঃ) সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেন। (বলা বাহুল্য) হযরত উমর (রাযিঃ) স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর তালাক প্রদানের ঘটনা হইতে অবগত হইয়াছিলেন যে, তালাক প্রদানের পদ্ধতি যথার্থ না হইলেও তালাক সংঘঠিত হইয়া যায়। সুতরাং তিন তালাক প্রদান করিলে উহা সর্বাবস্থায় তিন তালাক গণ্য হইবে, ইহা কোন নতুন বিষয় নহে। অন্যথায় সাহাবাগণ ইহাতে আপত্তি করিতেন।

প্রকাশ থাকে যে, এই স্থলে দুইটি মাসয়ালা আছে ঃ

(এক) একসাথে তিন তালাক দেওয়া কি জায়িয? ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এবং ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, ইহা বিদআত এবং হারাম। আর ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও অভিমত। আল্লামা আবূ বকর ও আবূ হাফস (রহ.) ইহাকে প্রাধান্য দিয়াছেন। আর ইহা হযরত উমর, আলী, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস ও ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইহা হারাম নহে। তবে এক তুহুরে তিন তালাক একসাথে প্রদান না করা মুস্তাহাব। (كما فى المهذب للشيرازى ٢-٧٩) আর ইহা আবূ ছাওর ও দাউদ যাহরীর মাযহাব। ইহা ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক অভিমত। ইহাকে আল্লামা আল-খারকী (রহ.) প্রাধান্য দিয়াছেন। আর ইহা হাসান বিন আলী, আবদুর রহমান বিন আওফ (রাযিঃ) ও ইমাম শা'বী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। (كما فى المغنى لابن قدامة ٧-١٠٢)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উয়ায়মির আজলানী (রাযিঃ)-এর ঘটনা দ্বারা দলীল দিয়া থাকেন। এই সম্পর্কেই সহীহ বুখারী শরীফে আছে : فلما فراغا (يعنى من للعان) قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلها ثلاثا (তাহারা যখন লে'আন সমাধা করিলেন, তখন উয়ায়মির (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি তাহাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি তাহা হইলে তো আমি তাহার উপর মিথ্যবাদী সাব্যস্ত হইব। এই কথা বলিয়াই তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন)।

আর 'আহমদ' গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে ظلمتها ان امسكتها هى الطلاق وهى الطلاق (আমি তাহাকে স্ত্রীত্বে বহাল রাখিলে তো আমি তাহার উপর অত্যাচারী সাব্যস্ত হইব। কাজেই সে তালাক, সে তালাক, সে তালাক)। (كما فى نيل الاوطار ٦-١٥١)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে সে এক মজলিসে একই সাথে তিন তালাক প্রদান করিলেও তিনি উহা অস্বীকার করেন নাই। কাজেই ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইহা হারাম নহে।

আর ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালিক ও তাহাদের অনুসারীগণ নাসায়ী (২:৮২)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা দলীল প্রদান করেন : عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلاق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال يا رسول الله! الا اقتله؟ (মাহমূদ বিন লবীদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জানানো হইল যিনি তাহার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া দাঁড়াইয়া গেলেন, অতঃপর ইরশাদ করিলেন, তোমরা কি আমার সম্মুখে কিতাবুল্লাহ (কুরআন মজীদ)-এর সহিত তামাশা করিতেছ? এমনকি এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাহাকে কতল করিয়া দিব না?)

আল-জাওহারুন নকী গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, ইহার সনদ সহীহ। ইবন কাছীর (রহ.) 'নয়লুল আওতার' গ্রন্থে বলেন, ইহার সনদ উত্তম। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থ (৯:৩১৫)-এ বলেন। ইহার রাবীগণ ছিকাহ। তবে মাহমূদ বিন লবীদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহার শ্রবণ (سماع) প্রমাণিত নহে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত তাহার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভের কারণে কতক ঐতিহাসিক তাঁহাকে সাহাবীগণের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইমাম আহমদ (রহ.) নিজ 'মুসনাদ' গ্রন্থে বেশ কয়েকটি হাদীছ সংকলন করিয়াছেন কিন্তু উহাতে শ্রবণ (سماع) -এর ব্যাপারে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই।

তাকমিলা গ্রন্থকার আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, যাহা হউক ইহা মুরসালে সাহাবী হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত। আর ইহা হানাফী ও শাফেয়ী মতাবলম্বীগণের সর্বসম্মত মতে দলীল হিসাবে গৃহীত। সুতরাং হাদীছখানা সহীহ হওয়া বিষয়ে কোন ত্রুটি নাই।

আল্লামা জাস্‌সাস (রহ.) হানাফীগণের পক্ষে উয়ায়মির আজলান (রাযিঃ)-এর ঘটনার জবাব দিয়াছেন যে, هذا الخبر لا يصح للشافعي الاحتجاج به (ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর জন্য এই হাদীছ দ্বারা দলীল দেওয়া সহীহ নহে। কেননা, তাহার মাযহাব মতে স্ত্রীর লে'আনের পূর্বে স্বামী লে'আনের মাধ্যমেই উভয়ের মধ্যে পৃথকতা সংঘটিত হইয়া যায় এবং তাহার হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার সহিত তালাক সংযুক্ত হয় না।

দ্বিতীয় মাসয়ালা : যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে এক মজলিস কিংবা এক বাক্যে তিন তালাক প্রদান করে। তখন কি তালাক পতিত হইবে? এই মাসয়ালায় তিনটি মাযহাব রহিয়াছে।

(এক) চারি ইমাম ও পূর্বাপর জমহূরে উলামার মাযহাব হইতেছে যে, ইহা দ্বারা তিন তালাক পতিত হইবে। ইহার মাধ্যমে মহিলা তালাকে মুগাল্লায হইয়া যাইবে। ফলে দ্বিতীয় স্বামীর নিকট বিবাহ দেওয়া ব্যতীত প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে না। ইহা হযরত ইবন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইবন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমর, ইবন মাসউদ ও আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। আর ইহা তাবেঈগণের অধিকাংশ আহলে ইলম এবং তাহাদের পরবর্তী ইমামগণের অভিমত। (كما في المغني لابن قدامة (٧-١٠٤) وهو مروى عن عمر وعثمان وعلي والحسن بن علي وعبادة بن الصامت رضى الله عنهم ايضا

(দুই) ইহা দ্বারা স্ত্রীর উপর কোন কিছুই পতিত হইবে না। ইহা শীআ জা'ফরিয়া-এর মাযহাব। (كما جزم به الحلي الشيعي في شرائع الاسلام (٢: ٥٧) وحكاه النووى عن الحجاج من ارطاة وابن مقاتل ومحمد بن اسحاق ايضا)

(তিন) কতক আহলে যাহির, ইবন তয়মিয়া ও ইবনুল কায়্যিম (রহ.)-এর মতে শুধু এক তালাকে রাজঈ পতিত হইবে।

আহলে যাহিরের দলীল (এক) আলোচ্য হাদীছ। ইহাতে স্পষ্টভাবে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক যুগে তিন তালাককে এক তালাক সাব্যস্ত করা হইত।

আর আহমদ (রহ.) প্রমুখ রুকানা বিন আবদুল আযীয বিন আবদ ইয়াযীদ (রাযিঃ)-এর ঘটনা রিওয়ায়ত করেন : عن عكرمة مولى ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد اخو المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد - محزن عليها حزنا شديدا قال فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثا قال فقال في مجلس واحد؟ قال نعم قال فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت قال فراجعها- (ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম ইকরামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, মুত্তালিবের ভাই রুকানা বিন আবদ ইয়াযীদ (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে

এক মজলিসে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইহাতে খুবই মর্মাহত হন। তিনি (রাবী) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিভাবে তাহাকে তালাক দিয়াছ? তিনি (রুকান (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, আমি তাহাকে তিন তালাক দিয়াছি। তিনি (রাবী) বলেন, তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক মজলিসে? তিনি (রুকানা (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, জী হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তো এক তালাক হইয়াছে কাজেই তুমি ইচ্ছা করিলে রাজ'আত করিতে পার। তিনি (রাবী) বলেন, অতঃপর তিনি স্ত্রীকে রাজ'আত করিয়া নেন)। (كذا نقله ابن تيميه فى فتواه ٣ : ٢٢)_ এই দুইটি হাদীছ ছাড়া তাহাদের পক্ষে আর কোন হাদীছ নাই।

জমহুরে উলামার দলীল ঃ

জমহুরে উলামার অভিমতের পক্ষে অসংখ্য হাদীছ রহিয়াছে যে, কোন ব্যক্তি এক মজলিসে তিন তালাক প্রদান করিলে তিন তালাক সংঘটিত হইবে। ইহার কয়েকটি এই :

১. ইমাম বুখারী (রহ.) নিজ সহীহ বুখারী গ্রন্থে من جوز الطلاق الثلاث অনুচ্ছেদে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন, ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبى صلى الله عليه وسلم اتحل للاول؟ قال لا حتى يزوق عسيلتها كما ذاق الاول (জনৈক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়। অতঃপর সে অপর স্বামীকে বিবাহ করে। অতঃপর সেও তাহাকে তালাক দিয়া দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে কি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রথম স্বামী তাহাকে যেমন উপভোগ করিয়াছে অনুরূপ দ্বিতীয় স্বামী সম্ভোগ করে)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থ (৯:৩২১)-এ বলেন, এই ঘটনাটি রিফআর স্ত্রীর ঘটনা ব্যতীত অন্য একটি ঘটনা। তিনি আরও বলেন, হাদীছের প্রকাশ্য বাক্য طلقها ثلاثا (তাহাকে তিন তালাক দেয়)-এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হইয়াছে। কেননা, এই বাক্যটি এক সাথে বলার অর্থই প্রকাশ করে।

২. ইমাম বুখারী (রহ.) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে উক্ত অনুচ্ছেদে লে'আন সম্পর্কিত উয়ায়মির আজলান (রাযিঃ)-এর ঘটনা সংকলন করিয়াছেন। লে'আনের পর উয়ায়মির (রাযিঃ) এইভাবে বলেন যে, كذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يامره رسول الله صلى الله عليه وسلم (উয়ায়মির (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি তাহাকে আমার স্ত্রীত্বে বহাল রাখি তাহা হইলে তো আমি তাহার উপর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। এই কথা বলিয়াই তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে নির্দেশ দেওয়ার আগেই)। আর কোন রিওয়ায়তে এই কথা উল্লেখ নাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার এই কথা অস্বীকার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একসাথে তিন তালাক দিলেও উহাতে তালাক সংঘটিত হয়।

তাকমিলা গ্রন্থকার আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) জমহুরে উলামার পক্ষে উপর্যুক্ত দুইখানা হাদীছ সংকলনের পর আরও ১২ খানা হাদীছ উপস্থাপন করিয়া বলেন, এই সকল হাদীছ ফুকাহায়ে সাহাবায়ে কিরাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, হযরত উমর, আলী, উছমান, ইবন মাসউদ, ইবন উমর, আবদুল্লাহ বিন আমর, উবাদা বিন সামিত, আবূ হুরায়রা, ইবন আব্বাস, ইবন যুবায়র, আসিম বিন উমর এবং আয়িশা (রাযিঃ) তাহাদের সকলের মতে কোন ব্যক্তি যদি এক মজলিসে একসাথে নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে তাহা হইলে পুরোপুরি তিন তালাক সংঘটিত হইবে। জমহুরে উলামার জন্য এই দলীলই যথেষ্ঠ।

আহলে যাহিরের উপস্থাপিত দলীলের জবাব ঃ

জমহুরে উলামা ইবন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত অনুচ্ছেদের হাদীছের জবাব বিভিন্নভাবে প্রদান করিয়াছেন : যাহার বিস্তারিত হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থের (৯:৩১৬-৩১৯ পৃ.) আলোচনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্বাধিক উত্তম জবাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(এক) ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছখানা একটি বিশেষ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে। আর উহা হইতেছে যে, লোকেরা তাকীদের জন্য তালাক শব্দটি বারবার উল্লেখ করিতেন, প্রতিষ্ঠা করণের নিয়্যতে নহে। তাহারা انت طالق (তুমি তালাক) انت طالق (তুমি তালাক) انت طالق (তুমি তালাক) বলিত। উল্লেখ্য ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানগণ খুব অল্পই তালাক বিধি প্রয়োগ করিতেন এবং একান্ত অপারগ হইলে এক তালাক প্রদানে অভ্যস্থ ছিলেন। তবে কখনও বা কেহ তিনবার উচ্চারণ করিতেন এবং ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য হইত এক তালাক প্রদান করা। পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিয়া তাহারা এক তালাক প্রদানের ইচ্ছাটিকেই সবল করিতেন। তিন তালাক প্রদান করা তাহাদের উদ্দেশ্য হইত না। পরবর্তী সময় হযরত উমর (রাযিঃ)-এর যুগে মানুষের এই নীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তালাকের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তিন তালাক প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হইতে থাকে। ফলে হযরত উমর (রাযিঃ) প্রকৃত মাসয়ালাটি জনগণের সামনে তুলিয়া ধরিলেন। কেননা, তিনি স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর তালাক প্রদানের ঘটনা হইতে মাসয়ালা জানিতেন যে, তালাক প্রদানের পদ্ধতি যথাযথ না হইলেও তালাক সংঘটিত হইয়া যায়। কাজেই তিন তালাক প্রদান করিলে তিন তালাকই গণ্য হইবে। এই কারণেই তিনি সঠিক মাসয়ালাটি প্রকাশ ঘটাইতে এবং কার্যকরভাবে বাস্তাবায়নের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এই জবাবের উপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর কথা إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ (লোকেরা একটি বিষয়ে দ্রুততার সহিত কর্ম সম্পাদন করিতেছে। অথচ তাহাদেরকে এই বিষয়ে অবকাশ দেওয়া হইয়াছিল) দ্বারা শক্তিশালী হয়। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, নিশ্চয় ইহা সর্বাধিক সহীহ জবাব।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর যুগে সকল সাহাবাগণ হযরত উমর (রাযিঃ)-এর এই ফায়সালা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কেহই আপত্তি করেন নাই। আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় চাই, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর ফায়সালাটি যদি নতুন কিছু হইত কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ফায়সালার পরিপন্থী হইত তাহা হইলে সকল সাহাবায়ে কিরাম দূরের কথা একজন সাহাবী (রাযিঃ)ও তাহা মানিয়া নিতেন না। এমনকি হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) নিজেও। আর তিনিই তো আলোচ্য অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীছের রাবী এবং রুকানা (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছের রাবী। অথচ ইবন আব্বাস (রাযিঃ) স্বয়ং নিজেও কোন ব্যক্তি এক সাথে তিন তালাক দিলে তিন তালাক সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া ফতোয়া দিতেন।

আল্লামা ইবন তায়মিয়া (রহ.) প্রমুখের দলীল ঃ রুকানা (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছের জবাব এই যে, রুকানা (রাযিঃ)-এর তালাক সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণিত রিওয়ায়তে اضطراب (গড়মিল) রহিয়াছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে অনুচ্ছেদের ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর সনদে বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, انه طلق امراته ثلاثا (তিনি নিজ স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেন) আর সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থে স্বয়ং রুকানা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছে আছে انه طلق امراته بلفظ البتة (তিনি নিজ স্ত্রীকে (البتة) অকাট্য তালাক প্রদান করিয়াছে)

ইমাম বুখারী (রহ.) اضطراب (গড়মিল)-এর কারণেই ইহাকে ব্যাধিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। আর আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) আত-তামহীদ গ্রন্থে ইহাকে যঈফ বলিয়াছেন।

(كما فى التلخيص للحافظ ٣ : ٢١٣ رقم ١٦٠٣ ـ و رواية ابن عباس عند احمد جعلها الجصاص و ابن الهمام منكرة لمخالفته لرواية الثقات الاثبات الذين رووه بلفظ البتة وجعلها الحافظ ابن حجر معلولة فى التلخيص الحبير)

তাকমিলা গ্রন্থকার (দা: বা:) বলেন, সারকথা হইতেছে যে, রুকানা (রাযিঃ) নিজ স্ত্রীকে এই বলিয়া তালাক দিয়াছিলেন– انت طالق البتة (তুমি অকাট্য তালাক) আর ইহা দ্বারা তিনি এক তালাকই নিয়্যত করিয়াছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে সত্যায়ন করিয়াছেন। ফলে তাহাকে পুনরায় নিকাহ করার অনুমতি দিলেন। আর হাদীছ শরীফে ফিরাইয়া আনার মর্ম ইহাই। তবে কতক রাবী البتة (অকাট্য তালাক) শব্দকে তিন তালাক ধারণা করিয়া الثلاث (তিন) শব্দ দ্বারা হাদীছ বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৫১-১৬০ সংক্ষিপ্ত)

(৩৫৬৩) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

(৩৫৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' (রহ.) তাহারা ... তাউস (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুস সাহবা (রহ.) ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর যুগের সেই তিন তালাক সম্পর্কে জানেন যাহাকে এক তালাক সাব্যস্ত করা হইত এবং হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে তাহা তিন তালাক প্রবর্তন করিয়া কার্যকর করেন? তখন ইবন আব্বাস (রাযিঃ) (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

(৩৫৬২নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)

(৩৫৬৪) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْرٍ وَاحِدَةً فَقَالَ قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِى عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ فِى الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ

(৩৫৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... তাউস (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবুস সাহবা (রহ.) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনি সেই বস্তুটি উপস্থাপন করুন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর যুগে কি তিন তালাককে এক তালাক গণ্য করা হইত? তিনি (জবাবে) বলিলেন, উহা অনুরূপই ছিল। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ)-এর যুগে লোকেরা যখন পর্যায়ক্রমে তালাক দিতে আরম্ভ করে তখন তিনি ইহাকে তাহাদের উপর (বিধান সম্মতভাবে তিন তালাক) কার্যকর করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ (আপনি সেই বস্তুটি উপস্থাপন করুন)। الهنات শব্দটি هن এর বহুবচন। ن বর্ণে তাশদীদবিহীন এবং তাশদীদসহ পঠিত। هو كناية عن الشئ لا يذكر باسمه (কোন বস্তুকে নাম উল্লেখ না করিয়া পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করা)। আর কখন-ও ইহা মন্দ অভ্যাস-গুণের উপর প্রয়োগ হয়– (كما في مجمع البحار) আর শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এই স্থানে هَنَاتِكَ দ্বারা মর্ম হইতেছে أخبارك وامورك المستغربة (আপনার বিস্ময়কর কার্যাবলী ও বার্তাসমূহ (উপস্থাপন করুন))। -(তাকমিলা ১:১৬১)

بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ

অনুচ্ছেদ ঃ যেই ব্যক্তি তালাকের নিয়্যত ব্যতীত নিজ স্ত্রীকে হারাম সাব্যস্ত করে তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার বিবরণ

(৩৫৬৫) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ يَعْنِي الدَّسْتَوَائِيَّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(৩৫৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করা সম্পর্কে বলিতেন যে, উহা কসম বলিয়া গণ্য হইবে, উহার কাফ্ফারা আদায় করিতে হইবে। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) আরও বলিতেন, (এই ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। -(সূরা আহযাব ২১)

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَقُولُ فِي الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا (স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম সম্পর্কে বলিতেন যে, উহা কসম সাব্যস্ত হইবে, উহার কাফ্ফারা আদায় করিবে)। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তাহার নিজ স্ত্রীকে বলেন, انت على حرام (তুমি আমার জন্য হারাম) তাহা হইলে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর মতে ইহা দ্বারা কসম সাব্যস্ত হইবে, ইহার কাফ্ফারা আদায় করিবে। এই ব্যাপারে দলীল পেশ করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুরূপ তাঁহার কতক সহধর্মিণীকে হারাম করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পরে আলোচনা আসিতেছে।

অতঃপর انت على حرام (তুমি আমার জন্য হারাম) কথার মধ্যে শারেহ নওয়াভী (রহ.) ফকীহগণের ১৪টি অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন।

হানাফীগণের মতে এই বাক্যে হুকুম হইতেছে যে, যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে انت على حرام (তুমি আমার জন্য হারাম) বলে তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। ইহা দ্বারা সে কি নিয়্যত করিয়াছে? যদি সে ইহা দ্বারা ঈলা, যিহার, এক তালাকে বায়িন, কিংবা তিন তালাকের নিয়্যত করে তবে তাহার নিয়্যত গৃহীত হইবে অর্থাৎ যেই নিয়্যত করিবে উহাই সাব্যস্ত হইবে। আর যদি সে এই বাক্যের দ্বারা কোন কিছুর নিয়্যত না করে তবে মুতাকাদ্দিমীন মাশায়িখে হানাফীগণের মতে ঈলা সাব্যস্ত হইবে। আর মুতায়াখ্খিরীনের মতে এক তালাকে বায়িন সংঘটিত হইবে। প্রচলনে প্রাধান্যের কারণে ইহার উপরই ফতোয়া। আর নিম্নের দুই পদ্ধতিতে স্বামীর নিয়্যতের

দাবী গৃহীত হইবে না। (এক) সে যদি কথাটি মিথ্যা বলিয়াছে বলিয়া দাবী করে তবে তাহার এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হইবে। আর এই পদ্ধতিতে মুতাকাদ্দিমীনের মতে 'ঈলা' এবং মুতায়াখ্খিরীনের মতে 'তালাকে বায়িন' সাব্যস্ত হইবে। (দুই) আর যদি সে ইহা দ্বারা দুই তালাক প্রদান করিয়াছে বলিয়া দাবী করে তাহা হইলেও এক তালাকে বায়িন সংঘটিত হইবে। কেননা, 'দুই' একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, ইহাতে নিয়্যতের কোন দখল নাই।

(هذا محصل ما فى رد المختار من باب الايلاء ٣-٤٣٤)

হানাফীগণের মতে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণিত আলোচ্য আছারটি উল্লিখিত ঈলা পদ্ধতির উপর প্রয়োগ হইবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, স্বামী যদি এই বাক্য দ্বারা তালাক কিংবা যিহার-এর নিয়্যত করে তবে তাহার নিয়্যতের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হইবে। আর যদি তালাক কিংবা যিহার-এর নিয়্যত না করিয়া স্ত্রী সত্তাকে হারাম করার নিয়্যত করে তাহা হইলে এই বাক্য দ্বারা كفارة يمين (কসমের কাফ্ফারা) তাহার উপর অত্যাবশ্যক হইবে। কিন্তু ইহা দ্বারা يمين (কসম) হইবে না। আর যদি কোন কিছুরই নিয়্যত না করে তবে ইহাতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দুই অভিমত রহিয়াছে। সর্বাধিক সহীহ মতে, তাহার উপর কসমের কাফ্ফারা অত্যাবশ্যক হইবে। দ্বিতীয় মতে তাহার কথাটি অর্থহীন, ইহাতে কিছুই ওয়াজিব হইবে না আর না শরীআতে কোন আহকাম তাহার উপর বর্তাইবে। (كذا فى شرح النووى - وراجعه لبقية المذاهب وراجع كتب الفقه للفروع)-(তাকমিলা ১:১৬১-১৬২)

(৩৫৬৬) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ سَلَّامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِىَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَقَالَ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(৩৫৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন বিশ্র হারীরী (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি যদি তাহার নিজ স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করেন তাহা হইলে উহা কসম সাব্যস্ত হইবে। উহার কাফ্ফারা আদায় করিবে। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে) -(সূরা আহযাব ২১)

(৩৫৬৭) وحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُخْبِرُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تُخْبِرُ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِلَى قَوْلِهِ إِنْ تَتُوبَا} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا

(৩৫৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম (রহ.) তিনি ... উবায়দ বিন উমায়র (রহ.) হইতে, তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে এই মর্মে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদের নামায হইতে প্রত্যাবর্তনকালে) যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রাযিঃ)-এর ঘরে অবস্থান করিয়া সেইখানে মধু পান করেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি এবং হাফসা উভয়ে (ঈর্ষান্বিত হইয়া) পরামর্শক্রমে ঐকমত্যে উপনীত হইলাম যে, আমাদের দুই জনের মধ্যে যাহার কাছেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনা মাত্রই বলিব, নিশ্চয়ই আমি আপনার মুখে মাগাফীর-এর গন্ধ পাইতেছি। আপনি (কটু গন্ধময়) মাগাফীর-এর নির্যাস আহার করিয়াছেন। অতঃপর তিনি তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন একজনের কাছে তাশরীফ নেওয়া মাত্রই সে তাঁহাকে উহাই বলিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, না; বরং আমি যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রাযিঃ)-এর ঘরে মধু পান করিয়াছি এবং আমি আর কখনও পান করিব না। এই প্রেক্ষিতে নাযিল হইল : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (আল্লাহ তা'আলা যাহা আপনার জন্য হালাল করিয়াছেন আপনি তাহা কেন হারাম করিতেছেন? –সূরা তাহরীম ১) হইতে ان تتوبا (হে নবী পত্নীদ্বয়! তোমরা যদি তাওবা করিয়া লও ...–সূরা তাহরীম ৪) পর্যন্ত। এই দ্বিবচন দ্বারা হযরত আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ) মর্ম। আর 'যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণের একজনকে গোপনে কিছু বলিয়াছিলেন'-দ্বারা মর্ম হইল তাঁহার ইরশাদ 'বরং আমি মধু পান করিয়াছি'।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَتَوَاطَأْتُ (পরামর্শক্রমে ঐকমত্যে উপনীত হইলাম)। মিসরী নুসখায় অনুরূপই আছে। আর হিন্দুস্তানী নুসখায় فَتَوَاطَيْتُ রহিয়াছে। অনুরূপ শারেহ নওয়াভী (রহ.)-এর নুসখায়ও রহিয়াছে। অতঃপর তিনি বলেন, নুসখাসমূহ فَتَوَاطَيْتُ রহিয়ছে বটে, তবে ইহা মূলতঃ فَتَوَاطَأْت ই হইবে। অর্থাৎ اتفقت (আমি (এবং হাফসা পরামর্শক্রমে) ঐকমত্যে উপনীত হইলাম)। আর সহীহ বুখারী-এর طلاق অনুচ্ছেদে হাসান বিন মুহাম্মদ বিন সিবাহ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে فتواصيت রহিয়াছে। (تواصى অর্থ পরস্পর পরামর্শ করা, ওসীয়ত করা)। -(তাকমিলা ১:১৬৩)

أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ (আমাদের দুইজনের মধ্যে যাহার কাছেই .... প্রবেশ করিবেন)। এই স্থানে مَا বর্ণটি অতিরিক্ত। সহীহ বুখারীর طلاق অনুচ্ছেদে হাসান (রহ.)-এর রিওয়ায়তে ما নাই। -(তাকমিলা ১:১৬৩)

رِيحَ مَغَافِيرَ (মাগাফীর-এর গন্ধ)। المغافير শব্দটির م বর্ণে যবরসহ পঠনে المُغفور (م বর্ণে পেশ)-এর বহুবচন। ইমাম বুখারী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, মুগফূর হইতেছে গাছ হইতে নির্গত صمغ (আঠা)-এর সদৃশ্য বস্তু। এই প্রকার গাছসমূহের উদ্যানে উট চরানো হয়। আর উল্লিখিত صمغ (আঠা, গাম)-এ حلاوة (মিষ্টতা) রহিয়াছে। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা কটু গন্ধময় বিশিষ্ট গাছের নির্যাস। ইহাকে العرفط ও বলা হয়। -(তাকমিলা ১:১৬৩)

وَلَنْ أَعُودَ لَهُ (এবং পুনরায় কখনও পান করিব না)। সহীহ বুখারী শরীফে তাফসীর অনুচ্ছেদে হিশাম বিন ইউসুফ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে وقد حلفت ولا تخبرى بذلك احدا (আমি শপথ করিতেছি আর তুমি ইহা অন্য কাহাকেও জানাইবে না)। এই অতিরিক্ত অংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে এই কথা "অতঃপর নাযিল হইল : يا ايها النبى لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (হে নবী! আল্লাহ তা'আলা যাহা আপনার জন্য

হালাল করিয়াছেন আপনি তাহা কেন হারাম করিতেছেন?– সূরা তাহরীম ১)-এর সহিত যোগসূত্র প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ১:১৬৩)

فَنَزَلَ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ الخ (এই প্রেক্ষিতে নাযিল হয় "আল্লাহ তা'আলা যাহা আপনার জন্য হালাল করিয়াছেন আপনি তাহা কেন হারাম করিতেছেন" হইতে ان تتوبا (হে নবী পত্নীদ্বয়! তোমরা যদি তওবা করিয়া নাও ...–সূরা তাহরীম ৪) পর্যন্ত। (অর্থাৎ সূরা তাহরীমের ১ হইতে ৪ আয়াত পর্যন্ত নাযিল হয়)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, মধুর ঘটনাই আয়াতের শানে নুযূল। আর ইহা আয়াতের তাফসীরের অভিমতসমূহের এক অভিমত। দ্বিতীয় অভিমত হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারিয়া কিবতিয়াকে নিজের উপর হারাম করিয়া নেওয়ার প্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয়।

হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের ৯:২৫৩ পৃষ্ঠায় ইবন মারদুইয়া (রহ.) হইতে ইয়াযীদ বিন রুমান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর হাদীছ দ্বারা উভয় অভিমতের মধ্যে সমন্বয় হইয়া যায়। উহাতে মধুর ঘটনার শেষে ধারাবাহিক বর্ণনা করেন :

فلما كان يوم حفصة استاذنته ان تاتى اباها فاذن لها ـ فذهب فارسل الى جارية مارية فادخلها بيت حفصة ـ قالت حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقا فخرج وجهه يقطر وحفصة تبكى فعاتبته فقال اشهدك انها على حرام انظرى لاتخبرى بهذا امرأة وهى عندك امانة ـ فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذى بينها وبين عائشة فقالت الا ابشرك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم امته فنزلت.

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালাক্রমে নিজ সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর কক্ষে আগমন করিলেন। কিন্তু হযরত হাফসা (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতি নিয়া নিজ পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন দাসী মারিয়া কিবতিয়া (রাযিঃ)কে ডাকিয়া আনিলেন এবং তাহাকে হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘরে নিলেন। হযরত হাফসা (রাযিঃ) বলেন, আমি প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘরের দরজা বন্ধ পাইলাম। অতঃপর তিনি এমন অবস্থায় বাহির হইলেন যে, তাঁহার মুবারক চেহারা হইতে পানি ঝরিতেছিল। তখন হাফসা অভিমান করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার অভিমান ভাঙ্গিবার জন্য হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রাযিঃ)কে নিজের উপর হারাম করিয়া লইলেন এবং হযরত হাফসা (রাযিঃ)কে বলিলেন, এই কথাটি তোমার নিকট আমানত রহিল। অন্য কেহ যেন না জানে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহিরে তাশরীফ নিলেন তখন হযরত হাফসা (রাযিঃ) আনন্দে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকট যাইয়া উক্ত হলফের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, আমি কি তোমাকে সুসংবাদ জানাইব না যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দাসীকে নিজের উপর হারাম করিয়া নিয়াছেন? এই প্রেক্ষিতেই নাযিল হয় ...) এই রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উভয় ঘটনা একই সাথে সংঘটিত হইয়াছিল এবং এতদুভয় ঘটনার পরই আয়াত নাযিল হয়। সুতরাং উভয় ঘটনার সহিত যোগসূত্র থাকায় উভয় ঘটনাই আয়াতের শানে নুযূল। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, এই সমন্বয়ে তরজমাতুল বাবের সহিত এই হাদীছের যোগসূত্র স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে তরজমাতুল বাব এই দিকেও স্পষ্টভাবে ইশারা করিয়াছে যে, সূরা তাহরীমের আয়াত মধুর ঘটনা ও মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনা উভয়টির প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। শুধু এতখানি পার্থক্য যে, মারিয়ার ঘটনায় মহিলা নিজের উপর হারাম করিয়া নেওয়ার উপর পতিত হইবে এবং তরজমাতুল বাবের উদ্দেশ্যও ইহাই। আর

মধু ও অনুরূপ ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সহধর্মিণীগণের সহিত ঈলা করার কারণের দিকে ইশারা রহিয়াছে। (পরবর্তী অনুচ্ছেদে এতদ্সম্পর্কে বিস্তারিত আসিতেছে।

অধিকন্তু ইহা দ্বারা পূর্ববর্তী হাদীছে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর উক্তি اذا حرم الرجل عليه امراته فهى يمين يكفرها وقال لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম (ঘোষণা) করিলে তাহা কসম সাব্যস্ত হইবে। তাহার কাফ্ফারা আদায় করিবে। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে এক উত্তম আদর্শ রহিয়াছে।")-এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। -(তাকমিলা ১:১৬৪)

(৩৫৬৮) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللّٰهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وَقُلْتُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ فَقُولِي لَهُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لَا فَقُولِي لَهُ مَا هٰذِهِ الرِّيحُ وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ فَقُولِي لَهُ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ لَهُ وَقُولِيهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِالَّذِي قُلْتِ لِي وَإِنَّهُ لَعَلَى الْبَابِ فَرَقًا مِنْكِ فَلَمَّا دَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ قَالَ لَا قَالَتْ فَمَا هٰذِهِ الرِّيحُ قَالَ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ قَالَتْ جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى صَفِيَّةَ فَقَالَتْ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَلَا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةَ لِي بِهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهَا اسْكُتِي قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ بِهٰذَا سَوَاءً

(৩৫৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন 'আলা ও হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করিতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রীতি ছিল– তিনি আসরের নামায সমাপনান্তে স্ত্রীগণের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদের সান্নিধ্যে কিছু সময় কাটাইতেন। একদা তিনি হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর কক্ষে গমন করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা হইতে কিছু সময় বেশী অবস্থান করেন। আমি (আয়িশা) তাঁহাকে (হাফসাকে) এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তখন আমাকে বলা হইল হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর সম্প্রদায়ের কোন মহিলা এক পাত্র মধু তাহাকে হাদিয়া প্রদান করে। তাই তিনি উহা হইতে কিছু মধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পান করাইয়াছেন। (আয়িশা (রাযিঃ) বলেন) আমি বলিলাম, জানিয়া রাখুন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি অবশ্যই তাঁহার জন্য কৌশল অবলম্বন করিব। আমি

বিষয়টি সাওদা (রাযিঃ)-এর কাছে উল্লেখ করিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, তিনি যখন তোমার কাছে তাশরীফ আনিবেন আর তিনি তো অচীরেই তোমার সন্নিকটে আসিতেছেন তখন তুমি তাঁহাকে বলিবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মাগাফীর আহার করিয়াছেন? তখন তিনি তো অবশ্যই বলিবেন, না। তখন তুমি তাঁহাকে বলিবে, তাহা হইলে এই কটু গন্ধ কিসের? আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছ হইতে কটু গন্ধ পাওয়া যাইবে– ইহা ছিল তাঁহার কাছে অতি অসহনীয় বস্তু। তখন তিনি তাহাকে অবশ্যই বলিবেন, ইতোপূর্বে হাফসা আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। তখন তুমি তাঁহাকে বলিবে, সম্ভবতঃ উক্ত মৌমাছি উরফুত (গাছের নির্যাস) চুষণ করিয়াছে। আর আমিও তাহাকে অনুরূপই বলিব। আর হে সাফিয়্যা! তুমিও তাহাই বলিবে।

অতঃপর তিনি যখন সাওদা (রাযিঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, সাওদা (রাযিঃ)-এর উক্তি, কসম সেই সত্তার যিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নাই। (হে আয়িশা!) তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিয়া দিয়াছিলে উহা তাঁহার কাছে প্রায় প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছিলাম। আর তখনই দেখি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরজায় আর তোমার ভয়েই কেবল তড়িঘড়ি করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (সাওদা (রাযিঃ)-এর) নিকটবর্তী হইলেন তখন তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি মাগাফীর খাইয়াছেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না! তিনি (সাওদা) বলিলেন, তাহা হইলে এই (কটু) গন্ধ কিসের? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হাফসা (রাযিঃ) আমাকে মধুর শরবত পান করাইয়াছে। তিনি (সাওদা) বলিলেন, মৌমাছি উরফুত (গাছের নির্যাস) চুষণ করিয়াছে (তাই এই গন্ধ)। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার কাছে তাশরীফ আনিলেন, তখন আমি তাহাকে অনুরূপ বলিয়াছি। অতঃপর সাফিয়্যা (রাযিঃ)-এর কাছে গমন করিলে তিনিও অনুরূপ বলিলেন। তারপর যখন তিনি (দ্বিতীয় দিন) হাফসা (রাযিঃ)-এর কাছে গমন করিলেন, তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি উহা আপনাকে পান করিতে দিব না? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, ইহা আমার প্রয়োজন নাই। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, সাওদা (রাযিঃ) বলিলেন, سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহ তা'আলা সুমহান)! আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা তো অবশ্য তাঁহাকে (হালাল পানীয় হইতে) বঞ্চিত করিয়া দিয়াছি। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আমি তাহাকে (সাওদাকে) বলিলাম, তুমি চুপ থাক। আবূ ইসহাক ইবরাহীম (রহ.) (ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর শিষ্য) বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন বিশর বিন কাসিম (রহ.) তিনি বলেন, আবূ উসামা (রহ.) হুবহু এই হাদীছ আমাদের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ (তিনি হালুয়া ও মধু পছন্দ করিতেন)। এই বাক্যে العام (ব্যাপক)-এর উপর الخاص (নির্দিষ্ট)-এর عطف (সংযোজক অব্যয়) নহে। যেমন কতক বিশেষজ্ঞ ধারণা করিয়াছেন। العام (ব্যাপক) তো হইল উহাই যাহার মধ্যে সকল প্রকার মিষ্টান্ন বস্তু অন্তর্ভুক্ত হয়। আর উহা হইতেছে الحلو (ح বর্ণে পেশ) অর্থ মিষ্ট, সুস্বাদু। الحلواء (হালুয়া) শব্দটি অধিকাংশ রিওয়ায়তে مد (দীর্ঘ স্বর) দ্বারা পঠনে বর্ণিত হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে মাদবিহীন রহিয়াছে।

فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ (তাঁহার রীতি ছিল– তিনি আসরের নামাযের পরে স্ত্রীগণের ঘরে ঘরে এক চক্কর দিয়া আসিতেন)। অধিকাংশ রিওয়ায়তে অনুরূপ আছে। আর তাহাদের বিপরীতে হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত রহিয়াছে যাহা তিনি হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ফজর (অর্থাৎ

ফজরের পর স্ত্রীগণের ঘরে ঘরে এক চক্কর গিয়া আসিতেন)। যেমন, আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে সংকলন করেন আবূ নো'মান (রহ.) হইতে, তিনি হাম্মাদ (রহ.) হইতে, তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। উহাতে রহিয়াছে : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح جلس مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعولهن - فاذا كان يوم احداهن كان عندها (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফজর নামায আদায় সমাপ্ত করিতেন, তখন তিনি নিজ মুসাল্লায় বসিয়া থাকিতেন এবং সাহাবাগণও তাঁহার চারপাশে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া থাকিতেন। অতঃপর তিনি নিজ সহধর্মিণীগণের এক একজন স্ত্রীর কক্ষে যাইয়া তাহাদের সালাম দিতেন এবং তাহাদের জন্য দু'আ করিতেন। অতঃপর পালাক্রমে যাহার দিন থাকিত তাহার কাছে অবস্থান করিতেন)। এই হাদীছ ইবন মারদুইয়া (রহ.) নিজ কিতাবে সংকলন করিয়াছেন।

এতদুভয় হাদীছের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সম্ভব যে, দিনের প্রথম অংশে ফজরের পর স্ত্রীগণের কক্ষসমূহে শুধুমাত্র সালাম ও দু'আর জন্য চক্কর দিয়া আসিতেন। আর দিনের শেষে আসরের নামাযের পর স্ত্রীগণের কক্ষসমূহে যাইয়া সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য তাহাদের সহিত বসিতেন। কিংবা ইহা সর্বদার জন্য নিয়ম ছিল না; বরং কখনও দিনের প্রথমাংশে আর কখনও দিনের শেষাংশে স্ত্রীগণের কক্ষসমূহে এক চক্কর গিয়া আসিতেন। কিন্তু সংরক্ষিত হইতেছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) কর্তৃক উল্লিখিত আসর নামাযের পরই। আর হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত বিরল। -(উমদাতুল কারী ৯:৫৪৯) -(তাকমিলা ১:১৬৫)

عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ (এক পাত্র মধু)। العُكَّة শব্দটির ع বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত অর্থ ঘি পাত্র বা বাসন যাহা ভিস্তি হইতে ছোট। ইহার বহুবচন عُكك -(কামূস)। এই মধু তায়িফ হইতে আনা হইয়াছিল।

(كما هو مصرح فى حديث ابن عباس عند ابن مردية وذكره الحافظ)- (তাকমিলা ১:১৬৬)

لَنَحْتَالَنَّ لَهُ (আমি অবশ্যই তাঁহার জন্য কৌশল অবলম্বনে চালাকি করিব)। আল্লামা কিরমানী (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের জন্য কিভাবে কৌশলের ফাঁদ পাতা জায়িয হইল? ইহার জবাব দেওয়া হইবে যে, ইহা মহিলার অহমিকা স্বভাবের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। ইহা তাহাদের জন্য ক্ষমাযোগ্য ক্ষুদ্র অপরাধ। -(উমদাতুলকারী) -(তাকমিলা ১:১৬৬)

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ (আমি (হাফসার-এর) বিষয়টি সাওদা (রাযিঃ)-এর সহিত আলোচনা করিলাম)। কোন্ সহধর্মিণীর কক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধু পান করিয়াছিলেন তাহার নামের ব্যাপারে এবং কোন্ কোন্ সহধর্মিণী তাঁহার বিরুদ্ধে কৌশলের ফাঁদ পাতিয়াছিলেন এই সম্পর্কে রিওয়ায়ত বিভিন্নধরণের রহিয়াছে। ইতোপূর্বে উবায়দ বিন উমায়র (রহ.) বর্ণিত (৩৫৬৭নং) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত যয়নব মধু পান করাইয়াছিলেন। আর কৌশল অবলম্বনকারিণীদ্বয় ছিলেন হযরত আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ)। আর হিশাম বিন উরওয়া (রহ.)-এর বর্ণিত (আলোচ্য) রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত হাফসা (রাযিঃ) মধু পান করাইয়াছিলেন। আর কৌশল অবলম্বনে কৃত্রিমতাকারিণীগণ ছিলেন, হযরত আয়িশা, সাওদা এবং সাফিয়্যা (রাযিঃ)। এতদুভয় রিওয়ায়ত সহীহ মুসলিম ও বুখারী গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন। আর আল্লামা ইবন মারদুইয়া (রহ.) ইবন আবূ মুলায়কা (রহ.)-এর সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করেন যে, তিনি নিজ সহধর্মিণী সাওদা (রাযিঃ)-এর কক্ষে মধু পান করিয়াছিলেন। আর কৌশল অবলম্বনে চালাকীকারিণীদ্বয় ছিলেন হযরত

আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ)। আর تفسير السدى গ্রন্থে আছে যে, তিনি উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কাছে মধু পান করিয়াছিলেন। (اخرجه الطبرى وغيره)۔

علامة السدى -এর রিওয়ায়ত মুরসাল ও বিরল হওয়ার কারণে নিঃসন্দেহে অপ্রধাণ্য। আর বাদবাকী তিন খানা রিওয়ায়ত সম্পর্কে আল্লামা হাফিয ইবন হাজার, আইনী, কিরমানী ও উসায়লী (রহ.) বলেন, ইহা বিভিন্ন ঘটনার উপর প্রয়োগ হইবে। তাহারা আরও বলেন, হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘটনাটি পূর্বে সংঘটিত হইয়া থাকিতে পারে। তখন তাহার সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে তিনি মধু পান করা হইতে বিরত থাকেন বটে কিন্তু নিজের উপর হারাম করেন নাই। ফলে এই বিষয়ে কোন কিছু অবতীর্ণ হয় নাই। অতঃপর যখন যয়নব (রাযিঃ)-এর ঘরে মধু পান করেন তখন হযরত আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ) কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তখন তিনি নিজের জন্য মধু হারাম করিয়াছিলেন। তখন (সূরা তাহরীম-এর) আয়াত নাযিল হয়।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, কিন্তু এই ব্যাখ্যা সদূরপরাহত। কেননা, মুমিন এক ঢিলে দুইবার আঘাত পায় না। কাজেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে ইহা কিভাবে প্রযোজ্য হইবে? অধিকন্তু হিশাম বিন উরওয়া (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে রহিয়াছে যে, হযরত সাওদা (রাযিঃ) বলিলেন سُبْحَانَ اللّٰهِ! وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ (আল্লাহ তা'আলা সুমহান! আল্লাহর কসম! আমরা তো তাঁহাকে (এক প্রিয় পানীয় হইতে) বঞ্চিত করিয়া দিয়াছি)। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি হাফসা (রাযিঃ)-এর ঘটনায়ই মধু নিজের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। নিজের জন্য হারাম না করিয়া শুধু বিরত নহে, যেমন তাহারা ধারণা করিয়াছেন। তাকমিলা গ্রন্থকার আল্লামা তকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার মতে সর্বাধিক সহীহ অভিমত হইতেছে যাহা কাযী ইয়ায, কুরতুবী ও নওয়াভী (রহ.) গ্রহণ করিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্রে উবায়দ বিন উমায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়ত অন্যদের তুলনায় প্রাধান্য যে, হযরত যয়নব (রাযিঃ) মধু পান করাইয়াছিলেন আর কৌশল অবলম্বনকারিণীদ্বয় ছিলেন হযরত আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ)। আর ইহা কয়েকটি কারণে :

(এক) রাবী উবায়দ বিন উমায়র (রহ.)-এর সূত্র সনদ হিসাবে প্রমাণিত।

(كما صرح به النسائى والاصيلى والنووى والحافظ ابن حجر وغيرهم)

(দুই) আল্লাহ তা'আলার কিতাবের সহিত অধিক অনুকূলে। যেমন তিনি ইরশাদ করেন : اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ (হে (নবী) পত্নীদ্বয়! তোমরা যদি তাওবা করিয়া লও আল্লাহর সমীপে (তবে ভালো) বস্তুতঃ তোমাদের অন্তরদ্বয় অন্যায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। আর যদি তোমরা উভয়ে (এইভাবে) নবীর মুকাবালায় কর্মতৎপর থাক, তবে (মনে রাখিও) আল্লাহ আছেন নবীর সাথী আর আছে জিবরাঈল ও সৎমুমিনগণ। আর এতদ্‌ব্যতীত ফিরিশতাগণও তাঁহার সাহায্যকারী রহিয়াছেন– সূরা তাহরীম ৪)। এই আয়াতে প্রত্যেকটি দুই বচনের সীগা ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা (কৌশলকারিণী) দুইজন ছিলেন। যেমন উবায়দ বিন উমায়র (রহ.)-এর বর্ণনায় রহিয়াছে। পক্ষান্তরে হিশাম বিন উরওয়া (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা (কৌশলকারিণীগণ) তিনজন ছিলেন।

(তিন) ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণ ছিলেন দুই দলের। আমি (আয়িশা), সাওদা, হাফসা এবং সাফিয়্যা (রাযিঃ) ছিলাম এক দলে। আর যয়নব বিনত জাহাশ, উম্মু সালামা (রাযিঃ) ও অন্যান্যরা ছিলেন অপর দলের। ইহা দ্বারা যয়নব

(রাযিঃ) কর্তৃক মধু পান করানোর বিষয়টিই প্রাধান্য হয়। আর এই কারণেই হযরত আয়িশা (রাযিঃ) নিজের দলের না হওয়ার কারণে ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হাফসা ও সাওদা (রাযিঃ) তাঁহারা উভয়েই হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দলের ছিলেন।

(চার) অধিকন্তু উবায়দ বিন উমায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তের পক্ষ সমর্থন করে হযরত উমর বিন খাত্তাব ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তও। এতদুভয়ের রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, কৌশলকারিণীদ্বয় হইতেছেন হযরত আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ)।

উপর্যুক্ত প্রতিটি কারণই উবায়দ বিন উমায়র (রহ.)-এর রিওয়ায়তকে প্রাধান্য দেয়। ফলে হিশাম ও ইবন আবূ মুলায়কা (রহ.)-এর কাহারও রিওয়ায়তে নামের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়াছে। (صرح به بذلك النووى وغيره) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৬৭)

جَرَسَتْ (মৌমাছি চুষিয়াছে)। অর্থাৎ رعت (হিফাযত করিয়াছে) আরবী ব্যাকরণবিদ খলীল (রহ.) বলেন, মৌমাছি যখন (নির্যাস) চুষণ করে তখন جرست النحل العسل تجرسه (من باب نصر) جرسا বলা হয়। আল্লামা হাফিয (রহ.) বলেন, মৌমাছি ব্যতীত جرس শব্দটিকে رعى এর অর্থে ব্যবহার করা হয় না। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১:১৬৭-১৬৮)

الْعُرْفُطَ (উরফুত) শব্দটি ع ও ف বর্ণে পঠিত। ইহা কাটাযুক্ত গাছের অন্তর্ভুক্ত। العضاه হইল সেই সকল গাছ যাহাতে কন্টক আছে। কেহ বলেন, উহা হইতেছে যমীনে বিছানো যায় এমন প্রশস্ত পাতা বিশিষ্ট এক প্রকার উদ্ভিদ যাহাতে বাঁকা কন্টক আছে। ইহার ফল তুলার মত সাদা, জামার বোতাম সদৃশ ও দুর্গন্ধময়। ইহা মৌমাছি চুষণ করে। আর কেহ বলেন, ইহা এক প্রকার গাছ যাহার আঠা হইতেছে মাগাফীর। -(আইনী) -(তাকমিলা ১:১৬৮)

كِدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ (আমি প্রায় প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলাম)। আর কতক রিওয়ায়তে আছে ابادره (তড়িঘড়ি করিয়াছিলাম)। আর কোন কোন রিওয়ায়তে আছে اناديه (আহ্বান করিয়াছিলাম)। ইহার অর্থ হইতেছে যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন উহা মুতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিতে বিলম্ব করিলে তিনি আমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইবেন এই ভয় করিয়াছিলাম। এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে প্রবেশের পূর্বে দরজায় থাকিতেই তড়িঘড়ি করিয়া প্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

হযরত সাওদা (রাযিঃ) জানিতেন যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতীব মহব্বত রহিয়াছে। কাজেই আমি ভয় করিয়াছিলাম তাহার প্রশিক্ষণ মুতাবিক কাজ না করিলে তিনি ক্রোধান্বিত হইবেন। আর তাহার ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণে আমার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিরূপ প্রভাব পড়িতে পারে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে ভয় করার অর্থ ইহাই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৬৮)

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ (আল্লাহ কত সুমহান! আল্লাহর কসম! আমরা তো তাঁহাকে (একটি সুপানীয় হইতে) বঞ্চিত করিয়া দিয়াছি)। হযরত সাওদা (রাযিঃ)-এর এই কথাটি নিজের কৃতকর্মের প্রতি অনুতপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১:১৬৮)

اسْكُتِي (তুমি চুপ থাক)। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হাফসা (রাযিঃ)কে যেই কৌশল শিক্ষা দিয়াছিলেন উহা ফাঁস হইয়া যাওয়ার আশংকায় তাহাকে চুপ থাকিতে বলিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর উচ্চ মর্যাদার বিষয়টি বুঝা যায়। এমনকি সতীনগণের কাছেও তাহার মর্যাদা ছিল। তাই হযরত আয়িশা তাহাদেরকে যাহা বলিতেন সকলেই উহার অনুগত্য করিতেন।

আলোচ্য হাদীছে বিভিন্ন ফায়দা রহিয়াছে ঃ (১) মহিলাদের স্বভাব অহমিকা সৃষ্টিগতভাবে রহিয়াছে। কাজেই তাহারা সতীনের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার বিষয়ে মাযূর।

(২) লজ্জাজনক বস্তু সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না করিয়া كناية (পরোক্ষ) শব্দ ব্যবহার করা ভদ্রতা। যেমন হাদীছ শরীফের উক্তি فيدنو منهن (তাহাদের সান্নিধ্য-সন্নিকটে গমন করিতেন। ইহা দ্বারা শুধুমাত্র সন্নিকটে হওয়া মর্ম নহে; বরং التقبيل (চুম্বন) এবং التحضين (আলিঙ্গন করা) মর্ম।

(৩) ইহা দ্বারা হালুয়া ও মধুর ফযীলত প্রমাণিত হয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয়কে পছন্দ করিতেন।

(৪) ইহাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহা ধৈর্যশীলতা, পুরোপুরি সহনশীলতা এবং উদার দয়াদ্রতার গুণসমূহ প্রকাশ ঘটিয়াছে। -(উমদাতুল কারী ৯:৫৫১) -(তাকমিলা ১:১৬৮-১৬৯)

(৩৫৬৯) وحَدَّثَنِيهِ سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৫৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন সুয়ায়দ বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

بَابُ بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَ امْرَأَتِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্ত্রীকে এখতিয়ার প্রদান করিলে তালাকের নিয়্যত না করিলে তালাক হইবে না

(৩৫৭০) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأَ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَتْ فَقُلْتُ فِي أَيِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ قَالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ

(৩৫৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারমালা বিন ইয়াহইয়া তুজায়বী (রহ.) তাঁহারা ... আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান বিন 'আওফ (রহ.) জানান যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

নিজ সহধর্মিণীগণকে ইখতিয়ার প্রদানে আদিষ্ট হইলে তিনি কাজটি আমাকে দিয়া আরম্ভ করিলেন। তিনি (আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, "আমি তোমার নিকট একটি বিষয় উপস্থাপন করিতেছি, তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ না করা পর্যন্ত তুমি উহাতে তড়িঘড়ি করিয়া সিদ্ধান্ত না নিলে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না।" হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চিতভাবে জানেন যে, আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁহার সহিত বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন অবস্থাতেই সম্মতি দিতে রাযী হইবেন না। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ইখতিয়ারের বিষয়ে) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ এবং উহার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস, আমি তোমাদিগকে (পার্থিব) ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং তোমাদেরকে উত্তম পন্থায় বিদায় করিয়া দেই। পক্ষান্তরে তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রসূল এবং পরকাল কামনা কর, তবে নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যকার নেককারদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"–সূরা আহযাব ২৮-২৯)। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, এই বিষয়ে আমি আমার পিতা-মাতার সহিত কি পরামর্শ করিব? "আমি তো আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকেই ইখতিয়ার করিতেছি। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণও উহাই করিয়াছেন যাহা আমি করিয়াছিলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ (তাঁহার সহধর্মিণীগণকে ইখতিয়ার প্রদানে ...)। ইখতিয়ার প্রদানের কারণ সম্পর্কে রিওয়ায়ত বিভিন্ন রহিয়াছে। কতক রিওয়ায়তে আছে মধু ঘটনায় কৌশল অবলম্বনকারিণীদ্বয়ের কারণে। যেমন ইমাম বুখারী (রহ.) موعظة الرجل ابنته من النكاح অনুচ্ছেদে উল্লেখ করিয়াছেন। কতক রিওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে, উম্মুহাতুল মুমিনীনগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ভরণ-পোষণের মাত্রা বৃদ্ধির দাবী জানানোর কারণে, যেমন আগত (৩৫৭৯নং) হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে। আর কতক রিওয়ায়তে অন্য কিছু কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে। এই ঘটনাগুলি কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হওয়ার কারণে রাবীগণের কাছে সংমিশ্রণ হইয়াছে।

বলাবাহুল্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সহধর্মিণীগণের প্রতি রাগ হইয়া তাহাদের নিকট হইতে পৃথক অবস্থান করা আবার তাহাদেরকে এখতিয়ার প্রদান করার ধারাবাহিক বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। প্রথমে মধুর ঘটনা সংঘটিত হয়। তারপর মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনা। ইহার ফলে নিজের জন্য মধু হারাম করিয়া নিয়াছিলেন। এই প্রেক্ষিতে সূরা তাহরীমের আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর নবী পত্নীগণ সম্মিলিতভাবে তাঁহার কাছে ভরণ-পোষণ বৃদ্ধির আবেদন করেন। যেমন আগত (৩৫৭৯নং) হযরত জাবির বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। আর কতক বিষয়ের কথা আগত হাদীছসমূহে বর্ণিত হইবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পত্নীগণের এক মাসের জন্য ঈলা করেন। যেমন আগত হযরত উমর ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে ঈলা হইতে ফারিগ হওয়ার পর সূরা আহযাবের اية التخيير (ইখতিয়ার প্রদান) নাযিল

হওয়ার প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সহধর্মিণীগণকে তাঁহার সহিত অবস্থান করার কিংবা বিচ্ছেদ হওয়ার ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন। (فتح الباری ٨: ٤٠٠) -(তাকমিলা ১:১৬৯-১৭০)

فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِى (তুমি ইহাতে তাড়াহুড়া না করিলে তোমার কোন লোকসান হইবে না)। অর্থাৎ তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করা পর্যন্ত তড়িঘড়ি না করিয়া বিলম্বে সিদ্ধান্ত দিলে তোমার কোন লোকসান হইবে না। -(তাকমিলা ১:১৭০)

قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِى بِفِرَاقِهِ (তিনি নিশ্চিত জানিতেন যে, আমার পিতা-মাতা আমাকে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইবার পরামর্শ দিতে সম্মত হইবেন না)। আর এই ঘটনা আমরা (রহ.) সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, وخشى رسول الله صلى الله عليه وسلم حداثتى (আমি অল্প বয়স্কা হওয়ার দরুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয় করিয়াছিলেন)। ইহার মর্ম হইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে এই কারণে তাহার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি অল্প বয়স্কা হওয়ার দরুন নেতিবাচক ইখতিয়ার করার আশংকা করিয়াছিলেন, আর ইহাতে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর মহৎ গুণাবলী কয়েকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে।

(এক) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইখতিয়ার প্রদানের বিষয় সকল সহধর্মিণীগণের পূর্বে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে দিয়া সূচনা করিলেন। ইহা কেবল তাঁহার কাছে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) অত্যধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হওয়ার কারণেই ছিল।

(দুই) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বিচ্ছেদ কামনা করিতেন না, এমনকি ইখতিয়ার প্রদানের সময়ও নহে। এই জন্যই তো তিনি তাহাকে তাহার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই হুকুমটি তাঁহার প্রতি মহব্বত সদুপদেশের লক্ষ্যেই ছিল।

(তিন) হযরত আয়িশা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইখতিয়ারের কোনরূপ ইতস্ততা না করিয়া আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকেই ইখতিয়ার করিয়া নিয়াছেন। ইহা তাঁহার পূর্ণাঙ্গ বুদ্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারিণী হওয়ার প্রমাণ বহন করে, যদিও তিনি অল্প বয়স্কা তরুণী ছিলেন। -(ঐ)

فِى أَىِّ هَذَا أَسْتَأْمِرُ (এই ব্যাপারে আমার পিতা-মাতার সহিত কি পরামর্শ করিব)? অর্থাৎ বিষয় খুবই সুস্পষ্ট। কাজেই এই ব্যাপারে পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নাই। আর মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে : فقلت فانى يريد الله ورسوله والدار الاخرة ولا اوامر ابوى ابا بكر وام رومان فضحك (তখন আমি বলিলাম, নিশ্চয় আমি আল্লাহ, তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকে কামনা করি। এই ব্যাপারে আমার পিতা-মাতা তথা আবূ বকর ও উম্মু রুমান (রাযিঃ)-এর নির্দেশের অবকাশ নাই। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুচকি হাসিলেন। আর তাবরানী গ্রন্থে উমর বিন আবূ সালামা (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে ففرح (তখন তিনি খুশী হইলেন) -(তাকমিলা ১:১৭১)

(৩৫৭১) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُنَا إِذَا كَانَ فِى يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ مَا نَزَلَتْ {تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} فَقَالَتْ لَهَا مُعَاذَةُ فَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنَكِ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَّ لَمْ أُوثِرْ أَحَدًا عَلَى نَفْسِى

(৩৫৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুরায়জ বিন ইউনুস (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, পবিত্র কুরআনের (সূরা আহযাব-এর) আয়াত : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (উহাদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আপনার নিকট হইতে দূরে রাখিতে পারেন, আর যাহাকে ইচ্ছা আপনার সান্নিধ্যে রাখিতে পারেন– সূরা আহযাব ৫১) আয়াত নাযিল হওয়ার পরেও আমাদের কোন এক স্ত্রীর পালার দিনে (অন্যের জন্য) আমাদের কাছ হইতে অনুমতি চাহিতেন (ইহা তাহার সৌজন্যমূলক আচরণ ছিল)। তখন রাবী মু'আযা (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, আপনার নিকট অনুমতি চাহিলে আপনি তাঁহাকে কি বলিতেন? তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, আমি আরয করিলাম, এই বিষয়টি আমার অধিকারে থাকিলে তো কাহাকেও আমি আমর উপর অগ্রাধিকার প্রদান করিতাম না। (কারণ তাহার সাহচর্যে থাকা সৌভাগ্যের বিষয়)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ আয়াতে تُرْجِي শব্দটি ارجاء হইতে উদ্ভূত। অর্থ পেছনে রাখা এবং تُؤْوِي শব্দটি ايواء হইতে উদ্ভূত। অর্থ নিকটে আনা। আয়াতের অর্থ এই যে, আপনি বিবিগণের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন এবং যাহাকে ইচ্ছা কাছে রাখিতে পারেন। ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে বিশেষ বিধান। সাধারণ উম্মতের মধ্যে কোন ব্যক্তি একাধিক পত্নী থাকিলে সকলের মধ্যে সমতা বিধান জরুরী এবং বৈষম্যমূলক আচরণ করা হারাম। সমতার মানে ভরণ-পোষণে ও রাত্রি যাপনের সমতা করা অর্থাৎ প্রত্যেক স্ত্রীর সহিত সমান সংখ্যক রাত্রি যাপন করিতে হইবে। কম-বেশী করা হারাম। কিন্তু এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ ক্ষমতা দান করিয়া পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করা হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে তাঁহাকে পত্নীদের মধ্যে সমতা বিধান করার হুকুম হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ব্যতিক্রম ও অনুমতি সত্ত্বেও কার্যতঃ সর্বদাই সমতা বজায় রাখিয়াছেন। -(মাআরিফুল কুরআন)

(পত্নীগণের মধ্যে সমতা রক্ষার মাসয়ালা ইতোপূর্বে جواز هبتها ونوبتها لضرتها অনুচ্ছেদের (৩৫১৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৩৫৭২) حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৫৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন ঈসা (রহ.) তিনি ... আসিম (রহ.)-এর সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৫৭৩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْثَرٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا

(৩৫৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামিমী (রহ.) তিনি ... মাসরূক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা উহাকে তালাক গণ্য করি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَلَمْ نَعُدَّهُ طَلَاقًا (কিন্তু আমরা উহাকে তালাক গণ্য করি নাই)। আর সহীহ্ বুখারী শরীফে শা'বী (রহ.)-এর রিওয়ায়তে আছে فلم يعد ذلك علينا شيئا (কিন্তু আমরা ইহাকে কোন কিছুই গণ্য করি নাই) ইহা আহলে সুন্নতের চারি ইমাম, জমহুরে সাহাবা, তাবেঈন ও যুগের ফকীহগণের অভিমত, তাঁহারা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি নিজ স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদান করে উহা দ্বারা তালাক পতিত হইবে না। ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে নকল করেন যে, উহা দ্বারা এক তালাকে রাজঈ পতিত হইবে। জমহুরের দলীল হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। -(তাকমিলা ১:১৭২)

(৩৫৭৪) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً أَوْ أَلْفًا بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا

(৩৫৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... মাসরূক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদানে আমার কোন পরোয়া নাই। একবার, একশত বার কিংবা হাজার বার যদি সে আমাকে পছন্দ করে। কেননা, আমি এই ব্যাপারে হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি (জবাবে) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে কি তালাক সংঘটিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَا أُبَالِي خَيَّرْتُ امْرَأَتِي وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً الخ (আমি আমার স্ত্রীকে ইখতিয়ার প্রদানে আমার কোন পরোয়া নাই। একবার, শতবার কিংবা হাজার বার ...)। অর্থাৎ আমার স্ত্রী আমাকে যতদিন পছন্দ করিতে থাকিবে এই ইখতিয়ার দ্বারা কিছুই পতিত হইবে না। আল্লামা মাসরূক (রহ.)-এর উক্তির অনুরূপ হযরত উমর, আলী, ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস, আয়িশা (রাযিঃ), আতা, সুলায়মান বিন ইয়াসার, রবীআ এবং ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। -(উমদাতুলকারী ৬:৫৪২) -(তাকমিলা ১:১৭৪)

أَفَكَانَ طَلَاقًا (ইহাতে কি তালাক সংঘটিত হইয়াছিল)? ইহা استفهام انكار (অস্বীকৃতিমূলক জিজ্ঞাসা)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, উহা দ্বারা তালাক পতিত হয় না। -(তাকমিলা ১:১৭৪)

(৩৫৭৫) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا

(৩৫৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন বাশ্শার (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সহধর্মিণীগণকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। কিন্তু উহা দ্বারা তালাক সংঘটিত হয় নাই।

(৩৫৭৬) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ وَإِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا

(৩৫৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম। পরে ইহা আমাদের উপর তালাক বলিয়া গণ্য হয় নাই।

(৩৫৭৭) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا

(৩৫৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে ইখতিয়ার দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকেই গ্রহণ করিলাম। অতঃপর উহা আমাদের উপর কোন কিছুই গণ্য হয় নাই।

(৩৫৭৮) وحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ

(৩৫৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৫৭৯) وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ النَّاسَ جُلُوسًا بِبَابِهِ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ قَالَ فَأُذِنَ لِأَبِي بَكْرٍ فَدَخَلَ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ لَهُ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا قَالَ فَقَالَ لَأَقُولَنَّ شَيْئًا أُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ سَأَلَتْنِي النَّفَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ هُنَّ حَوْلِي كَمَا تَرَى يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ

فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى عَائِشَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا فَقَامَ عُمَرُ إِلَى حَفْصَةَ يَجَأُ عُنُقَهَا كِلاَهُمَا يَقُولُ تَسْأَلْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَقُلْنَ وَاللهِ لاَ نَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَبَدًا لَيْسَ عِنْدَهُ ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا أَوْ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَ فَبَدَأَ بِعَائِشَةَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَعْرِضَ عَلَيْكِ أَمْرًا أُحِبُّ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبَوَيْكِ قَالَتْ وَمَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ فَتَلاَ عَلَيْهَا الآيَةَ قَالَتْ أَفِيكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَسْتَشِيرُ أَبَوَيَّ بَلْ أَخْتَارُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ لاَ تُخْبِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ قَالَ لاَ تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَخْبَرْتُهَا إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّتًا وَلاَ مُتَعَنِّتًا وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا بَاب فِي الإِيلاَءِ وَاعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَتَخْيِيرِهِنَّ وَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ}

(৩৫৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) আগমন করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাঁহার দরজায় অনেক লোককে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। কিন্তু তাহাদেরকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। তিনি (জাবির রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তিনি আবূ বকর (রাযিঃ)কে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিলে তিনি প্রবেশ করিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) আগমন করিলেন এবং তিনি প্রবেশের অনুমতি চাহিলে তাহাকেও অনুমতি দেওয়া হইল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিন্তাযুক্ত ও নীরবে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন এবং তাঁহার চতুর্পার্শ্বে তাঁহার সহধর্মিণীগণ বসা ছিলেন। তিনি বলেন, তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) মনে মনে বলিলেন, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু বলিব যাহার ফলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসির উদ্রেক করিয়া দিবে। অতঃপর তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি খারিজার কন্যা (আবূ বকর (রাযিঃ)-এর স্ত্রী)কে আমার নিকট ভরণ-পোষণ বৃদ্ধির আবেদন করিতে প্রত্যক্ষ করিতেন তাহা হইলে আমি তাহার দিকে (দ্রুত) যাইয়া তাহার গ্রীবায় হাত দ্বারা আঘাত করিতাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসি দিয়া ফেলিলেন এবং ইরশাদ করিলেন, আমার চতুর্পার্শ্বে তোমরা যাহাদেরকে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহারা আমার নিকট ভরণ-পোষণ বৃদ্ধির দাবী করিতেছে।

তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন এবং তাহার গ্রীবায় হাত দ্বারা আঘাত করিলেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া দ্রুত হযরত হাফসার কাছে গেলেন এবং তাহার গ্রীবায় হাত দ্বারা আঘাত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এমন বস্তু দাবী করিতেছ যাহা তাঁহার কাছে নাই। তখন তাহারা (জবাবে) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা আর কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এমন কিছু দাবী করিব না যাহা তাঁহার কাছে নাই। অতঃপর তিনি নিজ সহধর্মিণীগণ হইতে একমাস কিংবা উনত্রিশ দিন পৃথক থাকিলেন। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে কুরআন মাজীদের আয়াত يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ হইতে لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا (হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে বলুন, ... তোমাদের মধ্যকার নেককারদের জন্য মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।"–সূরা আহযাব ২৮-২৯) পর্যন্ত নাযিল হয়। তিনি (জাবির রাযিঃ) বলেন, অতঃপর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে দিয়া (আয়াতের হুকুম বাস্তবায়নের) সূচনা করিলেন। তিনি বলিলেন, হে আয়িশা! আমি তোমার সামনে এমন একটি বিষয় পেশ করিতে চাহিতেছি যাহার সম্পর্কে তুমি তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ না করিয়া তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করাকে আমি পছন্দ করি। আয়িশা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই বিষয়টি কি? তখন তিনি তাহার কাছে (সূরা আহযাবের) এই (২৮-২৯) আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তিনি (হযরত আয়িশা রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এই বিষয়ে আমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ করিতে যাইব? বরং আমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রাসূল এবং আখিরাতকেই ইখতিয়ার করিয়া নিলাম। তবে আপনার সমীপে আমার আকূল আরয এই যে, আমি যাহা বলিয়াছি তাহা আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণের কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তাহাদের মধ্যে যেই কোন বিবি এই বিষয়ে (তুমি কি জবাব দিয়াছ তাহা) আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি অবশ্যই (তাৎক্ষণাৎ) তাহাকে জানাইয়া দিব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কাহারও প্রতি কঠিনতর আরোপকারী ও পদস্খলন অন্বেষণকারীরূপে প্রেরণ করেন নাই; বরং তিনি আমাকে সহজভাবে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَالَ فَقَالَ (তিনি বলেন, তখন তিনি বলিলেন)। অর্থাৎ হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) মনে মনে বলিলেন। শায়খ মুল্লা আলী কারী (রহ.) ধারণায় পতিত হইয়া এই উক্তির প্রবক্তা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। ইহার খণ্ডন সামনে আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:১৭৫)

أُضْحِكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাসির উদ্রেক করিয়া দিবেন)। কতক নুসখায় আছে يَضْحَكُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহাস্য করিবেন) শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, এইরূপ পন্থা অবলম্বন করা মুস্তাহাব যে, মানুষ যখন তাহার কোন সাথীকে চিন্তিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহার সামনে এমন কথা বলিবে, যেন তাহার হাসি পায় কিংবা এমন কাজে মশগুল করিয়া দিবে যাহাতে তাহার আত্মা প্রশস্তিবোধ করে।

শায়খ সাহরোয়ারদী (রহ.) নিজ 'আদাবুল মুরীদীন' গ্রন্থে নকল করেন : عن علی رضی الله عنه انه قال کان النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسر الرجل من اصحابه اذا رآه مغموما بالمداعبة (হযরত আলী (রাযিঃ) বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে যখন তিনি চিন্তিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিতেন তখন কৌতুকের মাধ্যমে তাহাকে খুশী করিয়া দিতেন)। -(মিরকাত) -(তাকমিলা ১:১৭৫)

لَوْ رَأَيْتَ بِنْتَ خَارِجَةَ الخ (আপনি যদি খারিজার কন্যাকে আমার কাছে ভরণ-পোষণ বৃদ্ধির দাবী করিতে দেখিতেন ...)। আর 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থের ৩:৩২৮ পৃষ্ঠায় সংকলিত রিওয়ায়তে আছে بنت زيد (যায়দের কন্যা)। তিনি হইলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর পত্নী। তাহার নাম হাবীবা বিনত খারিজা বিন যায়দ (রাযিঃ) কিংবা বিন্ত যায়দ বিন খারিজা (রাযিঃ) (كما فى الاصابة ٤:٢٦١) কতক রিওয়ায়তে তাহাকে পিতার সহিত সম্বন্ধ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আর কতক রিওয়ায়তে দাদার সহিত। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, এই স্থানে এই উক্তির প্রবক্তা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)।

তবে সুনানু আহমদ গ্রন্থের (৩:৩২৮ ও ৩৪২ পৃষ্ঠায় আবদুল মালিক, আবূ আমির ও ইবন লহী'আ (রহ.)-এর রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে আছে ইহার প্রবক্তা হযরত উমর (রাযিঃ)। অধিকন্তু মুল্লা আলী কারী (রহ.) ও নিজ মিরকাত হযরত উমর (রাযিঃ)-এর সহিতই এই উক্তির সম্বন্ধ করিয়াছেন। প্রকাশ্য যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই এই বিষয়ে ধারণা সমাবৃত হইয়াছেন। কেননা, আমি কোথায়ও পাই নাই যে, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পত্নীগণের কাহারও নাম বিন্ত খারিজা কিংবা বিন্ত যায়দ (রাযিঃ) রহিয়াছেন। হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পত্নীগণের নাম হইতেছে : যয়নব বিন্ত মাযউন, মুলায়কা বিন্ত জরুল, জামিলা বিন্ত আসিম এবং উম্মু কুলছূম বিন্ত আলী (রাযিঃ)। (كما فى المعارف لابن قتيبة ١:١٨٤ و تهذيب الاسماء للنووى ٢:١٥)

বিন্ত খারিজা কিংবা বিন্ত যায়দ (রাযিঃ) তো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর পত্নী ছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই উক্তির প্রবক্তা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ছিলেন এবং তিনিই হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পূর্বে দাঁড়াইয়া নিজ কন্যা হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে দ্রুত অগ্রসর হইয়া তাহার গ্রীবায় হাত দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন। যেমন আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর নওয়াভী (রহ.) স্বীয় শরহের বক্তব্যের দ্বারাও স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, এই উক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ছিল, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর নহে। কেননা, তিনি বলিয়াছেন, "ইহা দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর ফযীলত প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ১:১৭৫-১৭৬)

فَوَجَأْتُ عُنُقَهَا (তাহা হইলে আমি তাহার গ্রীবায় হাত দ্বারা আঘাত করিতাম)। وجأ العنق يجأه শব্দটি باب فتح হইতে, যখন কাহাকেও আঘাত করা হয়। (كذا مجمع البحار)। المغرب গ্রন্থে আছে الوجأ অর্থ হাত দ্বারা আঘাত করা। আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, الوجأ হইল الضرب (মারা)। আরবীগণ الضرب (মারা) শব্দটি ব্যবহার পরিহার করিয়া ইহার স্থলে الوجأ শব্দ ব্যবহার করেন। আর নিহায়া গ্রন্থে আছে الوجأ শব্দটি الدق (চূর্ণ করা, আঘাত করা, মারা)-এর অর্থে ব্যবহার হয়। (كذا في المرقات)। -(তাকমিলা ১:১৭৬)

فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসি দিলেন)। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থের ৩:৩২৮ পৃষ্ঠায় সংকলিত রিওয়ায়তে আছে : فَضَحِكَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى بدا نواجذه (তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসি দিলেন, এমন কি তাঁহার নাওয়াজিয দন্তমুবারক প্রকাশিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ১:১৭৬)

يَسْأَلْنَنِي النَّفَقَةَ (তাহারা আমার কাছে খোরপোষ দাবী করিতেছে)। অর্থাৎ زيادة النفقة على المقدار المعتاد (খোরপোষের স্বাভাবিক পরিমাণের উপর অতিরিক্ত দাবী করিতেছে)। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ পরিবারবর্গকে নিয়ম মত খোরপোষ প্রদান করিতেন। (كما اخرجه الشيخان وغيرهما) - (তাকমিলা ১:১৭৬)

يَجَأُ عُنُقَهَا (আয়িশা (রাযিঃ)-এর গ্রীবায় আঘাত করিলেন)। 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে আবদুল মালিক (রহ.) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে। "হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) দাঁড়াইয়া হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে মারার জন্য গেলেন এবং হযরত উমর (রাযিঃ) দাঁড়ায়া হযরত হাফসা (রাযিঃ)-এর দিকে গেলেন। -(তাকমিলা ১:১৭৭)

فَقُلْنَ وَاللهِ لَا نَسْأَلُ (তখন তাঁহারা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা আর কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এমন জিনিস দাবী করিব না যাহা তাঁহার কাছে নাই)। এই বাক্যের পূর্বে 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে এতখানি অতিরিক্ত আছে : فنهاهما رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعني نهى ابابكر وعمر عن ضربهما (তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদুভয় তথা আবূ বকর ও উমর (রাযিঃ)কে যথাক্রমে আয়িশা ও হাফসা (রাযিঃ)কে মারিতে বারণ করিলেন)। আর ইহা তাঁহার উত্তম আদর্শের উপযোগী ছিল। -(তাকমিলা ১:১৭৭)

ثُمَّ اعْتَزَلَهُنَّ شَهْرًا (অতঃপর তাহাদের হইতে একমাস পৃথক রহিলেন)। অচীরেই اعتزال (পৃথক থাকা)-এর ঘটনা হযরত উমর ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৫৮০নং) হাদীছে বিস্তারিত আসিতেছে। -(ঐ)

مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا (কাহাকেও বাধ্যকারী ও সমস্যায় পতিতকারীরূপে প্রেরণ করেন নাই)। আর 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থের রিওয়ায়তে আছে معنفا সকল শব্দের অর্থ প্রায় একই। আর المعنت শব্দটি عنته হইতে যখন কাহারও উপর কঠোরতা করা হয় এবং এমন বস্তু অত্যাবশ্যক করা হয় যাহা আদায় করা তাহার জন্য জটিল হয়। আর المتعنت হইতেছে অন্যের হোঁচট খাওয়াকে অন্বেষণ করা। -(কামূস)। আর التعنيف হইতেছে চাপ প্রয়োগ করা এবং ভর্ৎসনা করা। -(মাজমাউল বিহার)। ইহা দ্বারা মর্ম হইবে যে, আমি আমার পত্নীদের উপর কঠিনতর আরোপ করিতে চাই না কিংবা তাহাদের পদস্খলন কামনা করি না। সুতরাং আমি তোমার ইখতিয়ারের বিষয়টি তাহাদের অবহিত করা হইতে বিরত থাকিব না। -(তাকমিলা ১:১৭৭)

(৩৫৮০) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زُمَيْلٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّاسُ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى وَيَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا لِي وَمَا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهَا يَا حَفْصَةُ أَقَدْ بَلَغَ مِنْ شَأْنِكِ أَنْ تُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُحِبُّكِ وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَتْ أَشَدَّ الْبُكَاءِ فَقُلْتُ لَهَا أَيْنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ هُوَ فِي خِزَانَتِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ فَدَخَلْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ وَهُوَ جِذْعٌ يَرْقَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْحَدِرُ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

ثُمَّ قُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي فَقُلْتُ يَا رَبَاحُ اسْتَأْذِنْ لِي عِنْدَكَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَنَّ أَنِّي جِئْتُ مِنْ أَجْلِ حَفْصَةَ وَاللهِ لَئِنْ أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَرْبِ عُنُقِهَا لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا وَرَفَعْتُ صَوْتِي فَأَوْمَأَ إِلَيَّ أَنْ ارْقَهْ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إِزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَنَظَرْتُ بِبَصَرِي فِي خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَنَا بِقَبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّاعِ وَمِثْلِهَا قَرَظًا فِي نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ قَالَ فَابْتَدَرَتْ عَيْنَايَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ وَمَا لِي لَا أَبْكِي وَهٰذَا الْحَصِيرُ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِكَ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ لَا أَرَى فِيهَا إِلَّا مَا أَرَى وَذَاكَ قَيْصَرُ وَكِسْرَى فِي الثِّمَارِ وَالْأَنْهَارِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفْوَتُهُ وَهٰذِهِ خِزَانَتُكَ

فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَلَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَنَا الْآخِرَةُ وَلَهُمُ الدُّنْيَا قُلْتُ بَلَى قَالَ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ حِينَ دَخَلْتُ وَأَنَا أَرَى فِي وَجْهِهِ الْغَضَبَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَشُقُّ عَلَيْكَ مِنْ شَأْنِ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مَعَكَ وَمَلَائِكَتَهُ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَأَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَالْمُؤْمِنُونَ مَعَكَ وَقَلَّمَا تَكَلَّمْتُ وَأَحْمَدُ اللهَ بِكَلَامٍ إِلَّا رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَوْلِي الَّذِي أَقُولُ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ آيَةُ التَّخْيِيرِ { عَسَى رَبُّهُ

إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ } {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ}

وَكَانَتْ عَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ وَحَفْصَةُ تَظَاهَرَانِ عَلَى سَائِرِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَطَلَّقْتَهُنَّ قَالَ لَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُسْلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى يَقُولُونَ طَلَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ أَفَأَنْزِلُ فَأُخْبِرَهُمْ أَنَّكَ لَمْ تُطَلِّقْهُنَّ قَالَ نَعَمْ إِنْ شِئْتَ فَلَمْ أَزَلْ أُحَدِّثُهُ حَتَّى تَحَسَّرَ الْغَضَبُ عَنْ وَجْهِهِ وَحَتَّى كَشَرَ فَضَحِكَ وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ ثَغْرًا ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْتُ فَنَزَلْتُ أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّمَا يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّمَا كُنْتَ فِي الْغُرْفَةِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ فَقُمْتُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَنَادَيْتُ بِأَعْلَى صَوْتِي لَمْ يُطَلِّقْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ وَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فَكُنْتُ أَنَا اسْتَنْبَطْتُ ذٰلِكَ الْأَمْرَ وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ آيَةَ التَّخْيِيرِ

(৩৫৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ সহধর্মিণীগণ হইতে (সাময়িকভাবে) পৃথক হইয়া থাকিলেন। তিনি (উমর) বলেন, আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করিলাম। তখন আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, লোকেরা (দুশ্চিন্তায়) হাতে নুড়ি পাথর নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। আর তাহারা আলোচনা করিতেছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়াছেন। আর এই ঘটনাটি সংঘটিত হইয়াছিল পর্দার হুকুম অবতীর্ণের পূর্বে। হযরত উমর মনে মনে বলিলেন, আজই বাস্তব ঘটনা জানিয়া নিব। কাজেই আমি আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, হে আবূ বকর (রাযিঃ)-এর কন্যা! তোমার অবস্থা কি সেই পর্যায়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতেছ? তখন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! আমার ব্যাপারে আপনার ধরপাকড় কেন? আপনি নিজে দোষ-ত্রুটি অবলোকন করুন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি হাফসা বিনৃত উমর (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম, অতঃপর তাহাকে বলিলাম, হে হাফসা! তোমার অবস্থা কী এই পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিতেছ? আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমি অবগত হইয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ভালোবাসেন না। আর আমি না হইলে তোমাকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাক দিয়া দিতেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া হাফসা (রাযিঃ) অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় আছেন। তিনি (হাফসা রাযিঃ) বলিলেন, তিনি ঐ উপরে পানশালার স্থলে তোশাখানায় অবস্থান করিতেছেন। আমি তথায় প্রবেশের উদ্যোগ নিলাম। তখন আমি প্রত্যক্ষ করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম রাবাহ সেই কক্ষের নিম্নে চৌকাঠের উপর পদযুগল

ঝুলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ঐ চৌকাঠটি ছিল খেজুর গাছের কান্ড দিয়া নির্মিত যাহা দিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠানামা করিতেন। আমি রাবাহকে ডাক দিয়া বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি নিয়া আস। তখন রাবাহ কক্ষের দিকে তাকাইল অতঃপর আমার দিকে তাকাইল। কিন্তু সে কিছুই বলিল না।

তখন (পুনরায়) আমি বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি আমার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি নিয়া আস। এবারও রাবাহ কক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিল এবং আমার দিকে ফিরিয়া তাকাইল। কিন্তু সে এইবারও কিছুই বলিল না। তখন (তৃতীয়বার) আমি উচ্চাস্বরে বলিলাম, হে রাবাহ! তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হইতে আমার জন্য সাক্ষাতের অনুমতি নিয়া আস, আর আমি তখন ধারণা করিলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়তো মনে করিয়াছেন আমি আমার কন্যা হাফসার ব্যাপারে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। আল্লাহ তা'আলার কসম! যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার গর্দানে আঘাত করা (হত্যা)-এর হুকুম দেন তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার গর্দানে আঘাত (হত্যা) করিব। এই সকল কথা আমি (সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া) উচ্চস্বরেই বলিতেছিলাম। তখন সে (রাবাহ) আমাকে ইঙ্গিতে উপরে উঠিতে বলিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রবেশ করিলাম। তখন তিনি খেজুর পাতার তৈরী একটি মাদুরের উপর কাত হইয়া শুইয়া ছিলেন। আমি তথায় বসিয়া গেলাম, তিনি তাঁহার চাদরখানি নিজ শরীরের উপরে টানিয়া দিলেন। সেই সময় ইহা ছাড়া তাহার উপর অন্য কোন কাপড় ছিল না। তাঁহার বাহুতে মাদূরের দাগ বসিয়াগিয়াছিল। অতঃপর আমি স্বচক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তোশাখানায় রক্ষিত বস্তুগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। আমি সেইখানে একটি পাত্রে এক ছা'-এর কাছাকাছি কয়েক মুঠো যব প্রত্যক্ষ করিলাম। অনুরূপ সলমের কিছু পাতা (যাহা দিয়া চামড়া দাবাগত করা হয়) কক্ষের এক কোণে পড়িয়াছিল। আর একটি কাঁচা চামড়া (এখনও পুরোপুরি পাকানো হয় নাই) ঝুলন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম। তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, এইগুলি দেখিয়া আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কান্না করিতেছ কেন? আমি আরয করিলাম, ইয়া নবীআল্লাহ! আমি কেন কাঁদিব না। এই যে মাদূর আপনার মুবারক পার্শ্বদেশে দাগ করিয়া দিয়াছে। আর এই হইল আপনার কোষাগার। এই স্থানে সামান্য কিছু যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম ইহা ছাড়া তো আর কিছু নাই। পক্ষান্তরে ঐ যে, রোম ও পারস্য সম্রাট, তাহারা কত বিলাসে ফলমূল ও ঝরণায় পরিবেষ্টিত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন করিতেছে? আর আপনি হইলেন আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি। আর এই হইতেছে আপনার তোশাখানা।

তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রহিয়াছে আখিরাত আর তাহাদের জন্য দুনইয়া? আমি (জবাবে) আরয করিলাম, অবশ্যই সন্তুষ্ট। তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, আমি যখন তাহার খেদমতে উপস্থিত হই তখন হইতেই আমি তাঁহার মুবারক চেহারা ক্রোধের ভাব প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সহধর্মিণীগণের কোন আচরণে আপনার মনোকষ্ট হইয়াছে? আপনি যদি তাহাদের তালাক দিয়া দেন (তাহাতে কিছু আসে যায় না)। কেননা, আপনার সহিত সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাহিয়াছেন। আর তাঁহার সকল ফিরিশতা, জিবরাঈল, মিকাঈল, আমি, আবূ বকরসহ সকল মুমিন আপনার সহিত রহিয়াছেন। তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলার শুকর! আমি যখনই কোন কথা বলি উহাতে প্রায়ই আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলা কথা বাস্তবে প্রমাণিত করিবেন। আর এই প্রেক্ষিতে

ইখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হইল : عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ (নবী যদি তোমাদিগকে তালাক দিয়া দেন তবে তাহার রব অচীরেই তাঁহাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের অপেক্ষা উত্তম স্ত্রীসমূহ দান করিবেন– সূরা তাহরীম ৫)। وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (আর যদি তোমরা (এইভাবে) নবীর মুকাবালায় কর্মতৎপর থাক, তবে (মনে রাখিও) আল্লাহ আছেন নবীর সাথী আর আছেন জিবরাঈল ও সৎমুসলমানগণ। আর এতদ্ব্যতীত ফিরিশতাগণও তাঁহার সাহায্যকারী রহিয়াছেন– সূরা তাহরীম ৪)

হযরত আয়িশা বিনত আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও হাফসা (রাযিঃ) এই দুইজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যান্য সহধর্মিণীগণের উপর কৌশল অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি তাহাদের তালাক দিয়াছেন? তিনি ইরশাদ করিলেন, না। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মসজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, মুসলমানরা (গভীর চিন্তিত অবস্থায়) নুড়ি পাথর নাড়াচাড়া করিতেছে এবং বলিতেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়াছেন। আমি কি নীচে অবতরণ করিয়া তাহাদেরকে জানাইয়া দিব যে, আপনি তাহাদেরকে তালাক দেন নাই? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ তুমি ইচ্ছা করিলে। এইরূপে আমি তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে থাকিলাম। এমনকি তাঁহার মুবারক চেহারা হইতে ক্রোধের ভাব দূরীভূত হইয়া গিয়াছে এবং তিনি এমনভাবে হাসি দিলেন যে, তাঁহার দাঁত দেখা গেল। লোকদের মধ্যে তাঁহার দাঁত ছিল সর্বাধিক চমৎকার। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইখান হইতে নীচে অবতরণ করিলেন এবং আমিও। তবে আমি (পড়ে যাওয়ার আশংকায়) খেজুর গাছের কান্ড দ্বারা তৈরী সিঁড়ির কাষ্ঠ ধরিয়া নীচে নামিতেছিলাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিঁড়ির কাষ্ঠ স্পর্শ না করিয়া নীচে অবতরণ করিলেন যেন তিনি সমতল যমীনে হাঁটতেছেন। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এই কক্ষে উনত্রিশ দিন অবস্থান করিয়াছেন। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, মাস উনত্রিশ দিনেও হইয়া থাকে। তারপর আমি মসজিদের দরজায় দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলাম যে, তিনি নিজ সহধর্মিণীগণকে তালাক প্রদান করেন নাই। এই প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হইল : وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (আর যখন তাহাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি-সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তাহারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রসূল পর্যন্ত কিংবা তাহাদের শাসকদের পর্যন্ত, তখন অনুসন্ধান করে দেখা যাইত সেইসব বিষয়, যাহা তাহাতে রহিয়াছে অনুসন্ধান করার মত)। -(সূরা নিসা ৮৩) হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন) কাজেই আমি এই বিষয়টির যথার্থতা উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছিলাম। আর আল্লাহ তা'আলা ইখতিয়ার সম্পর্কিত আয়াত নাযিল করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

يَنْكُتُونَ بِالْحَصَى (তাহারা নুড়ি পাথর হাতে নিয়া নাড়াচাড়া করিতেছে)। অর্থাৎ তাহারা নুড়ি পাথর হাতে নিয়া যমীনে মারিতেছিল যেমন গভীর দুশ্চিন্তার সময় মানুষ সাধারণতঃ করিয়া থাকে। -(তাকমিলা ১:১৭৮)

عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ (আপনি নিজ দোষ-ত্রুটি অবলোকন করুন)। অর্থাৎ عليك بخاصتك وموضع سرك (আপনি আপনার নিজস্ব রহস্যের খবর নিন)। আর العيبة হইতেছে চামড়ার ব্যাগ বা ট্রাংক যাহার মধ্যে মানুষ উত্তম কাপড়সমূহ ও মূল্যবান আসবাবপত্র রাখে। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হযরত হাফসা বিনত উমর (রাযিঃ)কে উহার

সহিত উপমা দিয়াছেন। ইহা দ্বারা মর্ম হইল عليك بوعظ ابنتك حفصة (আপনি আপনার তনয় হাফসাকে হিতোপদেশ দিন)। -(তাকমিলা ১:১৭৯)

وَلَوْلَا أَنَا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (আর আমি না হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তোমাকে তালাক দিয়া দিতেন)। তিনি যেন মূসা বিন আলী (রহ.) তিনি তাহার পিতা হইতে, তিনি উকবা বিন আমির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের দিকে ইশারা করিয়াছেন। উহাতে আছে قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فحصى التراب على راسه وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها؟ فنزل جبريل من الغد على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يأمرك ان تراجع حفصة رحمة لعمر (উকবা বিন আমির (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাফসা বিন উমর (রাযিঃ)কে তালাক দিলেন। তখন এই খবর উমর (রাযিঃ)-এর কাছে পৌঁছিলে তিনি নিজ মাথায় মাটি নিক্ষেপ করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা কেন উমর ও তাহার কন্যা হাফসার প্রতি মনোযোগ দিতেছেন না? পরের দিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অবতরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর প্রতি দয়া প্রদর্শনে হাফসা (রাযিঃ)কে রাজ'আত করিয়া নিতে আপনাকে হুকুম দিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৭৯)

فِى الْمَشْرُبَةِ (উঁচু কক্ষে)। الْمَشْرُبَةِ শব্দটির ر বর্ণে যবর ও পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ الغرفة العالية (উঁচু কক্ষ)। আল্লামা ইবন কুতায়বা (রহ.) বলেন, কক্ষের সম্মুখস্থ তাক। আল্লামা দাউদী (রহ.) বলেন, هى الغرفة الصغير (উহা হইল ছোট কক্ষ)। আল্লামা বাত্তাল (রহ.) বলেন, المشربة হইল তোশাখানা যাহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় বস্তুসমূহ রাখা হয়। -(উমদাতুল কারী ৬:১৩৭)। 'মাজমাউল বিহার গ্রন্থকার (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, المشربة শব্দটি শুধুমাত্র ر বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ الخزانة (তোশাখানা) এবং ر বর্ণে যবর ও পেশ দ্বারা পঠনে الغرفة (কক্ষ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ১:১৮০)

أُسْكُفَّةِ (নিম্ন চৌকাঠ)। أُسْكُفَّةِ শব্দটির همزه ও ك বর্ণে পেশ এবং ف বর্ণে তাশদীদসহ পঠিত। আর উহা হইতেছে عتبة الباب السفلى (দরজার চৌকাঠের নিম্নাংশ)। -(তাকমিলা ১:১৮০)

مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ (তাহার পদযুগল ঝুলাইয়া ...)। مدل শব্দটি اسم فاعل এর সীগা التدلية (ঝুলইয়া থাকা) অর্থে ব্যবহৃত। আর উহা হইল পদযুগল নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেওয়া। যেমন কূপের মধ্যে বালতি ঝুলে। -(ঐ)

عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ (সিঁড়ির নিম্নের ধাপের উপর)। النقير হইল গর্তকৃত খেজুর বৃক্ষের কান্ড। আর কতক নুসখায় فقير রহিয়াছে। উহা مفقور এর অর্থে ব্যবহৃত। আর مفقور শব্দটি فقار الظهر (মেরুদন্ডের হাড়) হইতে উদ্ভূত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে খেজুরের ডাল যাহার মধ্যে ধাপ আছে। -(শরহে নওয়াভী) -(তাকমিলা ১:১৮০)

اسْتَأْذِنْ لِى (আমার জন্য প্রবেশের অনুমতি নিয়া আস)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শাসকের জন্য একাকিত্ব সময়ে দারোয়ান নিযুক্ত করা জায়িয আছে। সে বিনা অনুমতি কাহাকেও প্রবেশ করিতে বারণ করিবে। -(তাকমিলা ১:১৮০)

فَنَظَرَ رَبَاحٌ إِلَى الْغُرْفَةِ (রাবাহ কক্ষের দিকে তাকাইল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে। -(তাকমিলা ১:১৮১)

ثُمَّ نَظَرَ إِلَىَّ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا (অতঃপর আমার দিকে তাকাইল কিন্তু কোন কিছু বলিল না)। সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে فدخل الغلام فكلم النبى صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبى صلى الله عليه

وسلم وذكرتك له فصمت (গোলাম কক্ষে প্রবেশ করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত কথা বলিলেন, অতঃপর প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আপনার অনুমতির আবেদনের কথা উল্লেখ করিয়া কথা বলিয়াছি। কিন্তু তিনি নীরব থাকিলেন)। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিদ্রায় ছিলেন কিংবা তিনি ধারণা করিয়াছিলেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ) উম্মুহাতুল মুমিনীনের ব্যাপারে সহানুভূতির আবেদন করিতে আসিয়াছিলেন। কেননা, তাহার কন্যা হযরত হাফসা (রাযিঃ)ও তাহাদের একজন। -(তাকমিলা ১:১৮১)

ثُمَّ رَفَعْتُ صَوْتِي (অতঃপর এই সকল কথা আমি উচ্চাস্বরে বলিতেছিলাম)। হযরত উমর (রাযিঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কথাগুলি শোনানোর উদ্দেশ্যেই উচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঘরের মালিকের অনুমতির আশা থাকিলে বার বার অনুমতির আবেদন করা জায়িয আছে। -(ঐ)

أَنْ ارْقَهْ (উপরে উঠিতে)। أمر من الرقي অর্থাৎ الصعود (আরোহণ) ঃ বর্ণটি হয়তো وقف এর জন্য ব্যবহৃত কিংবা সর্বনাম হিসাবে الجذع (খেজুর ডাল)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। -(তাকমিলা ১:১৮১)

قَرَظًا শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে অর্থ গাছের পাতা। ইহাকে ‘সলম’ও বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, আরবের যমীনে চামড়া পাকা করার উত্তম বস্তু হইল সলমের পাতা। ইহার পাতা এবং ফল দ্বারা দাবাগাত করা যায়।

أَفِيقٌ শব্দটি همزه বর্ণে যবর এবং ف বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। চামড়া পাকা করিয়া বাহির করার পূর্বে দাবাগতকৃত চামড়া কিংবা চামড়া শক্ত হইবার পূর্বে। কেহ বলেন, চামড়া দাবাগত করার প্রাথমিক অবস্থায় منيئة বলে, অতঃপর افيق তারপর اديم বলা হয়। افيق এর বহুবচন أَفَق (همزه এবং ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত) যেমন اديم এর বহুবচন أدم ব্যবহৃত হয়। -(তাকমিলা ১:১৮২)

أَطَلَّقْتَهُنَّ (আপনি কি তাঁহাদের তালাক দিয়া দিয়াছেন)? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন না। কেননা, তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ পত্নীগণের সহিত এক মাসের জন্য ঈলা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের তালাক প্রদান করেন নাই। ঈলা-এর আলোচনা আগত হাদীছে আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:১৮৩)

أَتَشَبَّثُ بِالْجِذْعِ (খেজুর গাছের কান্ডে নির্মিত সিঁড়ির কাষ্ঠ ধরিয়া ...)। পড়িয়া যাওয়ার আশংকায় কাষ্ঠ ধরিয়া নীচে অবতরণ করিতেছিলাম। -(তাকমিলা ১:১৮৩)

مَا يَمَسُّهُ بِيَدِهِ (তিনি তাঁহার মুবারক হাত দিয়া কাষ্ঠটি স্পর্শ করেন নাই)। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়া যাওয়ার ভয় না করার কারণে তিনি কাষ্ঠটি হাত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া নীচে অবতরণ করিলেন। হয়তো তিনি অধিক শক্তিশালী হওয়ার কারণে কিংবা ইহাতে উঠা-নামায় অভ্যাস থাকার কারণে। -(ঐ)

(৩৫৮১) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ أَخْبَرَنِي يَحْيَى أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ قَالَ مَكَثْتُ سَنَةً وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا رَجَعَ فَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَةُ

وَعَائِشَةُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هٰذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً لَكَ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَسَلْنِي عَنْهُ فَإِنْ كُنْتُ أَعْلَمُهُ أَخْبَرْتُكَ قَالَ وَقَالَ عُمَرُ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتّٰى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَا قَسَمَ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَأْتَمِرُهُ إِذْ قَالَتْ لِي امْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا فَقُلْتُ لَهَا وَمَا لَكِ أَنْتِ وَلِمَا هَاهُنَا وَمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ قَالَ عُمَرُ فَآخُذُ رِدَائِي ثُمَّ أَخْرُجُ مَكَانِي حَتّٰى أَدْخُلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَهَا يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هٰذِهِ الَّتِي قَدْ أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا وَحُبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا

ثُمَّ خَرَجْتُ حَتّٰى أَدْخُلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ لِي أُمُّ سَلَمَةَ عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَدْ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ قَالَ فَأَخَذَتْنِي أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا

وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ فَأَتَى صَاحِبِي الْأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ الْبَابَ وَقَالَ افْتَحِ افْتَحْ فَقُلْتُ جَاءَ الْغَسَّانِيُّ فَقَالَ أَشَدُّ مِنْ ذٰلِكَ اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتّٰى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يُرْتَقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ هٰذَا عُمَرُ فَأُذِنَ لِي قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدِيثَ فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَضْبُورًا وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً فَرَأَيْتُ أَثَرَ الْحَصِيرِ فِي جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَكَيْتُ فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُمَا الدُّنْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ

(৩৫৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তিনি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ)কে বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি এক বছর অপেক্ষা করিতেছিলাম যে, একখানা আয়াত সম্পর্কে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু আমি তাহার গাম্ভীর্যের ভয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইতেছিলাম না। এমনকি যে, একদা তিনি হজ্জে রওয়ানা হইলেন, আমিও তাঁহার সহিত রওয়ানা হইলাম। যখন আমরা কোন এক রাস্তা দিয়া চলিতেছিলাম তখন তিনি প্রকৃতির প্রয়োজনে সাড়া দিয়া পিলু গাছের ঝোঁপের দিকে গমন করিলেন। তখন আমি তাঁহার

মুসলিম শরীফ- ১৪-১৩/১

অপেক্ষায় তাঁহার প্রয়োজন পূর্ণ করা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলাম। অতঃপর তাহার সহিত চলিলাম। তখন আমি বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মধ্য হইতে কোন্ দুইজন কৌশল অবলম্বনে একে অপরের সহযোগিতা করিয়াছিলেন? তিনি (জবাবে) বলিলেন, তাহারা হইল হাফসা ও আয়িশা (রাযিঃ) তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) বলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি প্রায় এক বছর যাবত এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিব বলিয়া মনে মনে ভাবিতেছিলাম। কিন্তু আপনার ভয়ে সাহস করি নাই। তিনি (উমর রাযিঃ) বলিলেন, তুমি আর কখনও এইরূপ করিবে না; বরং আমার কাছে (শরীআতের) কোন বিষয়ে ইলম আছে বলিয়া তোমার ধারণা হইলে তুমি অবশ্যই সেই সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া নিবে। আমার যদি উহা ভালোভাবে জানা থাকে তাহা হইলে তোমাকে অবহিত করিবই। তিনি (আবদুল্লাহ রাযিঃ) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) আরও বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! জাহিলী যুগে আমরা নারী জাতির জন্য কোন প্রকার অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতাম না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অধিকার সম্পর্কে যাহা নাযিল করার নাযিল করিলেন এং তাহাদের জন্য যাহা পালা নির্ধারণ করার ছিল তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, একদা আমি একটি বিষয়ে (সিদ্ধান্ত গ্রহণে) চিন্তা-ফিকির করিতেছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী আমার নিকট আগমন করিয়া বলিল, আপনি যদি এইরূপ করিতেন তাহা হইলে ভালো হইত। (উমর (রাযিঃ) বলেন) আমি তাহাকে বলিলাম, তোমার কি হইয়াছে? তুমি এই স্থানে আসিয়াছ কেন? আমি যেই বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করিতেছি সেই বিষয়ে তুমি নাক গলাইতেছ কেন? তখন সে আমাকে বলিল, ইয়া ইবনাল খাত্তাব! কী আশ্চর্য! আপনি আমাদের কথা বলিতেই দিতেছেন না, অথচ আপনার কন্যা (হাফসা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রতিউত্তর করে, যাহার কারণে তিনি সারাদিন রাগান্বিত অবস্থায় অতিবাহিত করেন। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, তখন আমি আমার চাদর গুটাইয়া দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং সোজা হাফসার ঘরে প্রবেশ করিলাম। অতঃপর আমি তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম। হে আমার কন্যা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রতিউত্তর দিয়া থাক। ফলে তিনি রাগান্বিত অবস্থায় সারা দিন অতিবাহিত করেন। তখন হযরত হাফসা (রাযিঃ) (জবাবে) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমরা নিশ্চয়ই তাঁহার কথার প্রতি উত্তর করিয়া থাকি। (হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন) তখন আমি বলিলাম, জানিয়া রাখ! আমি তোমাকে আল্লাহ তা'আলার আযাবের ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসন্তুষ্টির ভীতিপ্রদর্শন করিতেছি। হে আমার কন্যা! ঐ মেয়ে (আয়িশা)টি যেন তোমাকে ধোকায় ফেলিতে না পারে যাহাকে তাহার সৌন্দর্য ও তাঁহার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুরাগ গর্বিত করিয়া ফেলিয়াছে।

অতঃপর আমি সেইখান হইতে বাহির হইয়া উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। তাহার সহিত আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। তাঁহার সহিত আমি আলোচনা করিলাম। তখন উম্মু সালামা (রাযিঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, কী আশ্চর্য! ইয়া ইবনাল খাত্তাব! আপনি সকল ব্যাপারেই প্রভাব বিস্তার করিতেছেন? এমনকি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সহধর্মিণীগণের মধ্যকার ব্যাপারে দখল নিতে চাহিতেছেন? তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কথা আমাকে এমনভাবে জব্দ করিল যে, আমি হতোদ্যম হইয়া তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

আমার একজন আনসারী সাথী ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে অনুপস্থিত থাকিলে তিনি আমাকে (পরে আলোচিত ইলমী বিষয়গুলি) অবহিত করিতেন। আর তিনি তাঁহার মজলিসে অনুপস্থিত থাকিলে আমি তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে অবহিত করিতাম। সেই সময়ে আমরা জনৈক

গাস্সানী বাদশার আক্রমনের আশংকায় ছিলাম। কেননা, তখন আমাদের মধ্যে গুজব ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, সে আমাদের উপর হামলা করার পাঁয়তারা করিতেছে। ফলে আমরা আতংকগ্রস্ত ছিলাম। এমতাবস্থায় আমার আনসারী সাথী আসিয়া দরজার কড়ায় স্বজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, আপনি খুলেন, আপনি দরজা খুলেন। তখন আমি বলিলাম গাস্সানীরা আসিয়া গিয়াছে? তখন তিনি বলিলেন, (না গাস্সানীরা আসে নাই) তবে উহার হইতে মারাত্মক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণ হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। (উমর (রাযিঃ) বলেন) তখন আমি বলিলাম, হাফসা ও আয়িশার নাকে ধূলায় মলিন হউক। অতঃপর কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁহার তোশাখানায় প্রত্যক্ষ করিলাম। উহার উপর সিঁড়ি বাহিয়া আরোহণ করিতে হয় আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একজন কৃষ্ণকায় গোলাম সিঁড়ির মাথায় বসা। যাহা হউক আমি (তাহাকে) বলিলাম, আমি উমর। আমাকে অনুমতি আনিয়া দাও। হযরত উমর (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর আমি সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বর্ণনা করিলাম। অতঃপর যখন আমি হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কথায় পৌঁছিলাম তখন তিনি মুচকি হাসিলেন। তিনি তখন একটি সাধারণ মাদূরের উপর শায়িত ছিলেন, তাঁহার এবং মাদূরের মাঝখানে অন্য কোন কিছুই ছিল না। আর তাঁহার মুবারক মাথার নীচে চামড়ার তৈরী একটি বালিশ ছিল যাহার মধ্যে খেজুর গাছের ছাল ভর্তি ছিল। আর তাঁহার মুবারক পদযুগলের পার্শ্বে সলম-এর কিছু পাতা সারিবদ্ধভাবে ছিল এবং তাঁহার মুবারক মাথার পার্শ্বে একটি কাঁচা চামড়া ঝুলন্ত ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুবারক শরীরের পার্শ্বদেশে মাদুরের দাগ প্রত্যক্ষ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমাকে কে কাঁদাইল? আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পারস্য এবং রোম সম্রাটদ্বয় তো কি বিলাসী জীবন-যাপন করিতেছে আর আপনি হইলেন আল্লাহ তা'আলার রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তুমি কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহে যে, তাহাদের উভয়ের জন্য রহিয়াছে দুন্ইয়া আর তোমার জন্য আখিরাত?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ (পিলু গাছের ঝোঁপের দিকে গেলেন)। অর্থাৎ চলাচল রাস্তা হইতে অচলাচল রাস্তায় সাধারণত মানুষ প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া থাকে। আর এই ঘটনাটি 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে সংঘটিত হইয়াছিল। যেমন আগত হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। আর الْأَرَاكِ (পিলুগাছ) হইতেছে (বেশী পাতা ও ডাল পালাযুক্ত) এক প্রকার (কাটাওয়ালা) প্রসিদ্ধ গাছ যাহাতে উট চরানো হয়। -(তাকমিলা ১:১৮৫)

حَتَّى أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ (পরে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের অধিকার সম্পর্কে যাহা নাযিল করার তাহা নাযিল করিলেন)। অর্থাৎ অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাহাদের হকসমূহ আদায় করার জন্য নির্দেশ দেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (আর নারীদের জন্যও (পুরুষদের উপর) তদ্রুপ হক অধিকার রহিয়াছে, যেইরূপ তাহাদের প্রতি (পুরষদের হক) রহিয়াছে (শরীআতের বিধান মতে)। -(সূরা বাকারা ২২৮)

ثُمَّ آخُذُ ثَوْبِى (অতঃপর আমি আমার উত্তম কাপড় পরিধান করিলাম)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম ও মহাপুরুষগণের সহিত সাক্ষাতের সময় তাঁহাদের সম্মানার্থে উত্তম জামা ও পাগড়ি প্রভৃতি পরিধান করিয়া সজ্জিত হইয়া যাওয়া মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ১:১৮৮)

بِعَجَلَةٍ (সিঁড়ি বেয়ে ...)। উহা হইতেছে খেজুর গাছের কান্ডে গর্তকৃত ধাপ। -(তাকমিলা ১:১৮৮)

مَضْبُورًا (সারিবদ্ধভাবে)। مَضْبُور শব্দটি ض বর্ণ দ্বারা পঠনে অর্থাৎ مجموعا منضدا (সবগুলি (পাতা) একটির উপর একটি সাজানো)। আর ইহা ضبرالكتب (কিতাবসমূহের আঁটি باب ضرب) হইতে উদ্ভূত। যখন কিতাবসমূহকে একটি আঁটি বাঁধা হয়। -(কামূস) -(তাকমিলা ১:১৮৯)

أُهُبًا (কাঁচা চামড়া)। أهبا শব্দটির প্রথম দুই বর্ণে যবর কিংবা পেশ দ্বারা পঠনে اهاب (চামড়া)-এর বহুবচন। উহা হইল দাবাগতবিহীন কাঁচা চামড়া। -(তাকমিলা ১:১৮৯)

(৩৫৮২) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ مَعَ عُمَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ كَنَحْوِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ قَالَ حَفْصَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَادَ فِيهِ وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ فَإِذَا فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ وَزَادَ أَيْضًا وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا فَلَمَّا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نَزَلَ إِلَيْهِنَّ

(৩৫৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর (রাযিঃ)-এর সহিত রওয়ানা হইয়া আমরা যখন 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছিলাম। অতঃপর রাবী সুলায়মান বিন বিলাল (রহ.)-এর বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে এই হাদীছে আছে তিনি (ইবন আব্বাস রাযিঃ) বলেন, আমি (হযরত উমর (রাযিঃ)কে) জিজ্ঞাসা করিলাম, সেই দুই মহিলার ঘটনা কী? তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, হাফসা ও উম্মু সালামা (রাযিঃ)। ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে। অতঃপর আমি হুজরাসমূহের দিকে গেলাম তখন সকল ঘরেই কান্নাকাটি চলিতেছিল। আর এই হাদীছে তিনি আরও অতিরিক্ত বলিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ সহধর্মিণীগণের সহিত একমাস ঈলা করিয়াছিলেন। যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হইয়া গেল তখন তিনি তাহাদের কাছে অবতরণ করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَأْنُ الْمَرْأَتَيْنِ অর্থাৎ ما شأن المراتين (সেই দুই মহিলার ঘটনা কী)? আর কতক নুসখায় সুস্পষ্টভাবে حرف الاستفهام (প্রশ্নবোধক বর্ণ)সহ বর্ণিত হইয়াছে। (كما في حاشية الشيخ محمد ذهبي على صحيح مسلم ١: ٤٧٩) -(তাকমিলা ১:১৮৯)

وَأَتَيْتُ الْحُجَرَ (আর আমি হুজরাসমূহের দিকে গেলাম)। الحجر শব্দটির ح বর্ণে পেশ ج বর্ণে যবর দ্বারা পঠনে حجرة (কক্ষ)-এর বহুবচন। ইহা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের ঘর মর্ম নিয়াছেন। আর الحجرة শব্দের আভিধানিক অর্থ الغرفة (কক্ষ) এবং حظيرة الابل (উটের খোয়ার)। ইহার বহুবচন حجرات ও ব্যবহৃত হয়। -(কামূস) -(তাকমিলা ১:১৮৯)

فِي كُلِّ بَيْتٍ بُكَاءٌ (প্রত্যেক ঘরেই কান্নাকাটি চলিতেছিল)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের হইতে পৃথক অবস্থান করার কারণে সহধর্মিণীগণ কঠিন মর্মবেদনায় নিপাতিত হইয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১:১৮৯)

وَكَانَ آلَى مِنْهُنَّ شَهْرًا (আর তিনি নিজ সহধর্মিণীগণের সহিত একমাস ঈলা করিয়াছিলেন)। অর্থাৎ حلف على عدم قربانهن (তাহাদের সান্নিধ্যে) না থাকার কসম করিয়াছিলেন)। আর ইহা ফকীহগণের পরিভাষায় ঈলা ছিল না। কেননা, ঈলা চার মাসের কম সময়ের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না। ইহা তো অন্যান্য কসমের মত কসম। আর হাদীছ শরীফে ইহার উপর الايلاء শব্দের প্রয়োগ হইতেছে আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ (পারিভাষিক অর্থে নহে)।

الايلاء (কসম করা) মর্ম : الايلاء এর পারিভাষিক অর্থ হইতেছে চার মাস কিংবা উহার বেশী দিনের জন্য স্ত্রীর নিকটবর্তী না হওয়ার উপর কসম করা। অতঃপর সে যদি এই সময়ের মধ্যে স্ত্রীসহবাস না করে এবং কসমের কাফ্ফারাও আদায় না করে তাহা হইলে হানাফীগণের মতে শুধু সময় অতিক্রম করার দ্বারা তালাকে বায়িন পতিত হইয়া যাইবে। (অর্থাৎ সে যদি এই সময়ের মধ্যে সহবাস করিয়া ফেলে এবং কসমের কাফ্ফারা আদায় করিয়া দেয় তবে ঈলা শেষ হইয়া যাইবে এবং স্ত্রীও থাকিয়া যাইবে)। ইহা ইমাম মালিক (রহ.)-এর এক অভিমত।

ইমাম শাফেয়ী, আহমদ এবং আহলে জাহির (রহ.)-এর মতে শুধু সময় অতিক্রম দ্বারা তালাক পতিত হইবে না। বরং স্বামীকে বলা হইবে সে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে কিংবা তালাক দিয়া দিবে। সে যদি অস্বীকার করে তাহা হইলে কাযী তাহার উপর তালাকের হুকুম দিয়া দিবেন। তাহাদের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (যাহরা নিজ বিবিগণের সহিত মিলিত না হওয়ার কসম করিয়া বসে তাহাদের জন্য অবকাশ করিয়াছে চার মাস পর্যন্ত, অনন্তর তাহারা যদি (কসম ভাঙ্গিয়া বিবিগণের প্রতি) ফিরিয়া যায় তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাকারী দয়ালূ। আর যদি তালাক দিবার জন্য একেবারে দৃঢ়পণ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা (সকল কিছু) শুনেন জানেন– সূরা বাকারা ২২৬-২২৭) এই আয়াতে অবকাশের পর তালাকের দৃঢ়পণ করার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু অবকাশ (সময় অতিক্রম) করার দ্বারা তালাক পতিত হইবে না।

আমাদের হানাফীগণের দলীল যাহা ইবন আবী শায়বা ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হাকম বিন উতায়বা (রহ.)-এর সূত্রে নকল করেন, তিনি মাকসম হইতে, তিনি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ان الفيئ الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء اربعة اشهر (চারমাস সময়ের মধ্যে সহবাস করা হইতে ফিরিয়া থাকাই তালাকের উপর দৃঢ়পণ)-(জামিউল মাসানিদ ২:১৪৬, আর অনুরূপ ইবন মাসউদ, উছমান বিন আফ্ফান ও যায়দ বিন ছাবিত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে। বিস্তারিত জানার জন্য ই'লাউস সুনান ১১:১৫১। এই স্থানে এই মাসয়ালা বিস্তারিত আলোচনা করার স্থান নহে)।

(৩৫৮৩) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ وَهُوَ مَوْلَى الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبِثْتُ سَنَةً مَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى صَحِبْتُهُ إِلَى مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ ذَهَبَ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَقَالَ أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ وَرَجَعَ ذَهَبْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَذَكَرْتُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَتَانِ فَمَا قَضَيْتُ كَلَامِي حَتَّى قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ

(৩৫৮৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন যে, আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, সেই দুই মহিলা সম্পর্কে হযরত উমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিব যাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে (তাঁহার সহিত) কৌশল অবলম্বন করার মধ্যে একে অপরের সহযোগিতা করিয়াছিলেন। আমি প্রায় এক বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করিলাম কিন্তু জিজ্ঞাসা করার মতো সুযোগ পাই নাই। অবশেষে মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে আমি তাহার সাথী হইলাম। অতঃপর যখন তিনি 'মাররুয্ যাহরান' নামক স্থানে পৌঁছিলেন তখন তিনি তাহার (প্রকৃতির) প্রয়োজনে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন তখন তিনি বলিলেন, আমাকে এক লোটা পানি দাও। আমি এক লোটা পানি নিয়া তাহার কাছে আসিলাম, তিনি যখন তাহার প্রয়োজন শেষে ফিরিয়া আসিলেন তখন আমি উযূর পানি ঢালিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার কাছে গেলাম এবং উক্ত প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আমীরুল মুমিনীন! সেই দুই মহিলা কাহারা? অতঃপর আমি আমার কথা সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি বলিলেন, আয়িশা এবং হাফসা (রাযিঃ)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَظَاهَرَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এতদুভয় কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন)। হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) تظاهرتا عليه (কোন দুই জন তাঁহার সহিত কৌশল অবলম্বনে একে অপরের সহযোগিতা করিয়াছিলেন) না বলিয়া تظاهرتا على عهده (তাঁহার যুগে দুই জন কৌশল অবলম্বনে সহযোগিতা করিয়াছিলেন) বলিয়াছেন। ইহা দ্বারা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের প্রতি আদব রক্ষা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৯০)

أَدْرِكْنِي بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ (আমাকে এক লোটা পানি দাও)। ইহা দ্বারা এই মর্ম নহে যে, হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ)-এর ইস্তিঞ্জার পানি নিয়া আসিলেন; বরং হযরত উমর (রাযিঃ) যখন প্রকৃতির প্রয়োজন পূরণের জন্য চলিয়া গেলেন তখন ইবন আব্বাস (রাযিঃ) এই সময়ের মধ্যে তাহার জন্য উযূর পানি আনার জন্য লোক পাঠাইলেন। আর উমর (রাযিঃ) তো ঢিলা দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করিয়াছিলেন। আর ইবন আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক আগত রিওয়ায়তের বাক্য عدل عمر وعدلت معه بالاداوة فتبرز ثم اتانى فسكبت الخ (রাস্তা দিয়া চলার সময় উমর (রাযিঃ) এক পার্শ্বে মোড় নিলেন। আমিও পানির বদনাসহ তাহার সহিত রাস্তার পার্শ্বে গেলাম। তিনি তাঁহার হাজত পূরণ করিলেন এবং আমার কাছে আসিলেন। আমি তাহার উভয় হাতে পানি ঢালিলাম তিনি উযূ করিয়া নিলেন)। এই কারণেই হাফিয ইবন হাজার (রহ.) (৯:২৫৫)-এ বলেন, فيه ايثار الاستجمار فى الاسفار وابقاء الماء الوضوء (ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সফরের মধ্যে উযূর পানি সংরক্ষণ করিয়া ঢিলা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করার প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া সমীচীন। -(তাকমিলা ১:১৯১)

(৩৫৮৪) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَتَقَارَبَا فِي لَفْظِ الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا و قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنْ الْمَرْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} قَالَ عُمَرُ وَا عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَرِهَ وَاللهِ مَا سَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكْتُمْهُ قَالَ هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ

قَالَ كُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَانْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمَ وَأَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ يُرِيدُ عَائِشَةَ

قَالَ وَكَانَ لِي جَارٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِتَغْزُوَنَا فَنَزَلَ صَاحِبِي ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاذَا أَجَاءَتْ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ قَدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَا أَدْرِي هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ فِي هَذِهِ الْمَشْرُبَةِ فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ فَدَخَلْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى رَمْلِ حَصِيرٍ قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْتُ أَطَلَّقْتَ يَا رَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ فَرَفَعَ

رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ لاَ فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ

فَتَغَضَّبْتُ عَلَى امْرَأَتِي يَوْمًا فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي فَقَالَتْ مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقُلْتُ قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكِ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لاَ يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكِ فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ أَسْتَأْنِسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَجَلَسْتُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فِي الْبَيْتِ فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلاَّ أُهَبًا ثَلاَثَةً فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَارِسَ وَالرُّومِ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حَتَّى عَاتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

قَالَ الزُّهْرِيُّ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لاَ تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَّ فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ثُمَّ قَالَ يَا عَائِشَةُ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ثُمَّ قَرَأَ عَلَيَّ الآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ حَتَّى بَلَغَ أَجْرًا عَظِيمًا} قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ فَقُلْتُ أَوَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ

قَالَ مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لاَ تُخْبِرْ نِسَاءَكَ أَنِّي اخْتَرْتُكَ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَرْسَلَنِي مُبَلِّغًا وَلَمْ يُرْسِلْنِي مُتَعَنِّتًا قَالَ قَتَادَةُ {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} مَالَتْ قُلُوبُكُمَا

(৩৫৮৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী ও মুহাম্মদ বিন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মধ্য হইতে যেই দুই মহিলা সম্পর্কে হযরত উমর (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আকাঙ্খা করিয়া আসিতেছিলাম তাহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (হে নবী পত্নীদ্বয়)! তোমরা যদি তাওবা করিয়া লও আল্লাহ তা'আলার নিকট (তবে ভালো) বস্তুত: তোমাদের উভয়ের অন্তঃকরণ অন্যায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে– সূরা তাহরীম ৪) পরিশেষে হযরত উমর (রাযিঃ) হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন এবং আমিও হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে তাঁহার সহিত রওয়ানা করিলাম। অতঃপর আমরা কোন এক রাস্তা দিয়া চলার সময় হযরত উমর (রাযিঃ) এক পাশে মোড় নিলেন। আমিও পানির লোটাসহ তাঁহার সহিত রাস্তার পাশে গেলাম। তিনি তাঁহার প্রকৃতির প্রয়োজন

হইতে ফারিগ হইলেন এবং আমার কাছে আসিলেন। আমি তাঁহার হস্তদ্বয়ে পানি ঢালিয়া দিলাম, তিনি উযূ করিলেন। তখন আমি বলিলাম, ইয়া আমীরাল মুমিনীন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণের মধ্যে সেই কোন দুইজন মহিলা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (হে নবী পত্নীদ্বয়)! তোমরা যদি তাওবা করিয়া লও আল্লাহ তা'আলার নিকট (তবে ভালো) বস্তুতঃ তোমাদের উভয়ের অন্তঃকরণ অন্যায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে– সূরা তাহরীম ৪)। হযরত উমর (রাযিঃ) বলিলেন, বড় আশ্চর্যের বিষয়, হে ইবন আব্বাস! (তুমি এতদিন কেন জিজ্ঞাসা কর নাই)? ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! তিনি (উমর রাযিঃ) জিজ্ঞাসিত বিষয়টি (ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বিলম্বে জিজ্ঞাসা করাকে) অপছন্দ করিলেও উহা বর্ণনা করিতে কিছুই গোপন করেন নাই। তিনি বলিলেন, তাহারা দুইজন ছিল হাফসা ও আয়িশা (রাযিঃ)। অতঃপর তিনি সুদীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিলেন :

তিনি (হযরত উমর রাযিঃ) বলেন, আমরা কুরায়শ বংশের লোকেরা (জাহিলী যুগে) আমাদের পত্নীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিলাম তখন আমরা এমন সম্প্রদায়ের লোকদের পাইলাম যাহাদের উপর তাহাদের পত্নীরা প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। অতঃপর আমাদের পত্নীরা তাহাদের স্ত্রীদের হইতে উক্ত আচরণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, মদীনার উচ্চভূমির অধিবাসী বনূ উমাইয়্যা বিন যায়দ-এর মধ্যে আমার বসতবাড়ীটি ছিল। একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর ক্রোধান্বিত হইলাম। আশ্চর্য সে আমার কথার প্রতি উত্তর করিতে লাগিল। আমি আমার সহিত তাহার প্রতি উত্তর করাকে অতীব অপছন্দ করিলাম। তখন সে বলিল, আপনার সহিত আমার কথার প্রতি উত্তর করাকে আপনি অপছন্দ করিতেছেন কেন? আল্লাহ তা'আলার কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণও তো তাঁহার কথার প্রতি উত্তর দিয়া থাকেন। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে সারা দিন রাত্রি পর্যন্ত পৃথক করিয়া রাখেন। তখন আমি (দ্রুত) রওয়ানা করিলাম এবং হাফসার ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রতিউত্তর কর? তিনি (হাফসা (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তোমাদের মধ্যে কি কেহ তাঁহাকে সারাদিন রাত্রি পর্যন্ত পৃথক করিয়া রাখ? তিনি (হাফসা (রাযিঃ) জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ। আমি বলিলাম, তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই ধরণের আচরণ করে সে বস্তুতঃ দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তোমাদের মধ্যে কি কেহ নিরাপদ থাকিতে পারিবে যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণে ক্রোধান্বিত হন? এইরূপ হইলে তো তাহার ধ্বংস অনিবার্য। (যাহা হউক) তুমি কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত প্রতি উত্তর করিবে না এবং তাঁহার কাছে কোন বস্তু দাবী করিবে না। তোমার মনে যাহা চায় উহা আমার কাছে চাহিবে। (তুমি জানিয়া রাখ) তোমার সতীন (আয়িশা রাযিঃ) তোমার চাইতে অধিকতর সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তোমার তুলনায় অধিকতর প্রিয়পাত্রী। সে যেন তোমাকে ধোকায় পতিত না করিয়া ফেলে। ইহা দ্বারা তিনি হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

তিনি (উমর রাযিঃ) বলেন, আমার একজন আনসারী প্রতিবেশী ছিলেন। আমরা দুইজন পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মজলিসে যাইতাম। তিনি একদিন উপস্থিত হইতেন আর আমি অপরদিন উপস্থিত হইতাম। এমনিভাবে একদিন তিনি আমাকে ওহী ইত্যাদির খবর দিতেন আর আমিও অনুরূপ তাহাকে খবর দিতাম। সেই সময় আমাদের কাছে খবর পৌঁছিল যে, গাস্সানী বাদশা আমাদের সহিত যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার ক্ষুরে নাল লইতেছে। একদা আমার সাথী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে গেলেন

অতঃপর ইশার ওয়াক্তে আমার কাছে আসিলেন। তিনি আসিয়াই আমার দরজায় আঘাত করিলেন অতঃপর আমাকে ডাকিলেন। তখন আমি বাহির হইয়া তাহার কাছে আসিলাম, তিনি বলিলেন, বিরাট ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। আমি বলিলাম, ইহা কি? গাস্‌সানীরা কি আসিয়া গিয়াছে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না (তাহারা আসে নাই); বরং উহা হইতেও মারাত্মক ও গুরুতর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়া দিয়াছেন। তখন আমি বলিলাম, হাফসা হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমি পূর্ব হইতেই ধারণা করিয়া আসিতেছিলাম যে, এমন কিছু একটা ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে। অতঃপর আমি ফজরের নামায আদায় শেষে ভালো কাপড় পরিধান করিয়া রওয়ানা হইয়া সরাসরি হাফসার ঘরে প্রবেশ করিলাম। তখন সে কাঁদিতেছিল। আমি বলিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি তোমাদেরকে তালাক দিয়াছেন? সে (জবাবে) বলিল, আমি জানি না। তবে তিনি তাঁহার তোশাখানায় একাকী অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর আমি তাঁহার কৃষ্ণকায় গোলামের কাছে আসিলাম এবং বলিলাম, উমরের জন্য অনুমতি নিয়া আস। অতঃপর সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং বাহিরে আসিয়া আমার দিকে তাকাইল। তারপর সে বলিল, আমি তাঁহার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমীপে আপনার কথা উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু তিনি নীরব রহিয়াছেন। অতঃপর আমি চলিয়া আসিলাম এবং মিম্বরের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িলাম। তখন দেখিলাম সেই স্থানে একদল লোক বসিয়া আছেন তাহাদের কেহ কেহ ডুকরে ডুকরে কাঁদিতেছেন। আমি তথায় কিছুক্ষণ বসিলাম। অতঃপর আমার মনে প্রবল আকাঙ্খা জাগ্রত হইল। তারপর আমি সেই গোলামের কাছে আসিলাম এবং তাহাকে বলিলাম, উমরের জন্য অনুমতি নিয়া আস। সে ভেতরে প্রবেশ করিল এবং বাহির হইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল, আমি অবশ্যই আপনার কথা তাঁহার সামনে উল্লেখ করিয়াছি কিন্তু তিনি নীরব রহিয়াছেন। তখন আমি পিছনে ফিরিয়া চলিলাম তখন সেই গোলামটি আমাকে ডাক দিয়া বলিল, আপনি প্রবেশ করুন, তিনি আপনাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিয়াছেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম। তখন তিনি খেজুর পাতার বুননকৃত একটি চাটাইয়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন যাহার ফলে তাঁহার পার্শ্বদেশে দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আপনার সহধর্মিণীগণকে তালাক দিয়াছেন? তখন তিনি নিজ মুবারক মাথা উঠাইয়া আমার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, না। তখন আমি (আল্লাহর শুকরিয়া প্রকাশে) আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সুমহান) বলিলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি প্রত্যক্ষ করিতেন যে, আমরা কুরায়শ বংশের লোকেরা (জাহিলী যুগে) আমাদের পত্নীদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিতাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিলাম তখন আমরা এমন সম্প্রদায়ের লোকদের পাইলাম যাহাদের উপর তাহাদের পত্নীরা প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। অতঃপর আমাদের পত্নীরা তাহাদের স্ত্রীদের হইতে উক্ত আচরণ শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।

একদা আমি আমার স্ত্রীর উপর ক্রোধান্বিত হইলাম। কী আশ্চর্য সে আমার কথার প্রতি উত্তর করিতে লাগিল। আমি আমার সহিত তাহার প্রতি উত্তর করাকে অতীব অপছন্দ করিলাম। তখন সে বলিল, আপনার সহিত আমার কথার প্রতি উত্তর করাকে আপনি অপছন্দ করিতেছেন কেন? আল্লাহ তা'আলার কসম! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণীগণও তো তাঁহার কথার প্রতি উত্তর দিয়া থাকেন। এমনকি তাহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে সারা দিন রাত পর্যন্ত পৃথক করিয়া রাখেন। তখন আমি বলিলাম, তাহাদের মধ্যে যে কেহ এই ধরণের আচরণ করে সে অবশ্যই দুর্ভাগা ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাহাদের কেহ কি নিরাপদ থাকিতে পারিবে যদি আল্লাহ তা'আলা তাঁহার

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্রোধান্বিত হওয়ার কারণে ক্রোধান্বিত হন? এইরূপ হইলে তো তাহার ধ্বংস অনিবার্য। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসি দিলেন। তারপর আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাফসার কাছে গিয়া তাহাকে বলিয়াছি। (তুমি জানিয়া রাখ) তোমার সতীন (আয়িশা রাযিঃ) তোমার হইতে অধিকতর সুন্দরী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তোমার তুলনায় অধিকতর প্রিয়পাত্রী, সে যেন তোমাকে ধোকায় পতিত না করিয়া ফেলে। তখন তিনি দ্বিতীয়বার মুচকি হাসি দিলেন। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একান্তে কিছু কথা বলিতে চাই। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ। তারপর আমি বসিলাম এবং মাথা উত্তেলন করিয়া ঘরের এইদিক সেই দিক তাকাইলাম। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তথায় তিনটি কাঁচা চামড়া ব্যতীত নযর জুড়ানো আর কিছু প্রত্যক্ষ করি নাই। আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ তা'আলার সমীপে দু'আ করুন যেন তিনি আপনার উম্মতকে প্রাচুর্য দান করেন। পারস্য ও রোমবাসীদেরকে তো পার্থিব ভোগ-বিলাস দান করা হইয়াছে। অথচ তাহারা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করে না। তখন তিনি সোজা হইয়া বসিলেন অতঃপর ইরশাদ করিলেন, হে ইবনাল খাত্তাব! তুমি কি সন্দেহে নিপতিত আছ। বস্তুতঃ তাহারা তো এমন এক সম্প্রদায় যাহাদেরকে পার্থিব জীবনের ক্ষণিকের জন্য ভোগ-বিলাস দান করা হইয়াছে। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (উল্লেখ্য যে) তিনি নিজ সহধর্মিণীগণের আচরণে অত্যধিক রাগ হইয়া কসম করিয়াছিলেন যে, এক মাস পর্যন্ত তাহাদের সংস্পর্শে যাইবেন না। পরিশেষে সুমহান আল্লাহ তাঁহার এই কর্মকে নিন্দা করেন।

ইমাম যুহরী (রহ.) বলেন, উরওয়া (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর সনদে আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিয়াছেন : যখন উনত্রিশ দিন অতিবাহিত হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে আমার কাছে আসিলেন। তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাস আমাদের কাছে না আসিবেন বলিয়া কসম করিয়াছিলেন অথচ উনত্রিশ দিন পরই আপনি আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তো এই দিনগুলির হিসাব রাখিয়াছিলাম। তিনি ইরশাদ করিলেন, উনত্রিশ দিনেও মাস হয়। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, হে আয়িশা! আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সেই সম্পর্কে তোমার পিতা-মাতার সহিত পরামর্শ না করিয়া তড়িঘড়ি করিয়া সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন নাই। অতঃপর তিনি আমাকে নিম্নোক্ত আয়াত يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ (হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে বলুন) হইতে أَجْرًا عَظِيمًا (মহা পুরস্কার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন– সূরা আহযাব ২৮-২৯) পর্যন্ত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, আল্লাহর কসম! ইহা নিশ্চিত জানা যে, আমার পিতা-মাতা কখনও আমাকে তাঁহার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর) হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সম্মতি দিবেন না। তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, তখন আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি এই বিষয়ে আমার পিতা-মাতার কাছে পরামর্শ নিতে যাইব? নিশ্চয় আমি আল্লাহ তা'আলা, তাঁহার রাসূল ও আখিরাত কামনা করি।

রাবী মা'মার (রহ.) বলেন, আইয়্যুব (রহ.) আমাকে জানান যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমি যাহা ইখতিয়ার করিয়া নিয়াছি তাহা আপনি আপনার অন্যান্য সহধর্মিণীগণকে অবহিত করিবেন না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুবাল্লিগ হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সমস্যায় পতিতকারীরূপে প্রেরণ করেন নাই। রাবী কাতাদা (রহ.) (পবিত্র কুরআনের আয়াতাংশ) صَغَتْ قُلُوبُكُمَا (-এর অর্থ) مَالَتْ قُلُوبُكُمَا (তোমাদের উভয়ের অন্তকরণ (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে– সূরা আহযাব ৪)। দ্বারা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

جَارَتُكِ (তোমার প্রতিবেশিনী)। অর্থাৎ ضرتك (তোমার সতীন) কিংবা ইহা হাকীকী অর্থেই হইবে। কেননা, হযরত হাফসা (রাযিঃ) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর প্রতিবেশিনী ছিলেন। আরবী লোকেরা ضرة (সতীন)-এর উপর جارة (প্রতিবেশিনী)-এর প্রয়োগ করেন। কেননা, আভিধানিক অর্থে এতদুভয় একই ব্যক্তির প্রতিবেশিত্বে রহিয়াছেন যদিও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে না হউক। আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) আদবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উম্মুহাতুল মুমিনীন কাহারও দিকে ضرة (সতীন) শব্দ সম্বন্ধ না করিয়া جارة (প্রতিবেশিনী) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। -(كذا فى الفتح)- -(তাকমিলা ১:১৯২)

أَوْسَمَ (অত্যধিক সৌন্দর্য)। أَوْسَمَ শব্দটি الوسامة হইতে افعل التفضيل -এর সীগা। ইহা হইতেছে العلامة (নিদর্শন) ইহা দ্বারা أجمل (অধিকতর সুন্দর) মর্ম। কেননা নিদর্শনের মাধ্যমে সৌন্দর্য নিরূপণ করা হয়। ইহা দ্বারা অর্থ হইতেছে যে, আমি তোমাকে যাহা হইতে নিষেধ করিয়াছি সেই কাজ আয়িশা (রাযিঃ) করার দ্বারা তুমি যেন ধোকায় পতিত না হও। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তোমার তুলনায় অধিকতর সৌন্দর্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তোমার হইতে অধিক আদরিণী হওয়ায় তুমি সেই স্তরে নও। কাজেই তাহার জন্য যাহা প্রযোজ্য তোমার জন্য তাহা প্রযোজ্য নয়। তাহার অভিনয় যেন তোমাকে ধোকায় না ফেলে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজ কন্যাকে এই ধরনের কথা দ্বারা স্বামীর সহিত সৌজন্য আচরণের আদব শিক্ষা দেওয়া সমীচীন। -(তাকমিলা ১:১৯২)

جَارٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (আনসারীগণের মধ্য হইতে এক প্রতিবেশী)। ইবনুল কুসতুলানী (রহ.) তাহার নাম 'ইতবান বিন মালিক' বলিয়াছেন। সহীহ হইতেছে যে, তিনি হইলেন আউস বিন খাওলী বিন আবদুল্লাহ বিন হারিছ আনসারী (রাযিঃ)। আল্লামা হাফিয (৯:২৪৪) ইবন সা'দ (রহ.) হইতে নকল করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৯২)

وَأَطْوَلُ (এবং দীর্ঘতর)। অর্থাৎ أشد (গুরুতর)। আর সহীহ বুখারীর النكاح অনুচ্ছেদের রিওয়ায়তে আছে واهول (এবং খুবই ভয়াবহ)। -(তাকমিলা ১:১৯৫)

لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا (আমার কাছে এক মাস প্রবেশ করিবেন না)। আর পূর্ববর্তী রাবী সিমাক (রহ.) সূত্রে (৩৫৮০নং হাদীছে) আছে। এই কথাটি হযরত উমর (রাযিঃ) উল্লেখ করিয়াছিলেন। এতদুভয় হাদীছে কোন বৈপরীত্য নাই। কেননা হযরত উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের বচনভঙ্গিতে বুঝা যায় যে, তিনি এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কক্ষ হইতে অবতরণের সময় উল্লেখ করিয়াছিলেন। আর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার কাছে প্রবেশ করেন। কাজেই ঘটনাগুলি পর পর সংঘটিত হইয়াছিল। -(তাকমিলা ১:১৯৫)

بَابُ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ لَا نَفَقَةَ لَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তালাকে বায়িন প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য খোরপোষ নাই-এর বিবরণ

(৩৫৮৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ فَقَالَ وَاللهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ تِلْكِ

امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِى اعْتَدِّى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِى قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهْتُهُ ثُمَّ قَالَ انْكِحِى أُسَامَةَ فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ

(৩৫৮৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ফাতিমা বিনত কায়িস (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, (তাহার স্বামী) আবূ আমর ইবন হাফস (রাযিঃ)-এর অনুপস্থিতিতে তাহাকে বায়িন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর ওকীল মারফত কিছু যব তাহার কাছে পাঠাইয়া দেন। তিনি (ফাতিমা) ইহাকে অল্প মনে করিয়া অসন্তুষ্ট হন। তিনি (ওকীল) বলিলেন, আল্লাহর কসম! তোমাকে (খোরপোষ বাবদ) কিছু প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব নহে। তখন তিনি (ফাতিমা বিন্ত কায়স রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনার বিবরণ দিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন। তোমার জন্য তাহার (স্বামীর) দায়িত্বে কোন খোরপোষ নাই। অতঃপর তিনি তাহাকে উম্মু শারীক (রাযিঃ)-এর ঘরে যাইয়া ইদ্দত গণনা করিতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, সেই মহিলা তো এমন যাহার ঘরে সাহাবীগণ ভীড় করিয়া থাকেন। বরং তুমি উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালন কর। কেননা সে একজন অন্ধ লোক। সেই স্থানে তুমি তোমার পরিধেয় কাপড় খুলিতে (এবং অন্য কাপড় পরিধান করিতে) পারিবে (অর্থাৎ তুমি বেতাকাল্লুফ অবস্থায় চলাফেরা করিতে পারিবে ঘরের কোণে বসিয়া পর্দার কষ্ট তোমাকে করিতে হইবে না) অতঃপর যখন তোমার উদ্দত পূর্ণ হইবে তখন আমাকে অবহিত করিবে। তিনি (ফাতিমা বিন কায়স রাযিঃ) বলেন, আমার ইদ্দত যখন পূর্ণ হইল তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিলাম যে, মুআবিয়া বিন আবূ সুফয়ান (রাযিঃ) ও আবূ জাহম (রাযিঃ) আমাকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আবূ জাহম তো এমন লোক যে তাহার কাঁধ হইতে লাঠি নীচে রাখে না। আর মুআবিয়া হইতেছে রিক্তহস্ত, তাহার কোন সম্পদ নাই; বরং তুমি উসামা বিন যায়দকে বিবাহ কর। কিন্তু আমি তাহাকে পছন্দ করিলাম না। অতঃপর (পুনরায়) তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি উসামাকে বিবাহ কর। ফলে আমি উসামা (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। আল্লাহ তা'আলা ইহার মধ্যে আমাকে কল্যাণ দান করিলেন। আর আমি ঈর্ষার পাত্রীতে পরিণত হইলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ) হইতে)। তিনি হইলেন, আল কারশিয়া আল ফিহরিয়া। তিনি যাহ্হাক বিন কায়স (রাযিঃ)-এর বোন। যিনি ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া-এর পক্ষে ইরাকের প্রসাশক ছিলেন। কেহ বলেন, ফাতিমা বিন কায়স (রাযিঃ) যাহ্হাক (রাযিঃ) হইতে দশ বছরের বড় ছিলেন। তিনি প্রাথমিক মুহাজিরগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রূপসী, বুদ্ধিমতী ও উৎকর্ষণ বিশিষ্টা মহিলা ছিলেন। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)-এর শাহাদাতের সময় তাহার ঘরেই সাহাবায়ে কিরাম পরামর্শের জন্য জমায়েত হইয়াছিলেন। আর তাঁহারা পরম্পরাগত খুতবা প্রদান করিয়াছিলেন। যুবায়র (রাযিঃ) বলেন, তিনি ছিলেন মহীয়সী মহিলা। আল্লামা আবূ উমর (রহ.) বলেন, তাহার হইতে শা'বী ও আবূ সালামা (রহ.) হাদীছ নকল করিয়াছেন। -(উমদাতুল-কারী ৯:৬১৮) -(তাকমিলা ১:১৯৭)

أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ (আবূ আমর ইবন হাফস)। তাহার নাম আবদুল হামীদ। ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, আহমদ। তাঁহার উপনাম আবূ আমর ইবন হাফস। আর কেহ বলেন, আবূ হাফস ইবন আমর আল-মাখযুমী। তিনি খালিদ বিন ওলীদ বিন মুগীরার চাচাতো ভাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে যখন ইয়ামান দেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত আবূ আমর ইবন হাফস (রাযিঃ)ও রওয়ানা করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিজ স্ত্রী (ফাতিমা বিন কায়স রাযিঃ)কে সেই স্থানে থাকিয়াই তিন তালাক দিয়া ওকীল প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ইন্তিকাল করেন। আর কেহ বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর খেলাফতের যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) ফতহুল বারী গ্রন্থে ৯:৪২১ পৃষ্ঠায় প্রথম অভিমতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:১৯৭)

وَهُوَ غَائِبٌ (আর তিনি অনুপস্থিত অবস্থায়)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য স্ত্রীর উপস্থিত থাকা শর্ত নহে। -(তাকমিলা ১:১৯৮)

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (তাহার কাছে ওকীল পাঠাইয়া দেন)। আর তিনি হইলেন, হারিছ বিন হিশাম এবং আয়্যাশ বিন আবূ রবীআ (রাযিঃ)। (যেমন ৩৫৭২নং হাদীছে আছে)। -(তাকমিলা ১:১৯৭)

فَسَخِطَتْهُ (তিনি এই পরিমাণের উপর অসন্তুষ্ট হন)। অর্থাৎ لم ترض بهذا القدر وتقالته (তিনি এই পরিমাণের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং ইহাকে খুবই অল্প মনে করেন। -(তাকমিলা ১:১৯৭)

لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ (তোমার জন্য তাহার দায়িত্বে কোন খোরপোষ নাই)। এই মাসয়ালা সামনে আলোচনা হইবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা। -(তাকমিলা ১:১৯৭)

اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (তুমি ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালন কর)। তিনি ছিলেন তাঁহার চাচাতো ভাই। -(তাকমিলা ১:১৯৮)

فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى (কেননা সে একজন অন্ধ মানুষ)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, কেহ কেহ ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, মহিলাদের জন্য বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা জায়িয। পক্ষান্তরে পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার দিকে তাকানো জায়িয নাই। ইহা দুর্বল অভিমত। বরং সহীহ হইতেছে জমহুরে উলামা ও অধিকাংশ সাহাবীগণের মত যে, কোন পুরুষের জন্য যেমন বেগানা মহিলার দিকে তাকানো হারাম তেমন মহিলাদের জন্যও বেগানা পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ (মুমিনদেরকে বলুন, তাহারা যেন তাহাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাহাদের দৃষ্টিকে নত রাখে। সূরা নূর ৩০-৩১)। কেননা, উভয় পক্ষ হইতে ফিতনা সংঘটিত হওয়ার আশংকা আছে। অতঃপর শারেহ নওয়াভী (রহ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, তিনি উম্মু সালামা ও মায়মূনা (রাযিঃ)কে বলিলেন, افعمياوان انتما (তোমরা দুই জনই কি অন্ধ)? অতঃপর শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ফতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে হযরত ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশিত হাদীছে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর দিকে দৃষ্টিপাত করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই; বরং এতখানি বলা হইয়াছে যে, ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে তাহার এবং অন্যের দৃষ্টিপাত হইতে নিরাপদ। কাজেই ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) নিজ দৃষ্টি হিফাযত করিলে অন্যের দৃষ্টি হইতে কোনরূপ কষ্ট ব্যতীত বাঁচিয়া

থাকিতে পারিবে। পক্ষান্তরে উম্মু শরীক (রাযিঃ)-এর ঘর। সেই স্থানে সাহাবীগণের গমনাগমনে ভীড় থাকায় নিজেকে পর্দা রাখা খুবই কষ্টকর হইত। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:১৯৮)

أَبُوجَهْمٍ (আবূ জাহম রাযিঃ)। তিনি হইলেন ইবন হুযায়ফা আল কারশী আল আদুভী। তিনি সেই আবূ জুহায়ম নহে, যাহার হইতে 'তায়াম্মুম' ও 'মুসল্লী সম্মুখ দিয়া যাতায়াত' সম্পর্কিত হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা যুবায়র বিন বাক্কার (রহ.) বলেন, তিনি কুরায়শ সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তিদের একজন। অধিকন্তু কুরায়শগণের উর্ধ্বতন বংশ সম্পর্ক স্থাপনকৃত চারি জনের একজন ছিলেন। কুরায়শ ও ইবন যুবায়র (রাযিঃ) কর্তৃক কা'বা ঘর পুনর্নির্মাণে তিনি উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইবন আবী আসিম (রহ.) আবূ জাহম (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন قال لقد تركت الخمر فى الجاهلية وما تركتها الا خشية على عقلى (আবূ জাহম (রাযিঃ) বলেন, আমি জাহিলিয়্যাত যুগে মদ্য পান বর্জন করিয়াছিলাম। আর উহা কেবল আমার আকল লোপ করার আশংকায় বর্জন করিয়াছিলাম)।

সহীহায়ন গ্রন্থে উরওয়া (রহ.) সূত্রে হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, ان النبى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِى خميصةٍ لَهَا اَعْلَامٌ فَنَظَرَ اِلٰى اَعْلَامِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهٖ اِلٰى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلٰوتِى (একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়া নামায আদায় করিলেন। আর নামাযে সেই চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নামায শেষে তিনি বলিলেন, এই চাদরখানা আবূ জাহমের কাছে নিয়া যাও। আর তাহার কাছ হইতে আমবিজানিয়্যা (কারুকার্যবিহীন চাদর) নিয়া আস। ইহা তো আমাকে নামায হইতে অমনোযোগী করিয়া দিতেছিল। -(সহীহ বুখারী ১:৫৪) -(তাকমিলা ১:২০০ সংক্ষিপ্ত)

فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهٖ (সে তাহার কাঁধ হইতে লাঠি নামাইয়া রাখে না)। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে স্ত্রীদেরকে অধিক মারধর করার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে।

ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বাগদত্তার জন্য প্রস্তাবকের ধন-সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় কোন ক্ষতি নাই। সে খোরপোষ আদায়ে সক্ষম কি না? যদি সে কম সম্পদের মালিক হয় এবং ভরণপোষণে তাহার জন্য কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিবে।

* বাগদত্তা (مخطوبة) -এর কাছে পরামর্শস্বরূপ প্রস্তাবকের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

* আলোচ্য হাদীছে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর ফযীলত প্রকাশিত হইয়াছে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার কারণ শুধু অল্প ধন সম্পদ হওয়ার কথা বলিয়াছেন অন্য কিছু বলেন নাই। -(তাকমিলা ১:২০১)

فَكَرِهْتُهُ (কিন্তু আমি তাহাকে পছন্দ করিলাম না)। তাহাকে পছন্দ না করার কারণ সম্ভবতঃ কুফূ না হওয়ায়। কেননা, তিনি (ফাতিমা বিনত কায়স রাযিঃ) ছিলেন কুরায়শ বংশীয় আর উসামা (রাযিঃ) ছিলেন আযাদকৃত গোলাম কিংবা উসামা (রাযিঃ) অত্যধিক কৃষ্ণবর্ণ হওয়ার কারণে। ইহা দ্বারা স্পষ্ট হইয়া গেল যে, কুফূ ছাড়া বিবাহ বন্ধনে কোন ক্ষতি নাই যদি উহা দ্বীন, ইলম এবং চরিত্রের ভিত্তিতে হয়। -(তাকমিলা ১:২০১)

তালাকে বায়িন দ্বারা বিচ্ছিন্ন মহিলার খোর-পোষ ও বাসস্থানের মাসয়ালা :

প্রকাশ থাকে যে, উলামায়ে ইযামের সর্বসম্মত মতে তালাকে রিজাঈ প্রাপ্তার ইদ্দত পালনের সময় খোরপোষ ও বাসস্থান প্রদান করা তালাক দাতার উপর ওয়াজিব। কিন্তু তালাকে বায়িন প্রাপ্তা মহিলা খোরপোষ পাইবে কি না এই ব্যাপারে তিনটি প্রসিদ্ধ অভিমত রহিয়াছে।

(এক) ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবায়ন (রহ.) বলেন, তাহার জন্য সর্বাবস্থায় খোরপোষ ও বাসস্থানের সুবিধা প্রাপ্যতা রহিয়াছে। চাই সে গর্ভবতী হউক কিংবা না। ইহা উমর বিন খাত্তাব ও আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাযিঃ)-এর মাযহাব। অধিকন্তু হাম্মাদ, শুরায়হ, নাখয়ী, ছাওরী, ইবন শুবরুম্মা, হাসান বিন সালিহ ও উছমান আলবাত্তী অনুরূপ বলেন। ইহা ইবন আবী লায়লা (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত রহিয়াছে।

(দুই) ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আহলে যাহির (রহ.) বলেন, তাহার জন্য খোরপোষ ও বাসস্থান নাই। তবে যদি সে গর্ভবতী হয়। ইহা হাসান বাসরী, আমর বিন দীনার, তাউস, আতা বিন আবী রিবাহ, ইকরামা ও শা'বী (রহ.)-এর অভিমত। আর ইহা ইবরাহীম ও ইবন আবী লায়লা (রহ.) হইতেও বর্ণিত আছে।

তাহাদের দলীল আলোচ্য ফাতিমা বিনত কায়স (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছ। ইহা স্পষ্টভাবে রহিয়াছে এতদুভয় ওয়াজিব নহে।

(তিন) ইমাম শাফেয়ী ও মালিক (রহ.) বলেন, সর্বাবস্থায় তাহার জন্য বাসস্থানের সুবিধা পাইবে। কিন্তু গর্ভবতী না হইলে খোরপোষ পাইবে না। ইহা ইমাম আওযায়ী, লায়ছ বিন সা'দ, আবদুর রহমান বিন মাহদী ও আবূ উবায়দা (রহ.)-এর অভিমত। আর ইহা ইবন আবী লায়লা (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে। -(উমদাতুল কারী ৯:৬১৯ সংক্ষিপ্ত)

তাহাদের উভয়ের দলীল আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুসারে যেইরূপ গৃহে বাস কর তাহাদেরকেও বসবাসের জন্য সেইরূপ গৃহ দাও। তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া সংকটাপন্না করিও না। আর যদি সেই (বিচ্ছেদিত) নারীগণ গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিবে− সূরা তালাক ৬) এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাহার জন্য ব্যাপকভাবে বাসস্থানের সুবিধা দিয়াছেন। আর গর্ভবতী হওয়ার শর্তে খোরপোষ ওয়াজিব করিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে المفهوم يخالف (বিপরীত অর্থে) দলীল হিসাবে গৃহীত। সুতরাং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, গর্ভবতী না হইলে খোরপোষ পাইবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজ অভিমতের পক্ষে কুরআন মজীদের আয়াত, হাদীছ শরীফ, আছারে সাহাবা ও কিয়াস দ্বারা দলীল পেশ করিয়াছেন।

(এক) আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ (আর তালাক প্রাপ্তা নারীদের জন্য প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী খরচ দেওয়া মুত্তাকীদের জন্য কর্তব্য− সূরা বাকারা ২৪১) এই আয়াতে المطلقات (তালাক প্রাপ্তা) দ্বারা রাজঈ ও বায়িন উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক হুকুম। আর المتاع (সামগ্রী)-এর হুকুমও খোরপোষ এবং পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ব্যাপক। আল্লামা ইবন জারীর (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থের ২:৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখেন অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য المتاع (সামগ্রী) অর্থাৎ সেই সকল সামগ্রী যেমন পরিধেয় পোশাক-পরিচ্ছদ, খোরপোষ কিংবা খাদিম সবই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আয়াতে متاع দ্বারা খোরপোষ মর্ম হওয়া সুস্পষ্ট। ইহার প্রমাণ হইতেছে যে, আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖۚ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ (আর যাহারা তোমাদের মধ্য হইতে মৃত্যুবরণ করে এবং স্ত্রীদেরকে রাখিয়া যায়, তাহারা যেন স্বীয়

স্ত্রীগণের জন্য ওসীয়ত করিয়া যায় যে, ঘর হইতে বাহির না করিয়া এক বৎসর পর্যন্ত তাহাদের খরচ দিতে– সূরা বাকারা ২৪০) এই আয়াতে المتاع (সামগ্রী) দ্বারা সকলের মতে খোরপোষ ও বাসস্থান মর্ম।

(দুই) দারু কুতনী (রহ.) স্বীয় সুনান গ্রন্থে ৪:২১ পৃষ্ঠায় হারব বিন আবুল আলিয়া (রহ.) সূত্রে আবুয যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে। তিনি ইরশাদ করেন المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة (তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ রহিয়াছে)। আল্লামা উছমানী (রহ.) 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থে ১১:১০৪ পৃষ্ঠায় তাহকীকসহ লিখিয়াছেন কতকের মতানৈক্য সত্ত্বেও এই হাদীছের রাবীগণ ছিকাহ। দারু কুতনীর শায়খ এবং শায়খের শায়খ ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সহীহ মুসলিম-এর রাবী।

(তিন) ইমাম তহাভী (রহ.) 'শরহে মাআনিল আছার' গ্রন্থে ২:৩৫ পৃষ্ঠায় হাম্মাদ বিন সালামা (রহ.) সূত্রে হাম্মাদ বিন আবূ সুলায়মান (রহ.) হইতে, তিনি শা'বী হইতে, তিনি ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন : ان زوجها طلقها ثلاثا۔ فاتت النبى صلى الله عليه وسلم فقال لانفقة لك ولاسكنى قال فاخبرت بذلك النخعى فقال قال عمر بن الخطاب واخبر بذلك (يعنى اخبر عمر رضى الله عنه بقصة فاطمة) لسنا بتاركى اية من كتاب الله تعالى وقول رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقول امرأة لعلها اوهمت۔ سمعت رسول الله صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول لها السكنى والنفقة (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স-এর স্বামী তাহাকে তিন তালাক প্রদান করেন, তখন সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসে। তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তোমার জন্য খোরপোষ এবং বাসস্থান নাই। রাবী শা'বী (রহ.) বলেন, আমি ইহা ইমাম নাখয়ী (রহ.)কে জানাইলাম। তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ)কে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) ঘটনা অবহিত করিলে তিনি বলিলেন, একটি মহিলার কথায় আমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাবের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী তরক করিতে পারি না। সে (ফাতিমা) সম্ভবতঃ ধারণায় পতিত হইয়াছে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তাহার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ রহিয়াছে)। (اخرجه القاضى اسماعيل وابن حزم ايضا كما ذكرعنها الماردينى فى الجوهر النقى بحاشية البيهقى ٧:٤٧٧)

উপর্যুক্ত মারফু হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, বায়িন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ প্রদান করা তালাক দাতার উপর ওয়াজিব। আর ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) যদিও উমর বিন খাত্তাব (রাযিঃ)কে পান নাই। কিন্তু তাঁহার বর্ণিত দুইটি হাদীছ ব্যতীত সকল মুরসাল হাদীছ সহীহ। আল্লামা মারদীনী (রহ.) ইবন মুঈন (রহ.) হইতে নকল করেন যে, এই হাদীছ উক্ত দুইখানা হাদীছের মধ্যে নহে।

(ذكر ابن عبد البر فى التمهيد (١:٣٧-٣٨) ان مراسيل النخعى سحيحة)

(চার) সহীহ মুসলিম শরীফের ৩৫৯৮নং হাদীছ।

(পাঁচ) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব আছারে সাহাবা দ্বারাও তায়ীদ হয়। যেমন ইবন আবী শায়বা, হযরত উমর, আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ ও জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, ইবরাহীম নাখয়ী, শা'বী ও শুরায়হ (রহ.) নকল করিয়াছেন। অধিকন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের (৩৬০৭নং) হাদীছ আবদুর রহমান বিন কাসিম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (কাসিম) হইতে, তিনি আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, مالفاطمة خيران تذكر هذا قال تعنى قولها لاسكنى ولانفقة (ফাতিমা বিন্‌ত কায়সের জন্য এই কথা বলায়

কোন কল্যাণ নাই যে, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নাই)। সহীহ বুখারী শরীফে উরওয়া (রহ.) হইতেও বর্ণিত আছে : উহার শব্দ এইরূপ عن عائشة انها قالت ما لفاطمة الا تتقى الله تعنى فى قولها لا سكنى ولا نفقة (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর জন্য এই কথা বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলাকে কি ভয় করিতেছে না যে, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ নাই)। তহাভী (রহ.) নকল করেন যে, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) যখনই এই সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করিতেন তখনই উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর হাতে যাহা থাকিত তাহাই ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর দিকে নিক্ষেপ করিয়া দিতেন।

উল্লিখিত সকল রিওয়ায়ত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবাগণের মতে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা বাসস্থান ও খোরপোষ সকল কিছুই প্রাপ্য। কেননা, হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণের উপস্থিতিতে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর কথাকে অস্বীকার করিলেন অথচ সাহাবীগণের কেহই তাহার অভিমতের উপর আপত্তি করেন নাই। সুতরাং সাহাবায়ে কিরাম কর্তৃক হযরত উমর (রাযিঃ)-এর অস্বীকার করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান না করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীগণের অভিমতও হযরত উমর (রাযিঃ)-এর অভিমতের অনুরূপ।

তবে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত রিওয়ায়তসমূহে এই কথাটি স্পষ্টভাবে রহিয়াছে যে, তিনি তালাক দাতা স্বামীর ঘর পরিবর্তনের জন্য চাহিয়াছিলেন। কেননা, তাহার ঘরটি ছিল জংলী স্থানে (ফলে তথায় ইদ্দত পালন করা কষ্টকর ছিল)। এই কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার ইরশাদের উপর আমল করণার্থে তাহাকে অন্যস্থানে ইদ্দত পালন করার হুকুম দেন। আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ হইতেছে : وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ (আর তাহারাও যেন বাহির না হয়। যদি না তাহারা কোন সুস্পষ্ট নোংরা কথা বলে– সূরা তালাক ১) হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে আয়াত শরীফের الفاحشة শব্দের তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে যে, هو ان تبذو على اهله (তাহার পরিবার-পরিজন তাহার সহিত নোংরা কথা বলে)। (كما اخرجه عنه مصنف عبد الرزاق)

আর খোরপোষ সম্পর্কে তো আলোচ্য হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার স্বামী ওকীল মারফত কিছু যব তাহার কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি উহা অল্প গণ্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অতিরিক্ত দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আর ইহাতে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) ধারণা করিয়াছিলেন যে, বায়িন তালাক প্রাপ্তা মহিলা খোরপোষের হকদার নহে। আর হযরত উমর (রাযিঃ)ও ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর ধারণাকেই অস্বীকার করিয়াছেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ফাতিমা বিনত কায়স (রাযিঃ) যখন স্বামীর ঘর পরিবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন তখন তাহাকে খোরপোষ হইতেও নিষেধ করা হয়। কেননা, খোরপোষ তো বন্দীদশার ক্ষতিপূরণ। আর এই স্থানে উহা অবর্তমান। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২০৭)

(৩৫৮৬) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى حَازِمٍ وَقَالَ قُتَيْبَةُ أَيْضًا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقَارِىَّ كِلَيْهِمَا عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِى عَهْدِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةً دُونٍ فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ

قَالَتْ وَاللّٰهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَتْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى

(৩৫৮৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... ফাতিমা বিনত কায়স (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে তাহার স্বামী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তাহার স্বামী তাহার জন্য (ওকীল মারফত) অল্প পরিমাণে খোরপোষ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি অবশ্যই এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিব। যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য হয় তাহা হইলে আমি উহা আমার প্রয়োজন মুতাবিক উসূল করিব। আর যদি খোরপোষ আমার প্রাপ্য হক না হয় তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিব না। তিনি (ফাতিমা বিন্ত কায়স রাযিঃ) বলেন, আমি ইহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তোমার জন্য খোরপোষ নাই এবং বাসস্থানও নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَفَقَةَ دُونٍ (সামান্য খোরপোষ)। অনুরূপ اضافة -এর সহিত বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহা الموصوف কে الصفة -এর দিকে اضافة (সম্বন্ধ) করার শ্রেণীভুক্ত। আর الدون হইল الرديئ (যৎসামান্য)। -(তাকমিলা ১:২০৮)

(৩৫৮৭) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَانْتَقِلِي فَاذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ

(৩৫৮৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) ... আবূ সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি আমাকে জানাইলেন যে, তাহার স্বামী মাখযূমী তাহাকে তালাক প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তাহাকে খোরপোষ দিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে যাইয়া বিষয়টি তাঁহাকে অবহিত করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার জন্য খোরপোষ নাই। তুমি সেই স্থান হইতে চলিয়া আস এবং ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে যাইয়া তাঁহার কাছে অবস্থান কর। কেননা, সে একজন অন্ধ মানুষ। ফলে তুমি তোমার কাপড় খুলিয়া তাহার কাছে রাখিতে পার (অর্থাৎ পর্দা অবলম্বনে তোমাকে অধিক কষ্ট করিতে হইবে না)।

(৩৫৮৮) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهَا أَهْلُهُ لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةٌ فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي نَفَرٍ

فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ فَقَالُوا إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ يَأْتِيهَا الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ فَانْطَلِقِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَإِنَّكِ إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ

(৩৫৮৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ সালামা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, যাহ্হাক বিন কায়স (রাযিঃ)-এর বোন ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ) তাহাকে জানাইয়াছেন যে, আবূ হাফসা বিন মুগীরা আল-মাখযূমী (রাযিঃ) তাহাকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ইয়ামান চলিয়া যান। তখন ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)কে তাহার পরিবারবর্গ বলিয়া দিল আপনার জন্য কোন খোরপোষ নাই। তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিঃ) একদল লোক নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন। তখন তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মূনা (রাযিঃ)-এর ঘরে ছিলেন। তাহারা আরয করিলেন, আবূ হাফসা (রাযিঃ) তাহার স্ত্রী (ফাতিমা)কে তিন তালাক দিয়া দিয়াছে। এখন কি তাহার জন্য খোরপোষ আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, না তাহার জন্য কোন খোরপোষ নাই। তাহার উপর উদ্দত পালন করা ওয়াজিব। আর তিনি তাহাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমাকে না জানাইয়া বিবাহ করিবে না। তিনি তাহাকে ইদ্দত পালনের জন্য (আবূ হাফসের ঘর হইতে) উম্মু শারীকের ঘরে যাওয়ার জন্য হুকুম দিলেন। অতঃপর (পুনরায়) তিনি তাহাকে লোক মারফত জানাইয়া দিলেন যে, উম্মু শারীকের ঘরে প্রাথমিক হিজরতকারী সাহাবাগণ যাতায়াত করিয়া থাকে। কাজেই তুমি অন্ধ ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে চলিয়া যাও। কেননা, তথায় তুমি প্রয়োজন বোধে তোমার উরনা খুলিয়া রাখিলেও সে তোমাকে দেখিতে পারিবে না। তখন তিনি তাহার ঘরে চলিয়া গেলেন। অতঃপর যখন তাহার ইদ্দত পূর্ণ হইল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উসামা বিন যায়দ বিন হারিছা (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ দিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ (অতঃপর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাযিঃ) চলিলেন)। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, খালিদ (রাযিঃ) ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)-এর স্বামী আবূ হাফসা (রাযিঃ)-এর চাচাতো ভাই। -(ঐ)

لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ (তুমি তোমার নফসের ব্যাপারে আমার হইতে অতিক্রম করিও না)। অর্থাৎ لا تفعلي شيئا من تزويج نفسك قبل اعلامك لي بذلك (তুমি তোমার বিবাহের ব্যাপারে আমাকে জানানোর পূর্বে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে না)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হইতেছে যে, তিনি তাহার সহিত উসামা (রাযিঃ)-এর জন্য প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আর ইহা (বিবাহের) খুতবার উপস্থাপন মাত্র। ইহা জায়িয যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (আর তোমাদের কোন গুনাহ হইবে না উহাতে যে, তোমরা আকার-ইঙ্গিতে সেই নারীর বিবাহের পয়গাম দাও। -(সূরা বাকারা- ২৩৫)-(তাকমিলা ১:১০৮)

(৩৫৮৯) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ح و حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَهْلِهِ أَبْتَغِي النَّفَقَةَ وَاقْتَصُّوا الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ

(৩৫৮৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন আইয়্যূব, কুতায়বা বিন সাঈদ ও ইবন হুজর (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাঁহারা ... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন। রাবী আবূ সালামা (রাযিঃ) বলেন, আমি এই হাদীছ তাহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স রাযিঃ) বলেন, আমি বনূ মাখযূমের জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী ছিলাম। তিনি আমাকে তালাকে বায়িন প্রদান করিলেন। তখন আমি তাহার পরিবারবর্গের কাছে লোক মারফত খোরপোষের দাবী করিলাম। অতঃপর তাহারা রাবী আবূ সালামা সূত্রে ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থে হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী মুহাম্মদ বিন আমর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, "আমাকে বাদ দিয়া তুমি তোমার (বিবাহের) ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিও না।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا (আমি এই হাদীছ তাহার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম)। الكتاب এই স্থানে مصدر (ক্রিয়ামূল) لكتبت (অবশ্য আমি লিখিয়া রাখিয়াছিলাম)। ইহার মর্ম হইতেছে انى كتبت هذا الحديث بعد سماعة من فمها (নিশ্চয়ই আমি এই হাদীছ তাহার (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স রাযিঃ)-এর মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম)। -(তাকমিলা ১:২০৯)

(৩৫৯০) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وقَالَ عُرْوَةُ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ

(৩৫৯০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) জানান যে, তিনি আবূ আমর বিন হাফস বিন মুগীরা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাহাকে চূড়ান্ত তিন তালাক প্রদান করেন। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যাইবেন এবং স্বামীর ঘর হইতে অন্যত্র

ইদ্দত পালনের ব্যাপারে ফতোয়া চাহিবেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি অন্ধ ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে যাইয়া ইদ্দত পালন কর। মারওয়ান তালাক প্রাপ্তা মহিলা (স্বামীর) ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র ইদ্দত পালনের ব্যাপারে তাহার (আবূ সালামার) বর্ণিত রিওয়ায়তের যথার্থতা অস্বীকার করেন। আর উরওয়া (রহ.) বলেন, হযরত আয়িশা (রাযিঃ)ও ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর (স্বামীর ঘর ব্যতীত অন্যত্র ইদ্দত পালন করার) বিষয়টি অস্বীকার করিয়াছেন।

(৩৫৯১) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَعَ قَوْلِ عُرْوَةَ إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

(৩৫৯১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব (রহ.) হইতে এই সনদে উরওয়ার উক্তি "নিশ্চয়ই আয়িশা (রাযিঃ) ফাতিমা (বিনত কায়স)-এর ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

(৩৫৯২) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَةٍ فَقَالَا لَهَا وَاللَّهِ مَا لَكِ نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ قَوْلَهُمَا فَقَالَ لَا نَفَقَةَ لَكِ فَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الِانْتِقَالِ فَأَذِنَ لَهَا فَقَالَتْ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ وَكَانَ أَعْمَى تَضَعُ ثِيَابَهَا عِنْدَهُ وَلَا يَرَاهَا فَلَمَّا مَضَتْ عِدَّتُهَا أَنْكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَسْأَلُهَا عَنِ الْحَدِيثِ فَحَدَّثَتْهُ بِهِ فَقَالَ مَرْوَانُ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنِ امْرَأَةٍ سَنَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الْآيَةَ قَالَتْ هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَكَيْفَ تَقُولُونَ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا

(৩৫৯২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ আমর বিন হাফস বিন মুগীরা (রাযিঃ) আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ)-এর সহিত ইয়ামনে যান। তারপর তাহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে (পূর্ববতী দুই তালাকের সহিত) বাকী এক তালাকের কথা বলিয়া লোক মারফত জানাইয়া দিলেন এবং হারিছ বিন হিশাম ও আবূ রাবী'আকে (ওকীল হিসাবে) তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোষ আদায়ের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাহারা উভয়ে তাহাকে (ফাতিমা বিনত কায়সকে) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! তোমার জন্য কোন খোরপোষ নাই। হ্যাঁ গর্ভবতী হইলে পাইবে। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিলেন এবং তাহাদের দুই জনের উক্তি তাঁহাকে অবহিত করিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তোমার জন্য কোন খোরপোষ নাই। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর কাছে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। তিনি তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। তখন তিনি আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোথায় যাইব? তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে চলিয়া যাও। সে অন্ধ লোক। তুমি প্রয়োজন বোধে তাহার সামনে উড়না খুলিয়া রাখিতে পারিবে এবং সে তোমাকে দেখিতে পারিবে না (ফলে তোমার পর্দা অবলম্বন করা সহজ হইবে)। অতঃপর যখন তাহার ইদ্দত পূর্ণ হইল তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)-এর সহিত বিবাহ দিলেন। পরবর্তী কালে (উমাইয়্যা শাসক) মারওয়ান এই হাদীছের যথার্থতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য কাবীসা বিন যুওয়াবকে তাহার (ফাতিমার) কাছে প্রেরণ করেন। তখন তিনি (ফাতিমা) তাহার (কাবীসার) কাছে এই হাদীছ বর্ণনা করেন। মারওয়ান (ইহা অবহিত হওয়ার পর) বলিলেন, একজন মহিলা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট আমরা এই হাদীছ শ্রবণ করি নাই। সুতরাং আমরা (এই বিষয়ে) বিশুদ্ধ মত গ্রহণ করিব যাহার উপর নির্ভরযোগ্য লোকদের পাইয়াছি। ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর কাছে মারওয়ানের উক্তি পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, আমার ও তোমাদের মধ্যে পবিত্র কুরআনই যথেষ্ঠ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ الْآيَةَ (ঐ নারীদেরকে তোমরা তাহাদের ঘর হইতে বাহির করিও না– সূরা তালাক ১) তিনি (ফাতিমা) বলেন, এই হুকুম তো সেই ক্ষেত্রে প্রয়োগ হইবে যাহাকে রাজ'আত করা যায়। কাজেই তিন তালাকের পর নতুন করিয়া কি কোন হুকুম প্রয়োগ হইতে পারে? তারপর আবার তোমরা কিভাবে বল, গর্ভবতী না হইলে তাহার জন্য খোরপোষ নাই। তাহা হইলে তোমরা তাহাকে কেন বন্দীদশায় রাখিবে?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَأَذِنَ لَهَا (তিনি তাহাকে অনুমতি দিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে স্বামীর ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র ইদ্দত পালনের বিষয়টি ওযরের উপর প্রয়োগ হইবে। কাজেই প্রয়োজন ছাড়া তালাক প্রাপ্তা মহিলা তালাক দাতার ঘর ছাড়া অন্যত্র ইদ্দত পালন করা জায়িয নাই। এই সম্পর্কে যথাস্থানে ইনশাআল্লাহু তা'আলা আলোচনা আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:২১০)

فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا (তাহা হইলে তোমরা তাহাকে কেন বন্দীদশায় রাখিবে)? ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর পক্ষ হইতে (উমাইয়্যা প্রশাসক) মারওয়ানের উক্তি প্রত্যাখ্যান করেন যে, তাহা হইলে সে বায়িন তালাক প্রাপ্তার জন্য খোরপোষ ব্যতীত বাসস্থান ওয়াজিব বলে কেন? তাহার (ফাতিমার) আপত্তির সারসংক্ষেপ হইতেছে যে, তোমরা যখন খোরপোষ ওয়াজিব বল না, তাহা হইলে তাহাকে কিভাবে অন্যত্র বাহির হইয়া যাইতে নিষেধ কর? অথচ খোরপোষ হইতেছে বন্দীদশার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ। যাহা হউক ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর পক্ষ হইতে এই আপত্তি শাফেয়ী মাযহাবের উপর পতিত হইলেও হানাফী মাযহাবের উপর পতিত হয় না। কেননা, হানাফীগণ বলেন, বাসস্থানের সহিত খোরপোষও ওয়াজিব। -(তাকমিলা ১:২১১)

(৩৫৯৩) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَحُصَيْنٌ وَمُغِيرَةُ وَأَشْعَثُ وَمُجَالِدٌ وَإِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَدَاوُدُ كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَالَتْ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ قَالَتْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

(৩৫৯৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... শা'বী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার ব্যাপারে যেই ফায়সালা দিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে তাহার কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমার স্বামী আমাকে তালাকে বায়িন প্রদান করেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি বাসস্থান ও খোরপোষের জন্য তাহার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে অভিযোগ করি। তিনি (ফাতিমা রাযিঃ) বলেন, কিন্তু তিনি আমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের রায় প্রদান করেন নাই; বরং তিনি আমাকে ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালনের হুকুম দেন।

(৩৫৯৪) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ وَدَاوُدَ وَمُغِيرَةَ وَإِسْمَعِيلَ وَأَشْعَثَ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ عَنْ هُشَيْمٍ

(৩৫৯৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... শা'বী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)-এর নিকট গেলাম, অতঃপর যুহায়র (রহ.) সূত্রে হুশায়ম (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

(৩৫৯৫) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الْهُجَيْمِيُّ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَأَتْحَفَتْنَا بِرُطَبِ ابْنِ طَابٍ وَسَقَتْنَا سَوِيقَ سُلْتٍ فَسَأَلْتُهَا عَنْ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَتْ طَلَّقَنِي بَعْلِي ثَلَاثًا فَأَذِنَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَّ فِي أَهْلِي

(৩৫৯৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন হাবীব (রহ.) তিনি ... শা'বী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)-এর বাড়ীতে গেলাম। তখন তিনি আমাদিগকে ইবন তাবা নামক তাজা খেজুর দ্বারা আপ্যায়ন করিলেন এবং খোসাবিহীন এক প্রকার যবের তৈরী ছাতুর শরবত পান করাইলেন। তারপর আমি তাহাকে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে কোথায় ইদ্দত পালন করিবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক দিয়াছিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আমার পরিবারবর্গের সহিত ইদ্দত পালনের অনুমতি দেন।

(৩৫৯৬) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

(৩৫৯৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা .. ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে রিওয়ায়ত করেন, তিনি ইরশাদ করিয়াছেন, তাহার জন্য বাসস্থান নাই এবং খোরপোষও নাই।

(৩৫৯৭) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَأَرَدْتُ النُّقْلَةَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ

(৩৫৯৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম হানযালী (রহ.) তিনি .. ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদান করিলেন। অতঃপর আমি তাহার ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিলাম। তাই আমি (এই বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি বলিলেন, তুমি তোমার চাচাতো ভাই আমর বিন উম্মু মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে চলিয়া যাও এবং তাঁহার ঘরেই ইদ্দত পালন কর।

(৩৫৯৮) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيْلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هٰذَا قَالَ عُمَرُ لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

(৩৫৯৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আমর বিন জাবালা (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, অমি আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ (রহ.)-এর সহিত (কূফার) বড় মসজিদে বসা ছিলাম। আর আমাদের সহিত ইমাম শা'বী (রহ.)ও ছিলেন। অতঃপর ইমাম শা'বী (রহ.) ফাতিমা বিন্ত কায়স (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খোরপোষের রায় দেন নাই। তখন ইমাম আসওয়াদ নিজ হাতে এক মুষ্ঠি কংকর নিয়া ইমাম শা'বী (রহ.)-এর দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, তোমার সর্বনাশ হউক। তুমি এমন ধরণের হাদীছ বর্ণনা করিতেছ। অথচ হযরত উমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত একজন মহিলার উক্তির ভিত্তিতে তরক করিতে পরি না। আমরা জানিনা, সম্ভবতঃ সে হিফয রাখিতে পারে নাই কিংবা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার (তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার) জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের হক রহিয়াছে। মহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (ঐ নারীদেরকে তোমরা তাহাদের ঘর হইতে বাহির করিও না এবং তাহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না তাহারা কোন সুস্পষ্ট নোংরা কথায় লিপ্ত হয়– সূরা তালাক ১)

(৩৫৯৯) وحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ بِقِصَّتِهِ

(৩৫৯৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন আবদা যাব্বি (রহ.) তিনি ... আবূ ইসহাক (রহ.) হইতে এই সনদে আবূ আহমদ (রহ.) সূত্রে আম্মার বিন রুযায়ক (রহ.) হইতে বর্ণিত ঘটনার অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৬০০) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنيني فآذنته فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زيد فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبطت

(৩৬০০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ বকর বিন আবূ জাহম বিন সুখায়র আদাবী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, তাহার স্বামী তাহাকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য বাসস্থান এবং খোরপোষের পক্ষে রায় প্রদান করেন নাই। তিনি (ফাতিমা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলিলেন, তোমার ইদ্দত পূর্ণ হইলে তুমি আমাকে অবহিত করিবে। অতঃপর আমি তাঁহাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার কথা জানাইলাম। এমতাবস্থায় মুআবিয়া, আবূ জাহম ও উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ) তাহাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, মুআবিয়া তো একজন নিঃস্ব ব্যক্তি, তাহার কোন সম্পদ নাই। আর আবূ জাহম এমন ব্যক্তি যে স্ত্রীদের খুবই মারধর করে। কিন্তু উসামা বিন যায়দ (তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পার)। তখন তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স রাযিঃ) নিজ হাতের ইশারায় বলিলেন, উসামা তো এমন এমন। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আল্লাহ ও তাঁহার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করাই তোমাদের জন্য উত্তম। তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স) বলিলেন, তখন আমি তাহাকে বিবাহ করিলাম (ইহাতে আল্লাহ পাক আমাকে প্রাচুর্য দান করিলেন) ফলে আমি ঈর্ষার পাত্রীতে পরিণত হইলাম।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فقالت بيدها هكذا (তখন তিনি তাহার হাতের ইশারায় বলিলেন, উসামা তো এমন এমন)। অর্থাৎ তিনি তাহার ইশারায় বলিলেন, উসামাকে তাহার পছন্দ হয় না। -(তাকমিলা ১:২১৪)

(৩৬০১) وحدثني إسحق بن منصور حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا أعتد في منزلكم قال لا قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كم طلقك

قُلْتُ ثَلَاثًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ اعْتَدِّى فِى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ تُلْقِى ثَوْبَكِ عِنْدَهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِينِى قَالَتْ فَخَطَبَنِى خُطَّابٌ مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ وَأَبُو الْجَهْمِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُعَاوِيَةَ تَرِبٌ خَفِيفُ الْحَالِ وَأَبُو الْجَهْمِ مِنْهُ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ أَوْ يَضْرِبُ النِّسَاءَ أَوْ نَحْوَ هٰذَا وَلَكِنْ عَلَيْكِ بِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

(৩৬০১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ বকর বিন আবূ জাহম (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, আমার স্বামী আবূ আমর বিন হাফস বিন মুগীরা (রাযিঃ) আয়্যাশ বিন আবূ রবীআকে (ওকীল হিসাবে) আমার কাছে আমাকে তালাক দেওয়ার খবর দিয়া প্রেরণ করেন। তিনি তাহার কাছে আমার খোরপোষ বাবদ পাঁচ ছা' খেজুর এবং পাঁচ ছা' যব পাঠাইয়া দেন। তখন আমি তাহাকে (আয়্যাশকে) বলিলাম, আমার জন্য কি এই পরিমাণ খোরপোষ? আমি তোমাদের ঘরে ইদ্দত পালন করিব না। তিনি (আয়্যাশ) বলিলেন, না, তাহা হয় না। তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স) বলিলেন, তখন আমি কাপড় পরিধান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, সে তোমাকে কত তালাক প্রদান করিয়াছে। আমি বলিলাম, তিন তালাক। তিনি ইরশাদ করিলেন, সে (আয়্যাশ) সত্য বলিয়াছে। (তুমি যদি তাহাদের ঘরে ইদ্দত পালন কর তবে) তোমার জন্য খোরপোষ নাই। তুমি তোমার চাচাতো ভাই ইবন উম্মে মাকতূম (রাযিঃ)-এর ঘরে ইদ্দত পালন কর। সে একজন অন্ধ লোক। তুমি প্রয়োজনে তোমার উরনা তাহার কাছে রাখিতে পারিবে (সে তোমকে দেখিবে না। ফলে পর্দা অবলম্বনে তোমার কোন কষ্ট হইবে না)। অতঃপর তোমার ইদ্দত পূর্ণ হইলে তুমি আমাকে অবহিত করিবে। তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স) বলেন (ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পরপর) কয়েক জন আমার কাছে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তাহাদের মধ্যে মুআবিয়া, আবূ জাহম (রাযিঃ) রহিয়াছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই মুআবিয়া (রাযিঃ) তো ফকীর, তাহার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নহে। আর আবূ জাহাম তো স্ত্রীদের প্রতি কঠোর এবং তাহাদের মারধর করে কিংবা অনুরূপ কিছু বলিয়াছেন। তবে তুমি উসামা বিন যায়দ (রাযিঃ)কে বিবাহ কর (ইহা তোমার জন্য কল্যাণকর হইবে)।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تُلْقِى ثَوْبَكِ عِنْدَهُ (তাহার কাছে তোমার কাপড় খুলিয়া রাখিতে পারিবে)। প্রসিদ্ধ নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। তবে কিয়াস হইতেছে تلقين হওয়া। কিন্তু হাদীছের মতনে যাহা আছে উহাও সহীহ পরিভাষা। -(নওয়াভী) -(তাকমিলা ১:২১৪)

تَرِبٌ শব্দটির ت বর্ণে যবর ر বর্ণে যের দ্বারা পঠনে অর্থ الفقير (ফকীর, অভাবগ্রস্ত)। যেন তাহার কাছে মাটি ছাড়া কোন কিছুই নাই। -(তাকমিলা ১:২১৪)

(৩৬০২) وحَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى الْجَهْمِ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَسَأَلْنَاهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَخَرَجَ فِى غَزْوَةِ نَجْرَانَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِىٍّ وَزَادَ قَالَتْ فَتَزَوَّجْتُهُ فَشَرَّفَنِى اللّٰهُ بِأَبْنِ زَيْدٍ وَكَرَّمَنِى اللّٰهُ بِأَبْنِ زَيْدٍ

(৩৬০২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবূ বকর বিন আবূ জাহম (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি এবং আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান (রাযিঃ) একদা ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। তাহাকে আমরা (তালাকের ঘটনাটি) জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, আমি আবূ আমর বিন হাফস বিন মুগীরা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী ছিলাম। একবার তিনি নাজরানের জিহাদে রওয়ানা হইয়া গেলেন। অতঃপর ইবন মাহদী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি (ফাতিমা বিন্‌ত কায়স) বলেন, অতঃপর আমি তাহার (উসামা রাযিঃ) সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। ফলে আল্লাহ তা'আলা ইবন যায়দ (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করিলেন এবং তাহারই মাধ্যমে আমাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَشَرَّفَنِي اللّٰهُ بِابْنِ زَيْدٍ (ফলে আল্লাহ তা'আলা ইবন যায়দ (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে আমাকে সম্মানিত করিলেন)। অনুরূপই অধিকাংশ নুসখায় রহিয়াছে। আর কতক নুসখায় আছে بابى زيد (আবূ যায়দ (রাযিঃ)-এর মাধ্যমে)। ইহাও সহীহ। কেননা, উসামা (রাযিঃ)-এর উপনাম 'আবূ যায়দ' ছিল। -(তাকমিলা ১:২১৫)

(৩৬০৩) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثَتْنَا أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَاتًّا بِنَحْوِ حَدِيثِ سُفْيَانَ

(৩৬০৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয আম্বারী (রহ.) তিনি ... আবূ বকর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর খিলাফত যুগে আমি ও আবূ সালামা (রাযিঃ) একবার ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করিলেন যে, তাহার স্বামী তাহাকে তালাকে বায়িন প্রদান করেন। অতঃপর রাবী সুফয়ান (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৬০৪) حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

(৩৬০৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন আলী হুলওয়ানী (রহ.) তিনি ... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষের অধিকার প্রদান করেন নাই।

(৩৬০৫) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ تَزَوَّجَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ فَطَلَّقَهَا فَأَخْرَجَهَا مِنْ عِنْدِهِ فَعَابَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ عُرْوَةُ فَقَالُوا إِنَّ فَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ قَالَ عُرْوَةُ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِذٰلِكَ فَقَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ خَيْرٌ فِي أَنْ تَذْكُرَ هٰذَا الْحَدِيثَ

(৩৬০৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... হিশাম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (উরওয়া রহ.) হইতে, তিনি বলেন, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বিন আল-আস (রাযিঃ) আবদুর রহমান বিন হাকাম-এর কন্যা (আমরা)কে বিবাহ করেন। অতঃপর তিনি তাহাকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর তাহাকে নিজ ঘর হইতে বাহির করিয়া দেন। এই কারণে উরওয়া (রহ.) তাহাদেরকে মন্দ বলেন। তখন তাহারা বলিলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)কে তো ঘর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উরওয়া (রহ.) বলিলেন, অতঃপর আমি (আমার খালা) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া তাহাকে এই বিষয়টি অবহিত করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর জন্য এই হাদীছ বর্ণনা করার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

(৩৬০৬) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ

(৩৬০৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি আরয করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদান করিয়াছেন। এখন আমার ভয় হয় যে, তিনি আমার উপর ঝাঁপিয়া পড়িবেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (অন্য ঘরে চলিয়া যাওয়ার) নির্দেশ দিলেন এবং তিনি অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

(৩৬০৭) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هٰذَا قَالَ تَعْنِي قَوْلَهَا لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ

(৩৬০৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রাযিঃ)-এর জন্য এই কথা বর্ণনা করার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই যে, তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য কোন বাসস্থান ও খোরপোষ নাই।

(৩৬০৮) وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلَانَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ فَقَالَتْ بِئْسَمَا صَنَعَتْ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا خَيْرَ لَهَا فِي ذِكْرِ ذَلِكَ

(৩৬০৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... আবদুর রহমান বিন কাসিম (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা (কাসিম) হইতে, তিনি বলেন, উরওয়া বিন যুবায়র (রহ.) হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে বলিলেন, হাকামের মেয়ে অমুক সম্পর্কে আপনি কি অবহিত নহেন যে, তাহাকে তাহার স্বামী তালাকে বায়িন প্রদান করিয়াছে? অতঃপর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া (অন্যত্র চলিয়া) গিয়াছে। তখন তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিলেন, সে কি জঘন্যতর কাজ করিয়াছে? তখন তিনি (উরওয়া) বলিলেন, আপনি কি ফাতিমা (বিনত কায়স)-এর উক্তি শ্রবণ করেন নাই। তখন তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলিলেন, জানিয়া রাখ। তাহার জন্য তাহার এই উক্তি বর্ণনা করার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই।

بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي النَّهَارِ لِحَاجَتِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ তালাকে বায়িন প্রাপ্তা মহিলা এবং বিধবা মহিলার জন্য ইদ্দত পালনকালে প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাওয়া জায়িয-এর বিবরণ

(৩৬০৯) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُا طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

(৩৬০৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন হাতিম বিন মায়মূন (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তাহারা ... জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার খালা তালাক প্রাপ্তা হন। অতঃপর তিনি তাহার বাগানের খেজুর পাড়ার ইচ্ছা করিলেন। তখন তাহাকে বাহির হইতে জনৈক ব্যক্তি বারণ করিলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে (ফতোয়া জানিতে) আসিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, হ্যাঁ। নিশ্চয় তুমি তোমার বগানের খেজুর পাড়ার জন্য বাহিরে যাইতে পার। কেননা, তুমি হয়তো ইহা হইতে (কিছু) সদকা করিবে কিংবা অন্য কোন কল্যাণজনক কাজ করিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا (তাহার বাগানের খেজুর কাটিতে ইচ্ছা করিলেন)। جد النخل يجدها বাক্যে جد শব্দটি مضارع এর সীগায় ج বর্ণ পেশ দ্বারা পঠিত جدادا ও جدا যখন খেজুর গাছের ফল কাটা হয়। (قاله ابن الاثير في جامع الاصل)-

فَزَجَرَهَا رَجُلٌ (জনৈক ব্যক্তি তহাকে (বাহির হইতে) বাধা দিলেন)। উক্ত ব্যক্তির নাম জানা নাই। লোকটি ধারণা করিয়াছিল যে, ইদ্দত পালনকালীন সময়ে মহিলার জন্য ঘর হইতে বাহির হওয়া হালাল নহে। তাই তিনি তাহাকে বাহির হইতে বারণ করিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১:২১৭)

فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي (কেননা, তুমি হয়তো ইহা হইতে (কিছু) সদকা করিবে)। আর আবূ দাউদ ও দারমী গ্রন্থে আছে ولعلك ان تصدق منه (আর সম্ভবতঃ তুমি ইহা হইতে সদকা করিবে)। -(তাকমিলা ১:২১৮)

أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا (কিংবা অন্য কোন কল্যাণজনক কাজ করিবে)। আর আবূ দাউদ-এর শব্দ او تفعلى خيرا (কিংবা তুমি ভাল কাজ করিবে)। দারমী গ্রন্থের শব্দ اوتصنعى معروفا (কিংবা তুমি কল্যাণজনক কাজ করিবে)। الصدقة (সদকা) এবং المعروف (কল্যাণজনক কাজ)-এর মধ্যকার পার্থক্য করণের কারণ সম্ভবতঃ এই হইতে পারে যে, الصدقة দ্বারা الصدقة الواجبة (ওয়াজিব সদকা) মর্ম আর المعروف (কল্যাণজনক কাজ) দ্বারা تتطوع (নফল সদকা) মর্ম। -(তাকমিলা ১:২১৮)

ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য দিনে বাহির হওয়ার মাসয়ালা ঃ

অধিকাংশ আলিম একমত পোষণ করেন যে, যাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহার ইদ্দত পালনকালীন সময়ে দিনে ঘর হইতে বাহির হওয়া জায়িয আছে। তবে তালাক প্রাপ্তা মহিলার ইদ্দত পালনকালীন সময়ে ঘর হইতে বাহির হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমদ এবং লায়ছ (রহ.) বলেন, তাহার জন্যও জায়িয আছে যে, সে দিনের বেলায় প্রয়োজনে ঘরের বাহিরে যাইবে। তাহাদের দলীল অনুচ্ছেদের জাবির (রাযিঃ)-এর বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (হযরত জাবির) খালাকে খেজুর পাড়ার জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, তাহার জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া জায়িয নাই। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত ইরশাদকে ব্যাপক (عموم)-এর উপর প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ পেশ করেন : যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ (এবং তাহারাও যেন বাহির না হয়, যদি না তাহারা কোন সুস্পষ্ট নোংরা কথায় লিপ্ত হয়– সূরা তালাক ১)। আর এই অকাট্য নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সুস্পষ্ট যে, তালাক প্রাপ্তা মহিলা তাহার ইদ্দত পালন পূর্ণ করিবার পূর্বে বাহির হওয়া জায়িয নাই। আর ইহা দ্বারা স্বামী মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারিণী দিনে বাহিরে যাওয়ার বৈধতা খন্ডন করিবে না। আর কিয়াস হইতেছে যে, স্বামীর মৃত্যুতে ইদ্দত পালনকারিণী খোরপোষের হকদার নহে। কাজেই তাহার জন্য দিনের বেলায় জীবিকা অন্বেষণে বাহির হওয়া মুবাহ। আর তালাক প্রাপ্তা মহিলার জন্য তো তাহার তালাকদাতা স্বামীর পক্ষ হইতে বাসস্থান ও খোরপোষের সুবিধা রহিয়াছে। কাজেই তাহার জন্য বাহির হওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। আর অনুচ্ছেদের হাদীছখানা খবরে ওয়াহিদ যাহা দ্বারা কুরআন মজীদের আয়াতে খাস কিংবা শর্তযুক্ত করা সহীহ নহে। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, হযরত জাবির (রাযিঃ)-এর খালা জীবিকা অন্বেষণে বাহির হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কেননা, তিনি তাহার স্বামীর সহিত ইদ্দত পালনকালীন সময়ে খোরপোষ না চাওয়ার শর্তে তালাক নিয়াছিলেন। আর এই প্রকারের মহিলাদের জন্য বাহির হওয়া জায়িয আছে। -(كما صرح به في الهداية وفتح القدير ٣: ٢٧٤)

আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইদ্দত পালনের আহকাম নাযিল হওয়ার পূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবির (রাযিঃ)-এর খালাকে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়াছিলেন। প্রাথমিক অবস্থায় কয়েক দিনের হুকুম ছিল, ইদ্দতের সকল সময় শোক পালন ওয়াজিব ছিল না। যেমন তহাভী শরীফে ২:৪৪ পৃষ্ঠায় আসমা বিনত উমায়স (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন : قالت لما اصيب جعفر امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكني ثلاثا- ثم اصنعي ما شئت (আসমা বিনত উমায়স (রাযিঃ) বলেন, হযরত জা'ফর (রাযিঃ) যখন শহীদ হইয়া গেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি তিনদিন বাসস্থানে অবস্থান কর অতঃপর তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝায় যে, (প্রথমে) স্বামীর মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন ছিল না। অতঃপর এই হুকুম উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ দ্বারা মানসূখ হইয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও পরকালে ঈমান রাখে সেই মহিলার জন্য তাহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল না। তবে বিধবা তাহার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিতে পারিবে– সহীহ মুসলিম ৩৬১৩নং হাদীছ)।

মানসূখ হওয়ার দলীল হইতেছে যে, অনুচ্ছেদের আলোচ্য হাদীছে রাবী যাহা এই হাদীছে বর্ণনা করিয়াছেন পরবর্তীতে তিনি ইহার বিপরীত ফতোয়া দিয়াছেন। যেমন তাহাভী ২:৪৬ পৃষ্ঠা ইবন লুহীয়া (রহ.) সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুয যুবায়র (রহ.)। তিনি বলেন, سألت جابرا أتعتد المطلقة و المتوفى عنها زوجها ام تخرجان؟ فقال جابر: لا، فقلت اتتربصان حيث ارادتا؟ فقال: لا (আমি জাবির (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তালাকপ্রাপ্তা ও বিধবা মহিলা কি ইদ্দত পালন করিবে কিংবা তাহারা বাহির হইতে পারিবে? জাবির (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, না। অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা উভয়ে কি ইচ্ছা মুতাবিক অপেক্ষা (ইদ্দত পালন) করিবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, না)। হুবহু এই সূত্রে তহাভী শরীফে আরও আছে : عن جابر انه قال فى المطلقة - انها لاتعتكف ولا المتوفى عنها زوجها ولاتخرجان من بيوتهما حتى توفيا اجلهما (হযরত জাবির (রাযিঃ) হইতে, তিনি তালাক প্রাপ্তা মহিলা সম্পর্কে বলেন, সে ই'তিকাফ করিতে পারিবে না এবং বিধবাও নহে। আর তাহারা উভয়ে তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইতে পারিবে না যেই পর্যন্ত না তাহারা ইদ্দত পূর্ণ করিবে)। ইমাম তহাভী (রহ.) বলেন, এই জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) হইতেই আলোচ্য হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার খালাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুর পাড়ার জন্য ঘর হইতে বাহির হইবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অথচ পরবর্তীতে তিনি ইহার বিপরীত ফতোয়া দিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তাহার মতেও আলোচ্য হাদীছ মানসূখ হইয়া গিয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২১৮-২১৯)

بَابُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিধবা ও অন্যান্য তালাক প্রাপ্তা মহিলার সন্তান প্রসব হওয়ার পরেই ইদ্দত পূর্ণ হওয়া-এর বিবরণ

(৩৬১০) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ

(৩৬১০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তাঁহারা ... উবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা উমর বিন আবদুল্লাহ বিন আরকাম যুহরী (রহ.)কে নির্দেশ দিয়া লিখিলেন যে, তিনি যেন সুবায়'আ বিন্‌ত হারিছ আসলামী (রাযিঃ)-এর কাছে যান এবং তাহাকে তাহার বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ফতোয়া চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি কি বলিয়াছিলেন? উমর বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) আবদুল্লাহ বিন উতবা (রাযিঃ)কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সুবায়আ (রাযিঃ) তাহাকে অবহিত করিয়াছেন যে, তিনি আমির বিন লুয়াই সম্প্রদায়ের সা'দ বিন খাওলা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন। আর তিনি বদরের জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতঃপর বিদায় হজ্জের সময় তিনি ইনতিকাল করেন। এমন অবস্থায় যে তিনি গর্ভবতী ছিলেন। তাহার স্বামীর ইনতিকালের পরপরই তাহার সন্তান প্রসব হইয়া যায়। অতঃপর তিনি যখন নিফাস হইতে পাক হইলেন তখন বিবাহের প্রস্তাব দাতাদের উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা অবলম্বন করিতে থাকিলেন। তখন আবদুদ-দার সম্প্রদায়ের আবুস সানাবিল বিন বা'কাক নামক এক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিলেন এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমার কি হইয়াছে যে, আমি তোমাকে সাজ-সজ্জা করিতে প্রত্যক্ষ করিতেছি। সম্ভবতঃ তুমি বিবাহের প্রত্যাশী? আল্লাহ তা'আলার কসম! চার মাস দশ দিন অতিক্রম করার পূর্বে তুমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারিবে না। সুবায়'আ (রাযিঃ) বলিলেন, লোকটি যখন আমাকে এই কথা বলিল তখন আমি ভাল কাপড় পরিধান করিয়া সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হইয়া উক্ত বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে ফতোয়া জানাইয়া দিলেন যে, সন্তান প্রসব হওয়ার পরপরই আমার ইদ্দত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি আমাকে আরও নির্দেশ দিলেন, আমি চাহিলে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারি। ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) বলেন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই প্রসূতির জন্য বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দোষ আছে বলিয়া আমি মনে করি না, যদিও সে নিফাস অবস্থায় থাকে। তবে নিফাস হইতে পাক হওয়ার পূর্বে সে স্বামীর সহিত সহবাস করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ (উমর বিন আবদুল্লাহ বিন আরকাম-এর নিকট)। তিনি হইলেন যুহরী মাদানী। -(তাকরীব)। সম্ভবতঃ উবায়দুল্লাকে এই বিষয়ে লিখিয়া পাঠানোর কারণ হইতেছে যে, তিনি ছিলেন কূফায় আর উমর বিন আবদুল্লাহ ছিলেন মদীনায়। আর সুবায়'আ (রাযিঃ)ও ছিলেন মদীনায়। -(তাকমিলা ১:২২০)

سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (সুবায়'আ বিন্‌ত হারিছ রাযিঃ)। মদীনা মুনাওয়ারা ও কুফার তাবেঈ ফকীহগণের অনেকেই তাঁহার হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তাঁহার হইতেই আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই বাণী রিওয়ায়ত করিয়াছেন : من استطاع منكم ان يموت بالمدينة فليمت فانه لا يموت بها احد الا كانت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة (তোমাদের যে ক্ষমতা রাখে সে যেন মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করে। কেননা, যে কেহ মদীনায় মৃত্যুবরণ করিবে তাহার জন্য আমি কিয়ামতের দিবসে সুপারিশকারী হইব কিংবা সাক্ষী থাকিব)। (اخرجه ابن مندة ويحيى الحمانى فى مسنده)- -(তাকমিলা ১:২২০)

سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ (সা'দ বিন খাওলা রাযিঃ)। আল-কারশী আল-আমেরী, তিনি পূর্ববর্তী ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন, হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করিয়াছিলেন -(উসদুল গাবা)। তিনি সেই ব্যক্তি যাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ বিন আবী ওক্কাস (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছিলেন : لكن البأس سعد

بن خولة (কিন্তু সা'দ বিন খাওলার জন্য আফসোস)। ইমাম বুখারী (রহ.) الجنائز অধ্যায়ে ইহার দ্বারা অনুচ্ছেদের নামকরণ করিয়াছেন। অধিকন্তু সহীহ মুসলিম শরীফের ওসীয়ত অধ্যায়ে (৪০৮৮নং) হাদীছে আছে : وانما رثى له صلى الله عليه وسلم لكونه مات بمكة فى حجة الوداع ولم يرجع الى دار هجرته (আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার জন্য এই কারণে রহমতের দু'আ করেন যে, তিনি বিদায় হজ্জের সময়ে মক্কা মুকাররমায় ইন্তিকাল করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার হিজরতের স্থানে প্রত্যাবর্তন করিতে পারেন নাই)। -(তাকমিলা ১:২২০)

فَلَمْ تَنْشَبْ (তাহার স্বামীর ইন্তিকালের পরপরই তিনি সন্তান প্রসব করেন)। تَنْشَبْ শব্দটির ت বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে باب الافعال হইতে। অর্থাৎ لم تمكث كثيرا حتى وضعت حملها (তাহাকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। এমনকি তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া যায়)। -(তাকমিলা ১:২২০)

أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ (আবুস সানাবিল বিন বা'কাক)। بعكك শব্দটি দুই ك দ্বারা جعفر (জা'ফার)-এর ওযনে পঠিত। তাহার নাম হিব্বা (حبة)। আর কেহ বলেন, আমর, আর কেহ বলেন, 'আমির' আর কেহ বলেন, আসরম -(ইসাবা)। আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) 'উসদুল গাবা' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি কবি ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পরও বেশ কিছু দিন জীবিত ছিলেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২২১)

حِينَ أَمْسَيْتُ (সন্ধা সময়ে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় মহিলারা কোন প্রয়োজনে বাহির হইতে হইলে রাত্রিতে বাহির হওয়া মুস্তাহাব। ইহা দ্বারা পর্দার অধিক সংরক্ষণ হইবে। কেননা, সুবায়'আ (রাযিঃ) সন্ধা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। অতঃপর (সন্ধা সময়) ফতোয়া লাভের উদ্দেশ্যে বাহির হইলেন। -(ঐ)

فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ (তখন তিনি আমাকে ফতোয়া জানাইয়া দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই আমার ইদ্দত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে)। ইহা জমহুরে ফুকাহা (রহ.)-এর পক্ষে স্পষ্ট দলীল যে, স্বামী মৃত্যুবরণকারিণী বিধবার স্বামী মৃত্যুর সময়ে গর্ভবতী থাকিলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দত পূর্ণ হইয়া যাইবে। ইহা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের চারি ইমাম এবং পূর্বাপর সকল যুগের জমহুরে ফুকাহা (রহ.)-এর অভিমত।

তবে হযরত আলী ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এবং মলিকীগণের মধ্যে সাহনূন (রহ.) হইতে ব্যতিক্রম বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, সে সন্তান প্রসব এবং চার মাস দশ দিন এই দুই মেয়াদের শেষ মুদ্দত পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিবে। ইহার মর্ম হইতেছে যে, সে যদি চার মাস দশ দিন অতিক্রম করার পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ট করে তবে সে চার মাস দশ দিন (উল্লেখ্য ইদ্দত চন্দ্র মাসের ১ম তারিখ হইতে যদি ইদ্দত শুরু হয়, তবে চন্দ্র মাস হিসাবে ত্রিশ হউক কিংবা উনত্রিশ হউক ইদ্দত পূরণ করিবে। আর যদি চন্দ্র মাসের মধ্যখান হইতে ইদ্দত আরম্ভ হয় তবে ইদ্দতের গোটা মাস ত্রিশ দিন হিসাব (১৩০ দিন) ধরা হইবে) পূর্ণ করার জন্য অপেক্ষা করিবে। শুধু সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার দ্বারা ইদ্দত পূর্ণ হইবে না। আর যদি সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে চারমাস দশদিন পূর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

(اخرجه سعيد بن منصور و عبد بن حميد عن على بسند صحيح كما حكاه الحافظ فى الفتح ٩ : ٤١٨)

তাহারা অন্তঃসত্ত্বা বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাপকতা বৈপরীত্ত্যের উপর আমলের উদ্দেশ্যে অনুরূপ বলিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (আর তোমাদের মধ্যে যাহারা মৃত্যুবরণ করে এবং নিজেদের স্ত্রীদের রাখিয়া যায়, তখন সে স্ত্রীদের কর্তব্য হইল নিজেকে চারিমাস দশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া রাখা– সূরা বাকারা ২৩৪)। যাহার স্বামী

মুসলিম ফর্মা -১৪-১২/২

মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে গর্ভবতী হউক কিংবা না উভয়ই এই আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (আর গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত হইল সন্তান প্রসব হইয়া যাওয়া– সূরা তালাক- ৪)-এর মধ্যে তালাক প্রাপ্তা মহিলা এবং যাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে উভয়ই রহিয়াছে।

এতদুভয় আয়াতের মধ্যে সূরা বাকারার আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় যে, যাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং সে অন্তঃসত্তা নহে সেইরূপ মহিলার ইদ্দত হইবে, চারমাস দশ দিন। আর দ্বিতীয় সূরা তালাকের আয়াত দ্বারা তালাক প্রাপ্তা মহিলা গর্ভবতী হইলে তাহার ইদ্দত সুনির্দিষ্ট যে, সন্তান ভূমিষ্ট। তবে অপর একটি পদ্ধতি রহিয়াছে যে, উহাতে উভয় আয়াতে পরস্পর বিরোধী হয় অর্থাৎ যাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে যদি গর্ভবতী হয় তবে সূরা বাকারার ২৩৪নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় সে তাহার ইদ্দত চার মাস দশ দিন। পক্ষান্তরে সূরা তালাকের ৪নং আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়– যাহার স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে সে গর্ভবতী হইলে তাহার ইদ্দত হইবে সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া। কেননা, এই পদ্ধতিটিও আয়াতের ব্যাপারে (عموم)-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। তাই হযরত আলী (রাযিঃ) প্রমুখের অভিমত হইতেছে আয়াতদ্বয়ের ব্যাপকতার উপর আমল করার লক্ষ্যে গর্ভবতী বিধবার ইদ্দত চারমাস দশ দিন এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ যেইটি পরে হইবে উহার দ্বারা তাহার ইদ্দত পূর্ণ হইবে। আর ইহাতে অধিক সতর্কতাও বটে।

জমহুরে উলামার দলীল সুবায়আ (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হাদীছ। ইহাতে স্পষ্ট যে, অন্তঃসত্তা বিশিষ্টা মহিলার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া। আর হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থে ইবন মাসউদ (রাযিঃ) হইতে নকল করেন যে, সূরা বাকারার আয়াতের পর সূরা তালাকের আয়াতখানা নাযিল হইয়াছে। -(ঐ)

وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا (যদিও সে নিফাস অবস্থায় থাকে)। জমহুরে ফুকাহার অভিমত ইহাই। তাহাদের বিপরীতে শা'বী, হাসান, হাম্মাদ বিন সালামা ও ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, নিফাস হইতে পাক হওয়ার পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সহীহ নহে। তাহাদের দলীল যে, সুবায়আ (রাযিঃ) নিফাস হইতে পাক হওয়ার পর বিবাহের প্রস্তাবকদের উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা করিতে লাগিলেন।

জমহুর ফুকাহা-এর দলীল হযরত সুবায়আ-এর উক্তি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে জানাইয়া দিলেন যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই তোমার উদ্দত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। -(তাকমিলা ১:২২২)

(৩৬১১) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ عَبَّاسٍ اجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُمَا يَذْكُرَانِ الْمَرْأَةَ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ قَدْ حَلَّتْ فَجَعَلَا يَتَنَازَعَانِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ وَإِنَّهَا ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

(৩৬১১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... সুলায়মান বিন ইয়াসার (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ সালামা বিন আবদুর রহমান

(রহ.) ও ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর কাছে জমায়েত হইলেন। তাহারা সেই স্থানে এমন একজন মহিলা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন যে তাহার স্বামী ইন্তিকালের কয়েক রাত্রির পরেই সন্তান ভূমিষ্ট করেন। তখন ইবন আব্বাস (রাযিঃ) বলিলেন, তাহার ইদ্দত দুইটি ইদ্দতের মধ্যে দীর্ঘতর ইদ্দতটি হইবে। হযরত আবূ সালামা (রহ.) বলিলেন, তাহার ইদ্দত (সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথেই) পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মাসয়ালাটি নিয়া তাহারা উভয়ে বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। রাবী বলেন, তখন আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) বলিলেন, আমি আমার ভাতিজা তথা আবূ সালামা (রহ.)-এর সহিত একমত। তারপর তাঁহারা সকলেই ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর আযাদকৃত গোলাম কুরায়বকে উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কাছে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করিলেন। অতঃপর সে তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল যে, উম্মু সালামা (রাযিঃ) বলিয়াছেন, সুবায়আ আসলামিয়া (রাযিঃ) নিজ স্বামীর ইন্তিকালের কয়েক রাত্রি পরেই সন্তান প্রসব করেন এবং তিনি সেই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থাপন করেন। তখন তিনি তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার হুকুম দেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ الخ (আর আবূ সালামা (রহ.) বলিলেন)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অশ্রেষ্ঠ (مفضول) ব্যক্তির জন্য ফিকহের মাসয়ালায় (প্রমাণের ভিত্তিতে) শ্রেষ্ঠ (افضل) ব্যক্তির বিপরীত মত পোষণ করিতে পারে। কেননা, আবূ সালামা (রহ.) হইলেন তাবেঈ আর ইবন আব্বাস (রাযিঃ) সাহাবী। -(তাকমিলা ১:২২২)

بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ (তাহার স্বামীর ইন্তিকালের কয়েক রাত্রি পর)। সহীহ মুসলিম শরীফের রাবীগণ তাহাদের রিওয়ায়তসমূহে অনুরূপই সময় অনির্ধারিতভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন। ফলে এই ব্যাপারে অনেক মতভেদ রহিয়াছে। আহমদ গ্রন্থের রিওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, তিনি নিজ স্বামীর ইন্তিকালের দুই মাস পর সন্তান প্রসব করেন। সহীহ বুখারীর রিওয়ায়তে আছে চল্লিশ রাত্রি পর। নাসায়ী শরীফের রিওয়ায়তে আছে বিশ রাত্রির পর। ইহা ছাড়াও অন্যান্য সময় নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) সকল রিওয়ায়ত উল্লেখ পূর্বক বলেন, একই ঘটনা হওয়ার কারণে সকল রিওয়ায়তে সমন্বয় সাধনে অপারগ। সম্ভবত গোপনীয় রহস্যের কারণেই যাহারা সময় নির্দিষ্ট করিতে চান নাই তাঁহারা অনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (তখন তিনি তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি দেন)। ইহা হানাফী মাযহাবের পক্ষে দলীল যে, (প্রাপ্ত বয়স্কা) মহিলাদের জন্য অভিভাবক ব্যতীত নিজ উদ্যোগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। -(তাকমিলা ১:২২২)

(৩৬১২) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ح وحَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ اللَّيْثَ قَالَ فِي حَدِيثِهِ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُسَمِّ كُرَيْبًا

(৩৬১২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... ইয়াহইয়া বিন সাঈদ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে রাবী লায়ছ (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর কাছে (লোক) প্রেরণ করিলেন। আর তিনি কুরায়ব-এর নাম উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ وُجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذٰلِكَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর মৃত্যুকালীন ইদ্দতে বিধবা স্ত্রীর শোক পালন করা ওয়াজিব এবং অন্যান্যদের মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হারাম হওয়ার বিবরণ

(৩৬১৩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلَّ ذٰلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ

(৩৬১৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন নাফি' (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, যয়নব বিন্‌ত আবূ সালামা (রাযিঃ) তাহার নিকট এই তিনটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি (হুমায়দ রহ.) বলেন, যয়নব (রাযিঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর পিতা আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)-এর ইন্তিকালের সময় আমি যখন তাহার কাছে গেলাম তখন উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) হলুদ রঙের খালূক (জাফরান ও অন্যান্য উপাদান দ্বারা তৈরী সুগন্ধিবিশেষ) কিংবা অন্য কোন সুগন্ধি আনাইলেন। অতঃপর উহা হইতে একটি বালিকাকে (নিজ হাতে) লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর হাতকে নিজের গালদ্বয়ে মুছিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমার সুগন্ধি ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সেই মহিলার জন্য তাহার কোন আত্মীয়ের ইন্তিকালে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নহে। তবে যেই মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে নিজ স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

যয়নব (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী) যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রাযিঃ)-এর ভাইয়ের মৃত্যুর সময়ে আমি তাহার কাছে গেলাম তখন তিনি সুগন্ধি আনাইয়া নিজের শরীরে লাগাইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! সুগন্ধি ব্যবহারের আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। তবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিম্বরে দাঁড়াইয়া ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে সেই মহিলার জন্য তাহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নহে। তবে যেই মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করে সে নিজ স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

যয়নব (রাযিঃ) বলেন, আমি আমার মা উম্মু সালামা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কন্যার স্বামী ইন্তিকাল করিয়াছে। তাহার চোখে অসুখ। আমরা কি তাহার চোখে সুরমা লাগাইয়া দিতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, না। অতঃপর মহিলাটি দুই কিংবা তিনবার জিজ্ঞাসা করিল। তিনি প্রতিবারই ইরশাদ করিলেন, না। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহার ইদ্দত তো চারমাস দশ দিন। অথচ জাহিলিয়্যাত যুগে তোমাদের একজন মহিলা বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিত। রাবী হুমায়দ (রহ.) বলেন, আমি যয়নব (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম "বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করা"-এর মর্ম কি? তখন যয়নব (রাযিঃ) বলিলেন, (জাহিলিয়্যাত যুগে) কোন মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করিলে তাহাকে একটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করিতে হইত এবং জরাজীর্ণ পুরাতন কাপড় পরিধান করিতে হইত। সে কোন প্রকার সুগন্ধি স্পর্শ করিতে পারিত না, আর না কোন সুগন্ধি জাতীয় বস্তু। এইরূপে দীর্ঘ একবছর অতিক্রম করিতে হইত। অতঃপর তাহার সামনে আনা হইত গাধা, বকরী কিংবা পাখি জাতীয় কোন প্রাণী এবং সে ঐ প্রাণীকে স্পর্শ করিয়া উদ্দত পূর্ণ করিত। সে যেই প্রাণীটিকে স্পর্শ করিত তাহা খুবই কমই বাঁচিত। অতঃপর সেই উক্ত ছোট কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিত। তখন তাহার হাতে উটের বিষ্ঠা দেওয়া হইত এবং সে উহা নিক্ষেপ করিত। অতঃপর সে তাহার পছন্দসই সুগন্ধি কিংবা অন্যকোন প্রসাধনী ব্যবহার করিত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ (আবূ সালামার কন্যা যয়নব)। তিনি হইলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর অন্য স্বামী হইতে স্ত্রীর কন্যা। -(তাকমিলা ১:২২৪)

هٰذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ (এই তিনটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন)। অর্থাৎ একটির পর একটি বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম হাদীছখানা উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীছখানা যয়নব বিনত জাহশ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এবং তৃতীয় হাদীছখানা হযরত উম্মু সালামা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত। -(তাকমিলা ১:২২৪)

خَلُوقٌ শব্দটি خَ বর্ণে পঠনে একপ্রকার সুগন্ধি যাহা জাফরান ও অন্যান্য বস্তু দ্বারা তৈরী করা হয়। আল্লামা যুবায়দী (রহ.) নিজ 'তাজুল উরূস' গ্রন্থে অনুরূপ লিখিয়াছেন। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা العبير (সুগন্ধ) ও বটে। -(তাকমিলা ১:২২৪)

مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا (অতঃপর তিনি তাহার দুই গালে হাত মুছিয়া দিলেন)। আল্লামা সানুসী (রহ.) বলেন, উভয়ই চেহারা যাহা কান ব্যতীত থুতনীর উপরের অংশ। আর আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, العوارض হইল الاسنان (দাঁতসমূহ)। এই স্থানে রূপকার্থে গালদ্বয়ের উপর প্রয়োগ হইয়াছে। কেননা, দাঁতসমূহের উপরই গালদ্বয় থাকে। -(তাকমিলা ১:২২৪)

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ (অতঃপর আমি (উম্মুল মুমিনীন) যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রাযিঃ)-এর কাছে গেলাম)। প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, এই দ্বিতীয় ঘটনাটি উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর ঘটনার পরে সংঘটিত হইয়াছে। বস্তুতঃভাবে এইরূপ নহে। কেননা, যয়নব বিন্‌ত জাহাশ (রাযিঃ) আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)-এর দশ বছরের অধিক

পূর্বে ইন্তিকাল করিয়াছেন। কাজেই ثم (অতঃপর) শব্দটি এই স্থানে ক্রমানুসারে সংঘটিত হওয়ার উপর প্রয়োগ হইবে না; বরং খবরের ক্রমানুসারের উপর প্রয়োগ হইবে। আর আবূ দাউদ শরীফের রিওয়ায়তে ودخلت (আর আমি প্রবেশ করিলাম) রহিয়াছে। ইহাতে ক্রমানুসারের শব্দ নাই। -(ফতহুল বারী ৩:১১৭) -(তাকমিলা ১:২২৪)

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ الخ (যেই মহিলা আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতে ঈমান রাখে সেই মহিলার জন্য তাহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নহে। তবে বিধবা, তাহার স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশ দিন শোক পালন করিবে)। হানাফী মাযহাব মতে বিধবা বালিগা মুসলিমা স্ত্রীর জন্য তাহার স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালন করা ওয়াজিব। আর বিধবা নাবালিগা ও যিম্মীর স্ত্রীর জন্য কোন প্রকার শোক পালন নাই। ইহা ইমাম মালিক ও আবূ ছাওর (রহ.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, বিধবা স্ত্রী প্রাপ্ত বয়স্কা হউক কিংবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, মুসলিমা হউক কিংবা যিম্মীয়া সকল স্ত্রীর জন্যই শোক পালন করা ওয়াজিব। আলোচ্য হাদীছ হানাফীগণের পক্ষে দলীল। কেননা, ইহাতে امرأة (প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা স্ত্রী)-এর জন্য শোক পালন ওয়াজিব বলিয়া ইরশাদ হইয়াছে الصغيرة (অপ্রাপ্ত বয়স্কা স্ত্রী)-এর জন্য নহে, মুমিনা বিধবা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব করা হইয়াছে কাফির বিধবার জন্য নহে। -(তাকমিলা ১:২২৫)

دَخَلَتْ حِفْشًا (তাহাকে একটি সংকীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিতে হইত)। حِفْشًا শব্দটির ح বর্ণে যের ف বর্ণে সাকিন দ্বারা পঠিত। ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) মালিক (রহ.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তে ইহার তাফসীর البيت الصغير (ছোট ঘর) দ্বারা করিয়াছেন। ইমাম নাসাঈ (রহ.) ইবনুল কাসিম (রহ.) সূত্রে ইমাম মালিক (রহ.) হইতে الخص (কুঁড়েঘর) দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, الحفش হইল البيت الذليل الشعث البناء (এলোমেলো ভিত্তি অপমাণিত ঘর)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) বলেন, কক্ষটি সংকীর্ণ ও সংকুচিত হওয়ায় حفشا (কুঁড়েঘর) নামকরণ করা হইয়াছে। -(উমদাতুল কারী) -(তাকমিলা ১:২২৮)

فَتَفْتَضُّ بِهِ (সে ঐ প্রাণীকে স্পর্শ করিয়া ইদ্দত পূর্ণ করিত)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, মূলতঃ الفض হইতেছে الكسر (ভাঙ্গা) এবং القطع (কর্তন করা)। কাজেই ইহার অর্থ হইল ইদ্দতের যাহা কিছু ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা। আল্লামা নওয়াভী (রহ.) ইবন কুতায়বা (রহ.) হইতে নকল করেন, তিনি বলেন, আমি হিজায-বাসীদের কাছে الافتضاض এর অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তখন তাহারা বলিলেন, "ইদ্দত পালনকারিণী গোসল করিত না, পানি স্পর্শ করিত না এবং নখ কর্তন করিত না। অতঃপর এক বছর পর কুৎসিত আকৃতিতে বাহির হইত। অতঃপর তাহার ইদ্দত এইভাবে ভঙ্গ করিত যে, একটি পাখির সম্মুখভাগে হাত বুলাইয়া নিক্ষেপ করিয়া ছাড়িয়া দিত। এইভাবে যেই পাখিকেই স্পর্শ করা হইত উহার কম সংখ্যকই বাঁচিয়া থাকিত। -(ঐ)

فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا (তখন তাহার হাতে উটের বিষ্ঠা দেওয়া হইত এবং সে উহা ছুঁড়িয়া মারিত)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) বলেন, رمى البعرة (উটের বিষ্ঠা ছুঁড়িয়া মারার) মর্ম বর্ণনায় মতানৈক্য রহিয়াছে। কেহ বলেন, ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, বিধবা বিষ্ঠা ছুঁড়িয়া মারার মাধ্যমে ইদ্দতকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। কেহ বলেন, ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, বিধবা ইদ্দত পালন সময়কালীন মুসীবতের উপর ধৈর্যধারণ তাহার কাছে উটের বিষ্ঠার সাদৃশ্য ছিল, তাই উহাকে ঘৃণিত বস্তু হিসাবে ছুঁড়িয়ো মারে এবং স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। আর কেহ বলেন, বরং সে এই আশাবাদ কামনা করিয়া বিষ্ঠা নিক্ষেপ করে যাহাতে তাহার উপর এই ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২২৮-২২৯)

(৩৬১৪) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْهُ بِذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ إِنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৬১৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন নাফি’ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি যয়নব বিন্ত উম্মে সালামা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর এক নিকটাত্মীয় ইন্তিকাল করেন। তখন তিনি হলুদ রঙের সুগন্ধি আনাইয়া নিজ বাহুদ্বয়ে মাখিয়া দিলেন এবং তিনি বলিলেন, আমি এই কাজটি এই উদ্দেশ্যে করিয়াছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই মহিলা আল্লাহ তা’আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে সে যেন কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন না করে, তবে তাহার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে। আর যয়নব (রাযিঃ) এই হাদীছখানা তাহার নিকট নিজের মা (উম্মু সালামা রাযিঃ) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী যয়নব (রাযিঃ) হইতে কিংবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্য কোন সহধর্মিণী হইতে রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَحَدَّثَتْهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمِّهَا (আর যয়নব (রাযিঃ) এই হাদীছখানা তাহার কাছে নিজ মা হইতে বর্ণনা করেন)। অর্থাৎ যয়নব বিনত আবী সালামা (রাযিঃ) হুমায়দ বিন নাফি’ (রহ.)-এর কাছে এই হাদীছ তাহার মা উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে এবং উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিন্ত জাহশ (রাযিঃ) কিংবা নবী সহধর্মিণীগণের অন্য কাহারও হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২২৯)

(৩৬১৫) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَخَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فَأَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي شَرِّ بَيْتِهَا فِي أَحْلَاسِهَا أَوْ فِي شَرِّ أَحْلَاسِهَا فِي بَيْتِهَا حَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(৩৬১৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন নাফি’ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি যয়নব বিন্ত উম্মে সালামা (রাযিঃ)কে তাহার মাতার সূত্রে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, জনৈকা মহিলার স্বামী মৃত্যুবরণ করিল। লোকেরা তাহার চোখের (অসুস্থতার) ভয় করিল। তাই তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে আসিয়া তাহারা তাঁহার কাছে মহিলার চোখে সুরমা ব্যবহারের অনুমতি চাহিলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, জাহিলী যুগে স্বামীর মৃত্যুতে তোমাদের কেহ কেহ চট জাতীয় মোটা কাপড় কিংবা জরাজীর্ণ কাপড় পরিধান করিয়া একটি সংকীর্ণ কক্ষে পূর্ণ একবছর (ইদ্দত পালনের লক্ষ্যে) অবস্থান করিতে হইত। অতঃপর যখন কোন কুকুর তাহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিত তখন সে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইয়া আসিত। কাজেই (এই জাহিলী কুসংস্কারের পরিবর্তে ইসলামে কেবল) চার মাস দশ দিন শোক পালনে অবস্থান করিতে পারিবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِى أَحْلَاسِهَا (সে চট জাতীয় মোটা কাপড় পরিধান করে)। احلاس শব্দটি حلس (চট)-এর বহুবচন ح বর্ণে যেরসহ পঠিত। উহা হইল المسح (মোছা) কিংবা কাপড় কিংবা হালকা বস্ত্র যাহা উট বা ঘোড়ার আরোহীর নীচে ব্যবহার করা হয়, গদি কিংবা বিছানা, যাহা ঘরে বিছানো হয়। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, তাহার হইতে প্রচলিত পরিধেয় কাপড় খুলিয়া জরাজীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে দেওয়া হইত। -(তাকমিলা ১:২২৯)

فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ (অতঃপর যখন কোন কুকুর তাহার পাশ দিয়া অতিক্রম করিত ...)। প্রকাশ্য যে, সে চলাচলের রাস্তায় দাঁড়াইয়া কুকুরের উপর উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিতে হইত। -(তাকমিলা ১:২২৯)

أَفَلَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا অর্থাৎ افلا تمكث بعد الاسلام هذه المدة اليسير؟ (তাহা হইলে কি ইসলামে এই সামান্য সময় শোক পালনে অবস্থান করিতে পারিবে না)? -(তাকমিলা ১:২২৯)

(৩৬১৬) وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ بِالْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي الْكُحْلِ وَحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ تُسَمِّهَا زَيْنَبَ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ

(৩৬১৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন মুআয (রহ.) তিনি ... হুমায়দ বিন নাফি' (রহ.) হইতে দুইখানা হাদীছই বর্ণিত, তিনি চোখে সুরমা ব্যবহার সম্পর্কিত হাদীছখানা উম্মু সালামা (রাযিঃ) হইতে এবং উম্মু সালামা (রাযিঃ) ও নবী সহধর্মিণীগণের অপর একজন হইতেও বর্ণনা করেন। তবে তিনি যয়নব (রাযিঃ)-এর নাম উল্লেখ ব্যতীত মুহাম্মদ বিন জা'ফর (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৬১৭) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ بِنْتًا لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

(৩৬১৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আমরুন নাকিদ (রহ.) তাহারা ... হুমায়দ বিন নাফি' (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যয়নব বিনত আবূ সালামা (রাযিঃ)কে উম্মু সালামা ও উম্মু হাবীবা (রাযিঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন। তাহারা উভয়ে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসিয়া উল্লেখ করিল যে, তাহার মেয়ের স্বামী মৃত্যুবরণ করিয়াছে, এখন তাহার চোখে সমস্যা দেখা দিয়াছে। ফলে সে সুরমা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, (জাহিলী যুগে) তোমাদের কেহ কেহ (ইদ্দত পালনের জন্য) বছরান্তে উটের বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিতে হইত। আর এখন (ইসলামী যুগে শুধুমাত্র) চার মাস দশ দিন (অপেক্ষা করতে পারিতেছ না)?

(৩৬১৮) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا أَتَى أُمَّ حَبِيبَةَ نَعِيُّ أَبِي سُفْيَانَ دَعَتْ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَعَارِضَيْهَا وَقَالَتْ كُنْتُ عَنْ هٰذَا غَنِيَّةً سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(৩৬১৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... যয়নব বিনত আবূ সালামা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, যখন উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রাযিঃ)-এর কাছে তাহার পিতা আবূ সুফয়ান (রাযিঃ)-এর মৃত্যুর খবর পৌঁছিল তখন তিনি তৃতীয় দিনে হলুদ রঙের সুগন্ধি আনাইয়া নিজ বাহুদ্বয় ও গালদ্বয়ে মাখিয়া দিলেন। অতঃপর বলিলেন, আমার ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না তবে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি যে, যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন বৈধ নহে। তবে স্বামীর মৃত্যুতে ভিন্ন। কেননা, সে তাহার স্বামীর ইন্তিকালে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

(৩৬১৯) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَتْهُ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَنْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

(৩৬১৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, কুতায়বা ও ইবন রুমহ (রহ.) তাঁহারা ... হযরত হাফসা (রাযিঃ) কিংবা হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে পৃথকভাবে কিংবা তাহাদের উভয়ে যৌথভাবে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে কিংবা যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হালাল নহে তবে তাহার স্বামীর ইন্তিকালে শোক পালন করিবে।

(৩৬২০) وحَدَّثَنَاهُ شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ حَدِيثِ اللَّيْثِ مِثْلَ رِوَايَتِهِ

(৩৬২০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন শায়বান বিন ফাররূখ (রহ.) তিনি ... নাফি' (রহ.) হইতে এই সনদে লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তের অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন।

(৩৬২১) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ دِينَارٍ وَزَادَ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(৩৬২১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমায়ী ও মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তাঁহারা ... সাফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সহধর্মিণী হাফসা বিনত উমর (রাযিঃ)কে হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে রাবী লায়ছ ও ইবন দীনার (রহ.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে এতখানি অতিরিক্ত বর্ণনা করিয়াছেন যে, কেননা সে তাহার স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

(৩৬২২) وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ جَمِيعًا عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

(৩৬২২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... সাফিয়্যা বিনত আবূ উবায়দ (রহ.) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জনৈক সহধর্মিণী হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৬২৩) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

(৩৬২৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা, আমরুন নাকিদ ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই মহিলা আল্লাহ তা'আলা ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য কাহারও মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা হালাল নহে। তবে তাহার স্বামীর মৃত্যুতে (চার মাস দশ দিন) শোক পালন করিবে।

(৩৬২৪) وحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ

(৩৬২৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হাসান বিন রাবী' (রহ.) তিনি ... উম্মু আতিয়্যা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মহিলা তাহার কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করিবে না। তবে তাহার স্বামী মৃত্যুতে চারমাস দশদিন শোক পালন করিবে। এই (ইদ্দতের) সময়ে সে (সুগন্ধি) রঙিন কাপড় পরিধান করিবে না। তবে আসব (ইয়ামনের তৈরী সাদা-কালো রেখাযুক্ত) কাপড় পরিধান করিতে পারিবে। সে চোখে সুরমা ব্যবহার করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার সুগন্ধি স্পর্শ করিতে পারিবে না। তবে যদি সে হায়িয হইতে পবিত্র হয় তাহা হইলে (গোসলের শেষে রক্তস্থলে) সামান্য কুসত ও আযফার সুগন্ধি (দুর্গন্ধ দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে) লাগাইয়া দিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ (উম্মু আতিয়্যা (রাযিঃ) হইতে)। তিনি হইলেন শ্রেষ্ঠ মহিলা সাহাবিয়াগণের অন্যতম 'নসীবা বিন্‌ত হারিছ আনসারিয়া (রাযিঃ)।' তিনি রোগীদের সেবা করিতেন, জখমের চিকিৎসা করিতেন এবং মৃতদের গোসল দিতেন। এই কারণেই তাহার উপাধী ছিল গাসিলা (الغاسلة)। -(তাকমিলা ১:২৩১)

وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا (আর সে রঙিন কাপড় পরিধান করিবে না)। সুগন্ধিযুক্ত কুশুম রঙে রঙিন কাপড় কিংবা মহিলারা যেই সকল কাপড় সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে পরিধান করিয়া থাকে উহা ইদ্দত পালনকারিণীগণের জন্য পরিধান করা সর্বসম্মত মতে হারাম। তবে কালো রঙে রঙিন কাপড় পরিধান করা চারি ইমামের মতে জায়িয। -(ইবনুল হুমাম (রহ.) 'ফতহুল কদীর' গ্রন্থে অনুরূপই লিখিয়াছেন)। আর যদি সুগন্ধিবিহীন রঙিন কাপড় হয় এবং মহিলারা ইহাকে সাজ-সজ্জার জন্য পরিধান না করিয়া থাকে। যেমন সুগন্ধিবিহীন পুরাতন কাপড় তাহা হইলে আমাদের হানাফীগণের মতে জায়িয। -(দররুল মুখতার)। অনুরূপ তাহার কাছে যদি রঙিন কাপড় ব্যতীত অন্যকোন কাপড় না থাকে তবে সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্য ব্যতীত সতর ঢাকার প্রয়োজনে উহা পরিধান করাতে কোন ক্ষতি নাই। (كما صرح به الحاكم في الكافي)- -(তাকমিলা ১:২৩১-২৩২)

إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ (তবে আসব কাপড় পরিধান করিতে পারিবে)। عصب শব্দটির ع বর্ণে যবর ص বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা হইতেছে ইয়ামানী ডোরা-কাটা চাদর। কাটা সুতা রঙ করা হয় অতঃপর বয়ন করা হয়। আল্লামা ইবন দাকীকুল ঈদ (রহ.) আহকামুল কুরআন ৪:৬২ পৃষ্ঠায় বলেন, العصب হইতেছে ثياب من اليمن فيها بياض وسواد (সাদা-কালো রেখাযুক্ত ইয়ামানী কাপড়)। কাপড়টি মোটা এবং কালো হওয়ার কারণে সম্ভবতঃ হারাম হইতে ব্যতিক্রম রাখা হইয়াছে। কেননা, ইহাকে মহিলারা সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে পরিধান করে না। আর যেই কাপড় অন্য রঙে রঙানো হয় কিংবা উহা সাজ-সজ্জার উদ্দেশ্যে পরিধান করা হয়। উহা পরিধান করা জায়িয নাই। এই কারণেই হানাফীগণের অধিকাংশ ফকীহ আসব কাপড় পরিধান করাকে মাকরূহ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। -(রদ্দুল মুখতার ২:৮৯৪)। আর ইহাকে মালিকিয়া ও শাফিয়াগণও মাকরূহ বলিয়াছেন। -(শরহুল উবাই)। সুতরাং প্রকাশ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে কালো রঙে রঙিন কাপড় পরিধান করারই অনুমতি দিয়াছেন। আর ফকীহগণ কালো ব্যতীত অন্য রঙে রঙিন কাপড় পরিধান করাকেই মাকরূহ বলিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৩২)

إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ (তবে যখন সে পবিত্র হইবে)। অর্থাৎ যখন সে হায়িয হইতে পবিত্রতা লাভ করিবে। কাজেই তাহার জন্য রক্তের দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে কুসত প্রভৃতি সামান্য সুগন্ধি রক্তের স্থানে লাগানো জায়িয আছে। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, শোক পালনকারিণী হউক কিংবা না, সকল হায়িযা মহিলার জন্য হায়িয হইতে পবিত্রতা লাভের গোসল শেষে কুসত নামক সুগন্ধি রক্তের স্থানে মুছিয়া দিবে যাহাতে উহার দুর্গন্ধ দূর হইয়া যায়। কেননা, সে নামায আদায় করিবে এবং ফিরিশতাগণের সহিত উঠাবসা করিবে। যাহাতে রক্তের দুর্গন্ধ তাহাদের কষ্টের কারণ না হইয়া দাঁড়ায়। -(উমদাতুল কারী) -(তাকমিলা ১:২৩২)

نُبْذَةً (সামান্য) শব্দটির ن বর্ণে পেশ ب বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ القطعة والشئ اليسير (এক টুকরা এবং যৎসামান্য বস্তু) ইহার বহুবচন أنباذ আসে। -(তাকমিলা ১:২৩২)

مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (কুস্‌ত ও আযফার হইতে)। القسط শব্দটির ق বর্ণে পেশসহ এবং الكست শব্দটির ك ও ت বর্ণে পেশ দ্বারা পঠনে অর্থ এক প্রকার লোবান (ধুনার ন্যায় গন্ধযুক্ত বৃক্ষ নির্যাস বিশেষ)। আর اظفار হইতেছে আতর জাতীয় বস্তু। আঙ্গুলসমূহের নখ সাদৃশ্য যাহার ধূপ দ্বারা সুবাসিত হওয়া যায়। اظفار যদিও الظفر এর বহুবচন কিন্তু একবচনে ব্যবহৃত হয় না। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৩৩)

(৩৬২৫) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

(৩৬২৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা উভয়ে ... হিশাম (রহ.) হইতে এই সনদে হাদীছ বর্ণনা করেন। আর তাহারা উভয়ে বলেন, সে তাহার হায়িয হইতে পাক হওয়ার (গোসলের) পর সামান্য কুসত ও আযফার (নামক সুগন্ধি রক্তের দুর্গন্ধ দূর হওয়ার জন্য) ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৩৬২৬) وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَحِلُ وَلَا نَتَطَيَّبُ وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَقَدْ رُخِّصَ لِلْمَرْأَةِ فِي طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ

(৩৬২৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবুর রবী' যাহরানী (রহ.) তিনি ... উম্মু আতিয়্যা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চার মাস দশদিন শোক পালন করা হইত। আমরা (ইদ্দত পালনকালীন সময়ে) চোখে সুরমা ব্যবহার করিতাম না, সুগন্ধি ব্যবহার করিতাম না এবং রঙিন কাপড় পরিধান করিতাম না। তবে আমাদের মধ্য হইতে কোন মহিলা যখন হায়িয হইতে পবিত্র হইয়া গোসল করিত তখন (রক্তের স্থলের দুর্গন্ধ দূর করার উদ্দেশ্যে) তাহাকে সামান্য কুসৃত ও আযফার নামক সুগন্ধি ব্যবহারের রুখসত দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

৩৬২৪নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اللِّعَانِ

অধ্যায় ঃ লি'আন

لعان শব্দটি باب مفاعلة -এর ক্রিয়ামূল। لاعن، يلاعن، ملاعنة এবং لعانا আর ইহা لعن হইতে উদ্ভূত। যাহার অর্থ বিতাড়ন ও দূরীকরণ। لعانا নামকরণের কারণ হইতেছে যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি মিথ্যার লা'আনের অভিযোগে অভিযুক্ত করে। আর اللعان، الالتعان এবং الملاعنة সকল শব্দের একই অর্থ। لعان শরীআতসম্মত যখন কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা যিনার অপবাদ দিবে এবং সে নিজের পক্ষে চারজন সাক্ষী পেশ করিতে না পারে, তখন কাযী উভয়ের মধ্যে لعان এর নির্দেশ দিবেন। لعان এর পদ্ধতি হইতেছে, প্রথমে স্বামী কাযীর সামনে চারবার বলিবে اشهد بالله انى لمن الصادقين فيما رميتها به (আমি আল্লাহর শপথসহ সাক্ষ্য দিতেছি যে, আমি আমার স্ত্রীর প্রতি যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছি উহাতে আমি সত্যবাদী) আর পঞ্চমবার বলিবে لعنة الله على ان كنت كاذبا (আমি আমার কথা মিথ্যাবাদী হইলে আমার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত)। আর প্রত্যেকবার স্বামী স্ত্রীর প্রতি ইঙ্গিত করিবে।

অতঃপর স্ত্রী কাযীর সামনে চারবার বলিবে بالله انه كاذب فيما رمانى به من الزنا (আল্লাহ তা'আলার নামে সাক্ষ্য দিতেছি, আমার উপর যিনার অপবাদে সে মিথ্যাবাদী)। পঞ্চমবার বলিবে غضب الله على ان كان صادقا (সে সত্যবাদী হইলে আমার উপর আল্লাহর লা'নত হউক)। অবশেষে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন লিআন করিয়া ফেলে তখন কাযীর ফায়সালার মাধ্যমে তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে।

কাজেই হানাফী-ফকীহগণের মতে لعان এর সংজ্ঞা এই : شهادات مؤكدات بالايمان مقرونة باللعن (লিআন হইল কসম দ্বারা সুদৃঢ়কৃত এবং লা'নত শব্দযোগে উচ্চারিত সাক্ষ্যসমূহ)।

আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন : هى ايمان مؤكدات بلفظ الشهادة (লিআন হইল কসম যাহা শাহাদাতের শব্দযোগে সুদৃঢ়কৃত)। ফলে তাহার মতে কসমের যোগ্যতা শর্ত। সুতরাং মুসলিম স্বামী ও কাফির স্ত্রী, কাফির স্বামী স্ত্রী এবং গোলাম ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে لعان অনুষ্ঠিত হইবে। ইহা ইমাম মালিক ও আহমদ (রহ.)-এর অভিমত।

আর আমাদের হানাফীগণের মতে সাক্ষ্য হওয়ার যোগ্যতা থাকা শর্ত। কাজেই স্বাধীন, আকিল বালিগ ও অপবাদের হদ্দ হইতে মুক্ত এমন দুই মুসলমান ব্যতীত লিআন জারী হইবে না। -(তাকমিলা ১:২৩৪)

(৩৬২৭) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَسَلْ لِي عَنْ ذٰلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرِهَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ

وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلٌ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ

(৩৬২৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ সাঈদী (রহ.) জানান যে, উওয়ায়মির আজলানী (রাযিঃ) আসিম বিন আদী আনসারী (রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া তাহাকে বলিলেন, হে আসিম! আপনার অভিমত কি? কেহ যদি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) পায় তাহা হইলে কি সে তাহাকে হত্যা করিবে? আর তখন তো আপনারা তাহাকে (কিসাস হিসাবে) হত্যা করিবেন। কিংবা সে কী করিবে? হে আসিম! আপনি আমার জন্য এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন আসিম (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই প্রকার মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করিলেন এবং ইহা দোষনীয় মনে করিলেন। এমনকি আসিম (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে যাহা শ্রবণ করিলেন ইহাতে তিনি খুবই দুঃখিত হইলেন। অতঃপর যখন আসিম (রাযিঃ) নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার কাছে উওয়ায়মির (রাযিঃ) আসিয়া বলিলেন, হে আসিম! তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলিয়াছেন? হযরত আসিম (রাযিঃ) (জবাবে) উওয়ায়মির (রাযিঃ)কে বলিলেন, আপনি আমার কাছে ভাল কাজ নিয়া আসেন নাই। আপনি যেই মাসয়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিলেন উহা জিজ্ঞাসা করায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই অপছন্দ করিয়াছেন। উওয়ায়মির (রাযিঃ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি এই মাসয়ালা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বিরত হইব না। অতঃপর উওয়ায়মির (রাযিঃ) চলিলেন এবং লোকজনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে সে কি তাহাকে হত্যা করিবে? আর এইরূপ করিলে তো আপনারা তাহাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করিয়া দিবেন। কিংবা সে কি করিবে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমার এবং তোমার স্ত্রীর বিষয়ে আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ হইয়াছে। কাজেই তুমি যাও এবং তোমার স্ত্রীকে নিয়া আস। রাবী সাহল (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর তাহারা (স্বামী-স্ত্রী) উভয়ে লিআন করিলেন। তখন আমিও লোকদের সহিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তাহারা যখন লি'আন সমাপ্ত করিলেন তখন উওয়ায়মির (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি তাহাকে স্ত্রী হিসাবে বহাল রাখি তবে তো আমি তাহার উপর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইব। অতঃপর তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুম করার পূর্বেই। রাবী ইবন শিহাব (রহ.) বলেন, তখন হইতেই লিআনকারীগণের জন্য ইহা সুন্নত হিসাবে গণ্য হইতে থাকিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ (সাহল বিন সা'দ সাঈদী রহ.)। তিনি মাশহুর সাহাবীগণের একজন। কেহ বলেন, তাহার নাম ছিল হুয্ন (حزن)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া সাহল রাখিয়াছেন। ইহা ইবন হিব্বান নকল করিয়াছেন। তাহার পনের বছর বয়সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত হন। তিনিই মদীনা মুনাওয়ারায় ইনতিকালকারী সর্বশেষ সাহাবী। তিনি ৯১ হিজরী সনে ইন্তিকাল করেন। আল্লামা ওয়াকিদী (রহ.) বলেন, তিনি একশত বছর জীবিত ছিলেন–(ইসাবা)

أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ (উওয়ায়মির আজলানী রাযিঃ)। আবূ দাউদ শরীফে মালিক (রহ.)-এর রিওয়ায়তে তাহার নাম উওয়ায়মির বিন আশকর (রাযিঃ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আল্লামা ইবন আবদুল বার (রহ.) 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে তাঁহার নাম উওয়ায়মির বিন আবইয়ায (রাযিঃ) বলিয়াছেন। আর আল-খতীব (রহ.) 'আল মুবহামাত' গ্রন্থে তাঁহার নাম উওয়ায়মির বিন হারিছ (রাযিঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে ইহাকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। আল্লামা তাবারী (রহ.) স্বীয় 'তাহযীবুল আছার' গ্রন্থে তাহার বংশ পরম্পরা এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইওয়ায়মির বিন হারিছ বিন যায়দ বিন জদ বিন আজলান (রাযিঃ)। সম্ভবতঃ তাহার পিতার উপাধী আশকর কিংবা আবইয়ায ছিল। -(তাকমিলা ১:২৩৫)

إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ (আসিম বিন আদী (রাযিঃ)-এর কাছে ...)। তিনি হইলেন উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর পিতার চাচাতো ভাই এবং মা'ন বিন আদী (রাযিঃ)-এর ভাই। আর তিনি বনূ আজনানের সরদার আবুল বদাহ বিন আসিম-এর পিতা। আল্লামা ইবনুল কালবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর স্ত্রী হইলেন আসিম (রাযিঃ)-এর কন্যা এবং তাহার নাম খাওলা। আল্লামা মাকাতিল বিন সুলায়মান (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি খাওলা বিন্ত কায়স। আর আল্লামা ইবন মারদুইয়া (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি আসিম (রাযিঃ)-এর ভাইয়ের কন্যা। হযরত আসিম (রাযিঃ) একশত বিশ বছর জীবিত ছিলেন এবং হিজরী ৪৪ সনে ইন্তিকাল করেন। -(উমদাতুল কারী) -(তাকমিলা ১:২৩৫)

أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ (হে আসিম! আপনার অভিমত কি)? হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) বিশেষভাবে হযরত আসিম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিবার কারণ হইতেছে যে, তিনি ছিলেন গোত্রের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি এবং তাহার শ্বশুর। উওয়ায়মির হইলেন আসিম (রাযিঃ)-এর মেয়ের স্বামী কিংবা ভাইয়ের মেয়ের স্বামী। -(তাকমিলা ১:২৩৫)

وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا (তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে)। ইহা দ্বারা পরোক্ষভাবে ব্যভিচারকে বুঝানো হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই ধরনের অশ্লীল কর্মাবলীর উল্লেখ পরোক্ষভাবে করা মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ১:২৩৬)

أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ (সে কি তাহাকে হত্যা করিবে? আর তখন তো তোমরা তাহাকে হত্যা করিবে)। অর্থাৎ কিসাস স্বরূপ। কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে, তবে তাহাকে হত্যা করা হইবে কি না? এই বিষয়ে উলামায়ে ইযামের মতানৈক্য রহিয়াছে। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ইনশা আল্লাহু তা'আলা সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত ৩৬৪৮নং হাদীছের ব্যাখ্যায় আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:২৩৬)

فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ (কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রকার মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা অপছন্দ করিলেন)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, যেই

মাসায়িলের প্রয়োজন নাই উহা জিজ্ঞাসা করা অপছন্দনীয়। অধিকন্তু ইহাতে মুসলিম কিংবা মুসলিমা কিংবা অশ্লীল বস্তুর প্রচার না করিয়া গোপন করতঃ সম্মান রক্ষার বিষয়টি রহিয়াছে। আর এই হাদীছের ঘটনায় হযরত আসিম (রাযিঃ)-এর জন্য মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন ছিল না। আর ইহাতে মুসলমান নর-নারীদের অশ্লীলতা প্রকাশ এবং ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের প্রভাব বিস্তারের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই এই ধরণের কথা হইতে মুসলমানদের বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) 'মুআলিমুস সুনান' গ্রন্থে ৩:১৬০ পৃষ্ঠায় লিখেন, আমরা কুরআন মজীদে দুই ধরনের মাসয়ালা পাই। এতদুভয়ের একটি হইতেছে কোন বিষয়ের ব্যাখ্যাকরণ ও শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা যাহা দ্বীনের বিষয়াবলীতে অত্যধিক প্রয়োজন রহিয়াছে। আর দ্বিতীয় প্রকার জিজ্ঞাসা হইতেছে কৃত্রিমতা ও সমস্যায় ফেলার উদ্দেশ্যে। সুতরাং প্রথম প্রকারের প্রশ্ন করা মুবাহ এবং ইহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং উহার জবাব দেওয়া হইবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (অতএব যদি তোমরা না জান, তবে যাহারা স্মরণ রাখে তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। -সূরা আম্বিয়া- ৭) এবং অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন فَسْـَٔلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكَ (তবে আপনি উহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, যাহারা আপনার পূর্বেকার কিতাবসমূহ পাঠ করে– সূরা ইউনুস- ৯৪)

আর হযরত মূসা ও খিযর (আ.)-এর ঘটনা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَلَا تَسْـَٔلْنِىْ عَنْ شَىْءٍ حَتّٰٓى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا (তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই তৎসম্বন্ধে উদ্যোগী হইয়া কিছু বলিব– সূরা কাহফ- ৭০) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ (ইহা (কিতাব)কে মানুষের নিকট বর্ণনা করিবে এবং গোপন করিবে না– সূরা আলে ইমরান- ১৮৭)

আর যদি কোন ব্যক্তি ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করে তবে তাহার জবাব দেওয়া ওয়াজিব এবং উহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া দিবে ইহার কোন বিষয় গোপন করিবে না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন من سئل عن علم فكتمه الجم بلجام من نار (যেই ব্যক্তি কোন মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া জানা সত্ত্বেও উহা গোপন রাখে (কিয়ামতের দিন) তাহাকে আগুনের লাগাম পরান হইবে)।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ؕ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ (আপনার নিকট নতুন চাঁদের অবস্থা জানিতে চায়, আপনি বলুন, ইহা মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্জের সময় ঠিক করার মাধ্যম– সূরা বাকারা- ১৮৯) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ؕ قُلْ هُوَ اَذًى (আর লোকেরা আপনার নিকট প্রশ্ন করে হায়িয সম্বন্ধে, আপনি বলুন, উহা অপবিত্র বস্তু– সূরা বাকারা- ২২২)

আর দ্বিতীয় প্রকারের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ؕ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ (আর ইহারা (পরীক্ষামূলক) আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছে রূহ সম্বন্ধে। আপনি বলুন, রূহ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত– সূরা বনী ইসরাঈল- ৮৫) অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا - فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا (ইহারা আপনার নিকট কিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, উহা কখন হইবে? উহার বর্ণনা সম্বন্ধে আপনার সম্পর্ক কী? -সূরা নাযিয়াত ৪২-৪৩)

বনূ ইসরাঈলের লোকেরা যখন কৃত্রিমতা অবলম্বনে বাকারার ঘটনায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন উহাকে অপছন্দ করা হইয়াছে। কেননা, ইহা তাহাদের প্রয়োজন ছিল না। এই প্রকারের মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা মাকরূহ। অতঃপর ইহার জবাব দানে যখন নীরবতা অবলম্বন করা হয় তখন ইহা দ্বারা প্রশ্নকারীকে ধমক এবং নিবৃত্ত করাই

মুসলিম শরীফ -১৪-১৩/১

উদ্দেশ্য হয় আর যখন জবাব দেওয়া হয় তখন উহা শাস্তি ও কঠিন করণের উদ্দেশ্য হয়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৩৭)

وَاللهِ لَا أَنْتَهِي الخ (আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি এই বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বিরত হইব না)। হযরত আসিম (রাযিঃ) কর্তৃক প্রশ্ন করায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অপছন্দ করার কথাটি শ্রবণ করিবার পর হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) নিজেই জিজ্ঞাসা করার জন্য দৃঢ়ভাবে পদক্ষেপ নিলেন। কেননা, তিনি অপছন্দের কারণ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, উহা হইতেছে অপ্রয়োজনে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা। অতঃপর তিনি যখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বস্ত হইলেন এই মাসয়ালা জানা তাহার অতীব প্রয়োজন তখন তিনি পুনরায় এই সম্পর্কে তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করাকে ক্ষতিকর বলিয়া মনে করেন নাই। -(তাকমিলা ১:২৩৭)

قَدْ نَزَلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ (তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে (আল্লাহ তা'আলার) হুকুম নাযিল হইয়াছে)। ইহা দ্বারা প্রকাশ্যভাবে বুঝা যায় যে, সূরা নূর-এর লি'আনের আয়াত উওয়ায়মির ও তাহার স্ত্রীর ঘটনার প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য সকল রিওয়ায়তে বর্ণনা ধারায় বুঝা যায় যে, হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) প্রথম বারের প্রশ্নের কোন উত্তর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদান করেন নাই; বরং প্রথম বারের প্রশ্নের পর তিনি নীরব ছিলেন। এমনকি উওয়ায়মির (রাযিঃ) ফিরিয়া চলিয়া আসিলেন। অতঃপর পুনরায় হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) যাইয়া বলিলেন, নিশ্চয় আমি ইতোপূর্বে যেই বিষয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম উক্ত বিষয়ে আমি নিজেই সমাবৃত হইয়াছি। যেমন আগত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৬৩০নং) হাদীছে আসিতেছে। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল ফাতহ' গ্রন্থে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের ঘটনাকে হুবহু উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

এই হাদীছের সকল রিওয়ায়তের শব্দ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লি'আনের আয়াত উওয়ায়মির আজলানী (রাযিঃ)-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। আর ইহা আয়াতের শানে নুযূল। কিন্তু আগত হিলাল বিন উমায়্যার ঘটনা বিপরীত হয়। উহাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, লি'আন-এর আয়াত হিলাল বিন উমায়্যার ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে। এই কারণে আহলে ইলম-এর মধ্যে সূরা নূর-এর লি'আনের আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। তবে আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) নিজ ফতহুল বারী গ্রন্থের ৯:৩৯৮ পৃষ্ঠায় এই সকল রিওয়ায়তের সুন্দর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। তিনি বলেন, সম্ভবতঃ হযরত আসিম (রাযিঃ) লি'আনের আয়াত নাযিলের পূর্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহার জিজ্ঞাসা করার পর হযরত হিলাল (রাযিঃ) আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর তাহার জিজ্ঞাসার সময়ই লি'আন-এর আয়াত নাযিল হয়। তারপর দ্বিতীয়বার হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) আসিয়া আরয করিলেন, যাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ইতোপূর্বে যেই বিষয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম উহাতে আমি নিজেই সমাবৃত হইয়াছি। তখন তিনি (জবাবে) হিলাল (রাযিঃ)-এর শানে অবতীর্ণ আয়াত উওয়ায়মির (রাযিঃ)কে জানাইয়া দিলেন যে, এই ব্যাপারেই ইহা নাযিল হইয়াছে। অর্থাৎ প্রত্যেক এই প্রকার ঘটনার লক্ষ্যে এই আয়াত নাযিল হইয়াছে। ইহা কেবল হিলাল (রাযিঃ)-এর ঘটনার সহিত নির্দিষ্ট নহে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৩৭)

فَتَلَاعَنَا (অতঃপর তাহারা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) লিআন করিলেন)। এই লিআন জুমুআর দিন আসর নামাযের পর মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-তে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 'লিআন'-এর পদ্ধতি ইনশাআল্লাহু তা'আলা আগত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৬৩০নং) হাদীছে আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:২৩৭)

فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا (তখন তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া দিলেন)। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, একবাক্যে তিন তালাক প্রদান করিলে তিন তালাক সংঘটিত হইবে, ইহা হারাম নহে। এই বিষয়ে হানাফীগণের অভিমত, প্রমাণাদি ও জবাব طلاق الثلاث অনুচ্ছেদে আলোচিত হইয়াছে।

অধিকন্তু আল্লামা উছমান আল-বাত্তী (রহ.) ও আহলে বাসরার এক জামাআত ফকীহ্ ইহা দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলেন, লি'আন দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটে না। আর না শুধু লি'আন দ্বারা আর না হাকিমের হুকুমের মাধ্যমে, যতক্ষণ না স্বামী তাহাকে তালাক প্রদান করিবে। আল্লামা বাত্তী (রহ.) আরও বলেন, (লি'আনের পর) তালাক দেওয়াই আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়। আল্লামা الاشبيلى (রহ.) বলেন, এই অভিমত পূর্বে কেহ পোষণ করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু আল্লামা আইনী (রহ.) 'উমদাতুল কারী' গ্রন্থে তাহার অভিমত খণ্ডন করিয়া বলেন, এই অভিমত ইবন জরীর (রহ.)ও আবুশ শা'ছা জাবির বিন যায়দ হইতে নকল করিয়াছেন।

জমহুরে উলামার মতে লি'আন দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ওয়াজিব হইবে হয়তো হাকিমের হুকুমের মাধ্যমে যেমন হানাফীগণের মাযহাব। কিংবা শুধু লি'আন দ্বারা যেমন শাফেয়ীগণের মাযহাব।

জমহুরের পক্ষে আলোচ্য হাদীছের জবাব এই যে, হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) এই ধারণায় নিজ (লি'আনকৃত) স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলেন যে, লি'আন দ্বারা বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় না। কিন্তু এই হাদীছ ছাড়া অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লি'আনকারীদ্বয় (স্বামী-স্ত্রী)-এর মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যায়। যেমন আগত ইবন উমর (রাযিঃ) বর্ণিত (৩৬৩০নং) হাদীছে আছে। ইনশাআল্লাহু তা'আলা তথায় শুধু লি'আন কিংবা হাকিমের হুকুমের মাধ্যমে বিচ্ছেদ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে হানাফী ও শাফেয়ীগণের মতানৈক্যসহ আলোচনা করা হইবে। -(তাকমিলা ১:২৩৮)

فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (তখন হইতে লি'আনকারীদের জন্য ইহাই সুন্নত হিসাবে গণ্য হইল)। এই বাক্যের অর্থ নির্ণয়ে বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। আল্লামা উছমান আল বাত্তী (রহ.) ও তাহার অনুসারীগণের মতে ইহার অর্থ হইতেছে লি'আন করার পর তালাক দেওয়া মুস্তাহাব। যেমন ইতোপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে শুধু লি'আন দ্বারা (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে) বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া যাইবে। ইহাতে হাকিমের হুকুমের কোন প্রয়োজন নাই। হানাফীগণের মধ্যে আল্লামা আইনী (রহ.) বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে লি'আন করা তাহাদের উভয়ের পরবর্তী যেকোন লি'আনকারীদের জন্য সুন্নত হিসাবে সাব্যস্ত হইল। -(তাকমিলা ১:২৩৮)

(৩৬২৮) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عُوَيْمِرًا الأَنْصَارِيَّ مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ وَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا بَعْدُ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَزَادَ فِيهِ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ حَامِلًا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَى أُمِّهِ ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا

(৩৬২৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... সাহল বিন সা'দ আনসারী (রাযিঃ) জানান যে, আজলান সম্প্রদায়ের উওয়ায়মির আনসারী (রাযিঃ) আসিম বিন আদী (রাযিঃ)-এর কাছে আসিলেন। হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী মালিক (রহ.)-

এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে এই হাদীছে এতখানি সংযুক্ত আছে যে, হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর নিজ স্ত্রীর সহিত বিচ্ছিন্নতাই পরবর্তীতে লি'আনকারীদের জন্য ইহা সুন্নত হিসাবে সাব্যস্ত হইল। আর এই হাদীছে আরও অতিরিক্ত আছে যে, সাহল (রাযিঃ) বলেন, সেই স্ত্রীলোকটি ছিল গর্ভবতী। ফলে তাহার গর্ভজাত সন্তানটিকে তাহার মাতার সহিত সম্বন্ধ করিয়া ডাকা হয়। অতঃপর এই বিধান জারী হইল যে, সে তাহার মাতার ওয়ারিছ হইবে এবং তাহার মাতাও আল্লাহর নির্ধারিত অংশ তাহার হইতে ওয়ারিছ হইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ (সে তাহার মায়ের ওয়ারিছকারী হইবে এবং তাহার মা আল্লাহর নির্ধারিত অংশ তাহার হইতে মীরাছের অধিকারীণী হইবে)। উলামায়ে ইযামের সর্বসম্মত মতে লি'আনকারিণীর সহিত তাহার সন্তানের উত্তরাধিকারী জারী হইবে। তাহার এবং তাহার মাতার দিক হইতে আসহাবুল ফুরুযের মধ্যেও উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর তাহারা হইলেন তাহার বোন সকল এবং তাহার মাতার দিকের বোন সকল, মাতার দিকের নানী সকল। -(তাকমিলা ১:২৩৯)

(৩৬২৯) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهِمَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ وَزَادَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ

(৩৬২৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন জুরায়জ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমাকে ইবন শিহাব (রহ.) বনূ সায়েদার ভাই সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত দুই লি'আনকারী ও উহার পদ্ধতি সম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, জনৈক আনসারী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন লোক যদি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষ প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে এই ব্যাপারে মাসয়ালা কী? অতঃপর পূর্ণ ঘটনাসহ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তাহারা উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) মসজিদের অভ্যন্তরে লি'আন করিলেন আর আমি তখন উপস্থিত ছিলাম। আর এই হাদীছে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দেওয়ার পূর্বেই তিনি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনেই তাহাকে পৃথক করিয়া দেওয়া হয়। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, ইহাই তোমাদের প্রত্যেক লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যকার বিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ذَاكُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ (ইহাই তোমাদের প্রত্যেক লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যকার বিচ্ছেদ)। হানাফীগণের মতে অর্থ হইতেছে যে, দুই লি'আনকারীর মধ্যকার বিচ্ছেদই যোগ্য বিবেচিত। ইহা স্বামীর তালাক প্রদানের মাধ্যমে হউক কিংবা বিচারকের ফায়সালার মাধ্যমে হউক। আর যদি প্রথম পদ্ধতিতে বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া যায় তাহা হইলে দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রয়োজন নাই। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৪০)

(৩৬৩০) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِى ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِى إِمْرَةِ مُصْعَبٍ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ اسْتَأْذِنْ لِى قَالَ إِنَّهُ قَايِلٌ فَسَمِعَ صَوْتِى قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ادْخُلْ فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ فَدَخَلْتُ فَإِذَا هُوَ مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً مُتَوَسِّدٌ وِسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ قُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُتَلَاعِنَانِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَالَ سُبْحَانَ اللهِ نَعَمْ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ قَالَ فَسَكَتَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الَّذِى سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِى سُورَةِ النُّورِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ قَالَتْ لَا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

(৩৬৩০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন নুমায়র ও আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, মুসআব বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর শাসনামলে আমাকে দুই লি'আন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করা হইবে কি না? তিনি বলেন, তখন (ইহার জবাবে) আমি কী বলিব তাহা আমার জানা ছিল না। তাই আমি মক্কা মুকাররমায় অবস্থানরত হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বাড়ীতে গেলাম। অতঃপর তাঁহার গোলামকে বলিলাম, আমার জন্য অনুমতি নিয়া আস। সে বলিল, তিনি এখন মধ্যাহ্ন ভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রায় আছেন। কিন্তু তিনি (ভিতর হইতে) আমার কন্টস্বর শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইবন জুবায়র! আমি বলিলাম, জী হ্যাঁ। তিনি (অনুমতি দিয়া) বলিলেন, তুমি ভিতরে প্রবেশ কর। আল্লাহর কসম! তুমি এই সময় তোমার বিশেষ প্রয়োজনেই আসিয়াছ। তখন আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তিনি একটি (উট বা ঘোড়ার) গদি বিছাইয়া একটি বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। বালিশটি খেজুর ছোবরায় ভর্তি ছিল। আমি বলিলাম, হে আবূ আবদুর রহমান (ইবন উমর (রাযিঃ)-এর কুনিয়াত)! দুই লি'আনকারী, তাহাদের উভয়ের মধ্যে কী বিচ্ছিন্ন করা হইবে? তিনি (জবাবে) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ তা'আলা পুতঃপবিত্র)! জী হ্যাঁ। (জানিয়া রাখ) সর্বপ্রথম এই মাসয়ালা সম্পর্কে অমুকের পুত্র অমুক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই বিষয়ে শরীআতের বিধান কী যে, আমাদের মধ্যে যদি কেহ তাহার স্ত্রীর ব্যভিচারে লিপ্ত প্রত্যক্ষ করে তাহা হইলে সে কি করিবে? যদি সে আলোচনা করিতে থাকে তাহা হইলে তো বিষয়টি মারাত্মক আকার ধারণ করিবে, আর যদি সে নীরব থাকে তাহা হইলে এই প্রকার গুরুতর কর্মের উপর কিভাবে নীরব

থাকিবে? তিনি (ইবন উমর রাযিঃ) বলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রহিলেন, কোন উত্তর দিলেন না। সেই ব্যক্তি (চলিয়া গিয়া) পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন, ইতোপূর্বে যেই বিষয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম উহাতে আমি নিজেই সমাবৃত হইয়াছি। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা সূরা নূরের নিম্নোক্ত আয়াতগুলি নাযিল করেন : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ الخ (আর যাহারা নিজেদের পত্নীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় ...– সূরা নূর ৬-৯)। তিনি তাহাকে এই আয়াতগুলি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। তারপর তাহাকে নসীহত করিলেন, স্মরণ করাইয়াদিলেন এবং জানাইয়া দিলেন যে, পার্থিব শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। সে বলিল, না! সেই মহান সত্তার কসম– যিনি আপনাকে (নবী হিসাবে) সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার (আমার স্ত্রীর) প্রতি মিথ্যা আরোপ করি নাই। অতঃপর তিনি মহিলাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তাহাকে নসীহত করিলেন, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং জানাইয়া দিলেন যে, পার্থিব শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। সে বলিল, না, সেই মহান সত্তার কসম– যিনি আপনাকে সত্যসহ (নবী হিসাবে) প্রেরণ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই সে (আমার স্বামী) মিথ্যাবাদী। অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পুরুষ লোকটির দ্বারা লি'আন বাক্য পাঠ করাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন সে চারবার আল্লাহ তা'আলার নামে কসম করিয়া সাক্ষ্য দিল যে, সে তাহার কথায় সত্যবাদী। পঞ্চমবার সে বলিল, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত অবতীর্ণ হউক। তারপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাটিকে ডাকিয়া আনাইলেন। সেও আল্লাহ তা'আলার নামে কসম করিয়া চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে (তাহার স্বামী) মিথ্যাবাদী। পঞ্চমবার সে বলিল, যদি সে (তাহার স্বামী) সত্যবাদী হয় তাহা হইলে তাহার (নিজের) উপর আল্লাহ তা'আলার গযব অবতীর্ণ হউক। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ (মুসআব-এর খিলাফত যুগে)। অর্থাৎ (মুসআব বিন যুবায়র)-এর খিলাফত যুগে। আল্লামা উবাই (রহ.) ইবনুল আরাবী (রহ.) হইতে নকল করেন, মুসআব বিন যুবায়র-এর খিলাফত যুগে জনৈক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে লি'আন সংঘটিত হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই। তখন সাঈদ বিন জুবায়রকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল। তখন তাহার জবাব জানা ছিল না। ফলে তিনি না জানিয়া জবাব দেওয়া হইতে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বাড়ীতে যান। -(তাকমিলা ১:২৪০)

قَائِلٌ শব্দটি القيلولة (মধ্যাহ্ন ভোজের পরবর্তী হালকা নিদ্রা) হইতে উদ্ভূত। نائم (নিদ্রায়) অর্থে ব্যবহৃত। -(তাকমিলা ১:২৪০)

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ অর্থাৎ قال ابن عمر: أأنت ابن جبير (ইবন উমর (রাযিঃ) বলিলেন, তুমি কি ইবন জুবায়র)? -(তাকমিলা ১:২৪০)

مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ (এই সময় তো তুমি তোমার বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদেই আসিয়াছ)। আল্লামা উবাই (রহ.) বলেন, ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি বিশেষ প্রয়োজনে কোন আলিমের নিকট বিশ্রামের সময়ে আগমন করে তখন তিনি উহাকে কষ্টকর বলিয়া মনে না করা চাই। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহাতে এই বিষয়টিও বুঝা যায় যে, আলিম ব্যক্তি যদি লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, আগত লোকটি বিশেষ প্রয়োজনেই এই বিশ্রামের সময় তাহার কাছে আসিয়াছে তখন তিনি তাহার সামনে সান্ত্বনামূলক

কিছু প্রকাশ করিবে। তাঁহার জন্য বিরক্ত হওয়া সমীচীন নহে; বরং তাহার যিয়ারতকে হর্ষোৎফুল্লতায় স্বাগত জানাইবে। -(তাকমিলা ১:২৪০-২৪১)

مُفْتَرِشٌ بَرْذَعَةً (একটি গদি বিছাইয়া)। البردعة এবং البردعة হইতেছে যাহা উটের পিঠের উপর বিছানো হয়, গদি। ইহা দ্বারা হযরত ইবন উমর (রাযিঃ)-এর তাপস, বিনয় ও দুন্‌ইয়া হইতে অমনোযোগী হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। -(তাকমিলা ১:২৪১)

لِيفٌ হইতেছে শুকনা ঘাস, খেজুর ছোবরা। -(তাকমিলা ১:২৪১)

وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ (অতঃপর তাহাকে নসীহত করিলেন এবং স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ...)। এই নসীহতটি ছিল লি'আনের পূর্বে। সূতরাং লি'আনকারীদ্বয়ের লি'আন শুরু করার পূর্বে নসীহত করা সুন্নত এবং ইহাই সমীচীন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, তাহাদের উভয়কে চারবার সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে নসীহত করিবে। আর কেহ বলেন, পঞ্চমবারের পূর্বে। তাহার প্রমাণ সহীহ বুখারী শরীফে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)-এর হাদীছে তিনি পঞ্চমবারের পূর্বে নসীহত করিয়াছিলেন। -(শরহুল উবাই) -(তাকমিলা ১:২৪১)

ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন)। ইহা হানাফীগণের পক্ষে স্পষ্ট দলীল যে, শুধু লি'আন দ্বারা বিচ্ছিন্ন সংঘটিত হয় না; বরং লি'আনের পর হাকিমের হুকুমের মাধ্যমে বিচ্ছিন্নতা সম্পাদিত হইবে। ইহা ইমাম ছাওরী (রহ.)-এর মাযহাবও এবং ইমাম আহমদ (রহ.)-এর এক রিওয়ায়ত অনুরূপ।

ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, শুধু লি'আন দ্বারা বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হইবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আলোচ্য হাদীছের জবাবে বলেন, শুধু লি'আন দ্বারাই বিচ্ছিন্নতা সংঘটিত হইয়াছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবলমাত্র উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি জানাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু আল্লামা জাস্‌সাস (রহ.) স্বীয় 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (৩:৩৬৯) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এই জবাবকে এই বলিয়া খণ্ডন করিয়া দিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা প্রয়োজন ব্যতীত কালামকে উহার হাকীকী অর্থে ব্যবহার করা হইতে বিরত রাখা হয়। পৃথক করিয়া দেওয়ার সম্বন্ধ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত করণের চাহিদা হইতেছে যে, তাহার হুকুমের মাধ্যমেই তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংঘটিত হইয়াছে। আর ইহা হানাফীগণের মতে সহীহ। -(তাকমিলা ১:২৪১-২৪২)

(৩৬৩১) وحَدَّثَنِيهِ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ زَمَنَ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَرَأَيْتَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ

(৩৬৩১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হুজর সা'দী (রহ.) ... আবদুল মালিক বিন আবূ সুলায়মান (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি সাঈদ বিন জুবায়র (রাযিঃ) হইতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি বলেন, মুসআব বিন যুবায়র (রাযিঃ)-এর শাসনামলে আমাকে দুই লি'আনকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। তখন (জবাবে) আমি কি বলিব তাহা আমার জানা ছিল না। তখন আমি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইলাম এবং তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলাম, দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আপনার ফতোয়া কী? তাহাদের উভয়কে কি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া হইবে? অতঃপর তিনি রাবী ইবন নুমায়র (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৬৩২) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(৩৬৩২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আনকারীদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের উভয়ের (অন্তরের প্রকৃত বিষয়ের) হিসাব আল্লাহ তা'আলার সমীপে অর্পিত। তোমাদের উভয়ের একজন তো অবশ্য মিথ্যাবাদী হইবে। তাহার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নাই। লোকটি আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার প্রদত্ত মাল (মোহর)-এর কি হইবে? তিনি (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, তুমি তোমার মাল (ফেরত) পাইবে না। তুমি যদি তাঁহার ব্যাপারে সত্যবাদী হও তাহা হইলে তোমার দেওয়া মোহর ঐ বস্তুর বিনিময়ে হইবে যাহা দ্বারা তুমি তাহার যৌনাঙ্গ হালাল করিয়া নিয়াছিলে। আর যদি তুমি তাহার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া থাক তাহা হইলে তো তাহার হইতে মোহর ফেরত পাওয়া দূরের কথা। (বরং মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি তোমার উপর পতিত হইবে)। রাবী যুহায়র (রহ.) নিজ বর্ণিত রিওয়ায়তে বলেন, আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সুফয়ান (রহ.), তিনি আমর (রহ.) হইতে, তিনি সাঈদ বিন জুবায়রকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছেন তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ (তোমাদের দুই জনের (অন্তরের প্রকৃত বস্তুর) হিসাব আল্লাহ তা'আলার সমীপে অর্পিত)। অর্থাৎ তোমাদের দুইজন (লিআনকারী)-এর মধ্যে কে সত্যবাদী আর কে শাস্তিযোগ্য মিথ্যাবাদী তাহা দুন্ইয়ায় জানার কোন রাস্তা নাই। ইহা অন্তরের ব্যাপার। কাজেই তোমাদের হিসাব অন্তর্যামী মহান আল্লাহই আখিরাতে নিবেন। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুইজন মিথ্যুক ঝগড়াকারীর উভয়ের কোন একজনকে শাস্তি দেওয়া যাইবে না, যদিও আমরা সন্দেহমূলকভাবে উভয়ের একজনকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানি। -(তাকমিলা ১:২৪৩)

أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ (তোমাদের একজন তো অবশ্য মিথ্যাবাদী)। প্রকাশ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি তাহাদের উভয়ে লি'আন হইতে ফারিগ হইবার পর বলিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, মিথ্যাবাদীর জন্য তাওবা করা অত্যাবশ্যক। 'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, ইহা দ্বারা হানাফীগণের মাযহাব প্রাধান্য বলিয়া প্রমাণিত হয় যে, শুধু লি'আন দ্বারা বিচ্ছিন্ন সংঘটিত হয় না। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লি'আন করার পর লি'আনকারীদ্বয়কে তাওবার দিকে আহ্বান করেন। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ে তাওবা করা হইতে দূরে থাকে তখন তিনি তাহাদের উভয়ের মধ্যে পৃথক করিয়াছেন। যেমন হাদীছের বাচনভঙ্গি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। সুতরাং শুধু লি'আন দ্বারা বিচ্ছিন্ন সংঘটিত হইলে লি'আনের পর তাওবার আহ্বানের কোন অর্থ হয় না। অধিকন্তু রাবীও এই তাওবার আহ্বানের পর পৃথক করিয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৪৩)

لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا (তাহার (স্ত্রীর) উপর তোমার কোন কর্তৃত্ব নাই)। অর্থাৎ لا تسليط لك عليها (তাহার উপর তোমার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই)। কাজেই তাহার উপর অপবাদ দেওয়ার ব্যাপারে দলীল ব্যতীত তোমাকে সত্যায়ন করা যাইতেছে না আর না শুধু তোমার কথার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া যাইবে। কিংবা ইহার মর্ম এই যে, লি'আনের পর তোমাদের উভয়ের মধ্যে নিকাহ অবশিষ্ট নাই। -(তাকমিলা ১:২৪৪)

يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَالِى (ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মাল)? অর্থাৎ আমি মোহর হিসাবে তাহাকে যেই সম্পদ প্রদান করিয়াছিলাম উহার কি হইবে? উহা কি আমাকে ফেরত দেওয়া হইবে? -(তাকমিলা ১:২৪৪)

لَا مَالَ لَكَ (তুমি তোমার মাল (মোহর ফেরত) পাইবে না)। মোহর হিসাবে তুমি তাহাকে যাহা প্রদান করিয়াছিলে উহা তাহার হইতে তুমি ফেরত চাহিতে পারিবে না। কেননা, তুমি তো তাহার সহিত সহবাস করিয়াছ এবং তোমার কাছে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিল। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইটি অংশের বর্ণনা দিয়া সুস্পষ্ট করিয়া ইরশাদ করেন যে, তুমি যদি তাহার ব্যাপারে তোমার দাবীতে সত্যবাদী হও তাহা হইলে তো তুমি তাহার হইতে তোমার হক (সহবাস) ইহার পূর্বেই পুর্ণাঙ্গভাবে বুঝিয়া নিয়াছ। আর যদি তাহার উপর মিথ্যা আরোপ কর, তাহা হইলে উহা ফিরত চাওয়া আরও দূর হইয়া গেল। যাহাতে তাহার সম্মানের প্রতি যুলম এবং সে যাহা সহীহ পন্থায় তোমার হইতে মোহর হিসাবে কবজ করিয়া হকদার হইয়াছিল তাহা ফেরত প্রদানের যুলম, এতদুভয় যুলুম একত্রিত হইতে না পারে। -(তাকমিলা ১:২৪৪)

فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا (তাহা হইলে তোমার দেওয়া মোহর ঐ বস্তুর বিনিময়ে হইবে যাহা দ্বারা তুমি তাহার যৌনাঙ্গ হালাল করিয়া নিয়াছিলে)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, লি'আনকারিণী যদি লি'আন করার পর নিজেকে মিথ্যুক বলে এবং ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে তাহা হইলে তাহার উপর ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হইবে। কিন্তু তাহার মোহর বিয়োজিত হইবে না। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১:২৪৪)

(৩৬৩৩) وحَدَّثَنِى أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِىُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَّقَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ وَقَالَ اللّٰهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

(৩৬৩৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ রবী যাহরানী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজলান সম্প্রদায়ের দুইজন (স্বামী-স্ত্রী)কে পৃথক করিয়া দেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা ভালোভাবেই জানেন যে, নিশ্চয় তোমাদের উভয়ের একজন মিথ্যাবাদী। কাজেই তোমাদের উভয়ের কেহ কি তাওবাকারী আছ?

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَيْنَ أَخَوَىْ بَنِى الْعَجْلَانِ (আজলান সম্প্রদায়ের দুই ভাই (স্বামী-স্ত্রী)-এর মধ্যে)। অর্থাৎ بين زوجين كلاهما من بنى عجلان (স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাহারা উভয়ে আজলান সম্প্রদায়ের ছিলেন)। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, বোনের উপর ভাইয়ের প্রাধান্য হয়। চাই এই ভ্রাতৃত্ব ব্যাপকভাবে দ্বীনী ভিত্তিক হউক কিংবা বিশেষ সম্প্রদায় ভিত্তিক হউক। -(তাকমিলা ১:২৪৫)

فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ (কাজেই তোমাদের কেহ কি তাওবার জন্য প্রস্তুত আছে)? অর্থাৎ তোমাদের দুইজনের যে মিথ্যাবাদী সে কি তাওবার জন্য প্রস্তুত আছ? ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পাপী লোকের কাছে তাওবার প্রস্তাব

পেশ করা মুস্তাহাব। সহীহ বুখারী শরীফে আছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটি তিনবার বলিয়াছিলেন। -(তাকমিলা ১:২৪৫)

(৩৬৩৪) وحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اللِّعَانِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

(৩৬৩৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবন আবূ উমর (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন জুবায়র হইতে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমর (রাযিঃ)-এর নিকট লি'আন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিলেন।

(৩৬৩৫) وحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِلْمِسْمَعِيِّ وَابْنِ الْمُثَنَّى قَالُوا حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ لَمْ يُفَرِّقِ الْمُصْعَبُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ سَعِيدٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ

(৩৬৩৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ গাস্‌সান মিসমায়ী, মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাঁহারা ... সাঈদ বিন জুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, মুসআব (বিন যুবায়র রাযিঃ)-এর শাসনামলে লি'আনকারীদ্বয়ের মধ্যে পৃথক করেন নাই। সাঈদ (রহ.) বলেন, তখন এই বিষয়টি আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ)-এর কাছে উল্লেখ করা হইলে তিনি বলিলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজলান সম্প্রদায়ের দুই ভাই (স্বামী-স্ত্রী)-এর মধ্যে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন।

(৩৬৩৬) وحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ قَالَ نَعَمْ

(৩৬৩৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন সাঈদ বিন মানসূর ও কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) হইতে, হাদীছের শব্দ তাঁহারই। তিনি বলেন, আমি মালিক (রহ.)কে বলিলাম, আপনার কাছে কি নাফি' (রহ.) হযরত ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে নিজ স্ত্রীর সহিত লি'আন করিয়াছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের মধ্যে পৃথক করিয়া দেন এবং সন্তানের বংশের পরিচয় মাতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন? তিনি (মালিক (রহ.) জবাবে) বলিলেন, জী হ্যাঁ।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ (এবং সন্তানের বংশের পরিচয় মাতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন)। এই হাদীছে সুস্পষ্ট যে, কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এইভাবে যে, তোমার গর্ভের সন্তান আমার হইতে নহে তাহা হইলে কাযী তাহার কাছ হইতে লি'আন গ্রহণ করিবেন। স্বামী তাহার লি'আনে বলিবে, আল্লাহ তা'আলার নামে সাক্ষ্য দিতেছি যে, সন্তানের পিতৃপরিচয় অস্বীকারের মাধ্যমে তোমার বিরুদ্ধে যেই অভিযোগ উপস্থাপন করিয়াছি উহাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী। আর স্ত্রী তাহার লি'আনে বলিবে, আমি আল্লাহর

নামে সাক্ষ্য দিতেছি যে, তুমি সন্তান অস্বীকারের মাধ্যমে আমার উপর যেই অপবাদ আরোপ করিয়াছ ইহাতে তুমি অবশ্যই মিথ্যাবাদী। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যখন লি'আন করিয়া ফেলিবে তখন কাযী উক্ত সন্তানের বংশ পরিচয় পিতার দিক হইতে নাকচ করিয়া মাতার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন। ইহা জমহুরে ফকীহগণের মাযহাব। -(ঐ)

(৩৬৩৭) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

(৩৬৩৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তাঁহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী পুরুষ ও তাহার স্ত্রীর মধ্যে লি'আন করাইলেন এবং তাহাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন।

(৩৬৩৮) وحَدَّثَنَاه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

(৩৬৩৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও উবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ (রহ.) তাহারা ... উবায়দুল্লাহ (রাযিঃ) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৬৩৯) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللهِ لَأَسْأَلَنَّ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَتَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ وَجَعَلَ يَدْعُو فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} هَذِهِ الْآيَاتُ

فَابْتُلِيَ بِهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاعَنَا فَشَهِدَ الرَّجُلُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ لَعَنَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَذَهَبَتْ لِتَلْعَنَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْ فَأَبَتْ فَلَعَنَتْ فَلَمَّا أَدْبَرَا قَالَ لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

(৩৬৩৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব, উছমান বিন আবূ শায়বা ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ (বিন মাসউদ রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, একদা আমি জুমুআর রাত্রিতে মসজিদে ছিলাম। তখন জনৈক আনসারী ব্যক্তি আসিয়া বলিলেন, কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষকে প্রত্যক্ষ করে। সে যদি এই বিষয়ে অভিযোগ করিয়া কিছু

বলেন, তাহা হইলে আপনারা তাহাকে (সাক্ষী পেশ করিতে না পারিলে) বেত্রাঘাত দিবেন কিংবা সে যদি তাহাকে হত্যা করিয়া দেয় তাহা হইলে আপনারা তো তাহাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করিবেন। আর যদি সে নীরব থাকে তাহা হইলে তো তাহাকে ক্রোধ সংবরণ করিয়া নীরব থাকিতে হইবে। আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি অবশ্যই এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর সে পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খেদমতে হাযির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) প্রত্যক্ষ করে এবং সে এই ব্যাপারে অভিযোগ করিয়া কথা বলে তাহা হইলে আপনারা তো তাহাকে বেত্রাঘাত করিবেন। কিংবা সে যদি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে তাহা হইলে আপনারা তাহাকে (কিসাস স্বরূপ) হত্যা করিবেন। আর যদি নীরব থাকে তাহা হইলে তো তাহাকে ক্রোধ সংবরণ করিয়া চুপ থাকিতে হইবে। (এখন সে কি করিবে?)। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, হে আল্লাহ আপনি ইহার ফায়সালা দিন। অতঃপর তিনি দু'আ করিতে থাকিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা লি'আনের আয়াত নাযিল করিলেন : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (আর যাহারা নিজেদের পত্নীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয় অথচ তাহাদের নিকট নিজেদের (দাবী) ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী না থাকে। এই আয়াতগুলি) -(সূরা নূর ৬-৯)

অতঃপর উক্ত ব্যক্তি লোকদের সম্মুখে লি'আনের সম্মুখীন হইল। ফলে সে তাহার স্ত্রীকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির হইল এবং তাহারা উভয়ে লি'আন করিল। (এইভাবে যে, প্রথমে) পুরুষ লোকটি আল্লাহ তা'আলার নামে কসম করিয়া চারবার সাক্ষ্য দিল যে, সে সত্যবাদী। অতঃপর পঞ্চমবারে বলিল, সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহা হইলে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত বর্ষিত হউক। অতঃপর মহিলাটি লি'আনের জন্য অগ্রসর হইল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, থাম। কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং লি'আন করিয়া ফেলিল। যখন তাহারা উভয়ে (লি'আন শেষে) প্রত্যাবর্তন করিয়া চলিল তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, সম্ভবতঃ এই মহিলা কৃষ্ণকায় কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিবে। পরবর্তী দেখা গেল যে, তাহার গর্ভে কৃষ্ণকায় কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট একটি সন্তান প্রসব করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِنَّا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ (আমি জুমুআর রাত্রিতে ...)। সহীহ মুসলিম শরীফের সকল নুসখায় অনুরূপ রহিয়াছে। সুনানু আবী দাউদ গ্রন্থের রিওয়ায়তে إنا لليلة جمعة (ليلة শব্দের সহিত لام تاكيد সংযোজনসহ এবং جمعة শব্দে لام التعريف লোপ করিয়া) রহিয়াছে। আর 'মুসনাদ আহমদ' গ্রন্থে আল-মুহারিবী (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে بيننا نحن في المسجد ليلة الجمعة (আমরা জুমুআর রাত্রিতে মসজিদে ছিলাম)। আর আবূ আওয়ানা (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়তে আছে كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد (আমরা জুমুআর সন্ধ্যায় মসজিদে বসা ছিলাম)। সকল রিওয়ায়তের মর্ম একই। -(তাকমিলা ১:২৪৭)

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (জনৈক আনসারী লোক)। সকল রিওয়ায়তে অনুরূপ অস্পষ্ট (নাম উল্লেখ ব্যতীত) বর্ণিত হইয়াছে। তবে শায়খ সাহারানপূরী (রহ.) নিজ 'বজলুল মজহুদ' গ্রন্থে তাহার নাম 'উওয়ায়মির আজলানী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাকমিলা গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমার মতে অধিকতর স্পষ্ট যে, তাহার নাম হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)। কেননা, এই হাদীছের বর্ণনা প্রসঙ্গে হিলাল (রাযিঃ)-এর ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গের অনুকূলে রহিয়াছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ اللهم افتح (হে আল্লাহ! আপনি হুকুম অবতীর্ণ

করুন) বাক্যটি হিলাল (রাযিঃ)-এর ঘটনায় বর্ণিত হইয়াছে। উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনায় অনুরূপ বর্ণিত হয় নাই। হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিয়াছিলেন قد نزل فيك وفى صاحبتك (আল্লাহ তা'আলা তোমার এবং তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে আয়াত নাযিল করিয়াছেন)। যেমন সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৬২৭ নং) হাদীছে আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৪৭)

اللَّهُمَّ افْتَحْ (হে আল্লাহ আপনি ইহার ফায়সালা দিন)। আল্লামা খাত্তাবী (রহ.) 'মুআলিমুস সুনান' গ্রন্থে বলেন, ইহার অর্থ হইতেছে اللَّهُمَّ احكم (হে আল্লাহ! আপনি ইহার বিধি-বিধান দিন) কিংবা بين الحكم فيه (এই ব্যাপারে আপনি হুকুম বর্ণনা করিয় দিন)। আর الفتاح হইল الحاكم (বিচারক, মীমাংসাকারী)। যেমন আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ : ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (অতঃপর আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে ফায়সালা করিয়া দিবেন এবং তিনি শ্রেষ্ঠ বিচারক, মহাজ্ঞানী– সূরা সাবা ২৬)

'তাকমিলা' গ্রন্থকার (দাঃ বাঃ) বলেন, আমি বলিতেছি যে, এই বাক্যের তাফসীর 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে ১:৪২২ পৃষ্ঠায় আবূ আওয়ানা (রহ.) বর্ণিত রিওয়ায়ত এই শব্দে রহিয়াছে যে, اللَّهُمَّ احكم (হে আল্লাহ! আপনি ইহার বিধি-বিধান দিন)। -(তাকমিলা ১:২৪৭)

مَهْ (থাম!) ইহা 'বিরত করা' এবং 'ধমক দেওয়ার' শব্দ। অর্থাৎ তুমি লি'আন করার যেই ইচ্ছা করিয়াছ উহা হইতে বিরত থাক এবং হককে স্বীকার করিয়া নাও। কেননা, পার্থিব শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় সহজতর। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবল ধারণা করিয়াছিলেন যে, মহিলাটি মিথ্যাবাদী। এই কারণে তিনি হাদীছের শেষাংশে ইরশাদ করিয়াছেন لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا (সম্ভবতঃ এই মহিলা কৃষ্ণকায় কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিবে)। অর্থাৎ বিছানার মালিক (صاحب الفراش) এর সাদৃশ্যহীন সন্তান প্রসব করিবে। অতঃপর দেখা গেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাহা বলিয়াছিলেন সেইরূপ সন্তানই সে প্রসব করিয়াছিল। -(তাকমিলা ১:২৪৮)

(৩৬৪০) وحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৬৪০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তাহারা ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

(৩৬৪১) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَأَنَا أُرَى أَنَّ عِنْدَهُ مِنْهُ عِلْمًا فَقَالَ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ فَلَاعَنَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ قَالَ فَأُنْبِئْتُ أَنَّهَا جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ

(৩৬৪১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... মুহাম্মদ (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)কে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। আর আমার ধারণা যে, উক্ত বিষয়ে তাহার ইলম আছে। অতঃপর তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, নিশ্চয় হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ) তাহার স্ত্রী সম্পর্কে অভিযোগ করিলেন যে, সে শরীক বিন সাহমার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। শরীক ছিল বারা বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বৈপিত্রেয় (দুধ) ভাই। হযরত হিলাল (রাযিঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামে লি'আন করিয়াছিলেন। রাবী বলেন, তিনি তাহার স্ত্রীর সহিত লি'আন সম্পন্ন করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা উক্ত মহিলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। যদি সে শুভ্র বর্ণ, সরল কেশধারী এবং লাল চোখদ্বয়বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে সে হিলাল বিন উমাইয়্যার ঔরষজাত পুত্র। আর যদি সেই মহিলা সুরমা বর্ণ, কুঞ্চিত কেশ এবং সরু নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে তবে সে শরীক বিন সাহমার পুত্র। তিনি (আনাস রাযিঃ) বলেন, আমি (পরবর্তীতে) অবগত হইলাম যে, উক্ত মহিলা সুরমা বর্ণ, কুঞ্চিত কেশধারী সরু নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ (হিলাল বিন উমাইয়্যা রাযিঃ)। তিনি হইলেন, বনূ ওয়াকিফ-এর অনুসারী ওয়াকিফী (রাযিঃ)। বদরের জিহাদে তিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেই তিনজন সাহাবী তাবুক যুদ্ধ হইতে পশ্চাদ পদ হইয়াছেন তিনি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাহাদের তাওবা কবূল করেন। -(তাকমিলা ১:২৪৮)

قَذَفَ امْرَأَتَهُ (তাঁহার স্ত্রী সম্পর্কে ব্যভিচারের অভিযোগ আনিলেন)। 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে ১:২৩৮ পৃষ্ঠায় হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কুরআন মজীদে অপবাদের হদ সম্পর্কিত وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا (আর যাহারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাহাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করিবে এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য কবূল করিবে না)। -(সূরা নূর ৪) আয়াত নাযিল হইল, তখন মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। কারণ ইহাতে কোন নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপকারী পুরুষের জন্য জরুরী করা হইয়াছে যে, হয় সে স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিবে, তন্মধ্যে একজন সে নিজে হইবে, না হয় তাহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিয়া আশিটি বেত্রাঘাত করা হইবে এবং চিরতরে তাহার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হইবে।

এই আয়াত শ্রবণ করার পর আনসারগণের সরদার হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরয করিলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আয়াতগুলি কি ঠিক এইভাবেই নাযিল হইয়াছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ)-এর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করার পর বিস্মিত হইলেন, তিনি আনসারগণকে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ করিলেন : তোমরা কি শ্রবণ করিলে তোমাদের সরদার কি কথা বলিতেছেন? আনসারগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না। তাহার কথা বলার কারণ তাঁহার তীব্র আত্মমর্যাদাবোধ। আল্লাহর কসম! তিনি কখনও কুমারী ব্যতীত কোন মহিলা বিবাহ করেন নাই। আর তাহার আত্মমর্যাদা এমন তীব্র ছিল যে, তাহার কোন স্ত্রীকে কখনও তিন তালাক প্রদান করিলে উক্ত মহিলাকে আমাদের সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি বিবাহ করার দুঃসাহস করে নাই।

অতঃপর সা'দ (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলার শপথ! আমার পুরোপুরি বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আয়াতগুলি সত্য এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে অবতীর্ণ। কিন্তু আমি আশ্চর্যবোধ করি যে, যদি আমি লজ্জাহীনা স্ত্রীকে এমতাবস্থায় দেখি যে, তাহার উপর ভিন্ন পুরুষ সওয়ার হইয়া আছে, তখন কি আমার

জন্য বৈধ হইবে না যে, আমি তাহাকে শাসাই এবং সেইখান হইতে সরাইয়া দেই। না আমার জন্য ইহা জরুরী যে, আমি চারজন লোক আনিয়া তাহাদেরকে অবস্থা দেখাই এবং সাক্ষী করি? যতক্ষণে আমি সাক্ষী সংগ্রহ করিব, ততক্ষণে কি তাহারা উদ্দেশ্য সাধন করিয়া পলায়ন করিবে না?

সাহাবীগণ বলেন, অপবাদের শাস্তি সম্পর্কিত আয়াত অবতরণ ও সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ)-এর এই কথাবার্তার অল্পদিন পরেই একটি ঘটনা সংঘটিত হইল। হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ) ইশার সময় ক্ষেত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া আসিয়া স্ত্রীর সহিত একজন পুরুষকে স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহাদের কথাবার্তা নিজ কানে শ্রবণ করিলেন। কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ঘটনা বর্ণনা করিলে তিনি খুব দুঃখিত হইলেন এবং ব্যাপারটিকে গুরুতর মনে করিলেন। এই দিকে আনসারগণ একত্রিত হইয়া বলিতে লাগিল যে, আমাদের সরদার সা'দ (রাযিঃ) ইতোপূর্বে এই কথা বলিয়াছিলেন, এইক্ষণে আমরা উহাতেই লিপ্ত হইয়া পড়িলাম। এখন শরীআতের আইন অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)কে আশিটি বেত্রাঘাত করিবেন এবং জনগণের মধ্যে চিরতরে তাহার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত হইবে। কিন্তু হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ) জোর দিয়া বলিলেন : আল্লাহর কসম, আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। অতঃপর হিলাল (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার কসম, আমি আমার কথায় সত্যবাদী এবং আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন কোন বিধান অবতীর্ণ করিবেন, যাহা আমার পিঠকে অপবাদের শাস্তি হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। এই কথাবার্তা চলিতেছিল, এমতাবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) লি'আনের বিধান সম্বলিত আয়াত নিয়া অবতীর্ণ হইলেন : অর্থাৎ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَآءُ اِلَّآ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهٰدٰتٍۭ بِاللّٰهِ ۙ اِنَّهٗ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَآ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (আর যাহারা তাহাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তাহারা নিজেরা ছাড়া তাহাদের কোন সাক্ষী নাই, এইরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এইভাবে হইবে যে, সে আল্লাহ তা'আলার কসম করিয়া চার বার সাক্ষ্য দিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চম বার বলিবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তাহার উপর আল্লাহর লা'নত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইয়া যাইবে যদি সে আল্লাহর কসম করিয়া চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবার বলিবে যে, যদি তাহার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তাহার উপর আল্লাহর গযব নামিয়া আসিবে। -(সূরা নূর ৬-৯)

লি'আনের বিধান সম্বলিত এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হইলেন এবং হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)কে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তোমার সমস্যার সমাধান নাযিল করিয়াছেন। হিলাল (রাযিঃ) আরয করিলেন : আমি আল্লাহ তা'আলার সমীপে এই আশাই পোষণ করিয়াছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিলাল (রাযিঃ)-এর স্ত্রীকেও ডাকাইয়া আনিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের সামনে লি'আনের আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন, নসীহত করিলেন এবং উভয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন দুন্ইয়ার শাস্তি পরকালের আযাবের তুলনায় অনেক হালকা। তখন হিলাল (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাহার উপর যেই অভিযোগ করিয়াছি তাহাতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী। স্ত্রীলোকটি বলিল, সে (আমার স্বামী হিলাল) মিথ্যা বলিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াত অনুযায়ী উভয়কে লি'আন করানোর নির্দেশ দিলেন। প্রথমে হিলাল (রাযিঃ)কে বলা হইল যে, তুমি কুরআন মজীদে বর্ণিত ভাষায় চার বার সাক্ষ্য দাও। অর্থাৎ আমি আল্লাহ তা'আলাকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করিয়া বলিতেছি যে, আমি সত্যবাদী। হিলাল (রাযিঃ) আদেশ

অনুযায়ী চার বার সাক্ষ্য দিলেন। অতঃপর যখন পঞ্চমবার সাক্ষ্যের প্রস্তুতি নিলেন, তখন তাঁহাকে বলা হইল : হে হিলাল! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। কেননা, দুন্ইয়ার শাস্তি পরকালের আযাব অপেক্ষা অনেক হালকা। আল্লাহ তা'আলার আযাব মানুষের দেওয়া শাস্তি হইতে অনেক কঠোর। এই পঞ্চম সাক্ষ্যই শেষ সাক্ষ্য ইহার ভিত্তিতেই ফায়সালা হইবে। তখন হিলাল (রাযিঃ) আরয করিলেন, আমি কসম করিয়া বলিতে পারি যে, এই সাক্ষ্যের কারণে আমাকে যেমন পার্থিব শাস্তি বেত্রাঘাত দেওয়া হইবে না তেমন আল্লাহ তা'আলা আমাকে পরকালে আযাব দিবেন না। তারপর তিনি পঞ্চম বার সাক্ষ্যের শব্দগুলিও উচ্চারণ করিলেন যে, তিনি মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত হউক। অতঃপর হিলাল (রাযিঃ)-এর স্ত্রীকে বলা হইল যে, তুমি আল্লাহ তা'আলার কসম করিয়া চার বার সাক্ষ্য দাও যে, সে (তোমার স্বামী) মিথ্যাবাদী। অতঃপর যখন পঞ্চমবারের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল তখন তাহাকে বলা হইল, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর কেননা, দুন্ইয়ার শাস্তি আখিরাতের আযাবের তুলনায় অনেক হালকা। আল্লাহ তা'আলার আযাব মানুষের শাস্তি অর্থাৎ ব্যভিচারের হদ হইতে অনেক কঠোর। এই কথা শ্রবণের পর সে কসম খাইতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর অবশেষে সে বলিল, আল্লাহর কসম! আমি আমার সম্প্রদায়কে লাঞ্ছিত করিব না। অতঃপর সে পঞ্চম সাক্ষ্যেও এই কথা বলিয়া দিল যে, আমার স্বামী সত্যবাদী হইলে আমার উপর আল্লাহর গযব পতিত হউক। এইভাবে লি'আনের কার্যধারা সমাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দিলেন অর্থাৎ তাহাদের বিবাহ নাকচ করিয়া দিলেন। তিনি আরও ফায়সালা দিলেন যে, এই গর্ভ হইতে যেই সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সে এই স্ত্রীর সন্তান বলিয়া বিবেচিত হইবে। পিতার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে না। -(তাকমিলা ১:২৪৮-২৪৯)

بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ (শরীক বিন সাহমা-এর সহিত)। سَحْمَاءَ শব্দটির س বর্ণে যবর ও ح বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। সে তাহার মাতা, তাহার পিতার নাম আবাদা বিন মুগায়ছ। আল্লামা মাকাতিল (রহ.) নিজ তাফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তাহার মা সাহমা হাবশীয়া ছিল। আর কেহ বলেন, ইয়ামানীয়া। -(তাকমিলা ১:২৫০)

كَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لِأُمِّهِ (শরীক ছিল বারা বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বৈপিত্রেয় (দুধ) ভাই)। প্রকাশ্যভাবে ইহা একটি মুশকীল বিষয়। কেননা রাবা বিন মালিক (রাযিঃ) ছিলেন আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর সহোদর ভাই। এই হিসাবে সে আনাস বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বৈপিত্রেয় ভাই হওয়া সমীচীন ছিল। কিন্তু আনাস (রাযিঃ)-এর মা হইলেন উম্মু সুলায়ম (রাযিঃ)। সাহমা নহে। আর তাহার কোন নাম সাহমা ছিল না। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থের يبدأ الرجل بالتلاعن অনুচ্ছেদে এই সমস্যার উল্লেখপূর্বক এই বলিয়া সমাধান দিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ শরীক ছিল হযরত রাবা বিন মালিক (রাযিঃ)-এর দুধ ভাই। ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ হইতেছে যে, সে যদি হযরত রাবা বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বৈপিত্রেয় (এক মাতার গর্ভে ভিন্ন পিতার ঔরসজাত সন্তান) ভাই হইতেন তাহা হইলে হযরত আনাস বিন মালিক (রাযিঃ) انه كان اخا البراء بن مالك من امه (সে ছিল রাবা বিন মালিক (রাযিঃ)-এর বৈপিত্রেয় ভাই) বলিয়া উল্লেখ করিতেন না; বরং তিনি বলিতেন كان اخي من امه (সে ছিল আমার বৈপিত্রেয় ভাই)। কাজেই তিনি যখন নিজের সহিত সম্বন্ধ না করিয়া শুধু তাহার ভাই বারা (রাযিঃ)-এর সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন তখন স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, তাহার সহিত হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ ছিল না; রং বারা (রাযিঃ)-এর সহিত ছিল। আর ইহা কেবল মাত্র দুধ ভাইয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৫০)

وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لَاعَنَ فِى الْإِسْلَامِ (হযরত হিলাল (রাযিঃ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি ইসলামে লি'আন করেন)। ইহাই নিশ্চিত। ইতোপূর্বে হযরত সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৬২৭নং) হাদীছের ব্যাখ্যা আলোচিত হইয়াছে যে, হযরত হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)-এর ঘটনার প্রেক্ষিতেই লি'আনের আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছে। আর হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনা উহার কাছাকাছি হওয়ার কারণে কখনও কোন রাবী হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এতদুভয় রিওয়ায়তের সমন্বয় (৩৬২৭নং হাদীছের ব্যাখ্যায়) দ্রষ্টব্য। -(তাকমিলা ১:২৫০)

أَبْصِرُوهَا (তোমরা উক্ত মহিলার প্রতি দৃষ্টি রাখিবে)। ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, হিলাল (রাযিঃ)-এর স্ত্রী মিথ্যুক হওয়ার বিষয়টি তাহার লক্ষণ ও আকার ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবল ধারণা হইয়াছিল যে, সে মিথ্যাবাদিণী এই কারণেই সম্ভবতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে হযরত হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)কে অপবাদমুক্ত করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কেননা, তিনি জলীলুল কদর বদরী সাহাবী (রাযিঃ) ছিলেন। এই কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণকে প্রসতব্য সন্তানের সাদৃশ্যতার প্রতি নযর রাখিতে নির্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে মানুষের অন্তরে হযরত হিলাল (রাযিঃ) সম্পর্কে এই ধারণা না থাকে যে, তিনি নিজ স্ত্রীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়াছেন। আর ইহা যেহেতু দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ফায়সালা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নহে তাই লক্ষণের ভিত্তিতে বিষয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৫০-২৫১)

سَبِطًا (সোজা) শব্দটির س বর্ণে যবর ب বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। আর কেহ বলেন, س বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। আল্লামা নওয়াভী ও উবাই (রহ.) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, المسترسل الشعر (ঝুলন্ত কেশধারী)। কিন্তু আল্লামা ইবনুল আছীর (রহ.) 'জামিউল উসূল' গ্রন্থে এবং আল্লামা আল-ফাতানী (রহ.) 'মাজমাউল বিহার' গ্রন্থে ইহার ব্যাখ্যায় লিখেন بممتد الاعضاء تام الخلق (দীর্ঘায়িত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসম সৃষ্টি)। বস্তুতভাবে البسط শব্দটি যখন السعر (কেশ)-এর গুণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন উহা দ্বারা المسترسل منه (ঝুলন্ত, সরল কেশধারী) মর্ম হয়। আর যখন الرجل (পুরুষ ব্যক্তি)-এর গুণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন تام الخلق (সুসম সৃষ্টি) মর্ম হয়। এতদুভয় মর্মই এই স্থানে প্রযোজ্য হইবে। -(তাকমিলা ১:২৫১)

قَضِىءَ الْعَيْنَيْنِ (লাল চোখদ্বয় বিশিষ্ট)। অতিরিক্ত অশ্রুসিক্ত কিংবা লাল বর্ণের হওয়ার কারণে চোখদ্বয় বিকৃত হওয়া। -(তাকমিলা ১:২৫১)

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْدًا (আর যদি সেই মহিলা সুরমা বর্ণ, কুঞ্চিত কেশধারী এবং সরু নলা বিশিষ্ট সন্তান প্রসব করে) অর্থাৎ اسود كالكحل (সুরমার ন্যায় কাল)। جعدا শব্দটির ج বর্ণে যবর ও ع বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা যদি الشعر (কেশ)-এর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে ইহা البسط (সরল)-এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করিবে। অর্থাৎ কঞ্চিত। আর ইহা যদি الرجل এর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে معصوب الخلق شديد الأسر ('মাংস' অধিক শিরাযুক্ত সৃষ্টি, শক্ত গঠন) কিংবা القصير المتردد (অস্থিরচিত্ত খাট) কিংবা البخيل (কৃপণ) মর্ম হইবে। সুতরাং আমরা যদি প্রথম বাক্যে البسط দ্বারা المسترسل الشعر মর্ম গ্রহণ করি তাহা হইলে جعد দ্বারা এই স্থানে উহার বিপরীত অর্থ মর্ম হইবে। আর যদি البسط দ্বারা তথায় تام الخلق ممتد الاعضاء মর্ম গ্রহণের ইচ্ছা করি তাহা হইলে এই স্থানে البسط দ্বারা القصير المتردد মর্ম হইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৫১)

حَمْشَ السَّاقَيْنِ (সরু নলাদ্বয়)। حَمْشَ শব্দটির ح বর্ণে যবর ও م বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থাৎ رقيقهما (উভয় নলা চিকন, সরু) আর الحموشة হইল الدقة (সূক্ষ্মতা, ক্ষুদ্রতা)। -(তাকমিলা ১:২৫১)

(৩৬৪২) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ وَعِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيَّانِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رُمْحٍ قَالَا أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ التَّلَاعُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا إِلَّا لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبِطَ الشَّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَهَا فَلَاعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلَامِ السُّوءَ

(৩৬৪২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রুমহ মুহাজির ও ঈসা বিন হাম্মাদ মিসরী (রহ.) তাহারা ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে লি'আনের আলোচনা করা হইল। তখন আসিম বিন আদী (রাযিঃ) উক্ত বিষয়ে কিছু কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর তাহার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া অভিযোগ করিল যে, সে তাহার স্ত্রীর সহিত কোন এক পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) পাইয়াছে। তখন আসিম (রাযিঃ) বলিলেন, ইতোপূর্বে আমি আমার প্রদত্ত বক্তব্যের কারণেই এই পরীক্ষা সমাবৃত হইয়াছি। অতঃপর তিনি তাহাকে নিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাযির হইলেন। অতঃপর সে (উওয়ায়মির) তাঁহাকে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করিলেন যাহাকে সে তাহার স্ত্রীর সহিত দেখিতে পাইয়াছিল। এই লোকটি (উওয়ায়মির রাযিঃ) ছিলেন হলুদ রঙের হালকা দেহী ও সরল কেশধারী। আর যাহাকে সে তাহার স্ত্রীর সহিত দেখিতে পাইয়াছিল সে ছিল পরিপূর্ণ নলা বাদামী রঙের সুঠাম দেহ বিশিষ্ট লোক। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, হে আল্লাহ! আপনি বিষয়টি স্পষ্ট করিয়া দিন। অতঃপর উক্ত মহিলাটি এমন একটি সন্তান প্রসব করিল, যে ছিল ঐ লোকটির সাদৃশ্য যাহাকে তাহার স্বামী তাহার সহিত দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদের উভয়ের মধ্যে লি'আন করাইলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি সেই মজলিসেই হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন, এই মহিলাটি কি সেই মহিলা যাহার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন। যদি আমি বিনা প্রমাণে কাহাকেও (লক্ষণের ভিত্তিতে) রজম প্রদান করিতাম তাহা হইলে এই মহিলাটিকেই রজম করিতাম। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) (জবাবে) বলিলেন, না– সে ছিল অপর এক মহিলা যাহার অশ্লীলতা মুসলমানগণের মধ্যে (ব্যাপকভাবে) প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا (তখন আসিম বিন আদী (রাযিঃ) এই বিষয়ে কিছু কথা বলিলেন)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে অনুচ্ছেদের প্রথমে সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে হযরত আসিম (রাযিঃ) উওয়ায়মির আজলানী (রাযিঃ)-এর নির্দেশ মুতাবিক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل? (যদি কেহ

তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য কোন পুরুষকে (ব্যাভিচারে লিপ্ত) পায়, তাহা হইলে সে কি তাহাকে হত্যা করিবে? আর তখন তো তোমরা তাহাকে (কিসাস-স্বরূপ) হত্যা করিবে। যদি তাহা না হয় তবে সে কী করিবে?)

প্রকাশ থাকে যে, সাহল বিন সা'দ (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৬২৭নং) হাদীছ এবং আলোচ্য কাসিম (রাযিঃ) সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ। এতদুভয়ে একই ঘটনায় বর্ণিত। আর ইহা হইতেছে উওয়ায়মির আজলানী (রাযিঃ)-এর ঘটনা। পক্ষান্তরে ইকরামা (রহ.)-এর সূত্রে হযরত ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে সহীহ বুখারী শরীফে সংক্ষিপ্তভাবে এবং 'আবূ দাউদ' ও 'আহমদ' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হাদীছ। উহা অন্য ঘটনা। তথা হিলাল (রাযিঃ)-এর ঘটনা। পূর্ববর্তী হাদীছের ব্যাখ্যায় পূর্ণাঙ্গ হাদীছ নকল করা হইয়াছে। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১:২৫২)

فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ الخ (অতঃপর তাহার সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি তাহার কাছে আসিয়া অভিযোগ করিল যে ...)। জনৈক ব্যক্তিটি হইলেন উওয়ায়মির আজলানী (রাযিঃ)। আর ইহার ব্যাখ্যায় হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ) বলা সম্ভব নহে। কেননা, আসিম (রাযিঃ)-এর সহিত হিলাল বিন উমাইয়্যা (রাযিঃ)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না। -(তাকমিলা ১:২৫২)

فَقَالَ عَاصِمٌ مَا ابْتُلِيتُ بِهٰذَا إِلَّا لِقَوْلِي (তখন আসিম (রাযিঃ) বলিলেন, ইতোপূর্বে আমি আমার প্রদত্ত বক্তব্যের কারণে এই পরীক্ষা সমাবৃত হইয়াছি)। সাহল (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যায় আলোচনা করা হইয়াছে যে, উওয়ায়মির বিন আমর (রাযিঃ)-এর বিবাহাধীনে ছিলেন আসিম (রাযিঃ)-এর মেয়ে কিংবা তাহার ভাইয়ের মেয়ে। এই কারণে তিনি পরীক্ষা (ابتلاء) কে নিজের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছেন। আর তাহার কথা الا بقولى (তবে আমার বক্তব্যের কারণে) অর্থাৎ এমন বিষয়ের জিজ্ঞাসা করা যাহা এখনও সংঘটিত হয় নাই। কাজেই তিনি যেন বলিলেন, فعوقبت بوقوع ذلك فى اهل بيتى (উক্ত বক্তব্যটি আমার পরিবারবর্গের উপর সংঘটিত হইয়া আমি এই মুসীবতে পতিত হইয়াছি। 'ইবন আবী হাতিম' গ্রন্থে মাকাতিল বিন হিব্বান (রহ.)-এর বর্ণিত মুরসাল হাদীছে আছে فقال عاصم انا لله وانا اليه راجعون- هذا والله بسوالى عن هذا الامر بين الناس، فابتليت به (তখন আসিম (রাযিঃ) বলিলেন, নিশ্চয় আমরা সকলে আল্লাহরই জন্যে এবং আমরা সকলেই তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহ তা'আলার কসম! লোকদের সম্মুখে এই বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসার কারণেই আমি এই পরীক্ষায় সমাবৃত হইয়াছি। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১:২৫২)

وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ (আর এই লোকটি ছিল)। অর্থাৎ যিনি তাহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। তিনি হইলেন হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)। -(তাকমিলা ১:২৫২)

مُصْفَرًّا (হলুদ বর্ণের)। আর সহীহ বুখারী শরীফে التلاعن فى المسجد অনুচ্ছেদে হযরত সাহল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) লাল বর্ণের ছিলেন। এতদুভয় রিওয়ায়তে এইভাবে সমন্বয় হইবে যে, মূলতঃ হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ) লাল বর্ণের ছিলেন। আর কখনও তিনি হলুদ বর্ণ ধারণ করিতেন। -(তাকমিলা ১:২৫৩)

خَدْلًا (পরিপূর্ণ নলাদ্বয়)। শারেহ নওয়াভী ও উবাই (রহ.) শব্দটিকে خ বর্ণে যবর ও د বর্ণে সাকিনসহ পঠনে সংরক্ষণ করিয়াছেন। হাফিয ইবন হাজার (রহ.) সংরক্ষণ করিয়াছেন د বর্ণে যবর ও ل বর্ণে তাশদীদসহ। আর কেহ বলেন, শব্দটির د বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। প্রত্যেকটি পঠনই অভিধান অনুমোদিত। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে ممتلئ الساقين (পরিপূর্ণ নলাদ্বয়)। আল্লামা ইবনুল ফারিস (রহ.) বলেন, ممتلئ الاعضاء (পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) মর্ম। আল্লামা তাবারী (রহ.) বলেন, ইহা সুঠামদেহী লোক ব্যতীত হয় না। -(তাকমিলা ১:২৫৩)

آدَمَ (বাদামী রং) অর্থাৎ কাল রঙের কাছাকাছি রং)

فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الخ (অতঃপর উক্ত মহিলাটি এমন একটি সন্তান প্রসব করিল, যে ছিল ঐ লোকটির সাদৃশ্য যাহাকে তাহার স্বামী তাহার সহিত দেখিতে পাইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিল)। প্রকাশ্যভাবে এই বাক্যের বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তান প্রসব হওয়ার পর লি'আন সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এই রিওয়ায়ত হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনার সহিত সম্পর্কশীল। আর হযরত উওয়ায়মির (রাযিঃ)-এর ঘটনা সাহল (রাযিঃ) বর্ণিত হাদীছে আছে যে, সন্তান প্রসবের পূর্বেই এতদুভয়ের মধ্যে লি'আন সম্পাদিত হইয়াছে। এই কারণেই فلاعن শব্দের ف বর্ণটি فاخبره بالذى وجد عليه امراته (অতঃপর সে (উওয়ায়মির রাযিঃ) তাঁহাকে উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে অবহিত করিল যাহাকে সে তাহার স্ত্রীর সহিত দেখিতে পাইয়াছিল) বাক্যের পাশ্চাদ্বর্তী বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত। আর হাদীছের বাক্য وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا (আর এই লোকটি (উওয়ায়মির) ছিল হলুদ রঙের ... শেষ পর্যন্ত) দুই বাক্যের মধ্যে جملة معترضه (মধ্যবর্তী বাক্য)। -(ফতহুল বারী) -(তাকমিলা ১:২৫৩)

فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ (তখন জনৈক ব্যক্তি ইবন আব্বাস (রাযিঃ)কে বলিলেন)। জনৈক ব্যক্তিটি হইলেন আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বিন আল-হাদ। যেমন অচীরেই সহীহ মুসলিম শরীফের (৩৬৪৪নং) রিওয়ায়তে অবূয যিনাদ (রহ.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছে আসিতেছে। -(তাকমিলা ১:২৫৩)

تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِى الْإِسْلَامِ السُّوءَ (সে ছিল অপর এক মহিলা যাহার অশ্লীলতা মুসলমানগণের মাঝে প্রকাশিত হইয়াছিল)। অর্থাৎ তাহার লক্ষণ দ্বারা বুঝা যাইত যে, সে অশ্লীল কাজে সমাবৃত। ইবন মাজা গ্রন্থে উরওয়া (রহ.) সূত্রে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে لوكنت رجما احدا لغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر فيها الريبة فى منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها (আমি যদি দলীল ব্যতীত কাহাকেও রজম করিতাম তাহা হইলে অমুক মহিলাকে রজম করিতাম। কেননা, তাহার কথাবার্তা ও লক্ষণ দ্বারা এবং তাহার কাছে যে প্রবেশ করিত উহাতে ব্যভিচারের প্রবল সন্দেহ প্রকাশিত হইত) কিন্তু তাহার ব্যভিচারের উপর হদ ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি শরীআতের ভিত্তিতে স্বীকারোক্তি কিংবা দলীল দ্বারা প্রমাণিত নহে। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শুধু আকার-ইঙ্গিত ও লক্ষণের দ্বারা ব্যভিচারের হদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না; বরং হদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য দলীল কিংবা স্বীকারোক্তি প্রয়োজন। -(তাকমিলা ১:২৫৩-২৫৪)

(৩৬৪৩) وحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ ذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ كَثِيرَ اللَّحْمِ قَالَ جَعْدًا قَطَطًا

(৩৬৪৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন ইউসুফ আযদী (রহ.) তিনি ... ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে দুইজন লি'আনকারী সম্পর্কে আলোচনা হইল। হাদীছের পরবর্তী অংশ রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ। তবে ইহাতে 'সুঠাম দেহী' উল্লেখ করার পর তিনি এতখানি অতিরিক্ত বলিয়াছেন, "সে ছিল অত্যধিক কুঞ্চিত কেশধারী।"

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قَطَطًا শব্দটির দুইটি ط বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আর কেহ বলেন, প্রথম ط বর্ণে যের দ্বারা পঠিত। ইহা جعد (কুঞ্চিত)-এর صفة مبالغة (অতিশয়োক্তি বিশেষণ)। অর্থাৎ شديد الجعودة والتقبض (অত্যধিক কুঞ্চিত ও কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট) হওয়া। যেমন সুদানবাসীদের চুল। -(মাজমাউল বিহার) -(তাকমিলা ১:২৫৪)

(৩৬৪৪) وحَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَذُكِرَ الْمُتَلَاعِنَانِ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ شَدَّادٍ أَهُمَا اللَّذَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

(৩৬৪৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ ও ইবন আবূ উমর (রহ.) তাঁহারা ... আবদুল্লাহ বিন শাদ্দাদ বলেন, ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে দুই লি'আনকারী সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। তখন ইবন শাদ্দাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি উক্ত দুইজন যাহাদের একজন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছিলেন, আমি যদি কাহাকে দলীল ব্যতীত (লক্ষণের ভিত্তিতে) রজম করিতাম তাহা হইলে উক্ত মহিলাকে রজম করিতাম। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) জবাবে বলিলেন, 'না'। সে ছিল অপর এক মহিলা যাহার অশ্লীলতা প্রকাশ্য ছিল। রাবী ইবন আবূ উমর (রহ.) নিজ রিওয়ায়তে কাসিম বিন মুহাম্মদ (রহ.) সূত্রে বলেন, আমি ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ শ্রবণ করিয়াছি।

(৩৬৪৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَالَ سَعْدٌ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ

(৩৬৪৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ বিন উবাদা আনসারী (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই লোক সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে তাহার স্ত্রীর সহিত অপর কোন পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখিতে পায়? সে কি তাহাকে হত্যা করিয়া দিবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, না। সা'দ (রাযিঃ) বলিলেন, কেননা নিশ্চয় (সে হত্যা করিবে)। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ সম্মানিত করিয়াছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সরদার কী বলিতেছে তাহা তোমরা শ্রবণ কর।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ (সুহায়ল (রহ.) তাহার পিতা হইতে)। তিনি হইলেন সুহায়ল বিন আবূ সালিহ (রহ.)। তিনি নিজ পিতা আবূ সালিহ যাকওয়ান আস-সিমান আল-মাদানী হইতে রিওয়ায়ত করেন। -(তাকমিলা ১:২৫৫)

سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ (সা'দ বিন উবাদা রাযিঃ)। তিনি প্রসিদ্ধ সাহাবী বনূ খাযরাজ-এর সরদার ছিলেন। ইবন আব্বাস (রাযিঃ) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইজন পতাকাবাহী ছিলেন,

হযরত আলী (রাযিঃ) ছিলেন মুহাজিরগণের পতাকাবাহী এবং সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) ছিলেন আনসারগণের পাতাকাবাহী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ দানবীরগণের একজন। মুহাম্মদ বিন সীরীন (রহ.) হইতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) প্রতি রাত্রে আসহাবে সুফ্‌ফার আশি জন সাহাবীর সন্ধা বেলার খানা দিতেন। আল্লামা দারু কুতনী (রহ.) كتاب الاسخياء এ হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা উরওয়া (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর একজন আহবানকারী ছিলেন, তিনি আপ্যায়নের জন্য লোকদেরকে এই মর্মে আহ্বান করিতেন, যেই ব্যক্তি চর্বি ও গোশত আহারের ইচ্ছা রাখেন তিনি যেন হযরত সা'দ (রাযিঃ)-এর বাড়ী আসেন। পরবর্তীতে তিনি সিরিয়ায় বসবাস স্থাপন করেন। তিনি হিজরী ১৫ সনে ইন্তিকাল করেন। -(ইসাবা) -(তাকমিলা ১:২৫৫)

بَلَى وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ (কেননা নিশ্চয় (সে তাহাকে হত্যা করিবে) সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন)। হযরত সা'দ (রাযিঃ) এই কথা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা খণ্ডন করা উদ্দেশ্য নহে; বরং তিনি ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ হইতে অনুমতির প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাহার কথাকে অস্বীকার করিলেন তখন হযরত সা'দ (রাযিঃ) চুপ হইয়া গেলেন এবং আনুগত্য করিলেন। 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ) হইতে এই শব্দে বর্ণিত আছে : فقال سعد: والله يا رسول الله انى لاعلم انها حق وانها من الله تعالى ولكنى تعجبت الخ (তখন হযরত সা'দ (রাযিঃ) আরয করিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি অবশ্যই জানি উহা হক এবং উহা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে, কিন্তু ইহা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করিয়াছে ...)। -(তাকমিলা ১:২৫৫)

اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ (তোমরা শোন : তোমাদের সরদার কী বলিতেছেন)। ইহা দ্বারা ইশারা করা হইয়াছে যে, হযরত সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ)-এর পাহাড়সম প্রশংসিত আত্মসম্মানবোধই এই কথা বলিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ-এর বিরোধীতা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। -(তাকমিলা ১:২৫৫)

(৩৬৪৬) وحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنِى إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلًا أَؤُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ نَعَمْ

(৩৬৪৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আমার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে (অপকর্ম করিতে) দেখিতে পাই, তাহা হইলে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করা পর্যন্ত কি আমি তাহাকে অবকাশ দিব? তিনি (জবাবে) বলিলেন, হ্যাঁ।

(৩৬৪৭) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِى سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِى رَجُلًا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَ كَلَّا وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ إِنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّى

(৩৬৪৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, (সূরা নূর-এর ৪ নং হুদূদ-এর আয়াত নাযিল হওয়ার পর) সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি আমার স্ত্রীর সহিত কোন পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখিতে পাই, তাহা হইলেও কি চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিব না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জবাবে) ইরশাদ করিলেন, হ্যাঁ (পারিবে না)। তিনি (সা'দ রাযিঃ) বলিলেন, কখনও নহে, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করিয়াছেন। আমি অবশ্যই উহার (চারজন সাক্ষী উপস্থিত করার) পূর্বেই দ্রুত তাহার উপর তলোয়ার ব্যবহার করিব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা শোন, তোমাদের সরদার কী বলিতেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অতিশয় আত্মমর্যাদার অধিকারী। তবে আমি তাহার হইতেও অধিক আত্মমর্যাদাশীল এবং মহান আল্লাহ আমার হইতেও অধিকতর মর্যাদাবান।

(৩৬৪৮) حَدَّثَنِى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِىُّ وَأَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِىُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِى كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِى لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّى مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ

(৩৬৪৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন উবায়দুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারীরী ও আবূ কামিল ফুযায়ল বিন হুসায়ন জাহদারী (রহ.) তাঁহারা ... মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, সা'দ বিন উবাদা (রাযিঃ) বলেন, আমি যদি আমার স্ত্রীর সহিত অন্যকোন পুরুষকে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহাকে আমার তরবারীর ধারালো অংশ দিয়া তাহাকে আঘাত করিব– (অধারালো) পৃষ্ঠদেশ দিয়া নহে। অতঃপর এই কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছিল। তখন তিনি বলিলেন, তোমরা কি সা'দ (রাযিঃ)-এর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্য হইয়াছ? আল্লাহ তা'আলার কসম! আমি তাহার হইতে অধিক আত্মমর্যাদাশীল। আর মহান আল্লাহ আমার হইতেও অধিকতর মর্যাদাবান। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার আত্মমর্যাদার কারণেই তো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীল কর্মাবলী হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর মহান আল্লাহ হইতে অধিক মর্যাদাশীল কেহ নাই। আর আল্লাহ তা'আলা হইতে অধিকতর ওযর পছন্দকারী আর কেহ নাই। এই কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রেরিত রাসূলগণকে সুসংবাদ দাতা ও ভয়প্রদর্শণকারী রূপে পাঠাইয়াছেন। (যাহাতে বান্দা শাস্তির পূর্বে তাঁহার দরবারে ওযর পেশ করিয়া তাওবা করিয়া নেয়)। আর আল্লাহ তা'আলা হইতে অধিকতর প্রশংসা পছন্দকারী আর কেহ নাই, এই কারণেই তিনি জান্নাতের ওয়াদা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

غَيْرُ مُصْفِحٍ عَنْهُ (পৃষ্ঠদেশ দিয়া নহে)। مصفح শব্দটি ف বর্ণে যের দ্বারা অর্থাৎ غير ضارب بصفح السيف (তলোয়ারের পৃষ্ঠদেশ দিয়া আঘাত করিবে না। আর উহা হইল তরবারীর প্রশস্ততা ও পার্শ্বদেশ। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, নিশ্চয়ই আমি তাহাকে তরবারীর পৃষ্ঠদেশ দিয়া আঘাত করিব না যেমন আদবের লক্ষ্যে আঘাত করা হইয়া থাকে; বরং তাহাকে তরবারীর ধারালো অংশ দিয়া শাস্তির উদ্দেশ্যে আঘাত করিবে। যেমন কাহাকেও

হত্যার জন্য আঘাত করা হইয়া থাকে। অতঃপর অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ف বর্ণে যের দ্বারা সংরক্ষণ করিয়াছে। এই হিসাবে উহা ضارب এর صفت এবং উহা হইতে حال হইবে। আর কেহ বলেন, ف বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত, এই হিসাবে سيف এর صفت এবং উহা হইতে حال হইবে। আর عنه শব্দটি সহীহ 'বুখারী', 'আহমদ, ও 'দারমী' গ্রন্থে নাই। অধিকন্তু ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর আগত (৩৬৪৯নং) রিওয়ায়তেও ইহা নাই। আল্লামা ইবন জাওযী (রহ.) দাবী করিয়া বলেন, ইহা কোন এক রাবীর ধারণা (وهم)। যেমন রাবীগণের মধ্যে কোন রাবী ধারণা করিয়াছে যে, الصفح শব্দটি العفو (ক্ষমা) অর্থে ব্যবহৃত। তাই উহার صلة (সংযোগ) عن ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃত অবস্থা তাহার ধারণা মুতাবিক নহে; বরং صفح السيف (তরবারীর পৃষ্ঠদেশ) হইতে।

(حكاه الحافظ عن ابن الجوزى فى الفتح)-(তাকমিলা ১:২৫৭)

أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ (তোমরা কি সা'দ (রাযিঃ)-এর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পর্কে আশ্চর্য হইয়াছ)? ইহা দ্বারা প্রমাণ করিয়া বলেন, কোন ব্যক্তি যদি তাহার স্ত্রীকে অন্য কোন পুরুষের সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিতে পায় তখন সে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিলে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। এই মাসয়ালার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, যদি সে উহার উপর চারজন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারে তাহা হইলে জমহুরের মতে তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব হইবে (অর্থাৎ ব্যভিচারীকে হত্যা করার কারণে তাহাকে কিসাস স্বরূপ হত্যা করা হইবে) না। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এরও অভিমত। আর যদি ব্যভিচারীকে হত্যা করার পর ব্যভিচারের প্রমাণে (চারজন সাক্ষীর স্থলে মাত্র) দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করে তাহা হইলে জমহুরে উলামার মতে তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব হইবে। আর ইমাম আহমদ ও ইসহাক (রহ.) বলেন, তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব হইবে না।

জমহুরে উলামার দলীল, ইমাম মালিক (রহ.) 'মুয়াত্তা' গ্রন্থে الاقضية অনুচ্ছেদে নকল করিয়াছেন : عن على انه قال فى مثله ان لم يأت باربعة شهداء فليعط برمته يعنى يقادمنه (হযরত আলী (রাযিঃ) হইতে অনুরূপই বর্ণিত হইয়াছে। যদি সে চার সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারে তবে তাহার হইতে কিসাস নেওয়া সমীচীন) আর আলোচ্য হাদীছ এই স্থানে সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হইয়াছে। (বিস্তারিত মাসয়ালা ফিকহের কিতাব দ্রষ্টব্য) আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৫৭)

وَلَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ (আল্লাহ তা'আলা হইতে অধিক আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কেহ নাই)। الشخص এর হাকীকী অর্থ جرم الانسان (মানুষের দেহ)। আর الشخص এর এই ব্যাখ্যায় আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কাজেই ইহার মর্ম হইল لا أحد (কেহ নাই)। (আল্লামা উবাই (রহ.) অনুরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন)। -(তাক: ১:২৫৮)

أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ (এবং আল্লাহ তা'আলা হইতে অধিকতর ওযর পছন্দকারী আর কেহ নাই)। احب শব্দটি العذر এর خبر مقدم হওয়ার কারণে পেশযুক্ত হইবে। আর لا এর خبر উহ্য রহিয়াছে। উহ্য বাক্যটি হইবে لا احد موجود (কেহ বিদ্যমান নাই) আর احب শব্দটি যবরযুক্ত পাঠে شخص এর صفة হইবে। আর উহার فاعل হইবে العذر শব্দটি। আর لا এর خبر উহ্য রহিয়াছে। এই স্থানে العذر দ্বারা الاعذار (কৈফিয়তদান) মর্ম। অর্থাৎ انه تعالى مع شدة غيرته يحب ان لا يعذب احدا حتى يعذره۔ ولذلك بعث الانبياء والمرسلين (নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক মর্যাদাবান হওয়ায় কৈফিয়ত দান ব্যতীত আযাব দিতে পছন্দ করেন না। আর এই কারণেই তিনি নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছেন)। -(তাকমিলা ১:২৫৮)

الْمِدْحَةُ শব্দটি م বর্ণে যের দ্বারা পঠনে المدح (প্রশংসা) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং উহার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। যাহাতে অধিকতর লোক তাহার প্রশংসা করে এবং তাঁহার সমীপে উহার আবেদন করে। -(তাকমিলা ১:২৫৮)

(৩৬৪৯) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ غَيْرَ مُصْفِحٍ وَلَمْ يَقُلْ عَنْهُ

(৩৬৪৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবদুল মালিক বিন উমায়র (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। আর তিনি غير مصفح (তরবারীর ধারালো দিক দিয়া নহে) বলিয়াছেন এবং তিনি (এই শব্দের পর) عنه (শব্দটি) বলেন নাই।

(৩৬৫০) وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا قَالَ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ قَالَ عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ قَالَ وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

(৩৬৫০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ, আবূ বকর বিন আবূ শায়বা আমরুন নাকিদ এবং যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বনূ ফাযারার জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আগমন করিল। অতঃপর আরয করিল, আমার স্ত্রী একটি কালো পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, তোমার কি কোন উট আছে? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি ইরশাদ করিলেন, সেইগুলির রঙ কি? সে (জবাবে) বলিল, লাল রঙের। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহার মধ্যে কি কোন মাটিয়া রঙের উট আছে। সে আরয করিল, মাটিয়া রঙের উট আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই মাটিয়া রং কোথায় হইতে আসিল? সে (জবাবে) বলিল, সম্ভবতঃ উহা পূর্ববর্তী বংশধারা হইতে আসিয়াছে। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এই (পুত্র সন্তান)টিও সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী বংশধর হইতে নিয়া আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ (বনূ ফাযারার জনৈক ব্যক্তি ...)। পরবর্তী আবূ সালামা (রহ.)-এর বর্ণিত (৩৬৫২নং) রিওয়ায়তে আছে انه كان اعرابيا (সে ছিল জনৈক বেদুঈন)। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাহার নাম ছিল ضمضم بن قتادة (যমযম বিন কাতাদা)। -(তাকমিলা ১:২৫৯)

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ (আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণের পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে)। 'ইবন মাজা' গ্রন্থে ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে এতখানি অতিরিক্ত আছে وانا اهل بيت لم يكن فينا اسود قط (আর নিশ্চয়ই আমার ঘরবাসীদের কেহ কালো বর্ণের নাই)। ইহা দ্বারা মর্ম হইতেছে যে, সে তাহার সন্তানটির ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। ইহা দ্বারা জমহুরে উলামা দলীল পেশ করিয়া বলেন, অপবাদের বিষয়টি উপস্থাপনের দ্বারা অপবাদকারী হিসাবে গণ্য হইবে না এবং ইহা দ্বারা হদও ওয়াজিব হইবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্পষ্টভাবে (সন্তানকে) অস্বীকার করিবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে অপবাদকারী হিসাবে গণ্য করেন নাই। -(তাকমিলা ১:২৫৯)

حُمْرٌ (লাল রঙের)। 'মুসনাদে আহমদ' গ্রন্থে ২:৪০৯ পৃষ্ঠায় মুহাম্মদ বিন মা'মার (রহ.)-এর রিওয়ায়তে حمر (লাল)-এর স্থলে رمك রহিয়াছে। رمك শব্দটি ارمك এর বহুবচন। ইহা লাল রং-এর দিকে প্রবণ সাদা রং। -(তাকমিলা ১:২৫৯)

أَوْرَقَ (মাটিয়া রং)। যাহা নির্মল কালো নহে। ইহা হইতেই رماد (ছাই রং)কে رق বলা হয় এবং حمامة (কালো রং)কে ورقاء বলে। -(তাকমিলা ১:২৬০)

عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ (সম্ভবতঃ পূর্ববর্তী বংশধর হইতে নিয়া আসিয়াছে)। এই স্থানে عرق দ্বারা বংশের মূল মর্ম। ইহাকে ফলের রসের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। আর نزعه (সে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, নিয়া আসিয়াছে) অর্থাৎ جذبه لشبهه (তাহার বংশের কাহারো সাদৃশ্যতা টানিয়া আনিয়াছে)। যেমন বলা হয় نزع الولد الى ابيه (সন্তান তাহার পিতার (রং-এর) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে)। বাক্যটির অর্থ হইবে يحتمل ان يكون في اصولها من هو باللون المذكور فاجتذبه اليه فجاء على لونه (এই সম্ভবনা রহিয়াছে যে, সন্তানটি পূর্ব বংশধরের মধ্যে কাহারও উল্লিখিত রং রহিয়াছে। ফলে সে তাহার রঙের দিকে আকৃষ্ট হইয়া তাহার রং নিয়া আসিয়াছে।

আলোচ্য হাদীছে অনেক মাসয়ালার উদ্ভাবন হয় :

১. স্বামী শুধুমাত্র ধারণার ভিত্তিতে নিজ সন্তানকে অস্বীকার করা জায়িয নহে। নিশ্চয়ই সন্তান তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইবে, যদিও সে তাহার রং-এর বিপরীত হয়।

২. সাদৃশ্যতা শরয়ী দলীল নহে। বংশ সম্বন্ধ স্থাপনের চিহ্ন ধরিয়া অনুসরণ (قيافة)-এর গ্রহণযোগ্যতা নাই। এই ব্যাপারে পূর্বে كتاب الرضاع এর باب الحاق القائف الولد এর আলোচনা হইয়াছে।

৩. ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কিয়াস করা সহীহ এবং দৃষ্টান্তের গ্রহণযোগ্যতা আছে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের রঙের বিভিন্নতার সহিত মানুষের রঙের বিভিন্নতার কিয়াস করিয়াছেন।

৪. ইহা দ্বারা আরও বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রী ও পরিবারবর্গের ব্যাপারে কোন সমস্যায় পতিত হইলে নিজ শায়খ কিংবা উস্তাদের সহিত পরামর্শ করা সমীচীন। -(তাকমিলা ১:২৬০)

(৩৬৫১) وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ح وحَدَّثَنِي ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَلَدَتْ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

(৩৬৫১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইসহাক বিন ইবরাহীম, মুহাম্মদ বিন রাফি' ও আবদ বিন হুমায়দ (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' (রহ.) হইতে, তিনি ... ইমাম যুহরী (রহ.) হইতে রাবী ইবন উয়ায়না (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে রাবী মা'মার (রহ.)-এর বর্ণিত রিওয়ায়ত এতখানি পার্থক্য আছে যে, তখন সে আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে। সে তখন নিজ উপস্থাপনার দ্বারা যেন পিতৃত্ব অস্বীকারের দিকে ইশারা করিয়াছিল। আর হাদীছের শেষে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে উক্ত সন্তানের পিতৃত্ব অস্বীকারের বৈধতা দেন নাই।

(৩৬৫২) وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا أَلْوَانُهَا قَالَ حُمْرٌ قَالَ فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى هُوَ قَالَ لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ لَهُ

(৩৬৫২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির ও হারমালা বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসিয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার স্ত্রী একটি কালো পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে এবং আমি উহা অপছন্দ করিতেছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, তোমার কি কোন উট আছে? সে বলিল, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার রংগুলি কী? সে (জবাবে) বলিল, লাল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই গুলির মধ্যে কি মাটিয়া রঙেরও আছে? সে বলিল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, এই রং কোথায় হইতে আসিয়াছে? সে (জবাবে) বলিল, সম্ভবতঃ উহা পূর্ব বংশধরের কাহারও হইতে নিয়া আসিয়াছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করিলেন, এই তোমার কালো পুত্র সন্তানও সম্ভবতঃ সে তাহার পূর্ব বংশের (কালো) কোন ব্যক্তি হইতে নিয়া আসিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ (আর আমি উহা অপছন্দ করিতেছি)। অর্থাৎ كرهته (আমি উহা অপছন্দ করিতেছি)। এই স্থানে الانكار শব্দটি النفى (অস্বীকার করা)-এর অর্থে নহে। অন্যথায় সে তাহার উক্তি দ্বারা অপবাদ প্রদানকারী সাব্যস্ত হইত। -(তাকমিলা ১:২৬০)

(৩৬৫৩) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

(৩৬৫৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... ইবন শিহাব যুহরী (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে তাহাদের বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْعِتْقِ

অধ্যায় ঃ দাসমুক্তি

العتق শব্দটি عتق العبد يعتق হইতে। যেমন ضرب يضرب যখন স্বাধীন হয় عتاقة، عتاقا، عتقا ও عتوقا আল্লামা ইবন ফারিস (রহ.) বলেন, ع-ت ও ق বর্ণ মূলতঃ صحيح ইহাতে জন্মগত ও চরিত্রগতভাবে الكرم (মহানুভব, দয়া, মহৎ হওয়া, সম্মানিত হওয়া, মর্যাদাবান হওয়া)-এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত হয়। আর ইহা قدم (অগ্রগামিতা, অগ্রবর্তিতা, প্রাচীন গৌরব, সনাতন মর্যাদা)-এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

العتق এবং عتاق এতদুভয় শব্দ শক্তি-সামর্থ্যের প্রকাশভঙ্গি। আর ইহা হইতেই عتاق الطير (পাখি মুক্ত হওয়া)। আর উড্ডয়নে যদি শক্তিশালী হয় তখন عتق الفرخ বলা হয়। আর ঘোড়া যদি অগ্রগামী হয় তখন فرس عتيق বলা হয়। আর ইহা তাহার শক্তি-সামর্থ্যের কারণেই। আর قديم (প্রাচীন)কে عتيق বলা হয়, উহা পূর্ববর্তী হওয়ার সামর্থ্যের কারণে। আর جمال (সুন্দর)কেও عتق বলা হয়। এই কারণেই সায়্যিদানা আবূ বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)কে তাঁহার সৌন্দর্য্যের কারণে عتيق নামে নামকরণ করা হইয়াছিল। আর কেহ বলেন, তিনি কল্যাণে অগ্রবর্তিতার কারণে।

শরীআতের পরিভাষায় ঃ عتق এর ব্যাখ্যায় المغرب গ্রন্থকার লিখেন, উহা হইতেছে الخروج من المملوكية (মালিকানাভুক্ত হইতে বাহির হওয়া)। আর আভিধানিক অর্থের সহিত পরিভাষার সম্বন্ধ এইভাবে যে, انه قوة حكمية يصير المرأ بها اهلا للشهادة الولاية والقضاء (عتق) হইল এমন একটি শক্তি যাহার কারণে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্যদান, কর্তৃত্ব ও বিচারক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে।

ফকীহ ও মুহাদ্দিছগণের অভ্যাস হইতেছে যে, তাহারা كتاب الطلاق এর পর ধারাবাহিক كتاب العتاق এর আলোচনা করেন। আর ইহার কারণ হইতেছে যে, এতদুভয়ের মধ্যে অনেক যোগসূত্র রহিয়াছে। যেমন, (এক) এতদুভয়ের প্রত্যেকটির মধ্যে رفع قيد (বন্দীত্ব অপসারণ করা) এবং اسقاط ملك (মালিকানা বিলোপ করা)-এর মর্ম রহিয়াছে। তবে এতখানি পার্থক্য যে, العتق (মুক্ত করা) হইতেছে ملك الرقبة (ক্রীতদাসের মালিকানা) বিলোপ করা এবং طلاق (তালাক) হইতেছে ملك البضع (স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সম্ভোগের অধিকার) বিলোপ করা। (দুই) এতদুভয়ের প্রতিটির অংশ হইতে গোটা-এর দিকে কার্যকারিতার বিস্তৃতি ঘটে। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর অংশ বিশেষ তালাক দেয় তাহা হইলে গোটা স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হইয়া যাইবে। অনুরূপ কেহ যদি ক্রীতদাসের অংশ বিশেষ আযাদ করে তাহা হইলে পূর্ণ দাসই বর্তমানে কিংবা পরিণামে আযাদ হইয়া যাইবে। (তিন) এতদুভয়ের প্রত্যেকটি সম্পাদিত হওয়ার পর বাতিল করার কোন সুযোগ নাই।

ক্রীতদাস আযাদ করার শর্ত হইল, আযাদকারী নিজে স্বাধীন, সাবালক এবং বিবেক সম্পন্ন হইতে হইবে। আর ইহার হুকুম হইতেছে যে, তাহার হইতে পরাধীনতা বিলোপ হওয়া। ইহার বৈশিষ্ট্য (صفت) হইতেছে যে, স্বেচ্ছাধীন দাস আযাদ করা সাধারণতঃ মুস্তাহাব। -(তাকমিলা ১:২৬২-২৬৩ সংক্ষিপ্ত)

(৩৬৫৪) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

(৩৬৫৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি (যৌথ) শরীকানা ক্রীতদাসের নিজের অংশ আযাদ করিয়া দেয় এবং তাহার কাছে ঐ পরিমাণ অর্থ থাকে যাহা দ্বারা উক্ত ক্রীতদাসের (অপর অংশের) মূল্য পরিমাণ পৌঁছিয়া যায় তাহা হইলে ন্যায় সংগতভাবে মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অন্যান্য অংশীদারের অংশসমূহের মূল্যও তাহাকে পরিশোধ করিয়া দিবে এবং ক্রীতদাসটি পূর্ণাঙ্গভাবে তাহার পক্ষ হইতেই আযাদ হইয়া যাইবে। তবে (যদি সে অন্য অংশের মূল্য পরিশোধ করিতে সক্ষম না হয় তাহা হইলে) সে যতখানি অংশ আযাদ করিয়াছে ততখানি অংশ আযাদ হইয়া যাইবে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ (যেই ব্যক্তি (যৌথ) শরীকানা ক্রীতদাসের নিজের অংশ আজাদ করিয়া দেয়)। شِرْكًا শব্দটির ش বর্ণে যের এবং ر বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থাৎ نصيبا منه (তাহার হইতে নিজের অংশ)। আর ইহা মূলতঃ مصدر (ক্রিয়ামূল) উহার সম্পৃক্তের উপর প্রয়োগ হইয়াছে। আর উহা হইল العبد المشترك (যৌথ মালিকানাভুক্ত দাস)। তবে ইহাতে جزء কিংবা অনুরূপ কোন কিছুর দিকে সর্বনাম ব্যবহার করা জরুরী। কেননা المشترك (যৌথ মালিকানা) একটি جملة কিংবা উহার الجزء المعين (সুনির্দিষ্ট অংশ)। -(ফতহুল বারী ৫:১০৮) -(তাকমিলা ১:২৭৩)

فِي عَبْدٍ (ক্রীতদাসের)। জানা থাকা উচিত যে, আলোচ্য হাদীছে দুই ব্যক্তির মধ্যে যৌথ মালিকানাভুক্ত ক্রীতদাসের আযাদ হুকুম বর্ণনা করা হইয়াছে। আর এই মাসয়ালায় ফকীহগণের মধ্যে মতানৈক্য রহিয়াছে। আর অনুচ্ছেদের হাদীছসমূহ অধ্যয়নের পূর্বে উক্ত মতানৈক্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া জরুরী। শারেহ নওয়াভী এই মাসয়ালায় মতানৈক্যের উপর ছয়টি অভিমতের বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। তবে উহার মধ্যে তিনটি মাযহাবই প্রসিদ্ধ।

প্রথম ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব : যদি কোন ক্রীতদাস যৌথ মালিকাধীন হয় এবং একজন তাহার নিজ অংশ আযাদ করিয়া দেয় এমতাবস্থায় যে, সে আর্থিক স্বচ্ছল তাহা হইলে তাহার অংশ আযাদ হইয়া যাইবে এবং অপর শরীকের অংশ তাহার মালিকানায় বহাল থাকিবে। তবে অপর শরীকের জন্য এখতিয়ার আছে যে, সে ইচ্ছা করিলে তাহার অংশ আযাদ করিয়া দিবে কিংবা নিজের অংশ আযাদ করার জন্য ক্রীতদাসটির ন্যায় সঙ্গত মূল্য নিরুপণ করিয়া অর্ধেক মূল্য পরিশোধের দায় প্রথমে আযাদকারীর উপর আরোপ করিবে। কিংবা ক্রীতদাসটিকে উপার্জন করিতে বাধ্য করা হইবে (এবং সে উপার্জিত অর্থ পরিশোধ করিয়া নিজেকে মুক্ত করিবে) ফলে সে ক্রীতদাসটি مكاتب (নির্দিষ্ট অংশ পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তি লাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাস)-এর ন্যায় হইবে। সুতরাং যদি তাহাকে সে আযাদ করিয়া দেয় কিংবা উপার্জন করিতে বাধ্য করা হয় (এবং সে উপার্জিত অর্থ দ্বারা নিজেকে মুক্ত করে) এতদুভয় অবস্থায় الولاء (অভিভাবকত্ব তথা গোলামটি মৃত্যুর পর তাহার পরিত্যক্ত

সম্পদের মালিকানা) উভয়ের মধ্যে অর্ধেক করিয়া হইবে। আর যদি প্রথম আযাদকারী অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করিয়া ক্রীতদাসটির বাকী অর্ধেক আযাদ করিয়া থাকে তাহা হইলে পূর্ণ ولاء (অভিভাবকত্বের)-এর মালিক শুধু আযাদকারী একাই হইবে। আর তাহার জন্য আযাদকৃত গোলামটি হইতে পরিশোধিত অর্ধেক মূল্য ফেরত নেওয়া জায়িয আছে। আর যদি প্রথমে আযাদকারী অস্বচ্ছল হন তাহা হইলে ক্রীতদাসটি ন্যায় সঙ্গত মূল্য নির্ধারণের পর অর্ধেক মূল্য পরিশোধের দায় তাহার উপর আরোপ করার কোন অবকাশ নাই। তখন অপর শরীকের জন্য কেবল দুইটি এখতিয়ারের একটি গ্রহণ করিতে পারিবে। হয়তো সে নিজ অংশ আযাদ করিয়া দিবে কিংবা ক্রীতদাসটিকে উপার্জন করিতে বাধ্য করিবে (যাহাতে সে উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করিয়া নেয়)।

দ্বিতীয় ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মাযহাব : যদি কোন ক্রীতদাস যৌথ মালিকাধীন হয় এবং এতদুভয়ের কোন স্বচ্ছল অংশীদার তাহার অংশ আযাদ করিয়া দেয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ ক্রীতদাসটিই আযাদ হইয়া যাইবে। তবে অপর শরীকের জন্য জায়িয আছে যে, সে ক্রীতদাসটির ন্যায় সঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করিয়া তাহার অংশের অর্ধেক মূল্য পরিশোধের দায় প্রথমে আযাদকারীর উপর আরোপ করিবে। কিন্তু আযাদকারী ব্যক্তি পরিশোধিত অর্থ দাসটি হইতে ফেরত নিতে পারিবে না। আর উভয় পদ্ধতিতে ولاء কেবলমাত্র আযাদকারীর জন্য হইবে।

তৃতীয় ঃ ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রহ.)-এর মাযহাব : যদি কোন ক্রীতদাস যৌথ মালিকাধীন হয় এবং এতদুভয়ের কোন একজন স্বচ্ছল অংশীদার তাহার অংশ আযাদ করিয়া দেয় তাহা হইলে সম্পূর্ণ দাসই আযাদ হইয়া যাইবে। আর অপর শরীকের জন্য ক্রীতদাসটির ন্যায় সঙ্গত মূল্যের অর্ধেক মূল্য পরিশোধের দায় প্রথমে আযাদকারীর উপর আরোপ করিয়া তাহা আদায় করিয়া নেওয়া জায়িয আছে। যেমন সাহেবায়ন (রহ.)-এর মাযহাব। কিন্তু অস্বচ্ছল ব্যক্তি তাহার অংশ আযাদ করিয়া দিলে তাহা হইলে শুধুমাত্র আদায়কারীর অংশই আযাদ হইবে। আর দাসটির অর্ধাংশ অপর শরীকের মালিকানায় থাকিয়া যাইবে এবং তাহার উপার্জনের অর্থ ভাগ করিয়া নিবে কিংবা একদিন নিজের খেদমত নিবে আর একদিন দাসের জন্য ছাড়িয়া দিবে। তাহার উপর উপার্জন করা বাধ্য করা যাইবে না (যে, সে উপার্জন করিয়া অর্ধমূল্য পরিশোধ করিয়া নিজেকে মুক্ত করিয়া নিবে)। ইহা মালিকীগণেরও মাযহাব। কিন্তু তাহারা বলেন, আর্থিক স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য অপর শরীকের ন্যায় সঙ্গত অর্ধেক মূল্য পরিশোধ করা ব্যতীত নিজের অংশ আযাদ করিতে পারিবে না। (ইহা হিদায়া, উমদাতুলকারী ও শরহে নওয়াভী গ্রন্থের সারসংক্ষেপ)

উপর্যুক্ত বিষয়ে মতানৈক্যের সারসংক্ষেপ হইতেছে দুইটি বিষয় : (এক) আযাদকারী তাহার অপর শরীককে অর্ধ মূল্য পরিশোধ করার পর উক্ত পরিশোধকৃত অর্থ আযাদকৃত দাস হইতে ফেরত নেওয়া যাইবে কি না? ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে ব্যাপকভাবে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারিবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে ব্যাপকভাবে উহা ফেরত নিতে পারিবে না। আর হিজাযের ইমামগণের মতে, আযাদকারী যদি আর্থিক অস্বচ্ছল ব্যক্তি হয় তাহা হইলে উক্ত পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নিতে পারিবে। আর যদি সচ্ছল হয় তবে ফেরত নিতে পারিবে না।

(দুই) আযাদকারীর অপর শরীকের জন্য কি জায়িয আছে যে, ক্রীতদাসটিকে উপার্জন করিতে বাধ্য করিবে (এবং উপার্জনকৃত অর্থ দ্বারা নিজের অর্ধেককে মুক্ত করিয়া নিবে)? ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে জায়িয আছে, চাই আযাদকারী আর্থিক স্বচ্ছল হউক কিংবা অস্বচ্ছল। আর আয়িম্মায়ে ছালাছা (রহ.)-এর মতে উভয় অবস্থায় জায়িয নাই। ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে আযাদকারী অস্বচ্ছল হইলে জায়িয আছে আর স্বচ্ছল হইলে জায়িয নাই।

দাস মুক্তির মধ্যে পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত ঃ দাস আযাদ করার ক্ষেত্রে অপর শরীককে জরিমানা হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থ আযাদকৃত দাস হইতে ফেরৎ নেওয়া বৈধতার পক্ষে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল হইতেছে– আলোচ্য ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ, ইহাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ (তবে যদি সে (উক্ত অংশের মূল্য পরিশোধ করিতে) সক্ষম না হয় তবে সে যতখানি অংশ আযাদ করিয়াছে ততখানি অংশ আযাদ হইয়া যাইবে)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে التجزى فى العتق (দাসমুক্তির মধ্যে পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত নেওয়া) প্রমাণিত হয়।

উপার্জনে বাধ্য করার প্রমাণ ঃ

দ্বিতীয় মাসয়ালা হইতেছে ثبوت السعاية (ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে মুক্ত হওয়ার চেষ্টায় নিযুক্ত করা)-এর পক্ষে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল হইতেছে– আগত (৩৬৫৭নং) হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছ, উহাতে রহিয়াছে : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (আর যদি সে আর্থিক স্বচ্ছল না হয় তাহা হইলে ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে। তবে তাহার উপর তাহার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপানো যাইবে না)। ইহা দ্বারা স্পষ্টভাবে আযাদকারী আর্থিক অস্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে (অপর অংশের) আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করা প্রমাণিত হয়। আর আযাদকারী স্বচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রীতদাসকে উপার্জনের মধ্যে (অপর অংশ) আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন রিওয়ায়তে বর্ণিত হয় নাই; বরং নিষেধও পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)-এর হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আযাদকারী যদি স্বচ্ছল ব্যক্তি হয় তাহা হইলে সে জরিমানা আদায় করিবে আর যদি অস্বচ্ছল হয় তবে গোলামের উপর উপার্জন করিয়া আযাদী লাভের দায়িত্ব দেওয়া হইবে। আর এই বিভাজন যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পক্ষে জবাব দেওয়া হইয়াছে যে, এই বিভাজন শর্তযুক্ত নহে। কেননা, অপর শরীকের জন্য জায়িয আছে যে, সে আযাদকারী স্বচ্ছল ব্যক্তিকে জরিমানা ক্ষমা করিয়া দিবে। আর আমাদের ও তোমাদের সর্বসম্মতি মতে আযাদকারী অস্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৭৩-২৭৫)

(৩৬৫৫) وحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنِي إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ح وحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ

(৩৬৫৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ ও মুহাম্মদ বিন রুমহ (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং শায়বান বিন ফররুখ (রহ.) তিনি ...

(সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ রবী' ও আবূ কামিল (রহ.) তাহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... ইসহাক বিন মানসূর (রহ.) তিনি ... হারূন বিন সাঈদ আইলী (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তাহারা ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে রাবী মালিক সূত্রে নাফি' (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন।

(৩৬৫৬) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا قَالَ يَضْمَنُ

(৩৬৫৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্‌শার (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, দুই ব্যক্তি মালিকানাধীন ক্রীতদাসকে তাহাদের উভয়ের কেহ আযাদ করিয়া দিলে (আর সে স্বচ্ছল হইলে) অপর জনের অংশের (ন্যায়সঙ্গত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ গোলাম আযাদ করিয়া দেওয়ার) যিম্মাদার হইবে।

(৩৬৫৭) وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

(৩৬৫৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আমরুন নাকিদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি যৌথ মালিকানাধীন ক্রীতদাসের নিজের অংশ আযাদ করিয়া দিবে তাহা হইলে সে অপরের অংশ নিজ অর্থ দ্বারা পরিশোধ করিয়া আযাদ করিতে হইবে যদি সে আর্থিক স্বচ্ছল ব্যক্তি হয়। আর যদি সে অস্বচ্ছল হয় তাহা হইলে সে ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে। তবে তাহার উপর তাহার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شِقْصًا لَهُ (তাহার নিজের অংশ)। شِقْصًا শব্দটির ش বর্ণে যের এবং ق বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। অর্থাৎ النصيب (অংশ) উহা কম হউক বা বেশী। আর উহাতে একটি ى অতিরিক্ত সংযোজন করিয়া الشقيص ও বলা হয়। যেমন نصف এবং نصيف পঠিত হয়।

فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ (তাহার মাল দ্বারা তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে)। আর সহীহ বুখারী শরীফে الشركة অনুচ্ছেদে আছে فعليه خلاصه فى ماله (আর তাহার উপর তাহার মাল দ্বারাই দাসের বাকী অংশ আযাদ করিতে হইবে) অর্থাৎ فعليه اداء قيمة الباقى من ماله ليتخلص من الرق (আযাদকারীর উপর তাহার মাল দ্বারাই বাকী অংশের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিবে যাহাতে পূর্ণাঙ্গভাবে দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করে)। এই শব্দের মাধ্যমেও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অভিমত تجزى العتق এর পক্ষপাত হয়। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রীতদাসের দাসত্ব মুক্তির জন্য মাল আদায়ের উপর নির্ভরশীল করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়াইল যে, অপর শরীকের কাছে মাল পরিশোধ না করা পর্যন্ত অর্ধেক ক্রীতদাস দাসই থাকিয়া যাইবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৭৭)

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (আর যদি সে স্বচ্ছল না হয় তবে সে ক্রীতদাসকে উপার্জনের মাধ্যমে আযাদী লাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে)। ইহাও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পক্ষে প্রকাশ্য দলীল যে, السعاية (ক্রীতদাসটিকে উপার্জন করিতে বাধ্য করা) শরীআতে প্রমাণিত। -(তাকমিলা ১:২৭৭)

(৩৬৫৮) وحَدَّثَنَاه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَزَادَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ

(৩৬৫৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আলী বিন হাশরম (রহ.) তিনি ... সাঈদ বিন আবূ আরূবা (রহ.) হইতে এই সনদে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে এই রিওয়ায়তে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, যদি আযাদকারী বিত্তশালী হয় তবে উক্ত ক্রীতদাসের ন্যায়-সঙ্গত মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। অতঃপর সে নিজের যেই অংশ আযাদ করা হয় নাই সেই অংশ আযাদ করার উদ্দেশ্য (প্রয়োজনীয় অর্থ) উপার্জনে নিয়োজিত হইবে। তবে তাহার উপর তাহার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

قِيمَةَ عَدْلٍ (ন্যায়-সঙ্গত মূল্য ...)। ইহা موصوف (বিশেষণযুক্ত পদ)কে صفت (বিশেষণ)-এর দিকে اضافة (সম্বন্ধ) করার পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। আর العدل শব্দটি مصدر (ক্রিয়ামূল) ইহা দ্বারা اسم فاعل মর্ম। ইহার অর্থ হইতেছে قيمة عادلة (ন্যায়-সঙ্গত মূল্য) যাহার মধ্যে বেশীও নাই এবং ঘাটতিও নাই, যথাযথ মূল্য। -(তাকমিলা ১:২৭৮)

غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (তবে তাহার উপর তাহার সামর্থ্যের অধিক বোঝা চাপাইয়া দেওয়া যাইবে না)। অর্থাৎ لا يجوز ان يقوم العبد بقيمة غالبة يشق على العبد السعاية فيها (অর্থ আযাদকৃত দাসটির এমন উচ্চমূল্য নির্ধারণ করা জায়িয নাই, যাহা উপার্জন করা সংশ্লিষ্ট গোলামের জন্য কষ্টসাধ্য হয়)। -(তাকমিলা ১:২৭৮)

(৩৬৫৯) حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ

(৩৬৫৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হারূন বিন আবদুল্লাহ (রহ.) তিনি ... জাবীর (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি কাতাদা (রহ.)কে এই সনদে রাবী ইবন আবূ আরুবা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি। আর তিনি তাহার বর্ণিত হাদীছে এই কথাটি উল্লেখ করিয়াছেন যে, "ক্রীতদাসটির ন্যায়-সঙ্গত মূল্য নিরুপণ করিতে হইবে।

بَابُ بيان الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

অনুচ্ছেদ ঃ অভিভাবকত্ব সেই ব্যক্তিরই হইবে যিনি আযাদ করেন-এর বিবরণ

(৩৬৬০) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

(৩৬৬০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন, একদা তিনি একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তখন সেই ক্রীতদাসীটির মনিবগণ তাহাকে জানাইলেন যে, আমরা আপনার কাছে দাসীটি এই শর্তে বিক্রয় করিতে পারি যে, তাহার ولاء (অভিভাবকত্ব)-এর অধিকারী আমরাই থাকিব। তিনি বলেন, এই কথাটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উপস্থাপন করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এই শর্ত তোমাকে ولاء (অভিভাবকত্ব) হইতে বঞ্চিত করিবে না। কেননা, আযাদকারীর জন্যই 'ওয়ালা'-এর হক নির্দিষ্ট।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

تَشْتَرِيَ جَارِيَةً (একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া ...)। আর সে হইল বারীরা (রাযিঃ)। যেমন আগত রিওয়ায়তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। আর بريرة নামটি فعيلة এর ওযনে البرير হইতে উদ্ভূত। بريرة অর্থ ثمر الاراك (আরাক (তথা বেশী পাতা ও ডালপালাযুক্ত এক প্রকার কাটা ওয়ালা) গাছের ফল)। আর কেহ বলেন, ইহা فعيلة এর ওযনে البر হইতে مفعولة এর অর্থে ব্যবহৃত যেমন مبرورة কিংবা فاعلة এর অর্থে যেমন رحيمة আল্লামা কুরতুবী অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে প্রথম পদ্ধতি উত্তম। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুওয়ায়রিয়া (রাযিঃ)-এর নাম পরিবর্তন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পূর্ণ নাম ছিল برة (বাররা) এবং তিনি ইরশাদ করিয়াছেন لاتزكوا انفسكم (তোমরা নিজেদের পবিত্র মনে করিও না)। সুতরাং بريرة যদি البر হইতে উদ্ভূত হয় তাহা হইলে ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৮০)

لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ الخ (এই শর্ত তোমাকে ولاء (আযাদকৃত দাসীর মৃত্যুর পর তাহার যাবতীয় সম্পদের অধিকারী আযাদকারী হওয়া) হইতে বঞ্চিত করিবে না)। ইহা দ্বারা আল্লামা ইবন আবূ লায়লা (রহ.) দলীল পেশ করিয়া বলেন, বাতিল শর্ত দ্বারা বিক্রয় বাতিল করে না। শুধু শর্তই বাতিল হইয়া যায়। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত মাসয়ালা পরবর্তী ৩৯৭৮নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

(৩৬৬১) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا وَقَالُوا إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونَ لَنَا وَلَاؤُكِ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ

(৩৬৬১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... উরওয়া (রহ.) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে আয়িশা (রাযিঃ) জানাইছেন একদা বারীরা (রাযিঃ) তাহার লিখিত মুক্তিপনের বিনিময় পরিশোধের অর্থের সাহায্যের জন্য হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে আসিল। সে তাহার লিখিত মুক্তিপণের কোন কিছুই আদায় করে নাই। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহাকে বলিলেন, তুমি তোমার মনিবদের কাছে যাও। (এবং বল) তাহারা যদি ইহাতে সম্মত হয় যে, আমি তোমার

লিখিত মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করিলে তোমার 'ওয়ালা' আমার প্রাপ্য হইবে, তবে তাহা আমি করিতে পারি। বারীরা (যাইয়া) তাহার মনিবের কাছে বিষয়টি বলিল। তখন তাহার এই প্রস্তাব অস্বীকার করিল এবং তাহারা বলিল, তিনি যদি ছাওয়াবের আশায় তোমার লিখিত মুক্তিপণ আদায় করিয়া দেন তাহা হইলে দিতে পারে। কিন্তু তোমার 'ওয়ালা' আমাদের জন্যই থাকিবে। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দিতে পার। কেননা, 'ওয়ালা' আযাদকারীর জন্য নির্দিষ্ট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়াইয়া গেলেন এবং ইরশাদ করিলেন, লোকদের কি হইয়াছে তাহারা এমন কতক শর্ত আরোপ করে যাহা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে নাই। আর যেই ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করিবে যাহা আল্লাহ তা'আলার কিতাব (কুরআন মজীদ)-এ নাই– সেই শর্তের কোন মূল্য নাই যদিও সে একশত বার শর্তারোপ করে। আল্লাহ তা'আলার শর্তই অধিক যথাযথ এবং বিশ্বাসযোগ্য।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ (আমি তোমার লিখিত মুক্তিপণের অর্থ পরিশোধ করিলে ...)। এই বাক্যের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহাকে ক্রয়ের ইচ্ছা করেন নাই; বরং তিনি ولاء (অভিভাবকত্ব)-এর অধিকারী হওয়ার শর্তে বারীরা (রাযিঃ)-এর পক্ষে লিখিত মুক্তিপণের বিনিময় আদায় করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আর এই অর্থ গ্রহণ খুবই মুশকিল। কেননা এই অবস্থায় ولاء -এর হকদারের দাবী করিতে পারেন না। লিখিত মুক্তিপণের বিনিময় আদায় করিয়া দেওয়া অনুদান আর দানকারী 'ওয়ালা'-এর অধিকারী হয় না। কিন্তু আগত হিশাম (রহ.) সূত্রে আবূ উসামা (রহ.)-এর বর্ণিত (৩৬৬৩নং) হাদীছ দ্বারা উপর্যুক্ত প্রশ্ন দূর হইয়া যায়। উক্ত হাদীছের শব্দ অনুরূপ إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ (তোমার মুনিব যদি এই শর্তে রাযী হয় যে, তোমার মুক্তিপণ এক সঙ্গে আদায় করিয়া তোমাকে আযাদ করিয়া দিলে তোমার 'ওয়ালা' আমার প্রাপ্য হইবে তাহা হইলে আমি তোমাকে মুক্তির ব্যাপারে সাহায্য করিতে পারি)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আয়িশা (রাযিঃ) তাহার লিখিত মুক্তিপণের বিনিময় আদায় করিয়া দেওয়া ইচ্ছা করেন নাই; বরং তিনি তাহাকে সহীহভাবে ক্রয় করিয়া আযাদ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যেহেতু عتق (আযাদ করা) মালিকানা প্রমাণিত হওয়ার অংশ। অধিকন্তু এই হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইরশাদ ابتاعي فاعتقي (তুমি তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দাও)ও ইহার পক্ষপাত করে। আর পূর্ববর্তী ইবন উমর (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (৩৬৬০নং) হাদীছে আছে أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا (একদা হযরত আয়িশা (রাযিঃ) একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া তাহাকে আযাদ করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন)। অর ইমাম বুখারী (রহ.)-এর كتاب الهبة এর আইমান (রহ.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়তও ইহার প্রমাণ বহন করে। উহাতে আছে : دخلت بريرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني فاعتقيني (বারীরা (রাযিঃ) লিখিত মুক্তিপণকারিণী অবস্থায় হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে আসিলেন। অতঃপর বলিলেন, আপনি আমাকে খরিদ করিয়া নিন অতঃপর আমাকে আযাদ করিয়া দিন)। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৮২-২৮৩)

ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي (তুমি তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দাও)। ইমাম আহমদ, আতা, লায়ছ, আবূ ছাওর, নাখয়ী এবং এক রিওয়ায়ত মতে ইমাম মালিক (রহ.) ইহা দ্বারা দলীল পেশ করিয়া বলেন, মুকাতিব (লিখিত মুক্তিপণকারী) দাসকে খরিদ করা জায়িয আছে। কেননা, বারীরা (রাযিঃ) লিখিত মুক্তিপণকারিণী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে খরিদ করার জন্য হযরত আয়িশা (রাযিঃ)কে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফেয়ী ও কতক মালিকী মতাবলম্বী (রহ.) বলেন, লিখিত মুক্তিপণকারী বিনিময় আদায়ে অক্ষম হইয়া ক্রীতদাস হিসাবে বহাল না থাকা পর্যন্ত ক্রয় করা জায়িয নাই। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মতে যদি লিখিত মুক্তিপণকারী ক্রয়ে রাযী থাকে তবে ক্রয় করা জায়িয আছে। 'হিদায়া' গ্রন্থকার (রহ.) বলেন, লিখিত মুক্তিপণকারী ক্রয়ে রাযী থাকিলে দুইটি রিওয়ায়ত আছে। প্রকাশ্য রিওয়ায়ত মতে জায়িয। আল্লামা البابرتی (রহ.) 'ইনায়া' গ্রন্থে বলেন, ক্রয়ে রাযী না হওয়া তাহার হক। সে যদি স্বেচ্ছায় তাহার হক বিলোপ করে এবং কিতাবতকে বাতিল করিয়া দেয়, তাহা হইলে ক্রয়-বিক্রয় জায়িয আছে। আর 'নাওয়াদির' গ্রন্থে আছে উহা জায়িয নাই। (راجع فتح القدير باب البيع الفاسد ٥:١٨٩)

বারীরা (রাযিঃ)-এর ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে, তিনি ক্রয়ে রাযী ছিলেন। এই কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) ইহার উপর অনুচ্ছেদ স্থাপন করিয়াছেন باب بيع المكاتب اذا رضى (অনুচ্ছেদ : মুকাতিব রাযী থাকিলে তাহাকে ক্রয়-বিক্রয় করা-এর বিবরণ) -(তাকমিলা ১:২৮৩)

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ (যেই ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করিবে যাহা আল্লাহর কিতাবে নাই ...)। হযরত উমর ও ইবন উমর (রাযিঃ) এই ইরশাদের তাফসীরে বলেন, كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وان اشترط مائة شرط (কিতাবুল্লাহর পরিপন্থী সকল শর্ত বাতিল। যদিও একশতটি শর্ত করা হয়)। ইমাম বুখারী (রহ.) كتاب الشروط-এর শেষ দিকে تعليق হিসাবে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। আল্লামা হাফিয ইবন হাজার (রহ.) 'আল-ফাতহ' গ্রন্থে كتاب العتق-এর মধ্যে বলেন, ليس فى كتاب الله-এর মর্ম হইতেছে ما خالف كتاب الله (যাহা আল্লাহর কিতাবের পরিপন্থী)। আল্লামা ইবন বাত্তাল (রহ.) বলেন, এই স্থানে كتاب الله (আল্লাহর কিতাব) দ্বারা মর্ম হইতেছে তাঁহার কিতাবের মধ্যে তাঁহার হুকুম কিংবা তাঁহার প্রেরিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নত কিংবা উম্মতের ইজমা। আল্লামা ইবন খাযীমা (রহ.) বলেন, ليس فى كتاب الله (আল্লাহর কিতাবে নাই) অর্থাৎ ইহা জায়িয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার হুকুমের মধ্যে নাই। ইহার এই অর্থ নহে যে, যেই শর্ত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার কিতাবে কিছু বলেন নাই তাহা বাতিল। কেননা, بيع الكفيل (জিম্মাদার বিক্রয়)-এর মধ্যে শর্ত করা হয় উহা বাতিল নহে। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৮৩)

(৩৬৬২) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَيَّ فَقَالَتْ يَا عَائِشَةُ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَزَادَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكِ مِنْهَا ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ

(৩৬৬২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বারীরা (রাযিঃ) আমার কাছে আসিল। অতঃপর বলিল, ইয়া আয়িশা (রাযিঃ)! আমি আমার মনিবের সহিত লিখিত মুক্তিপণে এই শর্তে আবদ্ধ হইয়াছি যে, বছরে এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহাম) করিয়া নয় বছরে নয় উকিয়া পরিশোধ করিব। অতঃপর রাবী লায়ছ (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ মর্মার্থের হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে ইহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে যে, তিনি ইরশাদ করিলেন, তাহাদের এই শর্ত তোমাকে 'ওয়ালা'-এর অধিকারে নিষেধ করিবে না। তুমি তাহাকে ক্রয় কর এবং আযাদ করিয়া দাও। আর তিনি (ওরওয়া রহ.) এই হাদীছে বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের মধ্যে দন্ডায়মান হইলেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর বলিলেন, আম্মা বা'দ।

(৩৬৬৩) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ إِنَّ أَهْلِي كَاتَبُونِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي تِسْعِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ وَيَكُونَ الْوَلَاءُ لِي فَعَلْتُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَأَتَتْنِي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ قَالَتْ فَانْتَهَرْتُهَا فَقَالَتْ لَا هَا اللَّهِ إِذًا قَالَتْ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلْتُ قَالَتْ ثُمَّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ فُلَانًا وَالْوَلَاءُ لِي إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

(৩৬৬৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব মুহাম্মদ বিন আলা হামদানী (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমার কাছে বারীরা (রাযিঃ) আগমন করিল এবং বলিল, আমার মনিব আমাকে প্রতি বছর একটি উকিয়া করিয়া নয় বছরে নয়টি উকিয়া আদায়ের শর্তে লিখিত মুক্তিপণ করিয়াছেন। কাজেই (মুক্তিপণ পরিশোধে) আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি বারীরাকে বলিলাম, তোমার মনিব যদি এই শর্তে রাযী হয় যে, তোমার লিখিত মুক্তিপণ একসঙ্গে পরিশোধ করিয়া দিলে তোমার 'ওয়ালা' আমার জন্য হইবে তাহা হইলে আমি তোমাকে তোমার মুক্তিপণ আদায়ে সাহায্য করিব। তখন বারীরা (রাযিঃ) যাইয়া নিজ মনিবের কাছে (হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর) প্রস্তাবটি উল্লেখ করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল (এবং বলিল) 'ওয়ালা' তাহাদের জন্যই থাকিবে। অতঃপর সে (পুনরায়) আমার (আয়িশা রাযিঃ)-এর কাছে আসিয়া তাহার জবাবটি উল্লেখ করিল। তখন তিনি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলার কসম! ইহা হইবে না। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, ঘটনাক্রমে (আমাদের কথাবার্তা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহা শ্রবণ করিয়া আমাকে (ঘটনার বিবরণ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার কাছে সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে অবহিত করিলাম। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, তুমি তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দাও এবং তাহাদের 'ওয়ালা' শর্তে রাযী হইয়া যাও। কেননা, (শরীআতের বিধানে) 'ওয়ালা'-এর অধিকারী সেই ব্যক্তিই হইবে যে আযাদ করিবে। (হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন) অতঃপর আমি তাহাই করিলাম। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, অতঃপর সন্ধ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকদের সামনে) খুতবা দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার উপযোগী মহিমা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর তিনি ইরশাদ করিলেন, আম্মা বা'দ! তারপর ইরশাদ করিলেন, লোকদের কি হইল, তাহারা এমন সকল শর্ত আরোপ করে যাহা আল্লাহ তা'আলার কিতাবে নাই। আর যেই শর্ত মহান আল্লাহর কিতাবে নাই উহা বাতিল, যদিও একশত শর্ত আরোপ করা হউক। আল্লাহ তা'আলার কিতাবই যথার্থ, আল্লাহ তা'আলার শর্তই অধিক নির্ভরযোগ্য। তোমাদের মধ্যকার লোকদের কি হইয়াছে যে, তাহারা বলে, অমুককে আযাদ করিয়া দাও আর 'ওয়ালা' আমাদের জন্য? 'ওয়ালা'-এর তো সেই ব্যক্তিই অধিকারী যে আযাদ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً (তোমার লিখিত মুক্তিপণ একসঙ্গে আদায় করিয়া দিলে ...) অর্থাৎ ادفعها اليهم دفعة واحدة (তোমার মুক্তিপণের বিনিময় এক সঙ্গে তাহাদের কাছে পরিশোধ করিয়া দিলে ...)। -(তাকমিলা ১:২৮৪)

لَا هَا اللهِ إِذًا (তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলার কসম)! আল্লামা আছীর (রহ.) 'জামিউল উসূল' গ্রন্থের ৭:৯৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেন, ইহা কসম-এর শব্দাবলী। যেন তিনি لاوالله اذا বলিয়াছেন। و -এর স্থলে ها বর্ণটি ব্যবহার করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৮৫)

(৩৬৬৪) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ح وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ أَمَّا بَعْدُ

(৩৬৬৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও আবূ কুরায়ব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং যুহায়র বিন হারব ও ইসহাক বিন ইবরাহীম (রহ.) তাহারা সকলেই হিশাম বিন উরওয়া (রহ.) হইতে এই সনদে রাবী আবূ উসামা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেন। তবে রাবী জারীর (রহ.)-এর বর্ণিত (আলোচ্য) হাদীছে বলেন, তাহার (বারীরা (রাযিঃ)-এর) স্বামী ক্রীতদাস ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরাকে ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন (সে যখন আযাদ হইবে তখন ইচ্ছা করিলে বিবাহকে বহাল রাখিতে পারে কিংবা বাতিল করিয়া দিবে) সে আত্মপক্ষই ইখতিয়ার করিল (অর্থাৎ ক্রীতদাস স্বামীকে পছন্দ করিল না)। আর সে যদি আযাদ হইত তাহা হইলে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে ইখতিয়ার দিতেন না। আর তাহাদের বর্ণিত হাদীছে 'আম্মা বা'দ' শব্দটি নাই।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا (তাহার স্বামী ছিল ক্রীতদাস)। তাহার নাম মুগাইছ। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব (রাযিঃ)-এর ভাই আবূ আহমদ বিন জাহশ (রাযিঃ)-এর ক্রীতদাস ছিলেন। -(তাকমিলা ১:২৮৬)

(৩৬৬৫) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ أَرَادَ أَهْلُهَا أَنْ يَبِيعُوهَا وَيَشْتَرِطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَتْ وَعَتَقَتْ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَتْ وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا وَتُهْدِي لَنَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَكُمْ هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ

(৩৬৬৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যুহায়র বিন হারব ও মুহাম্মদ বিন 'আলা (রহ.) তাঁহারা ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বারীরা (রাযিঃ)-এর মধ্যে তিনটি শরয়ী বিধান ছিল– (ক) তাহার মুনিব তাহাকে বিক্রি করার ইচ্ছা করিয়াছিল এবং তাহার 'ওয়ালা'-এর উপর তাহাদের অধিকার লাভের শর্ত আরোপ করিয়াছিল। আমি এই বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তখন তিনি বলিলেন, তুমি তাহাকে খরিদ কর এবং আযাদ করিয়া দাও। কেননা, 'ওয়ালা' আযাদকারীই প্রাপ্য। (খ) তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, তাহাকে (বারীরাকে) আযাদ করিয়া দেওয়া হইলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে ইখতিয়ার প্রদান করিয়াছিলেন (যে, সে তাহার ক্রীতদাস

স্বামীর সহিত বিবাহ বহাল রাখার কিংবা বাতিল করিয়া দেওয়ার) তখন সে আত্মপক্ষ সমর্থন করিল (ক্রীতদাস স্বামীকে পছন্দ করিল না)। (গ) তিনি (আয়িশা রাযিঃ) বলেন, লোকেরা তাহাকে (বারীরাকে) দান-সদকা করিত এবং সে উহা হইতে আমাদের নিকট হাদিয়া পাঠাইত। তখন এই বিষয়টি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা তাহার জন্য সদকা এবং তোমাদের জন্য হাদিয়া। কাজেই ইহা তোমরা খাও।

(৩৬৬৬) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَاشْتَرَطُوا الْوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ لَحْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هٰذَا اللَّحْمِ قَالَتْ عَائِشَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

(৩৬৬৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি কয়েকজন আনসারী মুনিবদের নিকট হইতে বারীরা (রাযিঃ)কে ক্রয় করিলেন। তবে তাহারা 'ওয়ালা'-এর শর্ত আরোপ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, 'ওয়ালা' তাহারই প্রাপ্য যে নি'আমতের অধিকারী (আযাদকারী)। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (বারীরাকে পূর্ব বিবাহ বহাল রাখার কিংবা বাতিল করা) ইখতিয়ার দিলেন, (কারণ) তাহার স্বামী ছিল ক্রীতদাস। একদা সে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর কাছে কিছু গোশত হাদিয়া হিসাবে পেশ করিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা যদি এই গোশত কিছু আমার জন্য রান্না করিয়া আনিতে ...। হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, ইহা তো বারীরা সদকা (ওয়াজিবা) হিসাবে পাইয়াছে (যাহা বনূ হাশিম ও ধনীদের জন্য হারাম) তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তাহার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ (ইহা তাহার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া)। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হাশিমী ও ধনী লোকদের জন্য সদকার মাল আহার করা হারাম। ইহা মূল মাল নহে; বরং বিশেষণগত মাল হারাম। কেননা, যাহাকে সদকা দেওয়া হয় সে সদকার প্রাপ্ত মাল যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে। বস্তুটি তাহার হস্তগত হইয়া মালিকানায় যাওয়ার পর উহাকে বিক্রয় ও হিবা করা তাহার জন্য জায়িয। অতঃপর সেই ব্যক্তি যাহাকে হাদিয়া প্রদান করিবে তাহাদের প্রত্যেকের জন্য উহা আহার করা জায়িয। অনুরূপ ঘটনা সহীহ বুখারী শরীফের كتاب الزكوة -এর মধ্যে اذا تحولت الصدقة (সদকার প্রকৃতি পরিবর্তন হইলে) অনুচ্ছেদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَئٌ فَقَالَتْ لَا اِلَّا شَيْئٌ بَعَثَتْ بِهِ اِلَيْهَا نُسَيْبَةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِى بَعَثْتَ لَهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ اِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا (উম্মু আতিয়া আনসারিয়া (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়া বলিলেন : তোমাদের কাছে (আহারের) কিছু আছে কি? আয়িশা (রাযিঃ) বলিলেন, না, তবে আপনি সদাকা স্বরূপ নুসায়বাকে বকরীর যে গোশত পাঠাইয়াছিলেন সে উহার কিছু তাহার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছিল (উহা ছাড়া আর কিছু নাই)। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সদকা উহার যথাস্থানে পৌঁছিয়াছে)।

আর ইহা তখনই যখন বস্তুটি হিবাকৃতের মালিকানায় পৌঁছিয়া যায়। আর যদি বস্তুটি তাহার মালিকানায় প্রবেশ না করে তাহা হইলে তাহার জন্য অন্যকে হিবা করার সুযোগ নাই। আর অন্যের জন্যও উহা গ্রহণ করা হালাল নহে। আর ইহা দ্বারা আমাদের যুগের সেই সকল মুর্খদের অভিমত বাতিল হইয়া যায় যাহারা হাদীছের এই বাক্য দ্বারা প্রমাণ পেশ করিয়া বলে, সুদখোরের প্রদত্ত হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয। কেননা, সুদ তাহার মালিকানায় প্রবেশ করে না। কাজেই সে কিভাবে হিবা করিবে? সুতরাং তাহাকে সতর্ক থাকা সমীচীন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সর্বজ্ঞ। -(তাকমিলা ১:২৯০)

(৩৬৬৭) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُهْدِىَ لِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ فَقَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ زَوْجِهَا فَقَالَ لَا أَدْرِى

(৩৬৬৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না (রহ.) তিনি ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বারীরাকে খরিদ করিয়া আযাদ করার ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তাহারা (বারীরার মুনিবেরা) তাহার 'ওয়ালা'-এর শর্তারোপ করিল। তখন তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে উল্লেখ করিলেন, তিনি বলিলেন, তুমি তাহাকে ক্রয় কর অতঃপর তুমি তাহাকে আযাদ করিয়া দাও। কেননা, 'ওয়ালা' তো সেই ব্যক্তিই প্রাপ্য যে আযাদ করে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য কিছু গোশত হাদিয়া হিসাবে পেশ করা হইল। তখন তাহারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, এই গোশত বারীরাকে সদকা রূপে প্রদান করা হইয়াছে। তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তো তাহার জন্য সদকা এবং আমাদের জন্য হাদিয়া। আর তাহাকে (বারীরাকে তাহার পূর্ব ক্রীতদাস স্বামীর সহিত বিবাহ বহাল রাখার কিংবা বিবাহ নাকচ করিয়া দেওয়ার) ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। রাবী আবদুর রহমান (রহ.) বলেন, তাহার স্বামী ছিল স্বাধীন। শু'বা (রহ.) বলেন, পরে আমি তাহাকে (আমার শায়খ আবদুর রহমান (রহ.)কে) তাহার (বারীরার) স্বামী (ক্রীতদাস কিংবা আযাদ এই) ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (জবাবে) বলিলেন, আমার জানা নাই।

(৩৬৬৮) وحَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

(৩৬৬৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আহমদ বিন উছমান নাওফালী (রহ.) তিনি ... শু'বা (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন।

(৩৬৬৯) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ أَبِى هِشَامٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِىُّ أَبُو هِشَامٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

(৩৬৬৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না ও ইবন বাশ্শার (রহ.) তাঁহারা ... হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, বারীরার স্বামী ছিল ক্রীতদাস।

(৩৬৭০) وحَدَّثَنِى أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِى بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ وَأُهْدِىَ لَهَا لَحْمٌ فَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأُتِىَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

(৩৬৭০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ তাহির (রহ.) তিনি ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী হযরত আয়িশা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, বারীরার ঘটনায় তিনটি বিধান প্রবর্তন হইয়াছে– (১) যখন সে আযাদ হইল তখন তাহার স্বামীর (সহিত বিবাহ বহাল রাখা কিংবা বাতিল করার) ব্যাপারে তাহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছিল। (২) তাহাকে গোশত সদকা করা হইয়াছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার (আয়িশা (রাযিঃ)-এর) কাছে তাশরীফ আনিলেন। তখন গোশতের হাড়ি চুলার উপর ছিল। তিনি খাবার চাহিলেন, তখন তাঁহার সামনে রুটি ও ঘরের তরকারী হইতে কিছু তরকারী পরিবেশন করা হইল, তিনি বলিলেন, আমি কি প্রত্যক্ষ করিতেছি না যে, চুলার উপর হাঁড়ি আছে যাহাতে গোশত রহিয়াছে? তাহারা আরয করিলেন, কেন না, নিশ্চয়, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে ইহা এমন গোশত যাহা বারীরাকে সদকা করা হইয়াছে। তাই আমরা উহা হইতে আপনাকে খাওয়ানো অপছন্দ করিয়াছি। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, ইহা তো তাহার জন্য সদকা আর তাহার পক্ষ হইতে উহা আমাদের জন্য হাদিয়া। (৩) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহার (বারীরার) মুক্তির ঘটনায় ইরশাদ করিলেন, বস্তুতভাবে 'ওয়ালা' সেই ব্যক্তিই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

ثَلَاثُ سُنَنٍ (তিনটি বিধান)। আবূ দাউদ ও মুসনাদ আহমদ গ্রন্থে ইবন আব্বাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে আছে قضى فيها النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اربع قضيات (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বারীরার ঘটনা বিধান জারী করিয়াছেন চারটি বিধান)। অতঃপর হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর বর্ণিত (আলোচ্য) হাদীছের অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তবে উহাতে এতখানি অতিরিক্ত আছে : وامرها ان تعتد عدة الحرة ((৪) আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে (বারীরাকে) আযাদ মহিলার ইদ্দতের ন্যায় ইদ্দত গণনা করিতে নির্দেশ দেন)। আর এই অতিরিক্ত অংশ ইমাম দারু কুতনী (রহ.)ও রিওয়ায়ত করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৯০)

وَالْبُرْمَةُ (হাঁড়ি) শব্দটির ب বর্ণে পেশ দ্বারা পঠিত। উহা ব্যাপকভাবে القدر (রান্নার হাঁড়ি, ডেক)কে বলে। আর আসলে ইহা হিজায এবং ইয়ামান দেশের الحجر المعروف (প্রসিদ্ধ পাথর) হইতে সংগৃহীত। (উমদাতুল কারী ৯:৫৭৪) -(তাকমিলা ১:২৯০)

أُدْمٍ (রুটি খাওয়ার সালন, তরকারী) শব্দটির همزه বর্ণে পেশ এবং د বর্ণে সাকিনসহ পঠিত। ইহা হইল إدام (সালন, তরকারী)। -(তাকমিলা ১:২৯০)

(৩৬৭১) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

(৩৬৭১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হযরত আয়িশা (রাযিঃ) একটি ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া আযাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাহার মুনিবেরা তাহাদের জন্য তাহার 'ওয়ালা' ব্যতিরেকে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। তিনি এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করিলেন। তখন তিনি ইরশাদ করিলেন, এই প্রত্যাখ্যানে তোমাকে (ক্রীতদাসী ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দিতে) বাধাগ্রস্ত করিবে না। কেননা, বস্তুতভাবে 'ওয়ালা' সেই ব্যক্তিই প্রাপ্য যে আযাদ করে।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ওয়ালা' বিক্রি কিংবা হিবা করা নিষিদ্ধ-এর বিবরণ

(৩৬৭২) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ قَالَ مُسْلِم النَّاسُ كُلُّهُمْ عِيَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ

(৩৬৭২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া তামীমী (রহ.) তিনি ... ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'ওয়ালা' বিক্রি করা ও উহা হিবা করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন, এই হাদীছের মধ্যে আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন : সকল মানুষ একই পরিবারভুক্ত।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ('ওয়ালা' বিক্রি করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন)। الْوَلَاء শব্দটির و বর্ণে যবর দ্বারা পঠিত। আযাদকৃতের উত্তরাধীকারীর হক আযাদকারী। ইহাকে ولاء العتاقة ও বলা হয়। আলোচ্য হাদীছের হুকুমের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ولاء (অভিভাবকত্ব) نسب (বংশ)-এর ন্যায় হওয়ার ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত নাই। কাজেই ইহা বিক্রি করা যাইবে না আর না হিবা করা যাইবে। প্রাচীনকালে আরবের লোকেরা 'ওয়ালা' বিক্রি ও হিবা করিত। তাই ইসলামী শরীআত ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়াছে। -(তাকমিলা ১:২৯০)

(৩৬৭৩) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ح وحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْبَيْعُ وَلَمْ يَذْكُرْ الْهِبَةَ

(৩৬৭৩) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইয়াহইয়া বিন আইয়্যুব, কুতায়বা ও ইবন হুজর (রহ.) তাঁহারা ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন মুছান্না (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন রাফি' (রহ.) তাঁহারা সকলেই আবদুল্লাহ বিন দীনার (রহ.) হইতে, তিনি ইবন উমর (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে অনুরূপ রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে সাকাফী (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছে উবায়দুল্লাহ (রহ.)-এর সূত্রের উল্লেখ নাই। এই রিওয়ায়তে বিক্রির কথা আছে। আর তিনি হিবার কথা উল্লেখ করেন নাই।

بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযাদকৃত দাসের জন্য তাহার আযাদকারী ব্যতীত অন্য কাহাকেও অভিভাবক বানানো হারাম হওয়ার বিবরণ

(৩৬৭৪) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ

(৩৬৭৪) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন রাফি' (রহ.) তিনি ... আবূ যুবায়র (রহ.) জানান যে, তিনি জাবির বিন আবদুল্লাহ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লিখিত ফরমান জারী করিলেন যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপর তৎকর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে। অতঃপর তিনি লিখিলেন, কোন মুসলমানের জন্য হালাল নহে যে, অপর কোন মুসলমানের আযাদকৃত দাসের অভিভাবকত্ব তাহার (আযাদকারীর) অনুমতি ব্যতীত লাভ করে। অতঃপর আমাকে জানানো হইল তিনি তাহার সহীফায় (লিখিত ফরমানে) সেই ব্যক্তির উপর লা'নত করেন যে এইরূপ করে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ (প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপর তৎকর্তৃক হত্যাকাণ্ডের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হইবে)। العقل হইল الدية (হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ)। ইহার বহুবচন عقول ব্যবহৃত হয়। এই বাক্যের মর্ম হইতেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলবশতঃ (خطأ) এবং অনিচ্ছাকৃত (شبه عمد) হত্যাকারীর অভিভাবকের উপর দিয়াত ওয়াজিব করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৯২-২৯৩)

أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ (অপর কোন মুসলমানের আযাদকৃত দাসের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা)। অর্থাৎ নিজেকে ব্যতীত অপর কোন মুসলমানের আযাদকৃত দাসের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা মুসলমান ব্যক্তির জন্য হালাল নহে। কেননা نسب (বংশ)-এর বন্ধনের ন্যায় ولاء (আযাদকৃত গোলামের অভিভাবকত্ব)-এর বন্ধন। ইসলামী শরীয়তে ইহা আযাদকারী ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য প্রমাণিত নহে। কাজেই আযাদকৃত গোলাম এইরূপ বলা জায়িয নাই যে, আমি অমুকের মুক্ত দাস। অথচ অমুক তাহাকে মুক্ত করে নাই। যেমন কোন ব্যক্তির জন্য জন্মদাতা পিতা ছাড়া অন্য কাহারও সহিত পিতৃত্বের সম্পর্কযুক্ত করা হালাল নহে। এই কারণে আযাদকারী মুনিব ব্যতীত অন্য কাহারও অভিভাবকত্ব গ্রহণ করা তাহার জন্য হালাল নহে। -(তাকমিলা ১:২৯৩)

بِغَيْرِ إِذْنِهِ (তাহার অনুমতি ব্যতীত)। ইহার প্রকাশ্য মর্ম এইরূপ যে, আযাদকৃত গোলামের জন্য আযাদকারী ব্যতীত অপরের সহিত 'ওয়ালা'-এর সম্পর্কযুক্ত করা জায়িয যদি আযাদকারী মুনিব তাহাকে ইহার অনুমতি দেয়। কিন্তু জমহুরে উলামার মতে এই বাক্যের মর্ম উহা নহে। কেননা, তাহাদের সর্বসম্মত মত যে, এই ধরণের

'ওয়ালা'-এর সম্পর্কযুক্ত করা জায়িয নাই, যদিও আযাদকারী মুনিব ইহার অনুমতি দেয়। কেননা, মুনিব যদি কোন কিছুর বিনিময় গ্রহণ পূর্বক ইহার অনুমতি দেয় তাহা হইলে 'ওয়ালা' বিক্রি হইল। আর যদি বিনিময় ব্যতীত ইহার অনুমতি দেয় তাহা হইলে তাহার পক্ষে হিবা হইল। আর এতদুভয় (ওয়ালা বিক্রি কিংবা হিবা) জায়িয নাই। যেমন পূর্ববর্তী (৩৬৭২নং) হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। -(তাকমিলা ১:২৯৩)

ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ (অতঃপর আমাকে জানানো হইল যে, তিনি তাহার সহীফায় (লিখিত ফরমানে) সেই ব্যক্তির উপর লা'নত করেন যে এইরূপ করে)। প্রকাশ্য যে, ইহা আবূ যুবায়র (রহ.)-এর উক্তি। কেননা, 'মুসনদে আহমদ' গ্রন্থে ৩:৩৪২নং পৃষ্ঠায় এই হাদীছকে ইবন লুহীআ (لهيعة)-এর সূত্রে আবূ যুবায়র (রহ.) হইতে, তিনি জাবির (রাযিঃ) হইতে রিওয়ায়ত করেন ان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ (নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার সহীফায় (লিখিত ফরমানে) এইরূপ যেই ব্যক্তি করিবে তাহার প্রতি লা'নত করিয়াছেন) আর الصَحِيفَة (ক্ষুদ্রগ্রন্থ) দ্বারা সেই সহীফা মর্ম যাহা তিনি উপগোত্রসমূহের কাছে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আর ইহারও সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, ইহা দ্বারা صحيفة على (আলী (রাযিঃ)-এর সহীফা) মর্ম। (وسياتي ذكرها في الحديث الاتي)- (তাকমিলা ১:২৯৩)

(৩৬৭৫) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ

(৩৬৭৫) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই আযাদকৃত গোলাম তাহার (আযাদকারী) মুনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও অভিভাবক বানাইবে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত এবং ফিরিশতাগণেরও। তাহার ফরয কিংবা নফল কিছুই কবূল হইবে না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ (তাহার ফরয কিংবা নফল কিছুই কবূল হইবে না)। বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৩২১৩নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৩৬৭৬) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

(৩৬৭৬) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই আযাদকৃত গোলাম তাহার (আযাদকারী) মুনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও অভিভাবক বানাইবে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিবসে তাহার ফরয কিংবা নফল কবূল করা হইবে না। আর আমার নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন ইবরাহীম বিন

দীনার (রহ.) তিনি ... আ'মাশ (রহ.) হইতে এই সনদে রিওয়ায়ত করিয়াছেন। তবে ইহাতে আছে, তিনি বলেন, কোন আযাদকৃত গোলাম তাহার (আযাদকারী) মুনিবের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাহাকেও অভিভাবক করিবে ...)।

(৩৬৭৭) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ وَهٰذِهِ الصَّحِيفَةَ قَالَ وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ فَقَدْ كَذَبَ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ وَفِيهَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

(৩৬৭৭) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... ইবরাহীম তায়মী (রহ.) হইতে, তিনি তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আলী বিন আবী তালিব (রাযিঃ) আমাদের সম্মুখে খুতবা দিলেন, অতঃপর খুতবায় বলিলেন, যেই ব্যক্তি ধারণা করে যে, এই সহীফা এবং আল্লাহর কিতাব ছাড়া আমাদের কাছে এমন কিছু আছে যাহা আমি পাঠ করি সে অবশ্যই মিথ্যা বলিয়াছে। রাবী বলেন, তখন তাহার (আলী (রাযিঃ)-এর) তরবারীর খাপের মধ্যে একখানি সহীফা লটকানো ছিল। এই সহীফায় উটের দাঁতের বিবরণ এবং যখমসমূহের ক্ষতিপুরণ (দিয়াত)-এর বিধান ছিল। ইহাতে আরও উল্লেখ ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মদীনার 'আয়র' (পাহাড়) হইতে 'ছাওর' (পাহাড়) পর্যন্ত হারাম (সংরক্ষিত এলাকা)। যেই ব্যক্তি এই এলাকায় বিদআত করিবে কিংবা কোন বিদআতীকে আশ্রয় দিবে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং সকল মানুষের লা'নত। কিয়ামতের দিবসে আল্লাহ তা'আলা তাহার কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবূল করিবেন না। মুসলমানদের পক্ষ হইতে নিরাপত্তা প্রদানে সকলে সমান, তাহাদের নিম্নস্তরের একজনের প্রদত্ত নিরাপত্তাও কার্যকর। যে অন্য পিতার সহিত নিজ বংশ দাবী করে কিংবা নিজ মুনিবের পরিবর্তে অন্য মুনিবের সহিত নিজেকে সম্পর্কিত করে তাহার উপর আল্লাহ তা'আলার, ফিরিশতাগণের এবং সকল মানবজাতির লা'নত। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে তাহার ফরয বা নফল কোন ইবাদতই কবূল করিবেন না।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

مَنْ زَعَمَ (যেই ব্যক্তি ধারণা করে ...) ইহা দ্বারা সেই ব্যক্তির অভিমত খণ্ডন হইয়া যায় যে বলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশেষভাবে হযরত আলী (রাযিঃ)কে শরীআতের অনেক গোপন বিষয় বলিয়া গিয়াছেন এবং খিলাফতের ব্যাপারে তাহাকে ওসীয়ত করিয়া গিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৯৫)

عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ('আয়র' হইতে 'ছাওর' পর্যন্ত)। এতদুভয় মদীনার দুইটি পাহাড়ের নাম। -(তাকমিলা ১:২৯৫) বিস্তারিত ৩২১৭নং হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাস আযাদ করা ফযীলত-এর বিবরণ

(৩৬৭৮) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

(৩৬৭৮) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন মুহাম্মদ বিন মুছান্না আনাযী (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়া দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের অগ্নি হইতে রক্ষা করিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

إِرْبًا مِنْهُ (তাহার (আযাদকারীর) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ...)। إرب শব্দটির همزه বর্ণে যের এবং ر বর্ণে সাকিনসহ পঠনে অর্থ العضو (অঙ্গ)। ইহার বহুবচন آراب (অঙ্গসমূহ)। -(তাকমিলা ১:২৯৬)

(৩৬৭৯) وحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

(৩৬৭৯) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন দাউদ বিন রুশায়দ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে, তিনি ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়া দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্তি দিবেন। এমনকি তাহার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে লজ্জাস্থানও।

(৩৬৮০) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ

(৩৬৮০) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন কুতায়বা বিন সাঈদ (রহ.) তিনি ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইরশাদ করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যেই ব্যক্তি কোন ঈমানদার ক্রীতদাস আযাদ করিয়া দিবে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে আযাদকারীর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের অগ্নি হইতে মুক্তি দিবেন। এমনকি তিনি তাহার লজ্জাস্থানের বিনিময়ে তাহার (আযাকারীর) লজ্জাস্থান মুক্ত করিয়া দিবেন।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

رَقَبَةً مُؤْمِنَةً (ঈমানদার ক্রীতদাস)। শারেহ নওয়াভী (রহ.) বলেন, ক্রীতদাসকে ঈমানদারের বন্দীত্বের দ্বারা প্রতীয়মান হয় ঈমানদার ক্রীতদাস আযাদের বিশেষ ফযীলত রহিয়াছে। তবে ঈমানহীন ক্রীতদাসকে আযাদ করার মধ্যেও ফযীলত আছে। ইহাতে কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু ঈমানদার আযাদ করার ফযীলত হইতে তুলনা-মূলক কম। -(তাকমিলা ১:২৯৬)

(৩৬৮১) وحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ يَعْنِي أَخَاهُ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ

(৩৬৮১) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন হুমায়দ বিন মাসআদা (রহ.) তিনি ... আলী বিন হুসায়ন (রহ.)-এর সাথী সাঈদ বিন মারজানা (রহ.) হইতে, তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রাযিঃ)কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন মুসলমান অপর কোন মুসলমান ক্রীতদাসকে আযাদ করিলে আল্লাহ তা'আলা তাহার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে তাহার (আযাদকারীর) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাহান্নামের অগ্নি হইতে বাঁচাইয়া রাখিবেন। তিনি (রাবী সাঈদ রহ.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে এই হাদীছ শ্রবণের পর ইহা আলী বিন হুসায়ন (রহ.)-এর কাছে উল্লেখ করিলাম। তখনই তিনি তাহার একটি ক্রীতদাস (মুতাররাফ)কে আযাদ করিয়া দিলেন যাহার বিনিময় মূল্য স্বরূপ তিনি ইবন জা'ফর (রহ.)কে দশ হাজার দিরহাম কিংবা একহাজার দীনার পরিশোধ করিয়াছিলেন।

بَابُ فَضْلِ عِتْقِ الْوَالِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ পিতাকে আযাদ করার ফযীলত-এর বিবরণ

(৩৬৮২) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَدٌ وَالِدَهُ

(৩৬৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আমাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ বকর বিন আবূ শায়বা ও যুহায়র বিন হারব (রহ.) তাহারা ... আবূ হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কোন সন্তান তাহার পিতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, সে যদি তাহার পিতাকে ক্রীতদাস হিসাবে প্রত্যক্ষ করে এবং তখনই সে তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেয় (তাহা হইলে ঋণ পরিশোধ হইতে পারে)। আর রাবী ইবন আবূ শায়বা (রহ.)-এর রিওয়ায়তে (وَلَد وَالِدا) -এর স্থলে) وَلَدٌ وَالِدَهُ (সন্তান তাহার পিতাকে) রহিয়াছে।

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ (তখনই তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দেয়)। অর্থাৎ সন্তান তাহার পিতার হক আদায় করিতে পারে না তবে তাহাকে ক্রীতদাস হিসাবে পাইলে সে তাহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিয়া দিলে হক আদায় হইতে পারে। জমহুরে উলামার মতে, শুধু খরিদ করার দ্বারাই পিতা আযাদ হইয়া যাইবে। তবে তাহাদের বিপরীতে আহলে যাহির বলেন, শুধু খরিদ করার দ্বারা আযাদ হইবে না; বরং নতুনভাবে আযাদ করিয়া দেওয়া জরুরী। তাহারা আলোচ্য হাদীছের মর্মার্থ দ্বারা দলীল পেশ করেন। কেননা, আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় শুধু খরিদ করা দ্বারা আযাদ হইবে না; বরং খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দিতে হইবে।

জমহুরে উলামার দলীল হইতেছে– তিরমিযী, আবূ দাউদ, ও ইবন মাজা গ্রন্থে সামুরা বিন জুনদুব (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীছ انه عليه السلام قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যেই ব্যক্তি রক্ত সম্পর্কীয় মুহরিম ব্যক্তির মালিক হইবে সে আযাদ)। ইহা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর দলীল যে, রক্তসম্পর্কীয় সকল মুহরিম শুধু খরিদ করার দ্বারাই আযাদ হইয়া যাইবে। তবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, শুধু اصول (পিতা-মাতা ও উপরের দিকে) এবং فروع (ছেলে-মেয়ে ও নীচের দিকের সকল) আযাদ হইয়া যাইবে। আর ইমাম মালিক (রহ.) বলেন, শুধুমাত্র পিতা-মাতা (اصول) , ছেলে-মেয়ে (فروع) ভাই এবং বোনগণ খরিদ করা দ্বারা আযাদ হইয়া যাইবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) পূর্ণ হাদীছের উপর সকল মুহরিম আত্মীয়দের ক্ষেত্রে হুকুম ব্যাপকতার উপর আমল করেন।

আহলে যাহির-এর প্রদত্ত আলোচ্য হাদীছের জবাব এই যে, পিতাকে খরিদ করার দ্বারা আযাদ হইয়া যাওয়াকেই তাহার সহিত আযাদ করিয়া দেওয়ার সম্বন্ধ করিয়াছেন। -(তাকমিলা ১:২৯৮)

(৩৬৮৩) وحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالُوا وَلَدٌ وَالِدَهُ

(৩৬৮২) হাদীছ (ইমাম মুসলিম (রহ.) বলেন) আর আমাদের নিকট উপর্যুক্ত হাদীছ বর্ণনা করেন আবূ কুরায়ব (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং ইবন নুমায়র (রহ.) তিনি ... (সূত্র পরিবর্তন) এবং আমরুন নাকিদ (রহ.) তাঁহারা ... সুহায়ল (রহ.) হইতে এই সনদে অনুরূপ রিওয়ায়ত করেন। তবে তাহারা এই রিওয়ায়তে وَلَدٌ وَالِدَهُ (সন্তান তাহার পিতাকে) বলিয়াছেন।

__১৪তম খণ্ড সমাপ্ত__

১৫তম খণ্ডে কিতাবুল বুয়ূ’